নিবেদন

বেদ ও উপনিষদের পর আমাদের 'সংস্কৃতপ্রসার-গ্রন্থমালা'য় পুরাণ ও মহাভারতাদির একটি সংকলন প্রকাশের ইচ্ছা ছিল। সাহিত্য আকাদামীর পক্ষ থেকে একটি 'পুরাণেতিহাস সংগ্রহ' প্রকাশিত হ'য়েছে বটে কিন্তু তাতে কেবল সংস্কৃত মূলমাত্র সংকলিত হ'য়েছে, যা' সংস্কৃতে বিশেষ পারদর্শীরাই আস্বাদ করতে পারেন। বাংলা অনুবাদ-সমেত এরূপ একটি সংকলন প্রকাশ করতে পারলে মূল সংস্কৃতের দিকে লোকের আগ্রহ জাগবে এবং বাংলা সাহিত্যও সমৃদ্ধ হ'বে এই ভেবে আমরা এ বিষয় উদ্যোগী হ'য়েছিলাম। কিন্তু পুরাণ মহাভারতাদির কাব্যরস বাংলা গদ্যের মধ্য দিয়ে সকলকে আস্বাদন করান এক দুরূহ ব্যাপার। তার ওপর সর্বত্র পুরোপুরি মূল এবং তার পাশাপাশি অনুবাদ দিতে গেলে গ্রন্থ-কলেবর অসম্ভব স্ফীত হ'য়ে পড়ার সম্ভাবনা এই সব চিন্তায় যখন আমরা আকুল তখন আকস্মিক-ভাবে শ্রদ্ধেয় শ্রীদিলীপকুমার রায় মহাশয় আমাদের তদানীন্তন উপাচার্য শ্রীব্রজকান্ত গুহ মহাশয়ের কাছে তাঁর "কৃষ্ণকথা-কাহিনী" আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশের জন্য অর্পণ করেন। এতে আমাদের সমস্যার আশাতীত সমাধান ঘটে গেল। দিলীপকুমার এক সময় পুরাণ-শিরোমণি শ্রীমদ্ ভাগবত থেকে বিভিন্ন স্কন্ধের বিশিষ্ট শ্লোকগুলি এবং প্রসিদ্ধ কাহিনীগুলি অনুপম ছন্দোবৈচিত্র্যে বাংলায় রূপায়িত করেছিলেন 'ভাগবতী কথা' নাম দিয়ে। পরে মহাভারতের কৃষ্ণচরিত্র অবলম্বন করে' বিভিন্ন পর্ব থেকে অনুরূপভাবে কাব্যানুবাদে পরিবেশন করেন তাঁর 'মহাভারতী কথা'য়। এ দুটি গ্রন্থ নিজে পাঠ করে' এবং অপর সকলকে পাঠ করে শুনিয়ে অপার আনন্দ পেয়েছি বহুদিন। কিন্তু ইদানীং গ্রন্থ দু'টি দীর্ঘকাল পূর্বে প্রকাশের ফলে দুর্লভ হ'য়ে উঠেছিল। এবার 'কৃষ্ণকথা-কাহিনী' এই সার্থক নামাঙ্কিত হ'য়ে এদের পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত রূপ আত্মপ্রকাশ করল আমাদের

গ্রন্থমালায়। বাংলা দেশের সংস্কৃতানুরাগীদের উদ্দেশ্যে এটি আমাদের তৃতীয় অর্ঘ্য।

এক সময় ছিল যখন বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে, শহরে ও পল্লী-গ্রামাঞ্চলে, কথকতার মাধ্যমে ভাগবত, মহাভারত, রামায়ণের কাহিনী জনমানসে সঞ্চারিত হ'ত। এইভাবেই অলক্ষ্যে সকলের মনে ধর্ম-বোধের সুদৃঢ় মূলও সংস্থাপিত হ'য়ে যেত। সেই ধর্মই ছিল ধারিণী শক্তি, যা কোনো বিশিষ্ট মতবাদ নয়, যা সমস্ত প্রজাবর্গকে অর্থাৎ জনগণকে ধারণ করে রাখত—'ধারণাদ্ ধর্মম্ ইত্যাহুঃ ধর্মো ধারয়তে প্রজাঃ।" এখন দিন বদলেছে, রুচির পরিবর্তন ঘটেছে, কথক সম্প্রদায়ও লুপ্তপ্রায়। ঠাকুমা-দিদিমার মুখেও রূপকথা-কাহিনী বা অন্য কোনো কাহিনী শোনার সুযোগ এ-যুগের শিশুরও ভাগ্যে ঘটেনা। তাই প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছে এই সব কাহিনীর যুগোপযোগী রূপায়ণ ও পরিবেশন কারণ এ সবের আকর্ষণ আজও অব্যাহত আছে জনচিত্তে যেহেতু তার মূল সনাতন, সকলের সত্তার গভীরে নিহিত।

আমরা আশা করি দিলীপকুমারের এই কাব্যানুবাদ আবার নতুন করে' আমাদের মূলের সঙ্গে সংযোগস্থাপনে সহায়ক হ'বে, কারণ তাঁর মধ্যে একাধারে এসে মিলিত হ'য়েছে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষার শোভনতম রূপ ও প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির কল্যাণতম রূপ। তাই তাঁর পক্ষেই এমন সুমার্জিত ভাবে ও ভাষায়, সুনিপুণ ছন্দোবৈচিত্র্যে আধুনিক মনের উপযোগী করে আমাদের দেশের সনাতন কাহিনীগুলি শোনান সম্ভব হ'য়েছে। শুধু আক্ষরিক অনুবাদ মাত্র করে' তিনি তৃপ্ত হ'ন নি, নতুন দৃষ্টি দিয়ে প্রত্যেকটি কাহিনীর মর্মকথা, অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উদ্ঘাটনে প্রয়াসী হ'য়েছেন। এখানে তিনি শুধু অনুবাদক মাত্র ন'ন, নব ভাষ্যকারের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। ভক্তির সঞ্জীবনী রসে লালিত তাঁর স্বচ্ছ দৃষ্টিতে নানা কাহিনী এক এক অভিনব জীবন-দীক্ষার দিশারী হয়ে ধরা দিয়েছে। সেইজন্যই তাঁর রচনা এত আস্বাদ্য হয়ে উঠেছে। তাঁর সুচিন্তিত দীর্ঘ ভূমিকাটির মধ্যেও শ্রীমদ্ ভাগবত ও মহাভারতের মূল প্রতিপাদ্যটি সুপরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে।

তার ওপর সঙ্গীতের যিনি বরপুত্র তাঁর পক্ষেই অনুবাদে এমন অনায়াসে বিবিধ ছন্দের বৈচিত্র্য ফুটিয়ে তোলা সম্ভব। এতে পাঠক নানা সংস্কৃত ছন্দেরও (যেমন পুষ্পিতাগ্রা প্রভৃতির) আস্বাদ পাবেন বাংলার মাধ্যমে। সর্বত্র মূল সংস্কৃত শ্লোকগুলি দেবার ইচ্ছা থাকলেও গ্রন্থ-কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় দেওয়া সম্ভব হয় নি, কোথাও কোথাও মাত্র পাদটীকায় দেওয়া হ'য়েছে। তবে সর্বত্র স্কন্ধ অধ্যায় ও শ্লোক-সংখ্যার নির্দেশ দেওয়া আছে, যাতে মূল সংস্কৃত পড়তে যাঁরা আগ্রহী তাঁরা যথাস্থানে মূল গ্রন্থে দেখে নিতে পারেন।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত সদস্য আমার পূজনীয় আচার্যদেব মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় এই গ্রন্থের প্রাক্-কথন লিখে দিয়ে এর গৌরব বৃদ্ধি করেছেন, এজন্য তাঁর কাছে আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাই।

সকলে সনাতন শাস্ত্রের গভীরে অবগাহন করে' ভারতবর্ষের মূল প্রাণরস আস্বাদন করে ধন্য হোন্ এই প্রার্থনা।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
নববর্ষ ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ

গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়

স্নেহভাজন শ্রীমান্ গোবিন্দগোপালের উৎসাহেই কৃষ্ণকথা-কাহিনী বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হ'ল তদানীন্তন উপচার্য শ্রীব্রজকান্ত গুহ মহাশয়ের আনুকূল্যে এবং বর্তমান উপচার্য শ্রীধীরেন্দ্র মোহন সেন মহাশয়ের সহৃদয়তায়। এজন্যে আমি উভয়কেই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। আমার "ভাগবতী কথা" আমি উৎসর্গ করেছিলাম দুজন মহাপ্রাণ মানুষকে: শুক্লসন্ন্যাসী সর্বশ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রাণগোপাল মুখোপাধায়কে এবং মহাযোগী শ্রীকৃষ্ণপ্রেমকে। "কৃষ্ণকথা-কাহিনী" উৎসর্গ করেছিলাম শুধু শ্রীকৃষ্ণপ্রেমকে—কারণ গতবৎসরও তিনি আমাদের সঙ্গে ছিলেন এ-যুগসঙ্কটে। দুঃখ রইল—তিনি এ-অর্ঘ গ্রহণ করতে পারলেন না। তবে তাঁর পুণ্য আত্মার কাছে নিবেদিত হ'য়ে এ অর্ঘ ধন্য হবে এ-বিশ্বাস আমার আছে। এই দুজন মহাপ্রাণ সাধকই আমাকে প্রথম ভাগবত পড়তে উৎসাহ দিয়েছিলেন। আজ কৃষ্ণকথা-কাহিনীর নব প্রকাশও তাঁদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করে।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের আশীর্বাদী প্রাক-কথনের জন্যেও তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই। স্নেহভাজন শঙ্করও অনেক আনুকূল্য করেছেন। এ-নব প্রকাশনে মহাভারতী কথাও জুড়ে দিয়েছি দুটি কারণে। এক: কৃষ্ণকথা প্রধানতঃ এই দুটি গ্রন্থেই বিশদভাবে কীর্তিত হয়েছে। দুই: একখণ্ডে দুটি মহাগ্রন্থের বিন্যাসে কৃষ্ণকাহিনী পূর্ণকায় হয়ে উঠেছে। ভাগবতের কথা আগে ন্যস্ত হয়ে ভালই হয়েছে পর্যায়ের দিক্ দিয়ে, যেহেতু মহাভারতে কৃষ্ণের আবির্ভাব ভাগবতে আবির্ভাবের পরবর্তী ঘটনা। যাঁরা কৃষ্ণভক্ত তাঁরা পর পর কৃষ্ণের দীপ্তিবিকাশ এ-দুটি পর্যায়ে উপভোগ করুন্ এই কামনা: "পিবত ভাগবতং রসমালয়ম্............

কৃষ্ণের কথা সোচ্ছ্বাসে বলার অধিকার সবারই আছে। ভারতের ধর্মজীবনে তাঁর অবদান আমাদের চিন্তা, ধ্যান, প্রেম সব কিছুকেই

সমৃদ্ধ করেছে। আমি নিজে শৈশবেই এ-দেবমানবের আশ্চর্য ব্যক্তিরূপে আকৃষ্ট হয়েছিলাম মহাভারত পড়তে না পড়তে। ভাগবত পড়ি তার অনেক পরে। প্রথম যখন পড়ি বাংলা গদ্য অনুবাদ তখন কেন জানি না তেমন সাড়া দিতে পারি নি। পরে যে-দুই মহাভাগের নাম করলাম তাঁদের প্ররোচনায় মূল সংস্কৃতে ভাগবত পড়ি পণ্ডিচেরিতে। সঙ্গে সঙ্গে আমার ধর্মজীবনের যেন একটি অধ্যায় গ'ড়ে ওঠে একথা বললে অত্যুক্তি হবে না।

ইতি।

হরিকৃষ্ণ মন্দির
পুনা-১৬
১ বৈশাখ ১৩৭৩

শ্রীদিলীপ কুমার রায়

প্রাক্‌কথন

শুনিলাম দিলীপকুমার অনুরোধ করিয়াছেন যে তাঁহার "কৃষ্ণকথা-কাহিনী"র একটি প্রাক্‌কথন লিখিয়া দিতে হইবে। ঠিক বুঝিতে পারিলাম না এ প্রাক্‌কথন কিসের জন্য? ভাগবত ও মহাভারতের কাহিনী ভারতবাসীর নিকট শৈশব হইতেই সুপরিচিত। সংস্কৃত জ্ঞান থাকুক্ বা নাই থাকুক্ নিজ নিজ মাতৃভাষাতে এ-কাহিনী সকলেরই পরিচিত। অশিক্ষিত লোক কথকতার মাধ্যমে ইহা জানেন, আর শিক্ষিত লোক নিজ নিজ মাতৃভাষার মাধ্যমে জানেন। দিলীপকুমারকেও না জানেন বঙ্গভাষাভাষী এমন শিক্ষিত বাঙ্গালী বোধহয় কমই আছেন। সঙ্গীত ও সাহিত্যরসে রসিক ভজনশীল ভক্তমাত্রেই তাঁহাকে ভালভাবে জানেন। তিনি সঙ্গীতজ্ঞ, সুকবি, সুলেখক, ত্যাগী-সাধক, সদ্‌গুরুর আশ্রিত, ভক্তিরসে আত্মহারা। এদিকে তাঁহার অনুবাদ-শক্তির পরিচয়ও তাঁহার অন্তরঙ্গ সকল বন্ধুরই আছে। সুতরাং প্রাক্‌কথনে কোন্ অভিনব বিষয়ের সন্ধান দিতে হইবে? তবু একটা প্রাক্‌কথন লিখিতেই হইবে, কারণ ইহা তাঁহার অনুরোধ।

দিলীপকুমার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বেদব্যাস-বর্ণিত স্বরূপের দুইটি দিক প্রদর্শন করিয়াছেন। এই দুইটি দিকের মধ্যে পরস্পর কোন বিরোধ নাই। শ্রীকৃষ্ণ প্রকট হইয়া এই দুইটি স্বরূপেরই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। অপ্রকট অবস্থাতেও তাঁহাতে স্বরূপের এই দুইটি দিক্ লক্ষিত হয়। একদিকে তিনি বিশ্বনাটকের রচয়িতা ও সূত্রধার। অনাগত হইতে অতীতের দিকে বর্তমানের মধ্য দিয়া যে কালস্রোত বহিয়া চলিয়াছে, তাহাতে পর পর কোন্ কোন্ চিত্র ভাসিবে তাহার সবই এই নাটকে অঙ্কিত আছে। তিনি যে ইহা

শুধু জানেন তাহা নহে। বস্তুতঃ ইহার অঙ্কন-কর্তাও তিনিই। বলিতে গেলে বলিতে হয় যে সূত্রধারও তিনি, নটও তিনি এবং অন্তরাত্মারূপে রঙ্গভূমিও তিনি। তাছাড়া এ নাটকের প্রেক্ষকও তিনিই। কিন্তু যেরূপে তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়া সংকোচ গ্রহণপূর্বক অহংকার-বিমূঢ়ভাবে কর্তা সাজিয়া কর্মফল ভোগ করিতেছেন, সেই অংশভূত চিদনুরূপ জীবভাবও তাঁহারই। পক্ষান্তরে জীবজগতের উপদেষ্টা ও সংচালকরূপী প্রশাসকও তিনি। তাঁহার এই বিশ্বলীলা অতি বিচিত্র। গুণময়ী মায়ার জগতে, কালের রাজ্যে অর্থাৎ একপাদ বিভূতিতে তিনি খেলিতেছেন। আবার শুদ্ধসত্ত্বরূপা যোগমায়ার জগতে —যেখানে লীলা-পরিকর কাল ভিন্ন খণ্ডকালের কোন সঞ্চার নাই— অর্থাৎ নিত্য ত্রিপাদ-বিভূতির মধ্যে—তাঁহার নিত্যলীলা চলিতেছে। পক্ষান্তরে তাহারও ঊর্ধ্বে নিত্যানিত্য কল্পনাময় সর্বলীলার সাক্ষিরূপে তাঁহার স্বাতন্ত্র্যময় কূটস্থ স্বরূপও আছে।

শ্রীভগবানের পরম স্বরূপ স্বপ্রকাশ ও সত্য। তাহা অখণ্ড মহাপ্রকাশ বা চিৎ। তাঁহার অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি, তটস্থ জীবশক্তি ও বহিরঙ্গা মায়াশক্তি সেখানে পরস্পর ভেদ পরিহার করিয়া স্বরূপের সহিত একাকারে রহিয়াছে। স্বরূপে দ্রষ্টা, শক্তি দৃশ্য—কিন্তু উভয়ই এক। স্বরূপকে যদি আত্মা বলা হয়, তাহা হইলে শক্তিকে বলিতে হইবে তাহারই শরীর। এই দুইটি অভিন্ন বলিয়া স্বরূপ দ্রষ্টা হইয়াও চিদ্ঘনবিগ্রহ। এই শক্তিরূপ দৃশ্য সামান্য ভূত। ইহার কোন নিয়ত বিশেষরূপ নাই। এইজন্য তিনি বিশ্বাতীত হইয়াও বিশ্বাত্মক, যদিও এই বিশ্ব, পরমস্থিতিতে তাঁহার সহিত অভিন্নরূপে প্রকাশমান। এইটি হইল পূর্ণ সত্যের অনবচ্ছিন্ন মহাপ্রকাশের দিক্।

এই চিৎপ্রকাশের একটি অবচ্ছিন্ন দিক্‌ও আছে। সেখানে শক্তি স্বাত্মরূপ হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন, কারণ এইটি শক্তির স্পন্দাবস্থা। যেটি মহাপ্রকাশের অনবচ্ছিন্ন দিক্ তাহা পরম স্বাতন্ত্র্যময়। সেখানে স্পন্দ নাই। এই স্পন্দময়ী শক্তি প্রাচীন আচার্যগণের দৃষ্টিতে বিশ্বমাতৃকারূপে পরিচিত। ইহাও কিন্তু চিদাত্মক, তাহাতে সন্দেহ

নাই। এই মহাশক্তি হইতেই গ্রাহকরূপী আত্মা (জীব), গ্রহণরূপী করণবর্গ ও গ্রাহ্যরূপী নিয়ত-বিশেষরূপ বিষয় অর্থাৎ জাগতিক ত্রিপুটী স্ফুরিত হইয়া থাকে। ইহাই মায়িক জগতের স্বরূপ।

শ্রীভগবান্ পরমাত্মারূপে জীবজগতের সৃষ্টি-আদি শাসন কার্য নির্বাহ করিতেছেন। এইরূপে তিনি ধর্মসংস্থাপক, ধর্মরক্ষক, কর্ম-ফলদাতা ও ঐশ্বর্যময়। কর্তব্যবিমুখ অর্জুনকে এইরূপেই তিনি কর্তব্য পালনের জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন এবং বুঝাইয়াছিলেন যে কর্তব্য পালনই স্বধর্ম। যাহার প্রকৃতির দ্বারা যাহা নির্দিষ্ট হয়, তাহাই তাহার স্বধর্ম, সুতরাং তাহাই তাহার পালনীয়। কর্মের ফলাফল অথবা সিদ্ধি-অসিদ্ধির দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অর্থাৎ সমদৃষ্টি হইয়া স্বধর্ম পালন করা আবশ্যক। ইহার ফলে চিত্তশুদ্ধি জন্মে—তখন অহংকার বা কর্তৃত্বাভিমান কাটিয়া যায়। ইহাই তৃপ্তি বা আনন্দের অঙ্কুর। ইহাই ভক্তির সূচনা এবং প্রপত্তি বা শরণাগতির ইহাই পূর্বাভাস। এই অবস্থায় উপনীত হইলে জীবের সাক্ষাৎ-কর্তৃত্ব থাকে না—প্রযোজ্য-কর্তৃত্ব অবশ্য থাকে।

তখন অন্তরস্থিত ভগবান্ জীবকে দিয়া যাহা করান, জীব তাহাই করে। তখন তাঁহার ইচ্ছাই জীবের ইচ্ছা। জীবের আলাদা কোন ইচ্ছা থাকে না। কিন্তু ভক্তিও তো একটা উপায়। তাহার পর যে অবস্থার উদয় হয়, তখন জীব একেবারে নিরুপায় অথবা নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে। ইহাই শরণাগতির প্রথম অবস্থা—নিরাশ্রয় হইয়া জীব তখন তাঁহার শরণ গ্রহণ করে। ইহার পর জীবের প্রযোজ্য-কর্তৃত্বও থাকে না। এমন কি তাঁহাকে ধরিয়া থাকার অবস্থাও থাকে না। জীব তখন শুদ্ধ দ্রষ্টাভাবে স্থিত হয়। স্বয়ং ভগবান্ই তখন তাহার আধার আশ্রয় করিয়া, তাহার প্রতিনিধিরূপে, তাহার পক্ষে যাহা করার প্রয়োজন সব করেন। লোকে দেখে জীব করিতেছে, কিন্তু সে জীব তখন কোথায়? জীব তখন অকর্তা, কর্তা স্বয়ং ভগবান্। বস্তুতঃ তিনিই তখন জীবকে ধরিয়া থাকেন। তখনই বাস্তবিক পক্ষে সর্বধর্ম ত্যাগ হয়। প্রকৃত শরণাগতিও তখনই বলা চলে। তখন

জীব সর্বপাপ হইতে মোক্ষ লাভ করে। জীব শুধু তাঁহাতে আশ্রিত হইয়া তাঁহার সকল খেলা দেখিতে থাকে। বস্তুতঃ মায়ের কোলে শিশু যেমন নিশ্চিন্তে বিশ্রাম ভোগ করে, জীবেরও তখন সেরূপ অবস্থার উদয় হয়।

এই অবস্থাতে শ্রীভগবান্ আশ্রিত জীবকে যোগমায়ার অন্তরালে লইয়া যান। সেখানে অনন্ত লীলারসের আস্বাদন ঘটে। ইহা মায়া-জগতের অতীত, মহামায়ারও অতীত, তথাপি এক হিসাবে মায়ারই গর্ভে স্থিত। যোগমায়ার রাজ্যে পরাভক্তি ও প্রেমরসের পূর্ণ ও নিরবধিক স্ফুরণ হয়। সেখানে কালের পরিণাম নাই। অনিত্যের ছায়াও নাই। অনন্তপ্রকারে নিত্য চিদানন্দ রসের প্রস্রবণ বহিতেছে। তখন স্বজনের সঙ্গে হ্লাদিনী শক্তির অনন্ত লীলা ফুটিয়া উঠে। আশ্রয়-রূপেও ইহা হয়, বিষয়রূপেও হয়। এই অমৃত-রসের কণামাত্র জগতে নামিয়া আসিয়া সমগ্র জগৎকে প্লাবিত করে। এই আনন্দধাম নিত্য হইলেও, ইহারও একটি পরাবস্থা আছে। আনন্দ চিত্তেরই অনুকূল স্ফুরণ কিন্তু যেখানে অনুকূল-প্রতিকূল রূপও ভাসে না তাহাই চিত্তের বিশুদ্ধতম স্থিতি। উহা যোগমায়ারও অতীত। যোগমায়ার রাজ্যে প্রতিনিয়ত বিশেষ রূপ ভাসে, মায়ারাজ্যেও তাহাই। প্রথমটিতে আনন্দময় উল্লাসরূপে, দ্বিতীয়টিতে সুখদুঃখের তরঙ্গরূপে। কিন্তু যেটি শ্রীভগবানের নির্বিশেষ রূপ, তাহা স্বাতন্ত্র্যরূপে পরম স্বরূপে নিত্য ভাসমান—তাহাই পূর্ণত্ব। সেখানে প্রতিকূল নাই, অনুকূলও অতিক্রান্ত। উহারই নাম স্বরূপ-বিশ্রাম।

শ্রীকৃষ্ণের যেটি পরম-ঐশ্বর্যময় পরমাত্মরূপ, তাহার প্রকাশ অবশ্য অবতার-লীলার মাধ্যমে—মহাভারতে। দিলীপকুমার প্রকারান্তরে ইহার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার যেটি পরমমাধুর্যময় স্বয়ং ভগবদ্রূপ তাহার প্রকাশ—অবশ্য নরদেহের মাধ্যমে—শ্রীমদ্ভাগবতে। একটি Law, অপরটি Love—এই দুইটি লইয়াই তাঁহার স্বরূপ। এই দুইটি লইয়াই তিনি পূর্ণ।

লীলার দিকটা নরদেহের আশ্রয়ে বলা হইল। ইহা প্রকট লীলা।

অপ্রকট নিত্যলীলা ত আছেই। প্রাচীন বৈষ্ণবশাস্ত্রে আছে, শ্রীভগবানের তিনপ্রকার লীলা—(১) পারমার্থিক (২) প্রাতিভাসিক (৩) ব্যাবহারিক। প্রকট লীলাটি ব্যাবহারিক। এইটি কালবিশেষে জগতে প্রকট হয়। অপ্রকট লীলার মধ্যে একটি অর্থাৎ যাহা প্রাতিভাসিক, তাহা জীব-হৃদয়ে স্ফূরিত হয়। ইহাও নিত্যই হইতেছে। জীব অন্তর্মুখ হইলেই তাহা বুঝিতে পারে। অপ্রকট লীলার পারমার্থিক স্বরূপটি জগতে নাই। জীব-হৃদয়েও নাই। উহা আছে অক্ষর-ব্রহ্মে, জীব-সত্তার বাহিরে, এমন কি ব্রহ্মাণ্ডেরও বাহিরে, অক্ষর ব্রহ্মের হৃদয়ে, সৃষ্টির উর্দ্ধে, অমৃত সমুদ্রের মধ্যে।

দিলীপকুমার তাঁহার মাধুর্যময়ী ভাষাতে তাঁহার রচিত কথা দুইটিতে শ্রীভগবানের এই ঐশ্বর্যময় ও মাধুর্যময় দ্বিবিধ স্বরূপের যে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন তাহার জন্য ভক্ত পাঠক-সমাজের নিকট তিনি চির-কৃতজ্ঞতাভাজন থাকিবেন। আমিও তাঁহার নিকট নিজ হৃদয়ের সঞ্চিত শ্রদ্ধা ও প্রেম অঞ্জলিরূপে অর্পণ করিতেছি। তিনি ও তাঁহার চিরারাধ্য ঠাকুর যেন উহা গ্রহণ করেন।

২/এ সিগরা
বারাণসী
২৫-৪-১৯৬৪

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

উৎসর্গ

পরম ভাগবত শ্রীকৃষ্ণপ্রেমকে—

"ভাগবত নহে শুধু শাস্ত্র। ভাগবত—
কৃষ্ণভক্তি-সাধকের নিত্য আরোহণী,
স্বাধ্যায়ের গুরুগ্রন্থ, গীতা, বেদবাণী"।
একথা তোমারি মুখে প্রথম যৌবনে
শুনি আমি। 'কৃষ্ণকথা কাহিনী' তোমাকে
তাই সকৃতজ্ঞে বন্ধু, দিই উপহার।

কত দূর হ'তে তুমি ছাড়িয়া স্বদেশ—
স্বভাষী, স্বজন, চিরপরিচিত গৃহ—
এসেছ লংঘিয়া সপ্তসিন্ধু ব্যবধান—
অজ্ঞাত ভারতবর্ষে গণিয়া আপন।
য়ুরোপের বহির্মুখী পরিবেশে তুমি
আবাল্য এসেছ শুনি': "ইন্দ্রিয়লোকেই
সত্যের পরম তত্ত্ব নিহিত—যাহার
নিহিতার্থ আবিষ্কার করে শুধু মন
বিশ্লেষণে ব্যবচ্ছেদে বিতর্কে বিচারে।"

একথায় প্রাণ তব দেয় নাই সাড়া
কোনোদিন। মনে পড়ে—কহিতে হাসিয়া
বার বার ব্যঙ্গভরে: "ভারতের বাণী
কী বুঝিবে—যারা অন্ধ, নাস্তিক্যপসারী,
ইন্দ্রিয়বিলাসী, বস্তুতান্ত্রিক, দাম্ভিক,
গতিবাদী, লক্ষ্যহীন, ধূমকেতুসম
চায় মহাবেগে অন্তরীক্ষে জলে স্থলে
হ'তে ঘূর্ণ্যমান নিত্যনব-উত্তেজনে
অতৃপ্ত বিলাস তরে, অতন্দ্র উদ্যোগে,

ভ্রান্তভোগ অশান্তির বৈচিত্র্যে গণিয়া
সার্থকতা জীবনের—যে মূঢ় ভোগের
অন্তিম সমাপ্তি হায় বিজ্ঞান দীক্ষায়
নরমেধ-যজ্ঞে সর্বলুপ্তি হাহাকারে।”

কহিতে সানন্দে তুমি ঃ “ধন্য আমি আজ
পুণ্যভূমি ভারতের কৃষ্ণদীক্ষা লভি'
জীবন তো খেলা নয়, নয় ভেসে যাওয়া
নির্লক্ষ্য তরঙ্গে ক্ষণরঙ্গের লীলায়।
সর্বসমর্পণে হবে প্রার্থিতে শ্যামলে—
যার তরে দোললীলা প্রাণের কাননে,
মনকদম্বের মূলে শুনিয়া যাহার
বাঁশরী নূপুর ধায় হৃদয় যমুনা
কূল ছাড়ি' অকূলের অসাঙ্গ সঙ্গমে।

এ-পথে এসেছ তুমি না সহি' আঘাত।
নিরাশা প্রসূতি নয় তব বৈরাগ্যের।
যাচিয়া মধ্যাহ্নে স্বপনের ছায়াপথ
নেত্র তব লিপ্ত হ'ল দূর নভোনীলে
হে যৌবন-যোগী দূরভিসারী সুন্দর!
অহেতুকী অনুরাগে সাধিলে শ্রীনাথে
অক্ষত মানসে দেহে বলিষ্ঠ আগ্রহে
ভোগের পর্যাপ্তি মাঝে করি' সর্বত্যাগ
মুখরতামাঝে বরি' নীরব সাধনা।

বাসিয়াছিলাম ভালো হে বন্ধু, তোমাকে
উচ্চাশী যৌবনে আমি, ভারতের গীতা,
বেদ, তন্ত্র, রামায়ণ, ভাগবত, যোগ,
মহাভারতের কৃষ্ণকাহিনীর কত
ভাষ্য টীকা শুনিতাম তব মুখে সে কী
সম্ভ্রমে পুলকে—-ভারতের যেন এক
নবরূপ আমার জিজ্ঞাসু নেত্রে তুমি
তুলিতে উজ্জ্বলি'—কহি' ঃ “কেন যাও আজো

সুদূর বিধর্মী বস্তুবিচারীর কাছে
সত্যের নির্দেশ তরে—যখন তোমার
জন্মস্বত্ব ভারতের জ্ঞান-ভক্তি-প্রেমে ?”

কত কথা মনে হয় !···আসে জন্মদিন
ফিরে তব হে সার্থকজন্মা মহাভাগ,
সত্যধর্মা, নিষ্ঠাবান্, দীপ্র ব্রহ্মচারী !
ধন্যগর্ভা জননী তোমার সিন্ধুপারে
তোমারে স্মরিয়া আজ হয়ত কল্পনা
করিছেন মুখ তব—পুছি' আপনারে ঃ
কোন্ উপহারে বরিবেন স্নেহাস্পদ
প্রবাসী উদাসী জন্মবৈষ্ণব দুলালে ?
এ-জিজ্ঞাসা জাগে নাকি আজ সখা তব
প্রতি বন্ধু-হৃদে—যারা পেয়েছে তোমার
অনাবিল চরিত্রের স্পর্শ বিনির্মল ?
তাহাদের অন্যতম প্রতিনিধি আমি
তাই পুছি আজ ঃ বলো কেমনে আমরা
করিব সাদর সংবর্ধনা সে-দূতের—
রাজাধিরাজের বাণী ঝংকারে যাহার
কণ্ঠের প্রস্বনে—নিষ্কামের নবপ্রভা
নয়নে উচ্ছলে যার—আনন্দের দ্যুতি
ঝরে যার হাস্যে ছন্দে, ঝরে বেদনায়,
মন্ত্রোজ্জ্বল নিষ্ঠাব্রতে, বিনত প্রণামে,
গুরুবাদী আরাধনে, ভক্তের সেবায়
সর্বত্যাগী তপস্যার আত্মনিবেদনে,
কৃষ্ণে যে চিনিল কৃষ্ণ বলি' সহজেই
নদীসম সিন্ধু লাগি' ছুটিল যাহার
কৃষ্ণপ্রেম—আত্মহারা অকূলবরণে।

ইতি

নববর্ষ ১৩৭২ স্নেহানুগত

দিলীপ

Almora—26. 10. 46

My dear Dilip,

Thanks so much for sending me the proofs of your Bhagawati Katha. It is a book which I am sure will be a joy to many who are looking for the eternal Star which may guide them in the stormy sea of our present world. In the whole body of the Hindu scriptures I do not know of any book that is the equal of the Bhagawata—at least, to put it personally, there is none that has been such a profound and continuous source of inspiration to me. It was the first book I read with my Guru, and also the last ; from the very first time I read it, almost spelling my way through a Hindi translation, I knew that here was what I had sought, the one fixed point in the ever-changing flux of joy and sorrow, success and failure, life and death. True, indeed, are the words in its concluding chapter :

রাজন্তে তাবদন্যানি পুরাণানি সতাং গণে।
যাবদ্ভাগবতং নৈব শ্রূয়তেঽমৃতসাগরম্ ॥
সর্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ ॥

"The stars of other Puranas shine in the assemblies of the wise so long as the sun of the Bhagawata has not risen into view. It contains the heart of the Upanishads and none who has once slaked his thirst in its living essence will ever care to seek it elsewhere."

Out of a matrix of the calm Upanishadic wisdom shines forth its twelve-petalled Lotus, the marvellous Lotus of the heart. May your book help many to perceive its gleaming beauty.

Sri Krishnaprem

ভূমিকা

ভাই কৃষ্ণপ্রেম,

ছেলেবেলায় শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে পড়েছিলাম—রাজার কাছে আসত এক ভাগবত-পণ্ডিত। রোজই সে করে ভাগবত-পাঠ, কিন্তু পাঠান্তে যেই রাজাকে শুধায়ঃ "রাজা, বুঝেছ?"—অমনি রাজা বলেনঃ "তুমি আগে বোঝো।" পণ্ডিত বাড়ী ফিরে কেবলি ভাবে—রাজা কেন হেঁয়ালির ভাষায় কথা বলেন? কিছুদিন বাদে পণ্ডিতের এল বৈরাগ্য। তখন ভাগবত পড়তে গিয়ে তার বুকের রক্তে তুফান উঠল জেগে। সে সংসার ছেড়ে বনে চ'লে গেল। কেবল যাবার আগে রাজাকে একটা চিঠি লিখে গেল, তাতে শুধু ছিলঃ "রাজা, বুঝেছি।"

গল্পটি, কেন জানি না, আমার কিশোর হৃদয়েই একটি আশ্চর্য সুর রণিয়ে তুলেছিল। সে আজ কম ক'রে পঞ্চাশ বৎসর হবে। সে-সময়ে এ ধরণের কথিকা ভালো লাগার কথা নয়—কেন না সে-সময়ে রামায়ণ মহাভারতের অথই জলে ডুবসাঁতার কাটতে ভালো লাগলেও ভাগবত প'ড়তে গিয়ে দেখি সে-জলে ভাসতে পর্যন্ত পারি নে। তখন মনে ক্রমাগতই ঘুরে ফিরে এই গল্পটি আসত সান্ত্বনার জলতরঙ্গ তুলে—"তা, অমন ভাগবতের মহাপণ্ডিতও তো এক সময়ে ভাগবত বোঝেন নি। আমিও একদিন বুঝব নিশ্চয়ই, কিন্তু সে কবে?"

উত্তর এলো বহু বৎসর পরে—পণ্ডিচেরিতে। এবার আমি বসলাম মূল সংস্কৃতে ভাগবত পড়তে। যেই বসা—অমনি হৃদয় দুলে-ওঠা। এরই তো নাম কৃপা। একথা বলব না যে সে-ভক্তি এসেছিল যার কথা বলেছেন পরম ভাগবতঃ "ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া।" অর্থাৎ ভাগবত বুঝতে হ'লে বুদ্ধি বা টীকায় শানাবে না,

চাই ভক্তি। খাঁটি ভক্তি দুর্লভ মানি—পরশমণির চেয়েও বিরল। শ্রীরূপ অকারণে বলেন নি ঃ

কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে।

অর্থাৎ

কৃষ্ণভক্তিরসধারে-সিঞ্চিত-মতি আনো কিনি' যদি কোথাও বিকায়।
মূল্য তাহার শুধু প্রার্থনা নিরবধি, কোটি জনমেরো তপে মিলে না তাহায়।

এ-ভক্তি আমার এসেছিল দ্বিতীয়বার ভাগবত নিয়ে বসতে না বসতে—এতবড় কথা বলবার স্পর্ধা আমার নেই। শুধু এইটুকু বলা যে, এ-ভক্তির ছিটেফোঁটা লাগতেই দৃষ্টি যেন বদ্‌লে গেল। রইলাম তিনমাস প্রায় একা ও একান্ত। উঠতে বসতে চলতে ফিরতে ভাগবতের নানা ছবি হৃদয়ের পটে ঝিকমিক ঝিকমিক ক'রে উঠত ঃ শরশয্যায় ভীষ্মের স্তব, নৃসিংহের কাছে শিশু প্রহ্লাদের অকুতোভয়ে এগিয়ে আসা, অম্বরীষের ক্ষমা, রন্তিদেবের প্রার্থনা, কুন্তীর বন্দনা, দ্রৌপদীর অশ্বত্থামাকে মুক্ত ক'রে দেবার আদেশ—কত বলব? ভাগবতের সম্বন্ধে আরো কত উচ্ছ্বাসই যে আমার মনে ভিড় ক'রে আসছে—কিন্তু টাল সাম্‌লাতেই হবে। কারণ আমার কৃষ্ণকথা ও কাহিনী বিন্যাস সম্বন্ধে শুধু কয়েকটি প্রাসঙ্গিক কথা বলা চাই।

সব আগে ব'লে রাখি যে, "ভাগবতী কথা" ভাগবতের শ্লোকগুলির হুবহু তর্জমা নয়। মানে, অনেক স্থলেই তর্জমা মূলানুগ হয় নি! শ্রীঅরবিন্দের একটি কথায় আমার মনের পূর্ণ সায় আছে ঃ "A translator is not necessarily bound to the original he chooses: he can make his own poem out of it if he likes."

আমার কথা হ'ল এই যে, ভাগবত পড়তে পড়তে সময়ে সময়ে মনে আমার নেমেছে আনন্দের ঢল ঃ তারই ঠেলায় আমি অকুণ্ঠে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছি—যে-পথে আমার ভাবাবেশ আমাকে ঠেলে নিয়ে গিয়েছে সেই পথেই চলেছি না ভেবে চিন্তে। তাই অনুবাদ

যেখানে মূলানুগ হয়নি সেখানে দুঃখ বোধ করবার কথা মনেও হয় নি—কারণ এসূত্রে আমি চেয়েছি শুধু ভক্তিপথের প্রেরণা। এ-প্রেরণাকে নির্ভেজাল ব'লে অনুভব করেছি—তাই এ-বিশ্বাস আমার আছে যে সর্বত্র মূলানুগ না হ'লেও "ভাগবতী কথা" ভক্ত-সমাজের আশিস-থেকে বঞ্চিত হবে না। আরো এই জন্যে যে, ভাগবতের মূল ভাবধারা আমি কোথাও লঙ্ঘন করি নি। সময়ে সময়ে শ্রীধর স্বামীর বা সিদ্ধান্ত-প্রদীপকারের বা বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর টীকার শরণাপন্ন হয়েছি কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মূলের সরলার্থই গ্রহণ করেছি—কেন না ভাগবত পড়তে গিয়ে আমার চোখে পড়েছে যে, স্থানে স্থানে ভাষ্যে মূলের মর্মবাণীটি যেন একটু ঝাপ্‌সাই হয়েছে। গুরুদেবের কাছেও আমি একথা শুনেছি যে, অনেক সময়েই টীকাকারেরা মূলকে ভুল বোঝান তাঁদের মনের কোনো জোরালো প্রবণতার ঝোঁকে। অবশ্য টীকা ভাষ্য বহুস্থলেই মূলকে স্পষ্টতর করে বৈকি—নৈলে তাঁদের টীকার আদর হবেই বা কেন?—কিন্তু তবু তাঁদের যে ভুলও হয় এ যখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তখন সে-দিকে সতর্ক থাকার প্রয়োজন আছে। এ কথার উল্লেখ করলাম শুধু এইটুকু নিবেদন করতে যে ভাগবতী কথায় আমার প্রধান লক্ষ্য ভাগবতের সরলার্থের তর্জমা কি পাণ্ডিত্য প্রকাশ নয়। কিন্তু এ ছাড়া আমার আরো কয়েকটি নিবেদন আছে পাঠকদের কাছে:

প্রথম: ভাগবতী কথায় ছন্দবৈচিত্র্য আমি চেয়েছি শুধু এই জন্যেই নয় যে, ছন্দবৈচিত্র্যের দিক দিয়েও ভাগবত একটি লোকোত্তর মহাকাব্য, এজন্যেও বটে যে ছন্দের বিচিত্রার মধ্য দিয়েই ভাবের দোলা সুন্দর হ'য়ে ওঠে।

দ্বিতীয়: ভাগবতী কথার মোটামুটি দুটি ভাগ: ভাবগভীর শ্লোকের তর্জমা ও কাহিনী-চিত্রণ। কাহিনীগুলির সম্বন্ধে আমার বক্তব্য: গল্পগুলি পরিবেষণ করবার সময়ে আমি আমার নিজের মনের ভাষ্য—interpretation—মেনে খানিকটা নিরঙ্কুশ ভঙ্গিতেই চলেছি কাহিনীগুলির ছবির মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছি তাদের

মূল ভাবটি কী—কোন্ সত্যকে তারা উজ্জ্বল ক'রে ধরেছে। তর্জমাগুলির সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে চললেও এতটা নিরঙ্কুশ ছন্দে চলি নি—মূল শ্লোকগুলির ভাবধারার যাতে হানি না হয় সেদিকে সাধ্যমত দৃষ্টি রেখেছি। তবে আমার প্রধান লক্ষ্য অনুবাদের সাবলীলতা ও রসালতা, কারণ অনুবাদ যদি রসোত্তীর্ণ না হয় তবে তার হাজার গুণ থাকলেও সে ব্যর্থ—কেন না কেউ পড়বে না।

তৃতীয়ঃ ভাগবতী বাণীর অজস্রতার দরুণ অনেক চমৎকার শ্লোক বা কাহিনীই আমাকে বাদ দিতে হয়েছে। আমি চয়ন করেছি শুধু সেই সব ভাব ও কাহিনী যাতে আমার মন বেশি ক'রে সাড়া দিয়েছে। আমার নিজের মনকে আমি শুধু আধুনিক শ্রদ্ধালু গ্রহিষ্ণু মনের প্রতিনিধি হিসেবেই ধরেছি। তাই ভরসা হয় যে, ভাগবতী ভাব-সমুদ্রের যে-সব তরঙ্গ-দোলায় আমার মন দুলে উঠেছে তাতে সব না হোক অনেক শ্রদ্ধালু মনই সাড়া দেবে।

কিন্তু তাই ব'লে বলব না যে, আমার চয়নগুলি দিয়েই ভাগবত বিচার্য। ভাগবত ভাবের রত্নাকর, তার অন্ত পাবে কে? আমার চয়নে আমি আমার নিজের মন ও রুচিকেই সম্বল ক'রে ডুবুরি হয়েছি—যে-মণিগুলির রূপজ্যোতিতে আমার মন মুগ্ধ হয়েছে তাদেরই চয়ন ক'রে সাজিয়েছি আমার অনুবাদে—ছন্দের ডালায়। ভবিষ্যতে আরও রত্ন চয়ন করার ইচ্ছা রইল যদি ভাগবতী কথার আদর হয়—ভাগবতের ভাষায় "ভাবুক ও রসিকদের" পরিষদে।

তবু মনে হয় একটা কথা এখানে বলা দরকারঃ যে, ভাগবত সংস্কৃত কাব্যনন্দনে একটি অপরূপ পারিজাত হ'লেও ভাগবতের পরম মহিমা এর কাব্যগৌরবে নয়—ভক্তি ও ভাবগৌরবে। কাব্যের ছন্দের রসায়নেই সে-ভক্তি, ভাব, মণিময় হ'য়ে উঠেছে সত্য, কিন্তু মনে রাখা চাই যে, ব্যাসদেব কাব্যরচনা করবার আদর্শ নিয়ে ভাগবত রচনা করতে বসেন নি। নারদ তাঁকে যে-মৃদু ভৎসর্না করেছিলেন সেই তিরস্কারই ছিল তাঁর ভাগবত-প্রণয়নের প্রবর্তনা। এ-সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে যাঁরা জানতে চান তাঁরা যেন ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের চতুর্থ ও

পঞ্চম অধ্যায় তুটি একটু শ্রদ্ধা নিয়ে পড়েন। আর বিশেষ ক'রেই অনুধাবন করেন নারদের এই চিরন্তন সত্যোক্তিটিকে :

তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো ন লভ্যতে যদ্ ভ্রমতামুপর্যধঃ।
তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখং কালেন সর্বত্র গভীর-রংহসা॥

(অনুবাদ—প্রথম স্কন্ধে দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

একথার সরলার্থ ছাড়া একটি নিহিতার্থ আছে যে, মানুষ সর্ববিধ সুখের স্বাদ পেয়েও যখন অতৃপ্ত থেকে যায় তখনই সে সত্যি ফেরে সেই সুখের খোঁজে যাকে বাইরের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোথাও মেলেনা—মিলতে পারে না। তাই ভাগবতকার নানা সুরের মধ্যে দিয়েই ক্রমাগত ফিরে এসেছেন এই বাদী সুরে যে, "রসানাং রসতমঃ" কৃষ্ণের কথায় একবার যে রস পেয়েছে সে আর হারাতে চায় না সে সুধারস—"পুনর্বিহাতুম্ ইচ্ছেন্ ন রসগ্রহো জনঃ।" গীতিতৃষিতের কাছে সুরের যে-মূল্য, মরুতপ্তের কাছে নির্ঝরের যে-মূল্য, সংশয়জর্জর ও অভাবক্লিষ্ট মানুষের কাছে ভক্তির তথা ভাগবতের মূল্য তারো বেশি। কেন না বলেছি—ভাবুকের চিন্তা, পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য, গুণীর সুর, কবির ছন্দ প্রভৃতি আমাদের জীবনের সেই আদিম ও নিগূঢ় অভাব পূর্ণ করতে পারে না যা পারে ভক্তি। একথা বার বার নানা বিচিত্র ছন্দে রূপকে উৎপ্রেক্ষায় অলঙ্কারে ব'লেও ভাগবতকারের আশ মেটে নি। কেন না তিনি তো শুধু কবি ছিলেন না, ছিলেন ঋষি। তাই তিনি টের পেয়েছিলেন যে, আমাদের অন্তরাত্মার গভীরতম ক্ষুধা পার্থিব ভোগের নয়, বিত্তার নয়, কর্মের নয়, সুখের নয়, আরামের নয়—তার চির-তৃষ্ণার জল হ'ল "মুকুন্দ-চরণামৃতম্"—কি না ভাগবতী চেতনা। এই কথা একাদশ স্কন্ধে উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন বড় সুন্দর ক'রে :

নিষ্কিঞ্চনা ময্যনুরক্তচেতসঃ শান্তা মহান্তোঽখিলজীববৎসলাঃ।
কামৈরনালব্ধধিয়ো জুষন্তি তে যন্নৈরপেক্ষ্যং ন বিদুঃ সুখং মম॥

আমার প্রেমে যারা চির অকিঞ্চন সবারে ভালবাসে শান্ত প্রাণে,
তারা যে-মুক্তির পরম স্বাদ পায় কামনা-ক্লিষ্ট কি সে-সুখ জানে?

তাই ভাগবতে জ্ঞানের সম্বন্ধে, কর্মের সম্বন্ধে, মোক্ষের সম্বন্ধে, পরহিত সম্বন্ধে অতি চমৎকার চমৎকার বাণী পাতায় পাতায় ঝিকমিকিয়ে উঠলেও এবং ভাগবতের চরিত্র-চিত্রণ ও ছন্দকল্লোল রসিক ও ভাবুককে মুগ্ধ করলেও, ভাগবতের গোড়াকার প্রস্বন—main stress—ভক্তিরই উপরে। সুতরাং ভাগবতের ভাবধারা বহুমুখী একথা মেনে নিলেও বলতেই হবে যে, ভাগবত সব আগে ভক্তির অদ্বিতীয় বেদগান—মনে রাখতেই হবে যে, ভক্তিকে উজ্জ্বল করবার জন্যেই ভাগবত কাব্যের স্তবের ছন্দের আশ্রয় নিয়েছে—গানের জন্য গান করতে চায়নি : শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়—"not art for art's sake, but art for the Divine's sake." এই-ই হ'ল ভাগবত রসের চরম লক্ষ্য—কৃষ্ণকথা ও কাহিনীর পরমানন্দ-পরিবেষণ তার কাব্যরসের মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ কাব্য এখানে উপায় মাত্র, উপেয় হ'ল—ভক্তির বরলাভে কৃষ্ণের প্রসাদ পাওয়া। অবশ্য যাঁরা ভাগবতে এই ভক্তির রসটুকু বাদ দিয়ে শুধু তার কাব্যরসটুকু চাখতে চাইবেন তাঁরা ভাগবতপাঠে কিছুই পাবেন না এমন কথা বলছি না—(যেহেতু বলেছি—কাব্য হিসেবেও ভাগবত একটি অপরূপ সৃষ্টি)—কিন্তু ভাগবতের অন্তরতম কৃষ্ণকথামৃতাস্বাদ থেকে যে বঞ্চিত হবেন এ নিশ্চয়। ভাগবতের পণ্ডিত প্রথম দিকে এই কথাটি বোঝেন নি ব'লেই রাজা রাজদ্বারে তাঁকে মৃদু ভৎসনা করেছিলেন : "তুমি আগে বোঝো"।

তবু কাব্যের প্রসঙ্গ যখন উঠলই তখন একটি কথা বলার লোভ হচ্ছে, ব'লেই ফেলি, আরো এইজন্যে যে, এখানে ভাগবত অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কথাটা এই যে, নারী-চরিত্রচিত্রণে ভাগবতের জুড়ি মেলা ভার। ধর্মগ্রন্থে—বিশেষ ক'রে যে-গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে বৈরাগ্য-সাধনের পূর্ণ সমর্থন, যার কেন্দ্রীয় মহাচরিত্রও জন্মবৈরাগী স্বভাবনিঃসঙ্গ—এ-হেন সাধনগ্রন্থে নারী এমন মহিমময় হ'য়ে উঠল কী ক'রে? আমরা অবশ্য কথায় কথায় উদ্ধৃত করি আপ্তবাক্য : "যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ"—কিন্তু সত্যনিষ্ঠ সাধককে স্বীকার

করতেই হবে যে, ভারতীয় সাধনগ্রন্থে নারীকে কোথাওই শুধু যে অভ্যর্থনা করা হয় নি তাই নয়, অতি রুক্ষ কণ্ঠে বর্জনীয়া ব'লেই প্রচার করা হয়েছে যার চরম হুঙ্কার হ'ল তাকে "নরকস্য দ্বারম্" ব'লে অস্পৃশ্য, ভয়াবহ ক'রে তোলা। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, ভাগবতকার বৈরাগ্যপন্থী হ'য়েও নারীকে শুধু যে শ্রদ্ধার চোখে দেখেছেন তাই নয়, দেখেছেন হৃদয়ের চোখে—দরদের চোখে। তাই না নারীহৃদয়ের ব্যথা বেদনা আশা নিরাশা মান অভিমান—সবই ভাগবতে এমন অপরূপ কাব্যমহিমায় মণ্ডিত হ'য়ে উঠল! কাব্যে নারীর স্থান অপ্রতিহত হ'লেও ধর্মসাধনার এলাকায় বেদব্যাস ছাড়া আর কোনো ঋষিকবি তাকে এমন স্থান দিয়েছেন কিনা সন্দেহ। একথাটি আরো স্মরণীয় এইজন্যে যে, ভাগবতের মূল প্রবর্তনা ভক্তি-সাধনার। এ-হেন গ্রন্থে নারীর এমন মহিমময়ী হ'য়ে ওঠা শুধু আশ্চর্য নয়—চোখে না দেখলে যে-সব ব্যাপার বিশ্বাস করা যায় না এ হ'ল সেই জাতের অঘটন। অঘটন বলছি আরো এইজন্যে যে ভাগবত (তথা মহাভারত) ব্যাসদেবের নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা ও দরদে এমন আশ্চর্য হ'য়ে ফুটে উঠেছে যে পড়তে পড়তে সময়ে সময়ে চোখে জল রাখা ভার হ'য়ে ওঠে। শুধু গোপীদের চরিত্রচিত্রণেই নয়—যদিও ভাগবত কাব্যমহিমার শিখরে উঠেছে গোপীপ্রেমচিত্রণেই বটে—কিন্তু অন্য কত অপূর্ব নারীহৃদয় ছবি হ'য়ে ফুটে উঠেছে বলো তো! কুন্তী, দ্রৌপদী, রুক্মিণী, যশোদা, দেবহুতি, সতী—কাকে ছেড়ে কাকে ধরি? একটি দুটি ছোট ছোট রেখা টানা—অমন এক একটি অপরূপ নারীহৃদয় মাতৃহৃদয় বিরহিণী হৃদয় ফুটে উঠল তার গভীরতম, সূক্ষ্মতম আশা-নিরাশা আনন্দ-বেদনা অশ্রু-হাসির স্নিগ্ধ সুরভি, কোমল ব্যঞ্জনা, মোহন মূর্ছনা নিয়ে? ভাগবতী কথার নানা চরিত্রে আমি ফোটাতে চেষ্টা করেছি এ-ছবি—কিন্তু তবু চোখের সামনে ভাসে কত অপরূপ ছবিই যাদের ফোটানো হয় নি! ধরো দ্রৌপদীর কথা। সে-মহত্ত্ব কি ভুলবার শোকার্তা জননীর বেদনার পটে? যে-কাপুরুষ অশ্বত্থামা তাঁর নিরীহ পঞ্চপুত্রের ঘাতক, তাকে যখন অর্জুন "পশুবৎ পাশবদ্ধ"

অবস্থায় টেনে এনে বধার্থে তাঁর কাছে হাজির করলেন তখন তিনি ব্যাকুল কণ্ঠে ব'লে উঠলেন ঃ

"মা রোদীদস্য জননী গৌতমী পতিদেবতা।
যথাহং মৃতবৎসার্তা রোদিম্যশ্রুমুখীর্মুহুঃ ॥"
মুক্ত করো—মুক্ত করো! করিও না হত্যা এ-নির্বলে,
জননী ইহার কৃপী, গুরুজায়া আজিও জীবিতা,
পুত্রশোকে যে-বেদনা সহি' আমি আজ জীবন্মৃতা,
সে-ব্যথা সহিতে যেন না হয় তাঁহারে অশ্রুজলে।

একটি শ্লোকে চিরন্তনী জননীর পুত্রশোক-বেদনার কী অপরূপ চিত্র ফুটে উঠল নারী-হৃদয়ের কল্পনার পটে!—

হৃদয় ভ'রে ওঠে না ভাবতে যে, এমন ঋষি আমাদের দেশে ভাবে ও কবিত্বে সব্যসাচী হ'য়ে ভারতকে উজ্জ্বল ক'রে রেখে গেছেন চিরদিনের জন্যে?

আর শুধু কি নারী-হৃদয়ের বেদনা? তার হৃদয়ের সূক্ষ্মতম আশা স্বপ্ন জল্পনার ছবিও ছিল যেন কবির নখদর্পণে। মনে করো লক্ষ্মীর দুঃখ সমুদ্র-মন্থনের শেষে—অষ্টম স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ে। সুন্দরীর কি কিছুতে মন ওঠে ছাই—একেবারে নিখুঁৎটিই তাঁর চাই—আবদার!—এতটুকু পান থেকে চুণ খসেছে কি মুখ ভার। স্বয়ম্বরার এ-হেন ছবি কি রঘুবংশের কালিদাসও ফোটাতে পেরেছেন? আরো কত ছবি মনে পড়ে—কত ছোট বড় নারীর। মনে পড়ে কুন্তীর প্রার্থনা প্রথম স্কন্ধে ঃ "আত্মীয় ও সন্তানের প্রতি আমার মমতার ডোর, প্রভু, ছিন্ন করো"। মনে পড়ে আলুথালু যশোদার দড়ি দিয়ে কৃষ্ণকে বাঁধবার সে-ব্যর্থ চেষ্টা। মনে পড়ে কৃষ্ণের মৃদু পরিহাসে পতিব্রতা রুক্মিণীর ভীরু মূর্ছা! কিন্তু এ-ছাড়াও আরো কত "কাব্যে উপেক্ষিতা" এখানে ওখানে উঁকি দিয়ে স'রে গেছে! কিন্তু তবু সেই দু-একটি ক্ষণিক কটাক্ষের চলন্ত ছবিও কবি ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর কল্পনার পটে কখনো বা বিদ্যুদ্দামের তীব্র উদ্ভাসে, কখনো রবিকরের উজ্জ্বল

প্রভায়, কখনো ইন্দুলেখার ম্লায়মান আলোয়। এম্‌নি একটি চলন্ত ছবির উল্লেখ ক'রেই সমাপ্তি টানব এ-দীর্ঘ ভূমিকার।

অক্রূর তাঁর রথে ক'রে বৃন্দাবন থেকে কৃষ্ণ বলরামকে নিয়ে এলেন মথুরায়। তখন মথুরাবাসিনীদের কী অবস্থা হ'ল মনে পড়ে? আর সঙ্গে সঙ্গে ফুটে ওঠা সেই চির-চপল বিশ্বকান্তের বল্লভ ছবি?

কাশ্চিদ্বিপর্যগ্‌ধৃতবস্ত্রভূষণা বিস্মৃত্য চৈকং যুগলেষ্বথাপরাঃ।
কৃতৈকপত্রশ্রবণৈকনূপুরা নাঙ ক্ত্বা দ্বিতীয়ন্ত্বপরাশ্চ লোচনম্‌॥
অশ্নন্ত্য একান্তদপাস্য সোৎসবা অভ্যজ্যমানা অকৃতোপমজ্জনাঃ।
স্বপন্ত্য উত্থায় নিশম্য নিস্বনং প্রপায়য়ন্ত্যোঽর্ভমপোহ্য মাতরঃ॥
মনাংসি তাসামরবিন্দলোচনঃ প্রগল্‌ভলীলাহসিতাবলোকনৈঃ।
জহার মত্তদ্বিরদেন্দ্রবিক্রমো দৃশাং দদচ্ছ্রীরমণাত্মনোৎসবম্‌॥
দৃষ্ট্বা মুহুঃ শ্রুতমনুদ্রুতচেতসস্তং তৎপ্রেক্ষণোৎস্মিতসুধোক্ষণলব্ধমানাঃ।
আনন্দমূর্তিমুপগুহ্য দৃশাত্মলব্ধং হৃষ্যত্ত্বচো জহুরনন্তমরিন্দমাধিম্‌॥
(১০।৪১।২৫-২৮)

রটিল মথুরাপুরে মুখে মুখে এল এল ঐ শ্যামল হরি!
পুরবাসিনীরা ধায় বাতায়নে বিহ্বলা সম—কেহ বা পরি'
বাহুর বলয় চরণে, কটির মেখলা দুলায়ে কণ্ঠে কেহ
একখানি কঙ্কণ পরি' ধায় রাজপথে হায় ছাড়িয়া গেহ!
নীবিবন্ধন খসে···অঞ্জন একটি নয়নে পরিয়া ছুটে
একটি নূপুর পরি' কেহ ধায়—বসন ভূষণ ভূতলে লুটে···
ছাড়িয়া অঙ্গরাগ কেহ ধায় বিনা প্রসাধনে না করি' স্নান····

অশন শয়ন ছাড়ি' কেহ ধায়, কেহ ধায় ছাড়ি' স্তন্যদান
সন্তানে তার—রাখি' গৃহকাজ লঙ্ঘিয়া গুরুগঞ্জনায়
পুষ্প বিছায় কেহ বা ধূলায় যেথা দিয়ে চিরকিশোর যায়—
দ্বিরদের সম দুলি' দুলি' সুখে হাসি ঝরে মুখে মরি মাধুরী!
চাহনি চপলে কমলামোহন ললনার মন করিয়া চুরি!

কেহ ছিল পথ চেয়ে বহুদিন শুনি' অনুদিন বঁধুর কথা,
লভি' সে-হরির হাসি-কটাক্ষ-সুধা-সিঞ্চন না-বলা ব্যথা
স্নিগ্ধিয়া—বরি' দৃষ্টির পথে আনন্দময়ে, করি' ধারণ
শ্রীকান্ত প্রেমপান্থে আপন অন্তরে—করে আলিঙ্গন।

কেবল একটা কথা। এটাও লক্ষ্য করবার বিষয় যে নারী-চরিত্রের উচ্ছলতার মধ্যে দিয়ে ভাগবতকার কোথাও ফোটাতে চান নি প্রাণ-শক্তির উদ্দামতার মহিমা—সর্বত্রই দেখাতে চেয়েছেন যে, যে-প্রাণশক্তির ধর্ম মনকে তীর্থমুখিতা থেকে ভ্রষ্ট করা সেই একই প্রাণশক্তি শুধু সুন্দর নয়, পথের পাথেয় হ'য়ে ওঠে যদি একবার কোনোমতে তাকে ভগবন্মুখী করতে পারা যায়। তাই নারীহৃদয়ের সিন্ধুলীলা তিনি এঁকেছেন সেই চিরবল্লভের মহিমা ফোটাতে যাঁর পূর্ণিমা-অভ্যুদয়ে রমণীহৃদয়ে প্রেমের জোয়ার ওঠে জেগে। কাব্য তাঁর কাছে হয়েছে এ-লক্ষ্যভেদের একটি অপূর্ব সায়কমাত্র, লক্ষ্যরূপে গণ্য করার কথা তাঁর মনেও হয়নি। তাঁর মন-যে ছিল "শরবৎ তন্ময়" সেই বিশ্বকান্তের পরম নিশানার ধ্যানে, যাঁর উদ্দেশ্যে যুগে যুগে লক্ষ লক্ষ ভক্তের অভিসারিকা রাধা-হিয়া গেয়ে এসেছে অশ্রুসাগরের নীলকল্লোলে:

প্রেমদঞ্চ মে কামদঞ্চ মে বেদনঞ্চ মে বৈভবঞ্চ মে।
জীবনঞ্চ মে জীবিতঞ্চ মে দৈবতঞ্চ মে দেব নাপরম্॥

অবশ্য একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয় যে, ভাগবতকার নারীকে সাধন-পথের বাধা ব'লে কোথাও প্রচার করেন নি। কিন্তু যেখানে করেছেন সেখানে দেখতে হবে কার মুখ দিয়ে বলিয়েছেন ও কাকে বলেছেন। দশমস্কন্ধে দুর্নীতি সম্বন্ধে পরীক্ষিতের প্রশ্নে শুকদেব বলেছেন যেটি ভাগবতের একটি গভীর বাণী যে, এক নীতি সবার জন্যে নয় এবং দুর্নীতি ব'লে কোনো সার্বজনীন বাঁধাধরা ছাপমারা আচরণ নেই—তেজস্বীরা ধর্মব্যতিক্রম করেন ও তেজস্বী ব'লেই তাঁদের এ-অধিকার আছে: "তেজীয়সাং ন দোষায়"। এ কথা ব্যাসদেব

মহাভারতেও বলেছেন অনুশাসন-পর্বে কুন্তীর কানীন পুত্র-সম্পর্কে যে, কুন্তীর ক্ষেত্রে এতে দোষ হয় নি (কী সর্বনেশে কথা !) যেহেতু

সর্বং বলবতাং পথ্যং সর্বং বলবতাং শুচিঃ।
সর্বং বলবতাং ধর্মঃ সর্বং বলবতাং স্বকম্॥

বলবানের পথ্য সবি হয়,
বলবানের অশুচি কী বা আছে ?
বলবানের ধর্ম অক্ষয়
বলবানের সকলি ভবে সাজে।

(অবশ্য এখানে বলবান্ বলতে বাহুবল উদ্দিষ্ট হয় নি—আত্মিক বলের কথাই বলা হয়েছে যে-ভাবে উপনিষদ এ বিশেষণটিকে ব্যবহার করেছেন—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"—আত্মা তার লভ্য নয় যে বলহীন।)

বাণীতন্ত্র সব গ্রন্থেই অনেক সময়ে পরস্পরবিরোধী নীতি বা বিধান মেলে এইজন্যেই যে, মানুষ সবাই এক ছাঁচে ঢালা নয়। ছোট যাদের দিগন্ত তারা সব মানুষকেই শিশু মনে ক'রে কিণ্ডার-গার্টেনের কথা-মালার অথবা বোধোদয়ের অদ্বিতীয় পাঠ দিতে পারে, কিন্তু গোপালরূপী সুবোধ-বালকদের জন্যে স্থাপিত অবোধ বিশ্ববিদ্যালয়ের সরল শিশুপাঠ হিসেবে ব্যাসদেব ভাগবত প্রণয়ন করেননি। এও আমি বলেছি যে ভাগবতের মূল সার্থকতা এর কাব্যত্বে নয়—বেদত্বে। এ হেন জীবনবেদে নানা অধিকারীর জন্যে নানা উপদেশ, নানা আর্তের জন্যে নানা ঔষধ নির্দিষ্ট হ'তে বাধ্য—না হ'লে নানামুখী লোকের মুখ ফিরবে কেন ভাগবতের পানে ?

আর একটি কথা : ভাগবতকার ও অন্য মহাঋষিরা বারবারই এই আদিম অধ্যাত্ম সত্যের দিকে সাধকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, শুধু কর্মনিপুণ বুদ্ধি বা ইন্দ্রিয়লভ্য তথ্যজ্ঞান সম্বল ক'রে চললে "মন্ত্রবিৎ" হওয়া যেতে পারে কিন্তু "আত্মবিৎ" হওয়ার আশা দুরাশা।

কথাটা একটু পরিষ্কার ক'রে বলবার চেষ্টা করি কারণ এ-দুটি শব্দের মধ্যে যে-ইঙ্গিতটুকু আছে সেটি গভীর। ছান্দোগ্য উপনিষদে

সপ্তম অধ্যায়ে আছে যে, নারদ মুনি চতুর্বেদ, ইতিহাস, পুরাণ, কালতত্ত্ব, নীতিশাস্ত্র, গণিতশাস্ত্র, ভূতবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা···ইত্যাদি—এমন কি সর্পবিদ্যা পর্যন্ত—আয়ত্ত ক'রেও দেখলেন যে পেলেন না সেই অমৃত-স্বাদ যাতে ক'রে অশোক হওয়া যায়। তাই গিয়ে ধর্না দিলেন সনৎ-কুমারের দুয়ারে: "এতশত বিদ্যায় বিদ্বান্ হ'য়েও আমি বড়জোর "মন্ত্রবিৎ" হয়েছি—"আত্মবিৎ" হ'তে পারি নি আজো। তাই আমি শোকমগ্ন। তবে ভবাদৃশ জনের মুখে শুনেছি আত্মবিৎ-ই পারে শোক উত্তীর্ণ হ'তে—আমাকে নিয়ে চলুন সেই পারে।" তখন সনৎকুমার তাঁকে একের পর এক পাঠ দিতে লাগলেন—বৃহৎ থেকে বৃহত্তর ভূমিকার সত্য সম্বন্ধে। সব শেষে পৌঁছলেন আত্মবিৎ-এর ভূমিকায়—যার পরে আর কিছু নেই—সে-ই হ'ল বিখ্যাত অসীম অপার ভূমা—ব্রহ্ম—কেবল তিনিই সুখদাতা, সীমার মধ্যে স্বস্তি থাকতে পারে কিন্তু সুখ নেই—"ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি"···ইত্যাদি।

কিন্তু এই পরম অনুভূতির নাগাল পাওয়া যায় না শুধু মনের নির্দেশ মেনে। কী ভাবে এ-তত্ত্বের অন্তর্গূঢ় জ্ঞানরাজ্যে ছাড়পত্র পাওয়া যায় সে-সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর Hymns to the Mystic Fire গ্রন্থের ভূমিকায় আলোকপাত করেছেন। তার গোড়াকার কথা এই যে বেদকে বুঝতে হ'লে তার নানা শব্দের চলতি অর্থ ছেড়ে নিহিতার্থে পৌঁছতে হবে যাকে শ্রীঅরবিন্দ বলছেন "inner meaning"। এ-উত্তরণের পন্থাও আছে কিন্তু সে-পথ তর্কের কাঁটাবন নয়। ভাগবত উঠতে বসতে চলতে ফিরতে নিরন্তরই বলেছেন আমাদের যে, চিত্তকে ও ইন্দ্রিয়কে বহুসাধনায় শান্ত করলে তবে পাওয়া যায় সেই সত্যের সত্যকে—কিন্তু "অসৎ তর্ক" করতে না করতে সে সত্য হ'য়ে ওঠে ঝাপসা। অন্যভাষায়, যুদ্ধে বা কর্মে নিপুণ হ'লে যেমন ধর্মতত্ত্ব বোঝা যায় না তেমনি বিজ্ঞানে বা বুদ্ধিতে কৌশলী হ'লেই ভাগবতী প্রজ্ঞার ভাবগ্রাহী হওয়া যায় না। তোমার Yoga of the Kathopanishad-এর ভূমিকায় একথা তুমি তোমার বলিষ্ঠ ও গভীর আলোচনায় বড় চমৎকার ক'রে দেখিয়েছ:—

"...*Clarity (of the intellectual sort) though undoubtedly a value, is not the only value,*" যেহেতু "the true clarity which is of the Spirit is something quite different···As long as we remain what we are, partial and one-sided beings, so long each step in the direction of intellectual clarity is taken at the cost of a loss of vividness and vitality until we arrive in the end at the state of logic and mathematics, a state like that of distilled water exquisitely clear but tasteless and sterile."

ব্যাসদেব তাই তো এত জোর দিয়ে বলেছেন : "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাস্তাং ন তর্কেণ সাধয়েৎ" অর্থাৎ মনের পারের সত্যকে পেতে চেও না মনের তর্কবিচারে। একথার ভাষ্য এই যে, ভক্তির আলোয় যাঁরা ভাগবত পড়বেন তাঁরাই কেবল ভাগবতের মর্মজ্ঞ হ'তে পারেন, তার্কিক বা বুদ্ধিবাদীরা নন। আর এ-ভাবের ভাবুক হ'য়ে যাঁরা ভাগবত পড়বেন—তাঁরা ভাগবতের ছত্রে ছত্রে পাবেনই পাবেন ভারতের শ্রেষ্ঠ মনের সেই আশ্চর্য আলো যে-আলো নেমেছে অদ্বৈত ভূমির আলোক-সাম্রাজ্য থেকে। মনের এ-শ্রদ্ধালু গ্রহিষ্ণু দিক্‌কে বরখাস্ত ক'রে শুধু বৈজ্ঞানিক একদেশদর্শিতার পারানি নিয়ে ভাগবত ভবসিন্ধু পার হ'তে গেলে তার নানা উল্টোপাল্টা তরঙ্গে দিশাহারা হ'য়ে পড়তেই হবে কারণ অধ্যাত্ম সত্য, ভাগবত সত্য পড়ে না সঙ্কীর্ণ নৈতিক বা বৈজ্ঞানিক সত্যের কোঠায়—একপেশো মন এ-সত্যের বহুমুখিতা ও পরস্পর-বিরোধিতার কেন্দ্রীয় সর্বসমঞ্জস জ্যোতিকে দেখে অন্ধকার—এ হ'ল অধ্যাত্মসাধক মাত্রেরই একটি নিদারুণ অভিজ্ঞতা। একথা শ্রীঅরবিন্দের মুখেও শুনেছি, আর একবার নয়—বহুবার। দৃষ্টান্ত দিতে তাঁর Life Divine-এর একটি গভীর উক্তি উদ্ধৃত ক'রেই ইতি করব যাকে ভাগবতের বহুমুখী সত্যের ভাষ্য ব'লে গ্রহণ করলে ভুল হবে না :

"Spiritual truth is a truth of the spirit, not a truth of the intellect, not a mathematical theorem or a logical formula. It is a truth of the Infinite, one in an infinite diversity, and it

can assume an infinite variety of aspects and formations: in the spiritual evolution it is inevitable that there should be a many-sided passage and reaching to the one Truth, a many-sided seizing of it; this many-sidedness is the sign of the approach of the soul to a living reality, not to an abstraction or a constructed figure of things that can be petrified into a dead or stony formula. The hard logical and intellectual notion of truth as a single idea which all must accept, one idea or system of ideas defeating all other ideas or systems, or a single limited fact or single formula of facts which all must recognise, is an illegitimate transference from the limited truth of the physical field to the much more complex and plastic field of life and mind and spirit."

(*Vol. II, The Evolution of the Spiritual Man······p.904*)

পুনশ্চ। "ভাগবতী কথা"-র দ্বিতীয় সংস্করণ—কৃষ্ণকথা-কাহিনীতে—জুড়ে দিলাম "মহাভারতী কথা"। এ-গ্রন্থটির ভূমিকায় আমি লিখেছিলাম যে, মহাভারতের কেন্দ্রীয় চরিত্র যে কৃষ্ণ এটুকু উপলব্ধি না করলে মহাভারতের নানা গভীর বাণীরই মর্মগ্রহণ করা সম্ভব হবে না। কোনো ঐহিক মনোবৃত্তি বা বহির্মুখী দৃষ্টি বা বুদ্ধি দিয়েই মহাভারতকে বোঝা যাবে না। কারণ, যে সনাতনী শক্তি বিশ্বাতিগ হ'য়েও বিশ্বানুগ ছন্দে জগৎকে ধারণ ক'রে আছেন, মাত্র ঐহিক মনীষা দিয়ে তার তল পাওয়া সম্ভব নয়। ভাগবতে ভীষ্ম কৃষ্ণের এই দুরবগাহ লীলার ঈষদাভাষ দিয়েই ক্ষান্ত হয়েছেন যখন তিনি যুধিষ্ঠিরকে বলছেন:

ন হ্যস্য কর্হিচিদ্রাজন্ পুমান্ বেদ বিধিৎসিতম্।
যদ্বিজিজ্ঞাসয়া যুক্তা মুহ্যন্তি কবয়োঽপি হি॥

অর্থাৎ "শ্রীকৃষ্ণের মৎলব যে কী কেউ জানে না মহারাজ! মনের বিচার দিয়ে তাঁকে বুঝতে গিয়ে এমন কি যোগারূঢ় দ্রষ্টা কবিরাও পড়েছেন অথই জলে।"

পড়েছেন, কেন না কৃষ্ণ মানবিক নীতিবাদের নিয়মকানুন মেনে

চলেন নি—চললে তিনি আর যাই হোন না কেন, কৃষ্ণ হ'তেন না। শ্রীঅরবিন্দের কাছে যখন প্রথম শুনি যে, নীতিবাদ অধ্যাত্মতত্ত্বের নাগাল পায় না—তার জন্যে চাই অন্য চেতনা, অন্য দৃষ্টি, তখন আমাদের অনেককেই এইরকমই অথই জলে পড়তে হয়েছিল বিশেষ ক'রে যখন তিনি আমাকে লিখেছিলেন যে দিব্য অবতারেরা মানবিক মাপকাটির দিক থেকে যে নিখুঁৎ হবেন এমনো কোনো কথা নেই: "আমি এখানে বলতে চাই দুটি কথা যাদের স্বতঃসিদ্ধ বলে ধ'রে নিতেই হবে—যদি না আমরা সমস্ত অধ্যাত্মজ্ঞানকে উল্টে দিতে চাই আধুনিক য়ুরোপীয় ভাবধারা দিয়ে: এক, দিব্য অবতরণ যখন মানসিক তথা মানবিক ধরণধারণের মধ্যে দিয়ে নিজেকে প্রকট করে তখনো তার পিছনে থাকেই থাকে এমন একটি অধ্যাত্ম চেতনা যে শুধু-যে আমাদের মনের নাগালের বাইরে তাই নয়, সে এই অজ্ঞান বিশ্বমানবের ক্ষুদ্রপরিসর মানসিক বা নৈতিক বিধিবিধানের কোনো ধারই ধারে না। কাজেই এই সব সঙ্কীর্ণ ধারণা ভগবানের ঘাড়ে চাপাতে যাওয়া অযৌক্তিক ও বিড়ম্বনা।"*

মহাভারতের কৃষ্ণচরিত্রের বেলায় একথা আরো বেশি প্রযোজ্য এইজন্যে যে কৃষ্ণ মানবিক সুনীতি-কুনীতির এলাকার মধ্যে পড়েন না—যে কথা ভাগবত দশম স্কন্ধে শুকদেব বলেছেন (১২৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এ-গোড়াকার কথাটির মর্মগ্রহণ করতে না পারলে—অর্থাৎ শুধু বুদ্ধি দিয়ে কৃষ্ণকে বুঝতে গেলে—পড়তে হবে অথই জলে যেমন পড়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র অতবড় মনীষী হওয়া সত্ত্বেও। কিন্তু অথই জলে পড়ার মানে বুঝতে না পারা—আর বুঝতে পারছি না একথা মানতে বাধে সকলেরই—বিশেষ ক'রে মনীষী প্রতিভাধরের। কাজেই বঙ্কিমচন্দ্র যেখানেই বুদ্ধি দিয়ে কৃষ্ণের আচরণের তল পান নি সেখানেই তাকে বাতিল ক'রে দিয়েছেন "প্রক্ষিপ্ত" ব'লে।

---

* পত্রটি দীর্ঘ। যাঁরা অনুসন্ধিৎসু তাঁরা এ-পত্রটি পাবেন শ্রীঅরবিন্দের Second Series of Letters-এ Avatarhood and Evolution অধ্যায়ে —৫১৮-৫২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কৃষ্ণের অবশ্য নানা রূপ। বলেছি তিনি স্বভাবে বহুরূপী। গোপীদের কাছে তাঁর যে রূপ, উদ্ধব অক্রূর প্রমুখ ভক্তদের কাছে তাঁর সে-রূপ নয়। আত্মীয় বন্ধুদের কাছে তাঁর যে-রূপ, অনাত্মীয় দর্পীর কাছে সে-রূপ নয়। সতীর্থ গোপবালকদের কাছে যে-রূপ, গুরুজনের কাছে সে-রূপ নয়। এমন কি এক স্ত্রীর কাছে যে-রূপ, অন্য আর এক স্ত্রীর কাছে তাঁর সে রূপ নয়। উদাহরণবাহুল্যের প্রয়োজন দেখি না: *আমার মূল বক্তব্য এই যে বিশ্বমানবের চরিত্র নানামুখী—কেননা* জীবনের প্রাণের নানামুখিতা তথা ক্ষণে-ক্ষণে-পরিবর্তনশীলতাই হ'ল মর্ত্যজীবনের বৈচিত্র্যের প্রধান উপজীব্য; কৃষ্ণ শুধু এই বিপুল প্রাণ-লীলার উর্ধ্বে-সঞ্চরমাণ অনুমন্তা ও অধিনায়ক নন, এই প্রাণলীলার অন্তঃপুরবাসী, সখা সহচর বিচারক গুরু দিশারি সুখের সরিক, দুঃখের কাণ্ডারী। এহেন বহুরূপী অথচ বিশ্বম্ভর, অতি সুন্দর অথচ দুরবগাহ, দৃশ্যত সসীম অথচ বস্তুতঃ বিরাট্—ইচ্ছামাত্র-অতিকায়—লোকনাথের যে-রূপটিকে ব্যাসদেব ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহাকাব্য মহাভারতে, তার সঙ্গে পরিচয় লাভ এযুগে আমাদের বিশেষ দরকার যখন চারিদিক থেকে অহিংসার ছদ্মবেশে ক্লৈব্য, উচ্ছ্বাসের ছদ্মবেশে অসারতা, ভোগের ছদ্মবেশে কাপুরুষতা ও সাত্ত্বিকতার ছদ্মবেশে তামসিকতার ইঙ্গিত আমাদের অহরহই পথ থেকে টানছে বিপথে। যাঁরা মনে করেন কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার রূপই তাঁর চরম রূপ তাঁরা কৃষ্ণকে সীমিত করেন। কারণ কৃষ্ণের সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় দ্রষ্টা মহাকবি ব্যাসদেব কোথাও একথা বলেন নি যে কৃষ্ণ এইটুকু মাত্র—তার বেশি নন। বলেন নি, কারণ তিনি মর্মে মর্মে জানতেন যে কৃষ্ণ কী বস্তু তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। যে তাঁকে যে রূপে বরণ করে সেই রূপেই দেখতে পায় ও মনে করে সেই রূপই বুঝি তাঁর স্বরূপের সর্বোত্তম আত্মপ্রকাশ। কিন্তু মহাভারতে কৃষ্ণের ক্ষণে-ক্ষণে-পরিবর্তনশীল রহস্যময় বিরাট্পুরুষের পরিচয় যে না পেয়েছে সে জানে নি শ্রীঅরবিন্দ কী বলতে চেয়েছেন যখন তিনি আমাকে লেখেন একটি পত্রে যে কৃষ্ণ কবিকল্পনা ছিলেন না—তাঁর অবতরণই

আমাদের কাছে এনে দেয় এই পরম নৈশ্চিত্য যে "অন্তত: একবার ভগবান্ পার্থিব ভূমিতে পদার্পণ ক'রে তাঁর পূর্ণ মর্ত্য-প্রকাশকে সম্ভব ক'রে তুলেছিলেন আর দেখেছিলেন যে বিশ্বাতিগ দিব্য প্রকৃতিকে নামিয়ে আনা যায় এই ক্রমোন্মেষমাণ হ'লেও চ্যুতি-ভরা মর্ত্য প্রকৃতির বুকে।"*

এবার মহাভারতী কথার নির্বাচিত বিষয় তিনটি সম্বন্ধে কিছু ব'লেই এ-ভূমিকার সমাপ্তি টানব।

মহাভারত পড়তে পড়তে আমার মনে হয়েছে বারবারই যে, মহাভারত মহাকাব্য এইটুকু মাত্র ব'লে থেমে গেলে মহাভারতের মহিমার অনেক কিছুই অজানা থেকে যাবে। সব আগে চাই এই স্বীকার করবার সুমতি যে, মহাভারতের প্রধান উপজীব্য হ'ল নারায়ণের যুগে যুগে মানুষ হ'য়ে জন্মগ্রহণ করা—নব নব লীলার জ্ঞান প্রেম ও আনন্দের হাট বসাতে। এ-সত্যটি দেখতে না পেলে মহাভারত-পাঠকের দৃষ্টি-বিভ্রম হবেই হবে। আমি এ-দৃষ্টিকে চারটি কোণ থেকে দেখেছি কৃষ্ণের আত্মপ্রকাশের চারটি ভঙ্গি বেছে নিয়ে—কোনো ছক্ কেটে নয়—সহজ আবেগ ও ভক্তিভাবে যে-যে-ভাবে আমার মন সাড়া দিয়েছে সেই সেই ভাবেই আঁকবার চেষ্টা করেছি যা আমি দেখেছি বুঝেছি জেনেছি চিনেছি:

প্রথম: কৃষ্ণের শাস্তারূপ। কিন্তু সেই সঙ্গে মিশিয়ে আছে অঙ্গাঙ্গী হ'য়ে তাঁর ক্ষমাময় মূর্তি। ভাগবতে তাই তো বলছেন নাগপত্নীরা—কালিয়দমনে—"ক্রোধোঽপি তেঽনুগ্রহ এব সম্মত:"

---

* If one can accept the historical reality of the Incarnation, there is the great spiritual gain that one has a *point d'appui* for a more concrete realisation in the conviction that once at least the Divine has vividly touched the earth, made the complete manifestation possible, made it possible for the divine supernature to descend into this evolving but still very imperfect terrestrial nature."

(Letters of Sri Aurobindo Ist Series···353—358 pages)

ক্রোধ তব হরি নহে অভিশাপ নহে,
অকরুণতায়ও করুণা তোমার বহে।
কেন না—"দণ্ডোঽসতাং তে খলু কল্মষাপহঃ—"
অসতেরে দাও দণ্ড রুদ্ররবে
পাপলেশহীন করিতে তাহারে ভবে।

কিন্তু এই সঙ্গে ব্যাসদেব শুধু তাঁর শুদ্ধিদাতার রূপ দেখিয়েই ক্ষান্ত হন নি, দণ্ডের পথে ভাগবতী ক্ষমা কী ভাবে সক্রিয় হয় তারও ইঙ্গিত দিয়েছেন যখন শেষে বর্ণনা করলেন শিশুপালের আত্মা প্রবেশ করল কৃষ্ণদেহে। আমরা যাকে নিধন বলি তার মধ্যেও যে-তারকের তারিণী মাতৃমূর্তি বিরাজ করে—দণ্ডধর রুদ্রের মধ্যেও নিত্যাসীনা যে করুণাময়ী জননী দুর্গতিহারিণী দুর্গা—এ-মহামহিম চিত্র ব্যাস ছাড়া আঁকতে পারতেন কোন্ কবি?

দ্বিতীয়: কৃষ্ণের সখা ও দূত-রূপ—কিন্তু কী বিচিত্র দূত, সখা, সারথি! বিশ্বসাহিত্যে এ-রূপের কোথায় জুড়ি—যিনি বাহন হ'য়েও চালক, মুখপাত্র হ'য়েও উপদেষ্টা, নির্লিপ্ত হ'য়েও ভক্তাধীন, সর্বোপরি দ্রষ্টা হ'য়েও সমর-সতীর্থ—এক কথায়, বন্ধুর ছদ্মবেশে ত্রাতা! তাই তো সংঘাতের কেন্দ্রে নেমেও তিনি রইলেন নির্বিচল,—অসহায় বাণীবাহ হ'য়ে এসে ফিরে গেলেন—চক্রান্তকারীদের মূর্ছিত ক'রে তাঁর অসহ্য বিশ্বরূপের ঝলকে।

তৃতীয়: কৃষ্ণের বিশ্বরূপ। গীতার একাদশ অধ্যায়ের শুধু অর্জুনের স্তবটুকুরই অনুবাদ করেছি। টীকা অনাবশ্যক। শুধু এইটুকু বলা দরকার মনে করছি যে এ-স্তবের কল্লোল ষাণ্মাত্রিক অক্ষরবৃত্ত ছন্দে সবচেয়ে সহজে ফোটে ব'লেই আমার মনে হয়। আরো এইজন্যে যে গীতার উপজাতি ছন্দের সঙ্গে এ-ছন্দের কদমেও মিল আছে। অর্থাৎ দুটি ছন্দই পদক্ষেপে তথা তালের আবর্তনে প্রায় সমান। এ-ছন্দটি আমার অত্যন্ত প্রিয়—যদিও ষাণ্মাত্রিক ছন্দে আজকাল মাত্রাবৃত্তেরই বেশি আদর। কিন্তু হ'লে হবে কি, ষাণ্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত গাম্ভীর্যে ও শক্তিমত্তায় ষাণ্মাত্রিক অক্ষরবৃত্তের সমান নয়।

চতুর্থ: ভীষ্মের মহাপ্রয়াণে—কৃষ্ণের শুধু মহালোকনাথরূপ নয় সেই সঙ্গে একান্ত মানবিক—বন্ধুরূপ। যুধিষ্ঠির তাঁকে সম্বোধন করছেন কৃষ্ণ অন্যমনস্ক। কী ব্যাপার? না, ভীষ্মের জন্যে তাঁর মন কেমন করছে!

মনে হয় না কি—একে কে না চিনি? কৃষ্ণ আনমনা, কেন না মনে পড়ছে তাঁর ভক্ত ভীষ্মের কত কথা: তার ভক্তি বীর্য পুণ্য চরিত্র ত্যাগ···কত গুণ!—অথচ দুদিন আগে এই সর্বগুণাধারকেই নিপাত করার জন্যে এই বিচিত্র বরদ বন্ধুটির কী না আকুলি বিকুলি! যখন দেখলেন অর্জুন মন দিয়ে যুদ্ধ করছে না তখন নিজেই নামলেন চক্র হাতে তাকে বধ করতে। তখন অর্জুন এল ছুটে—"না না আর অমন করব না, কথা দিচ্ছি—যুদ্ধ করব মন দিয়ে।" যেন শিশুদের খেলাধুলো ও বোঝাপড়া! একেবারে আধুনিক, চিরন্তন, মানবচরিত্রের সেই চিরকেলে মানবিকতা ফুটে উঠল তার অপরিবর্তনীয় আলোছায়ায় পরিবর্তনের রঙ্গমঞ্চে—অনিত্যের পাদপ্রদীপের সামনে নিত্যের অভিনয়! তবে এদিক দিয়ে দেখতে গেলে, মহাভারতে শুধু কৃষ্ণের রূপ কেন, প্রতি চরিত্রেরই একটা আশ্চর্য আবেদন হৃদয়ের তারে ঝঙ্কৃত হ'য়ে ওঠে: সে হ'ল তার আধুনিকতা। কৃষ্ণ যে সনাতন হ'য়েও পুনর্নব, প্রাচীন হ'য়েও চিরতরুণ এ না হয় বোঝা যায়—যাদুকরের রাজা যিনি তিনি না পারেন কী? কিন্তু শুধু কৃষ্ণই তো নয়, মহাভারতের কোন্ চরিত্রকে মনে হয় সেকেলে? এমন কি, অমন যে নিষ্ঠুর ঘাতক অশ্বত্থামা তার পৈশাচিক প্রতিহিংসা-পরায়ণতার ছবিকেও কোন্ আধুনিক কবি এহেন লোমহর্ষকভাবে চিত্রিত করেছেন যাকে মনে হয় চোখের সামনে দেখছি—অথচ যেন ভয়াল দৈনন্দিনতার চিরাচরিত ঢঙে! আর শুধু পুরুষই নয়—কী আশ্চর্য চাক্ষুষ করা নারী-চরিত্র—the eternal feminine! কুন্তী, গান্ধারী, দ্রৌপদী—শুধু তেজস্বিতায় নয় অত্যাধুনিকতায় ও দৌর্বল্যেও যেন এ বলে আমাকে দেখ্ ও বলে—আমাকে! এ তিনটি মহিমময়ী নারীর তেজস্বিতার কথা সবাই জানেন। কিন্তু দুর্বলতার দিকটা আমাদের প্রায় চোখে

পড়ে না—বিশেষ ক'রে তেজস্বিনী দ্রৌপদীর চরিত্রে। কিন্তু অমন যে-তেজস্বিনী যিনি প্রকাশ্য সভায় ঘোষণা ক'রেই বললেন, স্বামীরা যদি যুদ্ধ না করেন তিনি একাই যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন সুভদ্রার পুত্র অভিমন্যুকে সেনাপতি ক'রে—তাঁরও সে কী চিত্তদৌর্বল্য যখন অর্জুন সুভদ্রাকে বিবাহ করার পরে দ্রৌপদীর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। পূর্বপত্নী সাভিমানে বললেন স্বামীকে কী কথা? না:

"তত্রৈব গচ্ছ কৌন্তেয় যত্র সা সাত্বতাত্মজা।
সুবদ্ধস্যাপি ভারস্য পূর্ববন্ধঃ শ্লথায়তে॥"

অর্থাৎ

"একটি বাঁধনে বাঁধা যে আছিল তারে যদি কেহ চায়
পরে পুনরায় বাঁধিতে—দ্বিতীয় বাঁধনের দৃঢ় ফাঁসে,
পূর্ব বাঁধন হয় শ্লথ কে না জানে বলো বসুধায়?
তাই যাও—সেথা যেখানে আছে সে—যে তোমারে ভালোবাসে।"

সুভদ্রা সম্বন্ধে দ্রৌপদীর এই যে মৃদু ঈর্ষার ভাব—jealousy—পড়তে পড়তে কার মনে হবে এ তিন হাজার বৎসরের আগেকার একটি নারীর মন? এ যে আমাদের প্রাত্যহিক দৃষ্টিতে দেখা ঘরোয়া অতি আধুনিক মেয়ে!

তারপর কুন্তী। সেই সনাতন মাতৃপ্রাণ, অথচ কোমলতায় কী আশ্চর্য সৃষ্টি! পুত্রবিরহে পরিম্লানা, অথচ পুত্রেরা যুদ্ধ করতে চায় না তাদের এ-কাপুরুষতায় লজ্জিতা। গান্ধারী: যে-পতিব্রতা স্বামীর জন্যে চিরজীবন স্বেচ্ছান্ধতা বরণ করা সত্ত্বেও প্রকাশ্য সভায় স্বামীকেও ভর্ৎসনা করবার শক্তি ধরেন, বলতে পারেন তীব্রভাষায়—বীরপুত্র দুর্যোধনকে কুলাঙ্গার ব'লে ত্যাগ করতে। আর অগণিত জনসমুদ্র-সঙ্ঘাতের সমূর্ধ্বে হিংসা, ত্যাগ, বীর্য, তপস্যা, পাপ-পুণ্য সমস্তকে অতিক্রম ক'রে এক আশ্চর্য নিয়ন্তার রহস্যময় আবছায়া রূপমণ্ডল—দেখা যায় অথচ যায় না....ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অথচ অতীন্দ্রিয়...নর অথচ নারায়ণ...সর্বসাথী অথচ সর্বনিয়ন্তা...এ-চিত্রের কি দোসর আছে? মানবজীবনের নাট্যকার হিসেবে পাশ্চাত্য জাতির অসামান্য কৃতিত্ব

সানন্দে স্বীকার ক'রেও তবু বলব এ-পরিকল্পনা তাদের ধারণারও বাইরে যেখানে মানবিক ঘাত-প্রতিঘাতের প্রতি-ঢেউ তুলছে যে-অদৃশ্য নিয়ামকের অঙ্গুলিসঞ্চালিত পবনহিল্লোল, তার ইঙ্গিত প্রতি পদে পরিস্ফুট হ'য়ে উঠছে শুধু বুদ্ধির নির্দেশে নয়—সেই অলক্ষ্য দিশারির গহন অভিপ্রায়ের চূর্ণরশ্মিলব্ধ দৃষ্টিপ্রদীপে যার আলোতেই কেবল প্রত্যক্ষ করা যায় এই আশ্চর্য অভাবনীয় সত্যকে যে যাঁকে অবোধ মূঢ় মানবমন "মানবতনুধারী ব'লে অবজ্ঞা"ই ক'রে এসেছে আবহমানকাল —তিনি সেই অবজ্ঞার অন্তরাল থেকেই তাঁর অপার করুণার আকাশ-টানে যুগে যুগে দেশে দেশে নব নব আবির্ভাবের অচিন্তনীয় প্রেরণায় তাদের নিয়ে চলেছেন তাঁর অকল্পনীয় জ্যোতিঃকৈলাসের গৌরীশৃঙ্গে। আরো একটা কথা সর্বশেষে মনে হয় মহাভারত পড়তে পড়তে: যে, এহেন বিপুল ব্রহ্মাণ্ডলীলায় কালযুগজগৎ-চক্রের এহেন চক্র-ধারীকে, যখন আধুনিক বিজ্ঞ বিজ্ঞানের অজ্ঞ বুদ্ধি নামঞ্জুর করে "প্রমাণাভাবাৎ", তখন বোধহয় সে-পরমক্ষমাশীল বিশ্বতোমুখ এম্নি অনুকম্পার কোমল হাসি হেসেই সেই অজ্ঞানকে দিয়েই বহন করান জ্ঞানের তল্পি; পরুষভাষীর বিদ্রোহের ব্যাকরণেই গ'ড়ে তোলেন পরমস্বীকৃতির চরম ঋঙ্মন্ত্র; সর্বশেষে: আসুরিক চক্রান্তের নাস্তিক্য-করাল বৈজ্ঞানিক সঙ্ঘবদ্ধতার ভয়াল ব্যূহরচনাপ্রতিভার মধ্যে দিয়েই তাঁর অঘটনঘটনপটীয়সী চাতুরীবলে নব নব দৈবীসৃষ্টির অপরূপ লীলানন্দে ধূলিম্লান মানবমনকে তার অজ্ঞানতিমিরান্ধ দুষ্কৃতির গহ্বর থেকেই উত্তীর্ণ করেন সর্বস্খলনাতীত চিরপ্রভার অনির্বাণ শিখরলোকে।

ইতি—

শ্রীদিলীপকুমার রায়

শরণ-বন্দনা

হে শ্যামল ! চিত্র তব যে-বর্ণে ফুটিল
ভাগবত-চিত্রপটে—বর্ণিব কেমনে ?
ভগবান্ তাঁর কথা কহেন কেবল
ভক্তের শ্রবণে, রূপ তাঁর প্রতিভাত
হয় শুধু প্রাণে তার যে-প্রাণ হয়েছে
মূর্ছনা-মুকুর প্রেম-শরণ-স্পন্দনে।
বুদ্ধির আলোকে নয়—ভক্তিভাষ্যে শুধু
ভাগবত-মর্মবাণী হয় উচ্ছ্বসিত
মন্ত্রবাণী ভক্তমনোমন্দিরে। গভীর
নিশুতি নিশীথে দূর গগনে নেহারি'
অগণ্য তারকাপুঞ্জ অন্তরের তলে
জাগে যে-ব্যাপ্তির বিভা—(মনে হয় যবে
নক্ষত্র-নৈঃশব্দ্যে রূপান্তরিল সঙ্গীত)—
শিহরণে তার মনে পড়ে নাথ, তব
বহুমুখী আনন্দের কাহিনী সুন্দর,
কভু স্নিগ্ধ, ম্লায়মান, কখনো প্রবল,
তুঙ্গ হিমাচল কভু, কভু কৃষ্ণায়িত,
জলধি-দুরবগাহ— গূঢ়, অপ্রমেয় !
কে কবে পেয়েছে পার তোমার, অপার !
কে শুনেছে সুর তব হে চিরনীরব !
কে জেনেছে প্রজ্ঞা তব হে বালগোপাল !
যেথাই চেয়েছে মন স্থাপিতে তাহার
চিন্তার বিগ্রহখানি নীতির মণ্ডপে,
সহসা পড়েছে ভেঙে সে-বিগ্রহ তার

তোমার প্রশান্ত হাস্থে সর্বদর্পহারী,
গর্বিত সিন্ধুর ঢেউ পড়ে ভেঙে যথা
আকাশের উপহাসে—অম্বু চায় যবে
ধরিতে অম্বরে তার মেলি' উর্মিবাহু !
ভাবে কে তোমারে বলো পেয়েছে ভুবনে
হে অভাবনীয় !—

"করি' অপরাধ যার
দুই চক্ষে ঝরে হায় যশোদা-তর্জনে
শাস্তিভয়ে মুক্তাবিন্দু—ভয় যারে ভয়
করে নিত্য"—গাহে প্রেমে পাণ্ডবজননী !
কী অপূর্ব, মনোহর !—ধায় নন্দরাণী
বাঁধিতে সন্তানে উদূখলে—আছে কোথা
কার গৃহে রশ্মি-হেন যে বাঁধিবে তারে
ভুবন বাঁধিল তার প্রেমে যে-মায়াবী—
জগতের নাথ হ'য়ে জগতের দাস,
চিরপিতা হ'য়ে স্নেহভরে চিরশিশু !

•

হে চিরকিশোর, চরণের লাস্থে যার
যমুনা শিখিয়া তাল ধাইল উজানে,
শুনিয়া মুরলী যার ধূসর ধরণী
আনন্দ-কদম্ব-রূপে পুষ্পিল পলকে !
হে গোপীবল্লভ, যার তরে সংখ্যাহীন
সতী বরি' অসতীর কলঙ্ক, সহিয়া
চরম লাঞ্ছনা, দলি' নীতির মন্দির
দুর্নীতির অভিযানে—গাঢ় ব্যভিচারে
হ'ল পূজনীয়া সতীদের শিরোমণি
মৃত্যুহীন মহিমায়—ধর্ম যার পায়ে
চাহিল অধর্মদীক্ষা, অধর্ম লভিল

বিচিত্র ধর্মের রূপ ঃ করি' দ্বেষ যারে
লভিল দানব দৈব-সালোক্য মরণে ঃ
রাক্ষসী লভিল দেবকায়া—দিয়া তার
বিষস্তন্য যারে ঃ তুঙ্গ আদেশে যাহার
কুরুক্ষেত্র রণধর্মে অপরূপ যোগ-
দীক্ষায় লভিল নব মন্ত্র সব্যসাচী—
বীরত্বেরে করিয়া নিয়োগ নিমিত্তের
অর্ঘরূপে সাধিল সংহার ধর্মচ্যুত
বন্ধু জ্ঞাতি আত্মীয়ের—বহায়ে রক্তের
সমুদ্র ধরণীতল—প্লাবনে ডুবায়ে
অতীতের রাজ্য নবধর্ম-সংস্থাপনে,
নব হাসি-ঝঙ্কার তুলিয়া হাহাকারে !

পার্থের সারথি—রণে, আলয়ে স্বজন,
শয়নে ভাষণে সখা সাথী—পরিহাসে,
পুণ্যযজ্ঞে—পুরোহিত, জিজ্ঞাসায়—গুরু,
মন্ত্রণায়—মন্ত্রী, প্রেমে চিরভক্তাধীন !—
দরিদ্র শৈশববন্ধু এল যবে তার
দ্বারকা-প্রাসাদে—তারে বসায়ে শয্যায়
করিল চরণসেবা রুক্মিণীর সাথে,
দিল দান পরে তারে ঐশ্বর্য অতুল ।—
প্রহ্লাদে করিল রক্ষা মেলি' অঙ্কখানি
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে গরলে অনলে ঃ
আপন প্রতিজ্ঞা—করি' লঙ্ঘন রাখিল
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা—নামি' রথ হ'তে ভূমে
ধাইল তাহারে মায়াক্রোধে সংহারিতে
সিংহ যথা ধায় সংহারিতে মাতঙ্গেরে ঃ
তার পরে সে-চিরকুমার যবে হায়

নিলীন শরশয্যায়—রাখিল তাহার
মুমূর্ষু নয়নে নেত্র করুণাকোমল
ভাসায়ে অমৃতস্রোতে তারে—যে তাহার
শ্রীঅঙ্গ ভাসায়েছিল রক্তধারে রণে !
আপনি পুরুষোত্তম হ'য়ে বরিল যে
বিপ্রপদধূলি লোকসংগ্রহের তরে।
এক হাতে ধ্বংস যার, আন হাতে সুধা,
এক পায়ে দোলে ক্রোধ, আন পায়ে কৃপা,
এক নেত্রে রোষ-অগ্নি, আন নেত্রে প্রীতি,
সুন্দরে করাল, কি বা কঠিনে কোমল !
উপমা-আকুল কবিচিত্ত হিল্লোলিয়া
ওঠে যার কীর্তিকলা বর্ণিতে ভাষায়—
কভু অশ্রুরাগে, কভু বিরহ-ব্যথায়,
কভু হাস্যে পরিহাসে কখনো সমরে,
সারথ্যে, সাম্রাজ্যে, দৌত্যে, জয়ে-পরাজয়ে,
প্রণয়ে বিহারে কভু, কভু অভিসারে,
কভু নীতিপাঠে এই দীক্ষা করি' দান
দুর্নীতিরো মর্মে : "যিনি নিখিলের নাথ
নিখিলের নীতি নহে নহে তাঁর তরে।
পাবক যে ধর্মে তার, করে সে পাবন
অপুণ্যেরে উত্তীর্ণ করিয়া পুণ্যাভায়
দীপ্তির উপনয়নে দীপদীক্ষাদানে।"

হে পাপে-অপাপবিদ্ধ, তুফানে-তারকা,
অকূলে-প্রবালদ্বীপ, কঙ্করে-পঙ্কজ,
অকিঞ্চন বিশ্বপতি ! সব থেকে তবু
নিঃস্বের প্রণয়তরে যে নিত্য কাঙাল !
সুন্দর প্রলয়ঙ্কর ! হে অপরাজেয়

চিরপলাতক ! বলো কেমনে তোমার
সাধিবে তর্পণ কবি ? কেমনে গাহিবে
ঋষি তব মন্ত্রবাণী ? কেমনে লভিবে
তোমার অচিন্ত্য দিশা ধ্যানী তার ধ্যানে ?
সিন্ধু বুকে অগণন যত ঝিকিমিকি
দোলে প্রভাতের লগ্নে--বিভূতি তোমার
সংখ্যাহীন তারো চেয়ে ! প্রতি আবর্তনে
অবনী আনন্দ শঙ্খ ঘোষে যত—তব
দুটি রাঙা চরণের নূপুর-নিক্কণ
করে তারে পরাভব। ঝঙ্কারিত হয়
বিহঙ্গের কণ্ঠে যত কাকলি কূজন,
তব শিশুকণ্ঠলোকে হয় ঝঙ্কারিত
সে-কোটি কাকলি আরো মধুর রণনে।

হে চির-তরঙ্গময় অক্লান্ত অগাধ !
জীবনে বিলাসসিন্ধু, মরণে কাণ্ডারী !
সখ্যপথে সহযাত্রী, বৈরাগ্যে বরদ !
হে রমণীরমণ অসঙ্গ ব্রহ্মচারী !
আজ নববর্ষে প্রাণে জাগাও প্রার্থনা ঃ
বিশ্বমাঝে যেন তব বিশ্বাতীত রূপ-
ধ্যানানন্দ মুখী চিত্ত হয় দিনে দিনে।
ভাষার অতীত যে-গভীর সত্য ডাকে
মুরলী মূর্ছনে তব, অনুসরি' তারে
পারি যেন বিসর্জন দিতে আপনার
সব ভাষা-বিড়ম্বনা, সব প্রকাশের
অহঙ্কার-সমারোহ আত্মসমর্পণে।

সর্বশেষে চাই বন্ধু, তোমার চরণে
অশ্রুল প্রণামে আজ লভিতে তোমার

প্রেমের একটি কণা, রেণুকার রেণু,—
করিয়া অঞ্জন যারে নয়নে আমার
দেখিব বিস্ময়ে : স্পর্শমণি সম তব
প্রণয় মৃন্ময়তারে কেমনে চিন্ময়
করে পলে পলে।

বন্ধু ! পেয়েছি তোমার
করুণার বহু স্পর্শ : কভু দেহসুখে,
কভু মানসের ধ্যানে, কভু সঙ্গীতের
অসাঙ্গ মধুরিমায়, কভু কবিত্বের
আকাশ-প্রসারে, কভু ছন্দের শিঞ্জনে,
কভু সরলতাভরা শিশুর বিশ্বাসে,
কভু স্নেহময়ী বালিকার কালোচোখে,
কভু বৈরাগীর সর্বত্যাগে, যৌবনের
যশোদীপ্ত দিগ্বিজয়ে, কভু মহতের
ক্লান্তিহীন প্রাণৌদার্যে, কভু সন্ধানীর
ধীর জিজ্ঞাসায়, সর্বোপরি—দিনে দিনে
আপনারে তীর্থপথে লইতে তোমার
আলোকিত সাম্রাজ্যের অচিন সন্ধানে,
নাহি যার আদি অন্ত পুনরাবর্তন :
আছে শুধু নিত্য-নব আশ্চর্য ইঙ্গিত
অভ্রান্তির অভিমুখে—বহু ভ্রান্তিমাঝে।

করেছি জীবনে নাথ ভ্রম বহুবার,
পূজায় এসেছে আত্মরতি, নিবেদনে
স্বার্থগূঢ় আবেদন, আচার্যের পায়ে
প্রণামেও আস্ফালন, সত্য-অন্বেষণে
চাহি' আপনার ইচ্ছাসিদ্ধি—ছাড়ি' তব
ইচ্ছার চরণে নতি—জানি জানি আমি।

তবু অন্তর্যামী, জানো তুমিও একথা :
তোমায় চেয়েছি আমি শুধু তব তরে,
তোমারি বেদনা যাচি' সম্পদেরও মাঝে।
বহু মিত্র মাঝে বন্ধু, চেয়েছি কেবল
তোমারেই বন্ধুরূপে—আর কারে নহে।
বহু পিপাসার ছিল বহু শিহরণ,
শুধু তব তৃষ্ণা ছিল জেগে সেথা বলি'
হয়েছে নির্ঝর-বারি কঠিন পাষাণ,
ভূষণ—চিতার ভস্ম। স্বেচ্ছাবিহারের
ছিল বহু প্রলোভন—প্রতিশ্রুতি, ছিল
বহু সূক্ষ্ম অভিলাষ দেহবিলাসের,
কত মায়াময়ী স্বপ্নদয়িতাবিহার।
শুনিত শ্রবণ কত পিছুডাক—শুধু
শুনি' তব নভোবাঁশি ছাড়ি' মমতার
কামনা-নিবিড় চিরচেনা নিকেতন
অন্তর উদাসী হ'ল অচিনের পথে
আধচেনা মনোরথ করিয়া সম্বল,
না জানিয়া—তীর্থাতীত তীর্থে বন্ধু তব
কী চরণ-তীর্থবারি লভিব অন্তিমে।

জানি না কেমন তুমি। শুনিয়া তোমার
ভাগবতী পৌরাণিকী কথা জেগেছিল
কৈশোরে দুরাশা বন্ধু, দেখিতে এ-ম্লান
নয়নে অনিত্যলোকে তব বিশ্বরূপ,
যুগে যুগে লভি' যার কণিকাপ্রসাদ
বিলাসী বৈরাগী হয়, নরেন্দ্র সন্ন্যাসী।
দেখি নি তোমারে নেত্রে। আঁকিয়া আল্পনা
শিশু কল্পনার পটে উঠেছি উচ্ছলি'—

কেন—না জানিয়া। জানো তোমার বাঁশির
মন্ত্র ও মন্ত্রণা তুমি। আমি জানি শুধু:
তোমার মিলন বিনা প্রাণের সন্ধানে
সুখ শান্তি হয় নিত্য সোনার হরিণ।
তাই প্রার্থি হে অচিন্ত্য বাঞ্ছাকল্পতরু,
বরদ করুণাময়! আমাকে আশ্রয়
দিও শ্রীচরণে তব। বিশ্ববৈভবের
রাখি না ভরসা আমি। বিশ্বপরাঙ্মুখ
নহি আমি, নহি সর্বস্বান্ত, ব্যর্থকাম
জীবনের অভিযানে। শুধু নাথ, আমি
জেনেছি যে, বিনা তব প্রেমস্পর্শমণি
ধনমান স্বর্ণমুঠি হয় ধূলামুঠি।
তোমার আশ্রয় বিনা নাই ভবার্ণবে
ধ্রুব দ্বীপ কি বন্দর। দুর্যোগে আমার
নাই শঙ্কা। আমি শুধু করি ভয়—পাছে
তোমার অভয় মন্ত্র না বরিয়া আমি
স্পর্ধার উন্মত্ত-ডঙ্কা গণি বীর্য বলি'—
ভুলিয়া যে, শুধু সে-ই বিলায় অভয়—
কুড়ায়ে অভয় তব যে হয়েছে অভী।

চেয়েছি তোমারে নাথ কায়ে মনে প্রাণে
তাই বুঝি, হে দিশারি, দেখায়ে আমারে
দিলে তুমি ধীরে ধীরে—কারে বিত্ত বলে
সত্য বৈষ্ণবের। কাটি' অগণ্য বন্ধন
বৈষ্ণব কৃপাণে—দিলে দীক্ষা প্রশ্নহীন
আত্মসমর্পণমন্ত্রে, জগৎপ্রণামে
প্রতি জীবে শিবমূর্তি দেখাতে তোমার।
এ-জীবনে যদি হায় সে-মূর্তি তোমার

দেখিতে না পাই, চাই এই বর শুধু—
অন্য কোনো জয়ন্তীর সুলভ প্রসাদে
না মজে অন্তর যেন। দিও—যদি চাও—
দুঃখ ব্যথা—শুধু নেত্র রেখো লক্ষ্যলীন।
তোমার আলোকব্রত বিনা আর কোনো
ব্রতমন্ত্র যেন কভু রসনা আমার
ভুলেও না উচ্চারণ করে অন্ধ মোহে।
পৃথ্বীটানে রহে যেন অভীপ্সা আমার
সুদূরের সূর্যমুখী জীবনে মরণে
সর্বহারা প্রশ্নহীন ঐকান্তিকতায়,
ভাগবত বিকাশের বৈষ্ণব বন্দনে।

নববর্ষ, ১লা বৈশাখ, ১৩৭১

চরণ-বন্দনা

(লঘুগুরু ছন্দ)

কান্ত ! তব চরণ করি বন্দনা—ভ্রান্তি দলি'
যে অমল শান্তি পরকাশে।
এস করুণাময় বিভাসি' সে-চরণরবি
যার সুখ নিশির দুখ নাশে।

প্রাণমন উছলি' তব চরণসুর সাধিবে
গাঁথিবে মরম মণি-মালা।
ঢালিবে দেহ তব চরণযুগছায় প্রিয়
তার যত তাপন নিরালা।

মেঘ-অভিমান যত নিয়ত তুলি' অন্তরে
চিরন্তন চরণ তব ঢাকে,
দূর কর ভাতি' অমিতাভ সে-কিরণময়
চরণছবি মরণজয়-রাগে।

নিরখি' মুখকমল তব বেদ তবু চায় প্রভু
যে-চরণ শরণ-অভিলাষে,
যার মধু-উৎস বঁধু নির্ঝরিল জাহ্নবী
প্রার্থি সে চরণ উচ্ছ্বাসে।

প্রথম স্কন্ধ

ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি।

আপন জ্ঞানালোকে অজ্ঞানের মোহকুহক লয় যিনি করেন ভবে,
সেই পরমতম সত্যদেবে যেন আমরা করি ধ্যান হৃদয়ে সবে।

*　　*　　*　　*

শুকদেবের শ্রীমুখ হ'তে ঝরিল ধরা'পরে
অমৃতময় ভাগবতের যে-বাণী নির্ঝরে,
পুণ্য মহাকল্পতরু বেদের ফলসুধা ঃ
মুহুর্মুহু করিয়া পান মিটাও চির-ক্ষুধা
রসিক সুধী ভাবুক সবে, শুন হে সমসুখে
সাধনপথে সাধনশেষে এ-কথা যুগে যুগে। (১।৩)

*　　*　　*　　*

এ-ঘোর সংসারে মুগ্ধমতি জনও যাহার নামে হয় মুক্ত পলে,
যাহারে করে ভয় আপনি ভয়—যার চরণ-আশ্রিত যোগী ও মুনি
পরশে তাহাদের নিমেষে করে পাপীতাপীরে অমলিন (গঙ্গাজলে
বহুস্নানে হয় যে-পাপবিমোচন)—পুণ্য কীর্তন তাঁহার শুনি'
শূন্য কোন্ প্রাণ উছসি' উঠিবে না? নিখিলতাপহরা অমৃতবাণী
করি পান কোন্ শুদ্ধিকামী নাহি গাহিবে ঃ "আপনারে ধন্য মানি?"
(১।১৫, ১৬)

*　　*　　*　　*

প্রাণপণে করি' ধর্মাচরণ, কৃষ্ণকথায় যদি না পায়
রস কেহ—তবে মিথ্যা জানিও আচার-বিচার তার ধরায়। (২।৮)

*　　*　　*　　*

প্রাণের গহনে প্রাণদেবতার চিরদর্শন হয় যাহার,
কাটে তার যত হৃদয়গ্রন্থি, সংশয়ঘোর অন্ধকার। (২।২১)

ক্ষয়হীন জলনিধি হ'তে যথা অসংখ্য কলঝর্ণা ঝরে,
সত্ত্বসিন্ধু ভগবান্ হ'তে অবতারগণ তেমনি ক্ষরে।
কেহ অসীমের অংশশক্তি, কেহ অংশের অংশ তাঁর,
কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, এই অসুর-ক্লিষ্ট ধরার ভার
হরিতে আসেন যুগে যুগে লীলানন্দ ঝরায়ে অঝোরধার। (৩৷২৬,২৮)

* * * *

মূঢ় দর্শক জানে না নটের সুকুমার অভিনয় যেমন
কোন্ সঙ্কেতে কিসের আভাস দেয় সে-নটেশ বিচক্ষণ,
বিনা জ্ঞান শুধু নিপুণ তর্কে তেমনি বচন মনে কেবল
পায় না কেহই লীলাভাস তার নামরূপে যার লীলা উছল।
চরণকমলগন্ধ তাহার ঐকান্তিক প্রাণসাধনে
সরলের পথে বরিল যে—শুধু সে জানে অপার চিরন্তনে! (৩৷৩৭,৩৮)

* * * *

বসনহীনা অপ্সরারা তড়াগে করে স্নান,
নগ্ন শুক নির্বিচল পশিল সরোবরে:
অপ্সরারা করে না তবু বসন পরিধান,
বেদব্যাস আসিলে তারা লাজে বসন পরে।
শুধায় ব্যাস: "নগ্ন নহি পুত্র শুক হেন,
তাহারে দেখি করিছ কেলি তেমনি স্নানরতা:
আমারে দেখি' লজ্জামুখী বসন পরো কেন?"
কহিল তারা: "তোমার মনে এখনো জাগে সদা
কে নারী কে বা পুরুষ—তব তনয় উদাসীন,
নারী ও নরে করে না ভেদ—ব্রহ্মে মন লীন।" (৪৷৫)

* * * *

ঊর্ধ্ব হ'তে গাঢ় নিম্নে যে-সুখের, চিরোপলব্ধির মিলে না দিশা
তাহারি তরে সুধী সাধন সাধে, বৃথা বিষয়সুখ আশা দুঃখ প্রায়
কালের নির্দেশে আসিয়া যায় ফিরে, মিটে কি ভোগে কভু কামনাতৃষা?
শুধু মুকুন্দের চরণালিঙ্গনে জন্ম হ'তে জীব মুক্তি পায়। (৫৷১৮, ১৯)

ত্রিবিধ তাপ জীবনের সেই কর্মে দূর হয়
ভাবিত যাহা ঐশভাবে—স্বার্থপর নয়।
সেবনে যার এ-দেহ হয় রুগ্ন জর্জর
অনুপানের সাথে মিশালে হয় সে রোগহর।
তেমনি যত কর্ম বাঁধে কর্মফলে নরে
বাঁধন নাশে সমর্পিত হ'লে পরাৎপরে।
ভগবানের প্রীতির তরে কর্ম সাধি যবে
ভক্তিপূত জ্ঞানেরে পাই তাহারি বৈভবে!
শিষ্ট করে কর্ম লভি' আদেশ বিষ্ণুর
জপিয়া নাম, স্মরিয়া রূপ, গাহিয়া তাঁরি সুর। (৫।৩২-৩৬)

ব্যাসের প্রতি নারদ ঃ

শ্রীহরির পদাম্বুজ করিতেছিলাম ধ্যান আমি
অশ্রুনেত্রে বিরহব্যথায়—হেন কালে অন্তর্যামী
দিলেন দর্শন তাঁর ভাবে-অভিভূত মোর মনে,
সেই অপরূপ প্রেমশিহরণ আনন্দপ্লাবনে
আমার গহন মর্মে হ'ল লীন সর্বভেদজ্ঞান
উপাস্য উপাসকের—অবর্ণ্য সে-চেতনা অম্লান!
তার পরে সেই আবির্ভাব হ'ল অন্তর্হিত হায়,
না দেখিয়া সে-অশোক রূপ আমি তীব্র বেদনায়
উঠিয়া আসন হতে করিলাম তাঁকে অন্বেষণ
অতৃপ্ত শিশুর ম'ত অন্তরে বাহিরে অনুক্ষণ।
শুনিলাম সুগম্ভীর স্নেহময় স্বরে সান্ত্বনার
কহিলেন বিভু ঃ "বৎস এজন্মে আমার দেখা আর
লভিবে না মর্ত্যে তুমি। সুদুর্লভ আমার দর্শন ঃ
বিনা পূর্ণচিত্তশুদ্ধি যোগী ঋষি সুচির-মিলন-
বর নাহি পায় মোর। দিয়েছি দর্শন একবার
জাগাতে আকাঙ্ক্ষা তব। তাহে নিত্যমিলন আমার

যে একাগ্রচিত্ত সাধুগণ—তারা সাধে ধৈর্যব্রতে
সর্বকামনার লুপ্তি হৃদয়ের সর্বস্তর হ'তে। (৬।১৭-২৩)

ভব-পারাবারে লালসা-তুফানে কাঁদে যারা দিশাহারা
শ্রীহরির লীলাকীর্তনে পায় সাক্ষাৎ তরী তারা
যম প্রাণায়াম ধ্যান ধারণার পথে বহু সাধনায়
কাম লোভ আদি রিপুর পীড়নে কাঁদে যারা নিতি হায়,
মুক্তির স্বাদ না লভি—তাহারা হরিসেবাকীর্তনে
ভক্তির পথে লভিবে শান্তি জীবনের কাঁটাবনে। (৬।৩৫,৩৬)

নান্যং ত্বদভয়ং পশ্যে যত্র মৃত্যুঃ পরস্পরম্॥ (৮-৯)

রক্ষা করো রক্ষা করো মহাযোগী ওগো জগন্নাথ!
যে-জগতে আমরাই হানি মৃত্যু পরস্পরে বরি' আত্মঘাত,
সেথা কে অভয় দিবে তুমি বিনা? কে দীপিবে নিশীথে প্রভাত?

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কুন্তী ঃ

যে-লীলারে নাথ দেখি এ-নয়নে, তাহার অন্তরালে
আসীন যে-লীলানিয়ন্তা—যার গূঢ় অলক্ষ্য তালে
চলে এ-প্রকৃতি, সে-আদিপুরুষ তোমারে প্রণাম করি
অন্তরে তুমি অন্তরযামী, বাহিরেও তুমি হরি।
নয়ন যখন মুগ্ধ—নটের দেখি' রূপ অভিনয়,
নটের রূপ যে স্বতন্ত্র—তার পায় কি সে পরিচয়?
তেমনি যখন মুগ্ধ আমরা দেখি নাথ, তব মায়া
দেখি না তোমারে মায়েশ, এ-লীলা যাহার কায়ার ছায়া।
যুগ যুগ ধরি' তপস্যা করি' যারা নির্মলমতি,
তারাও তোমার জানে না স্বরূপ যোগী ঋষি মুনি যতি।
হেন অপরূপে কেমনে স্বরূপে চিনিব অবলা আমি?
তবু চাই দেখা—ভক্তি আমার সঁপিতে চরণে স্বামী!

নমো নমো প্রভু কৃষ্ণ তোমারে বাসুদেব নমো নমো।
দেবকীতনয় নন্দদুলাল, নমো নমো নিরুপম!
নমো পঙ্কজনাভ পঙ্কজমালী! ভ'রে ওঠে বুক
নমিতে তোমারে পঙ্কজাক্ষ, পঙ্কজপদযুগ।

মুক্ত করেছিলে জননীদেবকীরে কংসকারাগার হ'তে যেমন,
পুত্রগণ সহ আমারে বহুবার করেছ দুখ হ'তে তুমি তারণ,—
অগ্নি হলাহল দৈত্য রাক্ষস দ্যূতসভায় ঘোর বনবাসে,
দারুণ মহারথী আক্রমণ হ'তে দ্রৌণি-অস্ত্রের সন্ত্রাসে।
তাই এ-প্রার্থনা জানাই শ্রীচরণে : বিপদে যদি তব দরশ পাই
বিপদে রেখো মোরে জনম জনমান্তরে হে নাথ, আর কিছু না চাই।
চাহি না সম্পদ সুরূপ কুল মান—শ্রীমন্তেরা ভবে গরবে হায়
পারে না ডাকিতেও তোমারে, শুধু নাথ, অকিঞ্চনই তব পরশ পায়
অকিঞ্চনই যার বিত্ত, এ-লীলায় ত্রিগুণাতীত প্রভু আত্মারাম
মুক্তিদাতা, চিরশান্ত অনাহত—রাতুল শ্রীচরণে তব প্রণাম।

লীলার পার তব চির-অচিন্ত্য হে, কেহ কি পায় কভু—যাহার নাই
ভুবনে দয়িত বা শত্রু কেহ?—তবু পক্ষপাত তব আমরা চাই—
জন্মরহিত-যে জনমে যুগে যুগে পশুরো বিগ্রহে তবু—সেথায়
সে-হীন রূপ ধরি' তারেই অনুকরি' পরমানন্দে যে রাজে ধরায়।

হৃদয়ে জাগে নাথ আজিকে তব সেই জননীভয়ে দুটি ভীত নয়ন
করিয়া অপরাধ লভিবে আজি কোন্ শাস্তি ভাবি' ম্লান নত আনন—
কি ছবি অপরূপ! অশ্রুসাথে কালো কাজল মিশি' ঝরে! ভয়ও যারে
নিয়ত করে ভয়—তাহার এ কী ভয়! তোমারে ভাবিতেও মন যে হারে!

পাণ্ডু যদুকুল তোমারি গৌরবে গরবী—তোমা বিনা সবে অনাথ,
যেমন প্রাণ বিনা দেহের ইন্দ্রিয়—সূর্যহারা বলো কোথা প্রভাত?

তোমারি নাথ ধ্বজ-বজ্র-অঙ্কুশ অসীম চরণের সুখছায়ায়
রেখেছ বলি' শোভে রাজ্য আমাদের, তোমার তিরোধানে শোভা কোথায়
নিখিল জনপদ, রসাল ফল, ফুল ওষধি গিরি বন নদী সাগর
তোমারি নয়নের আলোকে মঞ্জরে হে চিরবিকাশের দীপঙ্কর!
শেষ এ-প্রার্থনা তাই জগন্নাথ! —ছিন্ন করো মোর মমতাপাশ :
গঙ্গা যথা ধায় সাগরমুখী—হোক তোমাতে শুধু মোর প্রেমোচ্ছ্বাস।
(৮।১৮-২৭, ২৯-৩১ ৩৮-৪১)

পাণ্ডবদের প্রতি ভীষ্ম :

পবন-পরাধীন যেমন জলধর, তেমনি দুখসুখ কাল-অধীনঃ
তুচ্ছ কীট হ'তে ছত্রপতি চলে কালেরি নির্দেশে রজনীদিন।
নহিলে যেথা রাজা ধর্মসুত, ভীম যেথায় গদাপাণি অকুতোভয়,
ধনুক গাণ্ডীব, ধানুকী অর্জুন, কৃষ্ণ সখা—সেথা বিপদ রয়?
শুনাব কোন্ বাণী জ্ঞানের হে রাজন্! হরির লীলা কেহ জানে কি হায়?
মনীষী যোগী কবি মুগ্ধ বিস্ময়ে যাহার স্বরূপের জিজ্ঞাসায়! (৯।১৪-১৬)

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শরশয্যায় ভীষ্ম :

(পুষ্পিতাগ্রা ছন্দ—মাত্রাবৃত্ত)

আপনি রহি' যে আসীন নিত্যানন্দে
করে জীবনসিন্ধু উছল খর তরঙ্গে,
বিগত-তৃষ্ণা অন্তরে প্রেমমন্ত্রে
তারি চরণতীর্থ যাচি আমি নিঃসঙ্গে।

ত্রিভুবনে যার ঝলে অপরূপ বর্ণ
মরি পীত-অম্বর কম কুন্তল কান্তি!
সুন্দর নীলতনু যে চিরশরণ্য
তারি প্রার্থি চরণে মরণমিলনশান্তি।

বহিল রণে তুরঙ্গ-ধূলি যে অঙ্গে,
মরি মুখমণ্ডলে মঞ্জুল স্বেদবিন্দু!
আমারি শায়কে ক্ষতবিক্ষত অঙ্গে
আজি আমারে চরণ দিল সে-করুণাসিন্ধু!

আলোক-দিশারি আঁধার কুরুক্ষেত্রে
শুনি' যাহার তুঙ্গ গীতার গগনশঙ্খ,
মলিন ক্লৈব্য লীন – সে-অরুণনেত্রে
রাখি' নয়ন—তাহার চরণে আমি অশঙ্ক!

নিজ প্রতিজ্ঞা করিল যে-হরি লঙ্ঘন
শুধু আমার প্রতিজ্ঞারে না কবিতে ভঙ্গ,
চক্রহস্তে ত্যজিল তাহার স্যন্দন
ঘোর সিংহের সম সংহারিতে মাতঙ্গ।

আমারি তীক্ষ্ণ শরজালে শোণিতাক্ত
বেগে ধাইল যে রোষে করিতে আমারে ধ্বংস,
আজি সম্মুখে দাঁড়ায়ে সে করুণার্দ্র
যার তনুতে আঘাত করিনু আমি নৃশংস।

চিনিয়া যাহারে জিনিল পার্থ বন্ধন,
শুধু দরশনে যার রণাহত উদ্‌ভ্রান্ত
সবে অন্তিমে লভিল স্বরূপনন্দন,
যাচি চরণে তাহার শরণাগতি একান্ত।

রবি যথা কোটি আঁখির জ্যোতিনিয়ন্তা,
রহি' আপনি অদ্বিতীয় অলিপ্ত মুক্ত,
কোটি হৃদে দোললীলার যে অনুমন্তা,
লভি' সে-একেশে মোর সব ভেদমোহ লুপ্ত।

এসেছ যখন দেবদেব, কৃপাসিন্ধু,
মরি, অরুণনয়ন, ভুবনমোহন কান্ত!
রাজো সম্মুখে ধ্যানপথে চির বন্ধু,
শেষ লগ্নে আমার হে প্রসন্ন প্রশান্ত॥ (৯।৩২-৩৯, ৪২)

অলিন্দ থেকে কৃষ্ণকে দেখে কুরুরাজ-রমণীরা ঃ

করিল যে নামরূপের সৃজন অগণন জীব হ'য়ে,
আপন ছন্দ করালো প্রণীত ঋষির মন্ত্র ল'য়ে
মায়া যাঁর ঢাকে জীবের চেতনা, প্রকৃতিশক্তি যাঁর
লীলার নিলয়—ইনিই সে-বিভু কৃষ্ণ জগতাধার।

বিবেকী যোগী তপস্বীরা জিনি' প্রাণবায়ু ইন্দ্রিয়
ভক্তি-অমল উছাসী চিত্তে লভে যাঁরে বরণীয়,
তনুমন হয় শুদ্ধ নিমেষে করুণাপরশে যাঁর
ইনিই সে চির-অচিন্ত্য নাথ কৃষ্ণ জগতাধার।

শ্রুতি সংহিতা প্রেমের, জ্ঞানের ঝঙ্কারে স্বর্গীয়
বহি আনে যাঁর শুভবাণী মনোমোহন অতুলনীয়,
বিশ্বের যিনি স্রষ্টা, হন্তা, তারক কর্ণধার
চির-অলিপ্ত—ইনিই সে-প্রভু কৃষ্ণ জগতাধার।

অধর্ম হ'লে ব্যথিত যবে নৃশংস রাজগণ
তামসমগ্ন—কীর্তি-অরুণে উজলি' যে ত্রিভুবন
ধরে নরতনু হ'য়ে দয়া-রূপ-সত্যের অবতার
যুগে যুগে সখী, ইনিই সে-ত্রাতা কৃষ্ণ জগতাধার।

রমণীজনম ব্যথাসম্বল, পরাধীন, দুর্বল,
করিল তারাই এ-অকৃতার্থ কুলের মুখোজ্জ্বল

হৃদয়ে যাদের আনন্দমণি মিলায় অপারে পার
আলয়ে যাদের প্রেমের অতিথি—কৃষ্ণ জগতাধার। (১০।২১-২৫,৩০)

দ্বারকাবাসীদের কৃষ্ণস্তব ঃ

চরণকমল নমি হে অমল, দেবতাও যেথা পড়ে লুটায়ে,
সব মঙ্গল যেথা সঞ্চিত—মহাকাল যার বিধান বাহে।
তুমি অখিলের অমৃতনিধান,
মাতা পিতা নাথ বন্ধু মহান,
কৃতার্থ মোরা ওগো গরীয়ান্ লোকগুরু, তব করুণাছায়ে।

দ্যুলোক যাহারে দেখি' দূর হ'তে কাছে আসিতেও শঙ্কা মানে,
তাহারি নয়নে মিলাই নয়ন—হেন গৌরব কেহ কি জানে?
ওগো প্রেমহাস! তব সুখহাসি
নিরখি' আমরা আনন্দে ভাসি,
তব পরিমলে পরাণ উদাসী—না জানিতে পায়ে যায় বিকায়ে।

মিলনেই শুধু নও নিরুপম—বিরহেও তুমি অতুলনীয় ঃ
আঁধারে আলোকে অপরূপ সাথী, জীবনে মরণে অদ্বিতীয়!
তুমি যবে থাকো দূরে প্রিয়তম,
পল মনে হয় কল্পেরি সম,
রবিহারা আঁখি কাঁদে নিরমম অন্ধ পাতালে পথ হারায়ে। (১১।৬-৯)

দ্বারকাবাসীদের শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণ বর্ণনা ঃ

অঙ্গ যাঁহার লক্ষ্মীর ধাম—যাঁহারে দ্বারকাবাসী
নিত্য দেখিয়া তবু অতৃপ্ত ছিল সে-রূপের আশী…
কমলা যাঁহার বক্ষে অচলা লভিয়া চিরাশ্রয়,
প্রেমিক লভিল চরণাম্বুজে তীর্থ সারাৎসার,

লোকপালগণ লভিল যাঁহার বাহুযুগে বরাভয়,
তৃষিত নয়ন অমৃতপাত্র লভিল আননে যাঁর·······
যে-অতুলনীয়া মোহিনীদলের রূপ কটাক্ষ হাসি
গূঢ় ইঙ্গিতে হ'য়ে বিহ্বল পিনাকীরো হাত হ'তে
স্খলিত পিনাক—কুহকে তাদের যারা তবু কোনমতে
পারে নি মোহিতে বারেকো যাহার মন—যে-চিরউদাসী,
অবোধ মুগ্ধ মানব মুক্তসঙ্গ সে-ঈশ্বরে
সঙ্গবিলাসী মানব-দোসর গণিত ভুবন'পরে!

(১১।২৬,২৭,৩৭,৩৮)

যুধিষ্ঠিরের প্রতি অর্জুন ঃ

নাই হে মহারাজ, বন্ধু হরি আর আমারে বঞ্চিয়া গেছে সে চলি'
দেবতা হেরি' যাহা মানিত বিস্ময় - সে তেজ হরি' মোর লুকালো বলী!
নিখিল মনে হয় নয়নে আজি মরু-ম্লান অসুন্দর—যেমন হায়
দেহেরে মনে হয় শ্রীহীন শব—যবে প্রাণের নিশ্বাস লয় বিদায়!
যাহার বলে আমি দ্রুপদসভামাঝে লক্ষ্যভেদ করি' অমোঘ বাণে
প্রবীর রাজাদের করিয়া পরাভব জিনিনু কৃষ্ণারে বিজয়যানে,
প্রতাপে যার দহি' গহন খাণ্ডব ফিরায়ে দিনু তারে অগ্নিকরে
সদেব দেবরাজে বিমুখি' বাহুবলে—সে-সখা নাই আর অবনী'পরে!

যে ছিল পাশে বলি' রচিল ময় সেই অতুল রাজসভা নাট্যশালা,
যজ্ঞ রাজসূয়ে দেশদেশান্তর হ'তে ভূপতিগণ আনিল মালা,
লভিয়া যার তেজ বধিল ভীমসেন দিগ্বিজয়ী জরাসন্ধে রণে
মুক্ত করি' নিরানন্দ রাজগণে—বন্দী ছিল যারা তার ভবনে,
চরণ স্মরি' যার অশ্রুমুখী তব মহিষী দ্রৌপদী 'কোথায় হরি'
বলিয়া লাঞ্ছিতা কাঁদিলে বৈদেহ আবির্ভাবে তারে বাস বিতরি'
লজ্জানিবারণ করিল যে সভায়—দুঃশাসনাদির শাস্তি পরে
যাহার মন্ত্রণে সাধিয়াছিনু মোরা—আজি সে গেছে চলি' লোকান্তরে।

আসিল যবে ল'য়ে অযুত শিষ্য সে-ক্রোধন দুর্বাসা আচম্বিতে
প্রেরিল সুযোধন যাহারে ছলে—শাপে তাহার আমাদের সংহারিতে,
'তারণ করো' বলি' ডাকিলে দ্রৌপদী আসি' যে শুধু শাক-অন্ন তার
গ্রহণ করি সেই অযুত অতিথির মিটালো ক্ষুধা পলে চমৎকার,
আহবদুর্মদ ভীষ্ম-দ্রোণ কৃপ-কর্ণ-শল্যের ব্যূহের মুখে
দৃষ্টিপাতে নাশি' তাদের বল ছিল আমার সারথি যে দুঃখে সুখে,
শত্রুশর করি' ব্যর্থ রাখিত যে কবচ-করুণায় ঢাকি' আমায়
প্রহ্লাদেরে যথা রাখিত নরহরি—সে সখা নাই আর এ-বসুধায় !

যাঁহার শ্রীচরণ করিয়া আরাধন মুক্তিকামী পায় পার অপারে,
কুমতি আমি তাঁরে সারথি চেয়েছিনু সে-পাপে বুঝি আজ হারানু তাঁরে !
হৃদয়ে জাগে কত মঞ্জু পরিহাস স্নেহের সম্ভাষ—'পার্থ প্রিয়,
হে অর্জুন, সখা, পাণ্ডুনন্দন,'—ঝরায়ে প্রতি ডাকে কত অমিয় !
সাথী যে ছিল মোর শয়নে আলাপনে ভ্রমণে সম্ভোগে সাঁঝবিহানে,
ফুটিত সে কী হাসি বলিলে—'প্রভু, কত সত্যবাদী তুমি জগত জানে !'
জনক তনয়ের স্খলন যথা সয়—সখার ত্রুটি সখা সয় হাসিয়া
তেমনি সে-মহান্ লক্ষ অপরাধ সহিত হীন মোরে ভালবাসিয়া !
যে আমি একদিন তাহার বলে বলী ছিলাম সংগ্রামে অপরাজেয়
সে আমি আজি হায় শ্রীহীন নির্বল শূন্য-হৃদি, অবসন্ন-দেহ !
কৃষ্ণ-পরিজনে দস্যু গোপগণ করিতেছিল পথে কী পীড়ন যবে
স্খলিত-গাণ্ডীব এসেছি আমি আজ মানিয়া পরাজয় অগৌরবে !
রয়েছে সবি—সেই রথ ধনুর্বাণ অশ্ব গজ ধন—শুধু সে বিনা
ভস্মে আহুতির সম যে সব রতি আজিকে মনে হয় অর্থহীনা !

সূতের প্রতি ঋষি শৌনক :

বলো মহাভাগ, বলো সে কাহিনী যদি সেথা থাকে কৃষ্ণকথা,
অথবা তাদের—যারা পেল তাঁর চরণকমলমধুর স্বাদ ।

ক্ষণিক মানব-পরমায়ু হায়, শুধু শ্রীহরির সুধাবারতা
শ্রবণীয়—আর যত আলাপন বৃথা কাল-ব্যয়—মায়া-প্রমাদ।
মূঢমতি যারা, জাগেনি আজিও, তারাই দেখেও দেখে না হায়—
অমূল্য এই মানব জনম—আঁখি না মেলিতে বহিয়া যায়।
দিনগুলি কাটে ব্যর্থ কর্মে—যাঁর তরে কাজ তাঁরেই ভুলি'!
নিশি কাটে কালো তন্দ্রা-স্বপন-বিস্মরণের লহরে ছলি'! (১৬।৬,৭,১০)

সূতের প্রতি ঋষিগণ :

করি মোরা যাগ যজ্ঞ হে সূত! কাঁপে অন্তর অনাশ্বাসে :
যাঁর তরে হোম পাব কি তাঁহারে? ধূমে শুধু ম্লান-তনু ও মন
ধন্য হে সাধুভক্ত, যে-তুমি হরিগুণগান করি' উছাসে
দিলে আমাদের তাঁর চরণের মকরন্দের আস্বাদন।
হরিতরে যাঁরা উদাসী তাঁদের সঙ্গ কী দেয় কেহ কি জানে?
পরশ তাঁদের পলকতরেও তপ্ত জীবনে সুধা বিলায়,
স্বর্গ-মোক্ষ-সুখ-সৌরভো সে সুখের পাশে লজ্জা মানে :
সাধুসঙ্গের পরে রাজসুখও হয় বিস্বাদ ব্যর্থপ্রায়। (১৮।১২,১৩)

ঋষিগণের প্রতি সূত :

বিনা সে-মুকুন্দ আর কারে মুনি মানিব ঈশ্বর ভুবনে?
দেবতা অসংখ্য বিরাজে লীলায়—তিনি বিনা ভগবান কে?—
স্মরণেও যাঁর জাগে অনুরাগ—সমাপ্তি যেথায় জীবনে
সকল ধর্মের সকল কর্মের—দেয় মুক্তি-বর-দান যে
দেহ আদি সর্ব লিপ্সা হ'তে—পদ পরমহংসের শরণে
লভি যাঁর—যবে শুধালে, করিব তাঁহারি মহিমাগান হে,
ম্লান সাধ্যে পারি যতটুকু—হায়, কতটুকু জানে জ্ঞানী তাঁর?—
যতটুকু জানে পাখি আকাশের বরিয়া পাখার অভিসার। (১৮।২২-২৩)

দ্বিতীয় স্কন্ধ

পরীক্ষিতের প্রতি শুকদেব ঃ

ভূমি যবে আছে, শয্যার তরে কেন বা অন্বেষণ ?
বাহু যবে আছে নিত্যসঙ্গী, উপাধানে কেন আশ ?
অঞ্জলি যবে আছে—বলো কী বা পাত্রের প্রয়োজন ?
দিগ্বল্কল আছে যবে—কেন বসনের অভিলাষ ?
গৃহ কেন চাই ? গুহা কি রুদ্ধ ? দেন না কি আশ্রয়
ভক্তেরে হরি ? গর্বী ধনীর তবে কেন গাহি জয় ? (২।৪,৫)

নারদের প্রতি ব্রহ্মা ঃ

তদ্‌গাত্রং বস্তুসারাণাং সৌভগস্য চ ভাজনম্‌ ।

উৎস যিনি লীলার নিখিলের তনুর তাঁর সারাৎসার দিয়া
রচিত হ'ল লাবণী জীবনের বস্তুহিয়া উঠিল বিকশিয়া। (৬।৩৩)

ন মে হৃষীকাণি পতন্ত্যসৎপথে যন্মে হৃদৌৎকণ্ঠ্যবতা ধৃতো হরিঃ।

চিরোৎসুক অন্তরে আমার নিলয় হরি রচিল করুণায়
নিম্নমুখে ইন্দ্রিয়েরা আর ভুলেও তাই কখনো নাহি ধায় ! (৬।৩৩)

তদ্বৈ পদং ভগবতঃ পরমস্য পুংসো ব্রহ্মেতি যদ্বিদুরজস্রসুখং বিশোকম্‌।

অশোক অমেয় সুখ ভগবান্‌ উপাধিতে যাঁরে চিনি
সেই পদই তাঁর চরম স্বরূপ পরমপুরুষ যিনি। (৭।৪৮)

ঋষে ! বিদন্তি মুনয়ঃ প্রশান্তাত্মেন্দ্রিয়াশয়ঃ ।
যদা তদেবাসত্তর্কৈস্তিরোধীয়েত বিপ্লুতম্‌ ॥

শান্ত যাহার ইন্দ্রিয় মতি কামনা বাসনা অন্তর
হে নারদ, শুধু সেই মুনি জানে কেমন সে চিরসুন্দর।
তবু যবে হয় অহঙ্কারের কুতর্কে মন কীর্ণ,
সে-রূপ সত্য লুকায়—থাকে না কোথাও তাহার চিহ্ন।

তৃতীয় স্কন্ধ

উদ্ধবের প্রতি বিদুর ঃ

কেন সে জনম লভে এ মরতে জনম নাই যাহার ?
দুষ্টদমন তরে শুধু নয়—কর্ম-প্রবর্তনে।
নহিলে মুক্ত কে বহিত বলো এ-দেহ দুঃখসার ?
তাই অবতারী কর্ম-মহিমা প্রচারিল এ-ভুবনে। (১।৪৪)

বিদুরের প্রতি উদ্ধব ঃ

জলে করে বাস দুর্ভাগা মীন—তবু সে জানে না চন্দ্রে হায়,
যার করুণায় সূর্যের তাপ হ'তে সে অতলে রক্ষা পায়।
তেমনি কৃষ্ণ সাথে করি' বাস তবুও তাঁহারে জানেনি যারা
এ-সংসারের তাপহর বলি'—দুর্ভাগা তারা নেত্র-হারা ॥ (২।৮)

বিদুরের প্রতি উদ্ধব ঃ

"পদ্মযোনির শিল্পচাতুরী নিঃশেষ বুঝি হ'ল রচিয়া
কৃষ্ণের নব বিগ্রহ"—কুরুসভায় কহিল সবে, যখন
কান্ত তাহার লাবণ্যে দিল নয়নের সুখ নির্ঝরিয়া ঃ
অস্ত গেছে সে একোদয়-রবি—দেখিবে না আর তারে ভুবন ! (২।১৩)

কৃষ্ণের প্রতি উদ্ধব ঃ

বীতরাগ হ'য়ে সাধে যে কর্ম ; বিদেহ হ'য়েও যে দেহ ধরে ;
কালাধিপ হ'য়ে দুর্গে লুকায় ; পলায়—শত্রু দেখালে ভয় ;
আত্মরতি-যে অযুত নারীর সাথে কত ছলে বিহার করে ;
ওগো লীলাময় ! তোমারে ভাবিতে ধীমানেরো মন মোহিত হয়।
(৪।১৬)

মৈত্রেয় মুনির প্রতি বিদুর :

সুখের তরে কর্ম সাধে নিখিলে সবে হায়,
হয় না সুখ-উদয়, দুখও অস্ত নাহি যায়।
কর্মে দেয় বিষাদই দেখা নিত্যনব বেশে :
মুক্তিপথ কোথায় মুনি যুক্তি দাও এসে। (৫।২)

নারায়ণের প্রতি দেবগণ :

নমি নাথ তব চরণকমলে—চন্দ্রাতপের ছায়া
বিলায় যে তাপক্লান্ত শরণাগতে,
লভিয়া যে-আশ্রয় মুনিঋষি পার হয় ভবমায়া
জিনিয়া দুঃখ বেদনা প্রেমের ব্রতে।

বিনা ও-চরণ এ-জীবনে প্রভু আশ্রয় কোথা আছে?
অন্তরতলে কে বলো শান্তি পায়?
তাই আমাদের তনুমন প্রিয় ও-দুটি চরণ যাচে
প্রেম-আরাধনে ও-রাঙা পায়ে লুটায়।

বেদবিহঙ্গ তোমার শ্রীমুখপদ্মের চারিধারে
করি' গান তবু চায় যে-চরণ তব,
যেথা হ'তে পাপহারিণী গঙ্গা আনন্দে উৎসারে
সেথাই প্রার্থি আশ্রয়-গৌরব।

যে-জানায় জানি—তুমি সব, লভি বৈরাগ বাসনায়,
যে-বিরাগবরে অমলতা ছায় হৃদি,
সে-অমলতায় লভি' প্রেম তবু প্রাণ যে-চরণ চায়
সেই চরণেরি আমরা আজ অতিথি।

'আমি ও আমার' করে যারা ল'য়ে দেহগেহ—তারা প্রভু,
তুমি দেহবাসী জেনেও কভু কি জানে?

হৃদে ধরি' তারা যে-চরণ দিশা পায় না তাহার তবু
সে-চরণই চাই আমরা নিরভিমানে।

মিথ্যাকামনা ইন্দ্রিয়ভোগে প্রমত্ত হ'য়ে হায়
অন্তর্মুখী হ'তে শেখে নাই যারা,
তোমার লীলার কীর্তনে যারা চরণে তব লুটায়
মহিমা তাদের দেখেও দেখে না তারা। (৫।৩৮-৪১,৪৩,৪৪)

মনের যারা পায় না দিশা, আর যাহারা মনেরে তরি'
লভিল হরিচরণ—রহে সুখে।
আর সকলে দুঃখে থাকে সংশয়েরে বরণ করি',
কোথায় চলে জানে না যুগে যুগে। (৭।১৭)

অল্প যাদের সাধন-ভজন, বহুদুর্লভ গণে
প্রেমিক জনের সেবা তারা বসুধায়—
যাঁদের কণ্ঠ-কীর্তনে শুধু যুগে যুগে এ-ভুবনে
দেব নারায়ণ ঝংকৃত বসুধায়। (৭।২০)

রাজো অন্তরে সবার হে নাথ জানি, তবু কামনায়
দেবগণও করে পূজা তব যবে—তারা
পায়না তোমার সে-প্রসাদ যার দুর্লভ স্বাদ পায়
নিখিল জীবের প্রতি দয়াবান্ যারা॥ (৯।১২)

ব্রহ্মার প্রতি নারায়ণ ঃ

আমার উদয়ের কাহিনী-কীর্তন করিলে যবে তুমি হে প্রজাপতি,
কণ্ঠে সুর তব সঞ্চারিনু আমি—তাই তপস্যায়ও লভিলে মতি।
আমি এ-জীবনের নিলয় অমৃতের, প্রিয় হ'তেও প্রিয়, প্রাণের প্রাণ
আমাকে জানি' তাই স্বরূপ আপনার তোমার ভালোবাসা করিও দান।
(৯।৩৮,৪২)

রুদ্রদেবের প্রতি ব্রহ্মা ঃ

নিখিল প্রাণীর প্রাণগুহাবাসী-জ্যোতির্ঘন নারায়ণে
শুধু তপস্যাবলে পায় জীব সরল অন্বেষণে। (১২।১৯)

দেবহূতির প্রতি কপিল ঃ

হৃদিরঞ্জন শ্রুতিসুন্দর ঝঙ্কারে মোর লীলা
সাধুর মুখে যে শোনে মনে তার সহজ শ্রদ্ধা জাগে,
পরে হয় রুচি সে-নবাস্বাদে, তার পরে অনাবিলা
ভক্তি উদয় হয়—দিনে দিনে, উচ্ছল অনুরাগে।
রমণীরূপিণী মায়ার আমার দেখ না প্রতাপ মরজীবনে ঃ
লুটায় দিগ্বিজয়ীরেও পায়ে যে শুধু একটি ভ্রূকম্পনে।
একই ফুল যথা নানারূপে নানা ইন্দ্রিয়পথে প্রতীত হয়
নানারূপে নানা সাধনে তেমনি একই অরূপের অভ্যুদয়।
(২৫।২৫, ৩১।৩৮, ৩২।৩৩)

চতুর্থ স্কন্ধ

প্রজাসৃজনের লভিয়া আদেশ কুলপর্বতে অত্রিমুনি
বধ্ অনসূয়া সাথে আছিলেন শতেক বরষ তপোনিরত ঃ
সে-তপসে তিন ভুবন তপ্ত দেখি' হরি হর কমলযোনি
আশ্রমে তাঁর উদিলেন আসি' করিতে সফল ঋষির ব্রত।
কহিলেন ধ্যানী ঃ "একেরি লীলার তরে ত্রয়ীরূপে এসেছ সাজি'
জানি আমি ঃ নমি তোমাদের শ্রীচরণে, শুধু দেব, বলো আমারে
তোমাদের মাঝে কোন্ ভগবানে আমি আহ্বান করিনু আজি ?"
শুনি' ত্রিমূর্তি কহে একসাথে ঝরায়ে করুণা হাসির ধারে ঃ
"মনোরথ তব সাধু, তাই হবে পূর্ণ সে জেনো হে সুপ্রিয় !
যাঁর করো ধ্যান ত্রয়ীরূপে মোরা সেই একনাথ—অদ্বিতীয়।"

(১।১৭, ১৯, ২১, ২৬, ২৮, ২৯)

সতীর দেহত্যাগ

কহিল মৈত্রেয় মুনি ঃ "শোনো তবে মহামতি হে বিদুর, সতীর কাহিনী,
শিবেরে বাসিয়া ভালো দেবীর সাযুজ্য পেল তনুত্যাগে যে-মর্ত্যকামিনী।
মমতার মোহে দেহী যে-দেহেরে সবচেয়ে বেশি ভালবাসে এ-জীবনে,
কেমনে সে তীব্র মোহ দহিল অনল-প্রেমে সর্ব সুখ-সাধ-বিসর্জনে।
ধুলায়-নির্মিত-তনু অপার্থিব অভিসারে শুদ্ধি লভি' হ'ল বিভাবতী
দেখায়ে—কেমনে ভবে সর্বহারা আত্মদানে দেবজন্ম পায় আয়ুষ্মতী।"

ব্রহ্মার মানসপুত্র দক্ষ কর্মবলে যবে প্রজাপতি হ'ল বিশ্ব'পরে,
সপ্তবিংশ তনয়ার কনিষ্ঠা সতীরে দিল তুলিয়া সে ধূর্জটির করে।
সতী ছিল জনকের প্রিয়তমা বালা, তাই অনিকেত শ্মশাননিবাসী
শিব সাথে পরিণয় চাহে নাই দক্ষ—হায়, মন যার কীর্তি-কামনাশী,

কর্মাতীত দেবেশের ঈশিত্ব সে বুঝে কবে ? বহির্মুখি-ইন্দ্রিয়-আরোহী
উড়ায়ে কর্মের ধূলি অন্ধ করি' আপনারি আঁখি-হয় দম্ভে দেবদ্রোহী।
শুধু সতী আশৈশব শিবেরেই চেয়েছিল পতি বলি'—পিতা ক্ষুণ্ণমনে
বাঁধিল সে-স্বয়ংবরা কন্যারে শিবের সাথে অবাঞ্ছিত উদ্বাহবন্ধনে।"

"কতিপয় বর্ষ পরে অনুষ্ঠিল যজ্ঞ প্রজাপতি।
নিমন্ত্রিল মুনি-ঋষি-যোগি-দেবগণ মহামতি
যজ্ঞভূমে প্রবেশিলে দক্ষ তেজে সভা উদ্ভাসিয়া,
আসন ছাড়িয়া সবে সসম্ভ্রমে দাঁড়াল উঠিয়া।
শুধু ব্রহ্মা আর শিব রহিল আসনে সুখাসীন।
পিতা স্বয়ম্ভুরে নমি' কহে ক্রোধে জ্ঞানহীন ঃ
'এসেছেন পূজনীয় যাঁরা কৃপা করি' এ-সভায়
করিবেন ক্ষমা—আজি ক্রুদ্ধ আমি নহি অসূয়ায়,
কিন্তু শালীনতা-রীতি দুষ্ট যবে না চায় শিখিতে,
তাদের শাসন করা চাই চাই চাই জনহিতে।
দেখিলেন সবে মোর জামাতার অশিষ্টাচরণ ?—
শুধু নিন্দনীয় নহে—মানীদের লজ্জার কারণ!
গুরুজন-আবির্ভাবে সম্মানের প্রদর্শনে আছে
শ্রদ্ধার অনুশীলন—একথা দুর্জনে মানে না যে।
পূজ্যপূজাব্যতিক্রম সমাজের অমঙ্গল আনে ঃ
অনাচার অলক্ষিতে শুভের বিগ্রহে বাণ হানে।
দেবতা বলিয়া পূজা যে পায় সে নহে পূজনীয় ঃ
শিষ্টের বিধান যার কাছে অবজ্ঞাত, লঙ্ঘনীয়,
কভু যে অচল স্থাণু, কভু লজ্জাহীন দিগম্বর,
লক্ষ্যহীন যাযাবর, ভূতপ্রেত যার সহচর,
ভস্ম যার অঙ্গরাগ, নাই শুচি-অশুচির জ্ঞান,
তমোরূপী স্বৈরাচারী—কেন পাবে দেবের সম্মান ?
বিধাতার কাছে আমি গণি অপরাধী আপনারে
এ-হেন মূর্খের হাতে সঁপিয়াছি বলি' দুহিতারে।

ভাবিয়াছিলাম—সঙ্গ লভি' জ্ঞানী মুনি বিদ্বানের
ধীরে ধীরে দীক্ষিত সে হবে সদাচারে সাধুদের !
হায়, পিক-সহবাসে কাক কবে শেখে কুহুতান ?
বিদ্যুদ্দাম বুকে ধরি' তবু মেঘ-আঁখি অশ্রুম্লান।
অভিশাপ দিই আমি স্পর্শ করি' পুণ্য যজ্ঞবারি
হেন দুরাচার নাহি হবে যজ্ঞভাগ-অধিকারী।'
"বলিয়া প্রধান যত সদস্যের সাথে মদভরে
করিল সে-স্থান ত্যাগ প্রজাপতি সংক্ষুব্ধ অন্তরে।"

'শিবে দেখি' নির্বিচল তাঁহার পার্ষদ নন্দীশ্বর
কহিল আরক্তনেত্রে ঃ 'যে-মানববেশী বিষধর
বিদ্বেষ-দংষ্ট্রায় তার দেবদেবে করিল দংশন,
আর যে-ব্রাহ্মণগণ করিল তাহারে সমর্থন,
তাহাদের অভিশাপ দেই আমি—এ-জীবনে তারা
সংশয়ের কূট তর্কে পরমার্থ-পথে হবে হারা,
বহির্মুখি-কর্মজালে পড়ি' বাঁধা রহিবে সকাম,
জানিবে না কারে বলে চিরশান্তি, আনন্দের ধাম।
শিবের মহিমা যারা জানিল না কী জানে তাহারা ?—

'যাঁর প্রেমহৃদি হ'তে নিত্য ঝরে করুণার ধারা
করিতে গঙ্গার ম'ত মরতারে পুষ্পল উর্বর,
শুধু ভক্তি প্রেমে নয় – ঐশ্বর্যেও যিনি বিশ্বেশ্বর,
সর্বসিদ্ধি মঙ্গলের মূলাধার, সর্বনীতি-পারে
আসীন রহিয়া যিনি করেন লালন বসুধারে,
সংহারেও বর্ষি' কৃপা রূপান্তর আনি জন্মান্তরে,
জীর্ণে দিতে যৌবরাজ্য, বিরহীরে আনিতে বাসরে,
শত্রুরেও দেন বর যে-ভক্তবৎসল চিরদিন,
সর্বহারা সর্বালয়, পঙ্কবুকে পদ্ম অমলিন—

অপমান তাঁরে কভু স্পর্শিতেও পারে না—তথাপি
তাঁর করে অমর্যাদা যে-মূঢ় সে পায় না কদাপি
আনন্দের ধ্রুব দিশা, চক্ষুষ্মান্ হ'য়ে অন্ধ রয়
হারায়ে ইন্দ্রিয়ভোগে অন্তরের শাশ্বত সঞ্চয়।'

"কতিপয় বর্ষ পরে প্রজাপতি দক্ষ অনুষ্ঠিতে
চাহিল দুরূহ যজ্ঞ, অমরবাঞ্ছিত, ধরণীতে।
করিল সে নিমন্ত্রণ ব্রহ্মর্ষি দেবর্ষিগণে সবে
গন্ধর্ব, কিন্নর, কিম্পুরুষ, দেবতারে সগৌরবে।
কেবল শিবেরে দক্ষ করিল না যজ্ঞে নিমন্ত্রণ
অবজ্ঞার ছলে দেব-জামাতারে করিতে লাঞ্ছন।
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে ধায় ধ্বনি : 'প্রজাপতি করে উৎসব!'
নর নারী করে কীর্তন পুলকে দক্ষের গরিমা বৈভব।
বিমানে আরূঢ় উধাও দেবতা, ধরাতলে চলে প্রার্থী
বৃদ্ধ যুবা শিশু'কাতারে কাতারে—অগণন তীর্থযাত্রী!
কহে সতী শিবে : 'দেখ দেখ নাথ, সবে যায় সেথা রঙ্গে!
ভামিনীরা চলে সাজি' অলঙ্কারে সহচারী পতি সঙ্গে!
স্বজন-বান্ধব-জনক-জননী-মিলনে-আকুল চিত্ত,
চলো যাই দোঁহে আমরাও আজ দেখিতে যাগ বিচিত্র।'
কহিল পিনাকী : 'কেমনে সে-যজ্ঞে যাবো সতী, ল'য়ে তোমারে?
আমারে তোমার পিতা অপমান করিল যে-সভামাঝারে!
অপমানে মোর নাই অপযশ, কিন্তু পতিব্রতা ললনা
তুমি পতিনিন্দা শুনিবে কেমনে সম্মুখে সবার, বলো না?
কহে সতী : 'পিতা স্বভাবে ক্রোধন, আসনে আসীন রহিলে,
তাই করেছিল কটুভাষ জ্বলি'—যারে মোরি তরে সহিলে
জানি নাথ, বলি তবু : সবি হবে শুভ তুমি হ'লে শিষ্ট'—
হাসিল মহেশ : 'জানিগো আমিও সরলার কথা মিষ্ট,

কিন্তু তাই বলি' সরলার পিতা সরল—এমন কথা তো
লিখিত হয় নি ন্যায়শাস্ত্রে ! শোনো সতী পাবে বহু ব্যথা গো,
গেলে সেথা—দেখ, প্রজাপতি তব পিতা নিমন্ত্রিল সকলে,
শুধু আমাদের নয়। সাধ করি' অমৃত বলিয়া গরলে
কেন বলো পান করিবে সরলা ?' কহিল ভবানী কাতরে ঃ
'পিতৃগৃহে কন্যা বিনা-নিমন্ত্রণে যেতে পারে—মোরে সাদরে
করিবে গ্রহণ পিতা মাতা সবে—দিদিরাও পথ চেয়ে রয়,
তুমি যদি নাহি যাও—একাকিনী যেতে দাও, করি অনুনয়।
আমি যে পিতার কন্যা প্রিয়তমা—তুমি তো উদাসী, জানো না ঃ
জন্ম-বলীয়ান তুমি হায়, তাই মমতার ক্ষুধা মানো না !
কহিলেন শিব ঃ 'জানি—প্রিয় বালা তুমি মানী ক্রোধন দক্ষের
অনুনয় কেন ? চাও যেতে যদি—সুখে যাও। শুধু জনকের
তব আমি অসম্মান করি নাই, অভিমান তীব্র হ'লে হায়,
সরলে কুটিল দেখে তাই জীব, গর্বী শেখে কবে বসুধায় ?
যে করেছে অঙ্গীকার রীতি নীতি শীলতার—দায়িক সে হবে
লংঘন সে যদি করে সে-শপথ হেলাভরে। কিন্তু আমি কবে
সভ্যসভাসদ রাণী ? শ্লীলতার হবে হানি কেমনে বা যদি
রহি আমি দিগম্বর শ্মশানের সহচর ? পিতা তব সতী,
ক্রোধে অন্ধ, তাই দেখিতে আজো না চায়—একই মন্ত্র সবে
করে না জীবনে জপ, একই দীক্ষা অনুভব কে কোথায় লভে ?
বিচিত্র ধরণীতলে নিবৃত্তির পথে চলে যারা এ জীবনে।
প্রবৃত্তির ছন্দ সুর হ'তে তারা রয় দূর প্রাণের সাধনে।
আরো এক কথা সতী ! রেখো না বেদনা মনে, আমি যে উদাসী,
বাসুদেব-ধ্যানমগ্ন চিরদিন—জানো না কি ? অন্তর নিষ্কাম
হয় যবে—বসুদেব বলে তারে—বাসুদেব শুধু সেথা বাঁশি
বাজান তাঁহার বলি' ঃ গাহি'—শুধু হেথা মোর নিত্যানন্দধাম।
সে-ডাক যে শোনে—ধায় নিবেদিতে আপনারে চরণে তাঁহার
অনুসরি' শুধু তাঁরে—নির্মলমতিরা শুধু তাঁরেই স্মরণ

করে শ্রান্তিহীন ধ্যানে, কায়মনোবাক্যে রচি' তাঁরি উপচার
প্রণামে প্রণয়ে সখ্যে ভক্তি-সেবা-আরাধনে—তারা যে বরণ
করে শুধু নারায়ণে। যাহারা দেহাভিমানী, নিত্য বহির্মুখী
পথে চলে ফলকামী লোকাচার দেশাচার সাদরে মানিয়া,
বাসনা-মদির-মুগ্ধ, উত্তেজনে আত্মহারা, ক্ষণসুখে সুখী,
মিথ্যামতি ঐহিকের করুণ স্ফুলিঙ্গরাত্রি অরুণ জানিয়া,
হেন মূঢ়জন সাথে আদান-প্রদান হবে তাহার কেমনে
যে চির-জীবন্মুক্ত, চেতনা যাহার লিপ্ত সে-অমৃতলোকে
যেথায় ঝঙ্কারে সান্দ্র অসাঙ্গ আনন্দগীতি অশ্রান্ত মূর্ছনে?
প্রবৃত্তির আজ্ঞাবহ কেমনে বাসিবে ভালো নিবৃত্তি-সাধকে?
লোকাচার-চেতনায়-প্রতিষ্ঠিত জীব সতী, জেনো মনে প্রাণে
গর্বিত দাম্ভিক—মুখে যত না বিনয়ী হোক, বিনা কেশবের
অহেতু করুণা কেহ নিরভিমানের মন্ত্রসিদ্ধি কভু জানে?
তাই বলি—তুমি আমি নহি যবে মানবিক কামনা-লোকের
বিহ্বলতা-কামী—চলি চিরদিন নিষ্কামনা-মন্ত্র জপ করি',
বসুদেব-চিত্তে চাহি মিলন বাসুদেবের—কেন যাব সেথা
যেথা আমাদের দীক্ষা গর্হিত সবার কাছে? বরণীয় হরি
শুধু যাহাদের—তারা অবরেণ্য পরিজনে সাধি' পায় ব্যথা
তোমার আমার সতী, পূজনীয় শুধু বাসুদেব নারায়ণ।
ইন্দ্রিয়ের বহির্মুখী পথে যাঁর দেখা নাহি মিলে চরাচরে,
তাই নাম তাঁর অধোক্ষজ—যবে প্রত্যাহৃত হয় এ-নয়ন
মেলে তাঁর দেখা—মোরা প্রণমিতে পারি শুধু তাঁরেই অন্তরে।'

"দ্বিধায় সতী দীরঘশ্বাস ত্যজিল বেদনায়ঃ
যাবে কি যাবে না সে বুঝিতে পারে না বালা হায়!
শিবের কথা হৃদয়ে যেই জাগিয়া ওঠে প্রেমে,
সংসারের প্রণয়-প্রীতি-রাগিণী যায় থেমে।
অমনি ফিরে চিত্তে তার মায়ের মুখ জাগে
করিত তারে স্নেহ যে কত মঞ্জুল সোহাগে!

নারীর হয় অন্তরায় সাধনে সবচেয়ে
মমতাটান—চিত্তলোকে তাহার আসে ছেয়ে
ক্ষণে ক্ষণে কোমলতার অলখ অঙ্কুর
স্বজন-স্নেহ-স্মৃতি-সুবাস-সিঞ্চিত মধুর !
হৃদয়লোকে প্রণয়-ফুল বাসনা-ব্রততীরে
উন্মূলিতে চেয়েও তবু চায় সে ফিরে ফিরে।
মর্মে তাই জানিয়াও যে, দেব-দেবের বাণী
সত্য সবি—তবু সতীর মমতা অভিমানী
স্বজন-মোহে করিল তারে রুক্ষ ক্রোধভরে
পতির প্রতি দুরভিমান জাগায়ে অন্তরে।

"কিন্তু ঐ কে গূঢ় স্বরে 'যেও না সতী' বলে !
বাহিরি' পথে ফিরিয়া আসে শান্ত হিমাচলে
যেথায় শিব-অঙ্গরাগ মুক্তি-আলো সম
নির্বেদের তুঙ্গতায় বিছায় নিরুপম।
নিম্নে ফিরে প্রীতি-জনতা 'এসো না সতী' বলি'
করে মিনতি পিতার স্নেহভঙ্গিতে উছলি'।
যায় সে কিছুদূর আবার ফিরিয়া শিবে সাধে :
মৌন হ'লে সে—হাসে সতী, হাসিলে কেন কাঁদে
শেষে সহসা বিদ্রোহিণী পতিরে বাধা গণি'
চলিল একা পদব্রজে পিতৃগৃহে ধনি।"

বিদুর কহে : "বুঝিতে আমি পারি না তপোধন,
রুষ্ট কেন হ'ল শিবানী শুনিয়া সুবচন
ধূর্জটির—পতিরে বরি' প্রণয়ে অন্তরে
চিনিয়া তাঁর মহিমা কেন পিতার স্নেহ তরে
হ'ল সে হেন বিধুরা ?—শিব বুঝালো এত তারে,
তবু সে কেন চাহিল—শিব বাঞ্ছিল না যারে ?"

কহিল মুনি হাসি' ঃ "বিদুর! বাসনা যেথা অতি
প্রবল, সেথা দ্বিধায় দোলে হিয়ার শুভমতি।
মানস তবু বোঝালে বোঝে—বোঝে না মূঢ় প্রাণ ঃ
ইন্ধন যে তার নিগূঢ় বাসনা, অভিমান।
পৃথ্বীমুখী বাসনা পায় পৃথ্বীর প্রণয়
যুক্তি আনে সে অগণন, সান্ত্বনা, অভয়।
প্রসাদ তার মনেরে দিয়া তারেও সাথী পায় ঃ
কৃষ্ণ হয় শুভ্র তারি সুলভ করুণায়।
আরো, সে-শিব-দিশারি চির-সহিষ্ণু—ক্ষমায়
প্রণয়ে সমবেদনে তুল তাঁহার কে ধরায়?
তাই করে না প্রয়োগ বল—জাগিয়া অনিমেষ
বান্ধবের গভীর সুরে দেয় সে নির্দেশ,
কিন্তু অতি মৃদুল সুরে।—চায় যে ভগবান্
উদ্বোধন, নহে পীড়ন—শিব নিরভিমান।
তাই আমরা যখন চলি বাসনা অভিযানে
করুণাময় পিছনে থাকি' কহেন কানে কানে ঃ
'ও-পথে নয়—এ-পথে'—তিনি দেন না বাধা তবু,
আত্মনিবেদন কি হয় অনিচ্ছায় কভু?
তাই মহেশ জানিত—সতী দুঃখ পাবে সেথা,
তবু সে-কারুণিক জায়ারে চাহিল না সে-ব্যথা-
দাহন হ'তে মুক্তি দিতে—প্রমথ অনুচরে
বলিল যেন ছায়ার সম সতীরে অনুসরে।
মধ্য পথে সতীরে তারা আরোহি' বৃষ'পরি
বাজায়ে বেণু শঙ্খ—শিরে ছত্র শ্বেত ধরি'
চলিল যেন মহোৎসবে—মায়ার খেলা হায় ঃ
মরণ যেথা ধ্রুব সেথাও ধায় সে মমতায়!

"দক্ষের সেই যজ্ঞসভায় শিবানী যখন উত্তরিল
প্রজাপতি-ভয়ে প্রিয় পরিজন কেহ না তাহারে সম্ভাষিল।
শুধু মাতা আর ভগিনীরা উঠি' করিল তাহারে আলিঙ্গন,
কিন্তু সভায় শিবের কোথাও নাই দেখি' চিহ্নিত আসন,
স্ফুরিত-অধরা কহিল পিতারে: 'শুনিয়াছিলাম শিবদ্বেষী
তুমি তাত! তবু প্রত্যয় মোর হয় নাই: তুমি জ্ঞানান্বেষী
সত্যসাধক জানিতাম। তাই সত্যের যিনি অধিষ্ঠান
তাঁহারে কেমনে করিবে যজ্ঞে স্বেচ্ছায় হেন অসম্মান—
বলিতাম আমি স্বগত। কিন্তু দেখিলাম যবে এ-হীনাচার,
বুঝিলাম—আমি মিথ্যা গর্বে ছিলাম অন্ধ বরি' আঁধার
মমতার ম্লান ক্রীড়নক হ'য়ে।' কহিল দক্ষ ক্রুদ্ধ স্বরে:
'অন্ধ হয়েছ আজিকেই তুমি, ছিলে না অন্ধ পিতার ঘরে।
স্পর্ধা তোমার তাই আজি হেন—স্বপ্নেরও যাহা অতীত ছিল
সেই রূঢ়ভাষে কথা কও তুমি তার সাথে আজি—জন্ম দিল
যে তোমারে—দিল দীক্ষা তোমারে মনুষ্যত্বে!—সব হারায়ে
আজি তুমি কত নিঃস্ব জানো না—পড়িয়া নিয়ত তাহারি পায়ে
নাই যার জ্ঞান বুদ্ধি বিদ্যা শালীনতা কুল—মত্ত হ'য়ে
তাণ্ডব-তালে আনে বিভীষিকা—কণ্ঠে সর্পমাল্য ল'য়ে!
পুণ্য যজ্ঞে ভাগ কেন দিব অশিব শ্রীহীন দিগম্বরে,
চিতার ভস্ম মাখিয়া যে নিতি কর্মবিহীন ভুবনে চরে?
নাই যার শুচি-অশুচির বোধ, শিখে নাই কভু সদাচরণ,
জানে না নমিতে গুরুজনে, শুধু শ্মশানেই যার আকিঞ্চন,
জানি না কী পাপে দিনু তার হাতে তুলিয়া আমার প্রিয় দুহিতা—'
"কহিল শিবানী কম্পিত-স্বরে: 'দুহিতা আমারে বোলো না পিতা,
না না, পিতা কেন বলি' আজো? তুমি কেহ নও মোর, অনাত্মীয়,
শিববিদ্বেষী যেই হোক, নহে কভু সে আমার আদরণীয়।
তাঁরে দুর্জন বলে যে-সুজন তাহার স্বজন নহে তো সতী:
সুমতি সুজন রাখীবন্ধন যাচে কি তাহার—যে দুর্মতি?'

বলিতে বলিতে ক্রুদ্ধ নয়নে ভকতি-অশ্রু উচ্ছলিল !
অগ্নির পটে স্নিগ্ধকান্তি জলধনু যেন প্রতিফলিল !
কহিল মহিমময়ী ঃ 'যাঁর চেয়ে শ্রীমন্ত নাই তিন ভুবনে,
করুণা যাঁহার ঝরে আঁখিপাতে, পড়ে না যে বাঁধা কোটি বাঁধনে,
গরিমার যিনি পূর্ণাবতার—চিরদিন রণে অপরাজেয়
তাঁরে বলো তুমি হীন—পদধূলি যাঁহার দেবেরো চিরপাথেয় ?
কর্ম যাঁহার চরণে লুপ্তি যাচে—নদী যথা অব্ধি-বুকে,
ডাকিলেই বিনা দুর্ভোগ দেয় পলকে মুক্তি যে যুগে যুগে,
অন্যমনেও যাঁহার পুণ্য নাম করিলেই উচ্চারণ,
তাপীদের হয় তাপ-প্রশমন, পাপীদের হয় পাপমোচন,
তাঁরে তুমি আজ বলিলে অশিব অশুচি—স্বর্গে দেবতাগণ
যাঁর পাদোদকে করি' স্নান লভে শুদ্ধি—স্বয়ং চতুরানন
চারি মুখে গেয়ে গুণগান তবু অন্ত না পায় কৃপার যাঁর,
যাঁর বসুদেব-অমল-চিত্ত শ্রীবাসুদেবের লীলাবিহার,
যাঁর চরণারবিন্দপরাগ-আশী মহাজন-মন-ভ্রমর,
প্রার্থী দানবও হয় যদি—দেন অকুণ্ঠে যিনি প্রসাদ-বর
আদি সমুদ্র-মন্থনে যিনি করিলেন পান তীব্র বিষ
যে-ব্যথায় হ'ল কণ্ঠ তাঁহার নীল—বরষিয়া তবু আশিস
দেবতারে যিনি বিলালেন সুধা—হলাহলে লভি' মরণজয়,
আনন্দনিধি, শান্তি-উৎস—তাঁহারো যে ভবে শত্রু হয়
কেমনে কে জানে ?—তবে বুঝি হায় অসাধুরা নয় সাধুর ম'ত !
সাধু যারে করে নতি তারা হায় বৈরিতা তারি সাথে নিয়ত !
তাই নিন্দিলে তাঁরে পাপমুখে—প্রার্থি' যজ্ঞে সুমঙ্গল
অমঙ্গলের দূষিত প্লাবনে করিলে অবনী অনির্মল !
কিন্তু জানিও—দেব-দিশারির নিন্দার আছে প্রত্যবায়,
মিথ্যা দর্পে পূজ্য-পূজার ব্যতিক্রম যে করে ধরায়
পূজ্য তাহারে ক্ষমিলেও কভু ক্ষমে না চরণধূলি তাঁহার
সে-ধূলির কাছে অপরাধে সুখ-আলো হয় চোখে কালো আঁধার

'অনাচারী শিব' বলিয়া যে হাসে, জানে না সে আজো কাহারে বলে
স্বধর্ম তথা স্বপথে-চারণ, দেখেও দেখে না—ধরণীতলে
সকলেরি নয় এক পথ—চায় নিবৃত্তিরেই স্বভাবে যারা
জীবন-সাধনে প্রবৃত্তিপথে পারে না কখনো চলিতে তারা।'
"বাক্‌হীন পিতা মূঢ় সম রয় দাঁড়ায়ে শুনিয়া তিরস্কার
পাবকপ্রতিমা কন্যার মুখে—ত্রাসে যায় নিভে ক্রোধ তাহার
"অন্তিমে সতী বহ্নিমন্দ্রে কহিল: 'তুমি বলিষ্ঠ, জানি—
কিন্তু শিবের করে যে নিন্দা তার ভয়ে নয় ভীতা শিবানী।
কেবল, আমি যে শুনেছি কর্ণে হেন কলুষিত উচ্চারণ,
বলিলে আমারে দিয়েছ জন্ম—হোক আজ সেই পাপমোচন।
কহিল শাস্ত্রে: বিভুর কুৎসা শোনে যদি কেহ কাহারো মুখে,
সমর্থ যদি হয় সে করিবে উন্মূলিত সে-রসনা সুখে।
যদি নাহি পারে—যদি নিন্দক হয় সে-শ্রোতার প্রিয় স্বজন,
শ্রবণ-পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই—বিনা প্রাণ-বিসর্জন।
শত ধিক্ হেন পাপদেহে—যার উদ্ভব তব অঙ্গ হ'তে!
তোমার কন্যা—এর চেয়ে গাঢ় কলঙ্ক কী বা আছে জগতে?
নীলকণ্ঠের নিন্দাকারীর তনুজাত এই তনু অসৎ
আমি তাই আজ অনলে আহুতি দিব এ-সভায়—করি শপথ
বলিয়া দীপ্তিময়ী যোগাসনে বসিয়া গিরিশে করি' স্মরণ
যে-দেহলতারে বার বার শিব করিল প্রণয়ে আলিঙ্গন
সে-বরতনুর প্রাণবায়ু ধীরে ধীরে নাভি হ'তে ভ্রূযুগলের
মাঝে রাখি' করিলেন হুতাশনে আবাহন: ডুবি' দেবদেবের
চরণাম্বুজ-ধ্যানে বিধৌতগ্লানি দেবী—প্রতি অঙ্গে হায়
সমাধির-যোগে-সঞ্জাত-তাপে-দীপ্ত অনল-হেমশিখায়
অপরূপ সেই প্রেমাধার দিল পরমানন্দে বিসর্জন
পার্থিবতার সমিধে সাধিয়া অপার্থিবের উদ্দীপন।"

সাশ্রুনেত্রে কহিল বিদুর : "এক প্রশ্ন জাগে তবু
চিত্তে মোর—তুমি দাও বুঝায়ে আমারে আজ প্রভু !
শিবেরে বল্লভ যিনি লভিলেন বহুভাগ্যবলে,
কেন তাঁর হ'ল সাধ দেখিতে সুলভ কৌতূহলে,
সামান্যা নারীর মত, যজ্ঞ সভা প্রিয় পরিজন ?
কৈলাস-সম্রাজ্ঞী কেন প্রার্থিলেন মর্ত্য প্রসাধন
না শুনিয়া শিবের নিষেধ ?"

মুনি কহিল হাসিয়া :
"ভগবান প্রেম যবে দেন উপহার—মর্ত্য হিয়া
পারে না সে-গুরুভার করিতে ধারণ অনুক্ষণ :
সে-প্রেমের স্বভাব-যে নিত্য ঊর্ধ্বমুখে আরোহণ,
তনু মন প্রাণ চিরপৃথ্বীমুখী, পারে না সহিতে
সহজে এ-অভিসার তারা। হয় ধূলি ধরণীতে
দীপ্ত শিখা নিত্য ম্লান। যে-চারণে আনন্দ প্রেমের
স্বধর্মে সে নভচারী, তাই প্রেমে মর জীবনের
স্বস্তি নাহি মিলে বহুদিন—যার অল্পে অভিলাষ
কী করিবে লভিয়া সে গগনের ব্যাপ্তির বিলাস ?
প্রকৃতির পিছুটান, হে বিদুর, জলধারা সম
নিম্নমুখী—ঊর্ধ্ব-নিমন্ত্রণ তাই গণে সে নির্মম :
চাহে সে আপন মতিরতির চিহ্নিত পথে চলি'
সঞ্চিতে আপন সুখ অনল্প-উৎসবে কুতূহলী।
আমাদের মর সত্তা বহু খণ্ডে খণ্ডিত—অস্থির,
বিচিত্র আতিথ্য একই দেহাধারে বহু অতিথির।
কভু হয় অরাজক এ-সাম্রাজ্য, যবে কেহ কারে
মানিতে না চায়—নিত্য নব নায়কের অত্যাচারে
সাম্রাজ্য টলিয়া ওঠে। কভু একজন হ'য়ে বলী
অপর সবারে করে পদানত—কভু হ'য়ে ছলী,

কভু বা কৌশলী। বন্ধু, যে-সুষমা দেবের বাঞ্ছিত
তাহার বিন্যাস শুধু অন্তরাত্মা জানে : প্রতিষ্ঠিত
সে যখন প্রেম-সিংহাসনে—রাজ্য স্বর্গসম হয়,
কিন্তু বিনা সাধনায় হেন রাজ্য অটল না রয়।
সতীর যে দেবী-সত্তা ছিল সে শিবের পূজারিণী
আশৈশব। যবে শিব তার দেহ মন প্রাণ জিনি'
শিবানী করিতে প্রেমে চাহিলেন মানবী-আধার
মানবীর মর্ত্যমুখী তনুমন চাহিত তাহার
মায়ার লালন ফিরে ফিরে। বহু জটিলের জালে
চাহে জীব বন্ধন—বিলাস-সুখ-দুঃখ-গর্ব-তালে।
যবে দেহ নাহি পারে এ-দোটানা সহিতে ধরায়,
মৃত্যু আসে দেহান্তর-দূত হ'য়ে তাঁরি করুণায়।
সতীর মানবী তনু তাই হ'ল ভস্ম—জন্মান্তরে
পার্বতীর নব দেহ ধরি' আলোকিত রূপান্তরে
বরিতে মহেশে—জিনি' মানবতা-দ্বন্দ্ব আপনার।
ভবের ভবানী হ'য়ে কৃতার্থতা সাধি' সাধনার
রূপের পরম সিদ্ধি লভিতে আহরি' নরকায়া।
যে-দেহের নিত্য পরাজয়—তারে ত্যজি' মহামায়া
বিজয়ার রূপে সর্ব দাসত্বেরে করি' পরিহাস
সর্ব বন্ধ হ'তে মুক্তি লভিলেন বরি' কৃত্তিবাস
দুরাশার তুঙ্গ-চূড়ে—নাম যার কৈলাস সেথায়
কামনারে নবজন্ম দিয়া প্রেমে অগ্নিপরীক্ষায়।
যে-দেবতা মর্ত্য দেহে রাজে সুগহন সে যে চায়
দিব্যজন্মে হেন মুক্তি মরতার জীবন-লীলায়
এ-মুক্তির পথে বন্ধু সুমহৎ সহায় ভুবনে
অমৃত-অভীপ্সা, চাওয়া শুভ্র প্রেম একান্ত বরণে,
নিত্য-নির্মলের আলো নাই কভু যাহার নির্বাণ
সতীর সতীত্ব তারে দিল এই মন্ত্র মহীয়ান্,

তাই মানবীর তনু-সাধনায় হ'ল দাক্ষায়ণী
নিখিলশরণ্যা দেবী শিবজায়া গৌরী নারায়ণী।
জীবনের বেদে তাঁর এই মন্ত্র উঠিল ঝংকারি' :—
মানবিক অনুরক্তি ইঙ্গিতের পথে দেহধারী
পায় না দেহের লোকে অমৃত-আস্বাদ চিরন্তন।
মানবিক বাসনার বাষ্পজালে করে সঞ্চরণ
ক্ষণসখী সৌদামিনী—ঝলকি' যে অমনি লুকায়,
তাই অনিত্যের মাঝে নিত্যের সন্ধান-সাধনায়
চাহে জীব শিব হ'তে জিনি' মুক্তি নিষ্কামের ব্রতে,
দেবতার দেবলীলা কামনারে চাহে প্রেমস্রোতে
রূপান্তরিতে—মোরা শুনেও শুনি না, তাই কানে
শুনি যে-অমর বেণু উঠে না রণিয়া হায় প্রাণে!
বাসনার দুর্গ ভবে চিরদিন গৃহ পরিজন,
মমতার পরিখা সে রচে, বলে—'অভয় ভবন
শুধু আমি গড়ি হেথা।' একদিন আসে তবু হায়,
যে-দিন নয়ন দেখে বরাভয় নাই কামনায়
যত কেন অপরূপ ভূষণে সে সাজুক মোহিনী,
ডাক যে শুনেছে নিষ্কামনার—তাহারে বন্ধ জিনি'
সর্ব-স্নেহ-প্রীতি-সখ্য-কর্তব্যের আহ্বান ভূতলে
উচ্চারিতে হবে একদিন : 'চাই কেবল অমলে
আমি : মোর ব্রতচারী জীবনের শেষ উদ্‌যাপন
হোক শুধু বিশ্বপতি-শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ।
ভুবনমোহিনী মায়া তাঁর ধরে নিত্য নব বেশ,
আনে সে-ছলনাময়ী স্বর্ণমৃগ-অরণ্য-নির্দেশ
ভুলাতে সাধকে—আনে অপরূপ যুক্তির চাতুরী,
কভু প্রাণোন্মাদী ভ্রান্তি, কভু কোমলতার মাধুরী :
পিতামাতা, সখাসখী, পতি-জায়া, তনয়-তনয়া,
দেশ, লোকাচার, শিল্পকলা, কীর্তি উদ্‌ভ্রান্তি-নিলয়া,—

যেথা যার আসে মোহ সেথা ধরে সে-কামরূপিণী
সে-আরাধ্যা দেবীমূর্তি নিতে তারে লক্ষ্য হ'তে ছিনি',
অনিত্যেরে নিত্য বলি' কুহক রচিয়া বার বার
রাঙি' দীপ্তি-প্রসাধনে তৃপ্তিহীন কায়া বাসনার।
দুরত্যয়া মায়া বন্ধু, শুধু ভাগবতী করুণায়
হয় জীব মায়াজয়ী—যেদিন সে বলে প্রার্থনায়ঃ
'চাহি না স্বজন, সখা, দয়িত, দয়িতা, যশোগান,
নিরাপদ সুখনীড়—চাহি শুধু আজি আত্মদান
তাঁহার চরণে—যাঁর বরে সর্ব ভ্রান্তি-মোহ হ'তে
মুক্তি লভি' হয় জীব মৃত্যুঞ্জয় শিব এ-মরতে।'
এ-প্রার্থনা প্রতি বক্ষে একদিন ধ্বনিবে বিদুর!—
আজ, নয় কাল, কভু এই জন্মে, কভু বা সুদূর
জন্মান্তরে যুগান্তরে।
অমৃতের নাই অন্য পথঃ
শুধু অগ্নিশুদ্ধিবর্ত্মে চলি' পূরে মর্ত্যে মনোরথ
যেথা সর্ব সাধনার সমাপ্তি—অম্লান প্রেমদীপ
জ্বলে যেথা ছায়াহীন—নাম যার বীতশোক শিব।"

নারায়ণের প্রতি ধ্রুবঃ

যে-অনন্ত শক্তিধর হ'য়ে মোর অন্তর্যামী শক্তিবলে তার
মুহূর্তে করিল সঞ্জীবিত মোর মন প্রাণ বচন ইন্দ্রিয়,
ম্রিয়মাণ ছিল যারা জড়সম এতদিন—নমি বারবার
সে-তোমারে ভগবান্ পরম পুরুষ ওগো, প্রিয় হ'তে প্রিয়!
সুপ্তি যেই ভাঙে—দেখি ফিরে সেই পরিচিত বিশ্বলীলা—যারে
সুপ্তিমাঝে ভুলে থাকি। দেখে চতুর্মুখ যথা তব জ্ঞানবরে
ভুবনরহস্য তব। ভুলিবে কৃতজ্ঞ প্রাণ কেমনে তোমারে
শরণ্য চরণ যার মন্ত্রে আনে সিদ্ধি, সাধনায় রক্ষা করে!

জন্মমৃত্যু হ'তে মুক্তিফলদাতা তুমি ওগো কল্পতরু নাথ !
ইন্দ্রিয়সুখের বর চায় যারা তব পাশে—তোমার মায়ায়
মুগ্ধ তারা ঃ তাই না চাহিয়া ঠাঁই শ্রীচরণে—করে প্রণিপাত
লভিতে সে-স্পর্শকামী দেহসুখ –মিলে যাহা নরকেও হায় !
তব পাদপদ্মধ্যানে কিবা তব ভক্ত-গুণগানের শ্রবণে
যে-পরমানন্দ নাথ, মোক্ষের মাঝেও তারে মিলে না তো কভু,
স্বর্গেও দুর্লভ—তাই সেথা হ'তে আসে জীব ফিরিয়া ভুবনে
সুধা হ'তে সুধা তরে – অতুলনীয়ের তুল কোথা বলো প্রভু ?

তোমারে হৃদয়ে যাঁরা বরিলেন ভক্তিভরে—সে-নির্মলমতি
সাধুদের সঙ্গে যেন লভি – যাহে কথামৃত তব পান করি'
তাঁদের শ্রীমুখ হ'তে—এ ভয়াল ভবার্ণবে দারুণ দুর্গতি
হ'তে পাব মুক্তি নাথ, লঙ্ঘি' মোহসিন্ধু, বাহি' তব নামতরী।
চিত্ত যবে হয় তব চরণের অরবিন্দ-গন্ধ-অভিলাষী
সে-পদ্মভ্রমর পুণ্যশ্লোকদের সঙ্গ আশে আমরা মর্ত্যের
প্রিয় স্মৃতিরেও দিই বিসর্জন – ফিরে হ'তে পারি না উচ্ছ্বাসী
দেহাশ্রয়ী বন্ধু-গৃহ-ধন-যশো-মান তরে জীবনের। (৯।৬,৮—১২)

রুষ্ট পৃথুর প্রতি ভীতা পৃথিবী ঃ

সংবরি' রোষ শুন মহারাজ আমার এ-নিবেদন
মধুকর যথা ফুল হ'তে করে আহরণ মধুসার,
তেমনি ভুবনে মনস্বিতায় যাঁহারা বিচক্ষণ
সব ঠাঁই হ'তে করেন গ্রহণ যা কিছু চমৎকার। (১৮।২)

পৃথুর প্রতি নারায়ণ ঃ

নাহং মখৈর্বৈ সুলভস্তপোভির্যোগেন বা যৎ সমচিত্তবর্তী। (২০।১৬)

যজ্ঞ-যোগ-তপস্যায় সুলভ-চিহ্নিত নহি আমি
সমচিত্তচেতনার সহজ বল্লভ—অন্তর্যামী।

নারায়ণের প্রতি পৃথু :

ভবৎপদানুস্মরণাদৃতে সতাং নিমিত্তমন্যদ্ভগবন্ন বিদ্মহে॥ (২০।২৯)

ভগবান ! এই ভুবনে তোমার চরণচিন্তা বিনা
সাধুদের আর সার্থক কাজ আছে কি ? আমি জানি না।

সনৎকুমারাদির প্রতি পৃথু :

ইন্দ্রিয়মোহে বিমুগ্ধ যারা আমাদের ম'ত হায়,
ভুবন-কর্ম-ক্লিষ্ট—তাদের কুশল প্রভু কোথায় ?
তোমাদের মত আত্মারামের কুশল শুধাতে নাই :
কুশলাকুশল চেতনা-উর্ধ্বে রাজেন যাঁরা সদাই। (২২।১৩—১৪)

পৃথুর প্রতি সনৎকুমার :

ভক্ত ভাবুক সাধুদের যবে সঙ্গম হয় ভবে,
গভীর প্রসঙ্গের শুধু তারা করে সুখে আলাপন,
বিশ্বের চির-কল্যাণ যায় বিছায়ে সে-সৌরভে,
শ্রোতা ও আলাপী উভয়েরি বহুবাঞ্ছিত সে-মিলন। (২২।:৯)

তৎ কর্ম হরিতোষং যৎ সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া।
তৎপাদমূলং শরণং যতঃ ক্ষেমো নৃণামিহ॥

শ্রীহরির যেথা তুষ্টি তাহাই কর্ম সারাৎসার,
যে-শীলনে মতি হয় প্রেমে তাঁর—বিদ্যা তাহারি নাম,
শুধু তাঁর শ্রীচরণ এ-জগতে আশ্রয় সবাকার,
সব মঙ্গলছন্দ-উৎস শুধু সেই প্রাণারাম।

প্রচেতসদের প্রতি নারদ :

তজ্জন্ম তানি কর্মাণি তদায়ুস্তন্মনো বচঃ।
নৃণাং যেন হি বিশ্বাত্মা সেব্যতে হরিরীশ্বরঃ॥

শুধু সেই মন কর্ম বচন জন্ম জীবন ধন্য জানি
অর্ঘ যাহারা হরিচরণের—তাঁরি সেবাসুখে-নিরভিমানী। (৩১।৯)

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥

তরুমূলে জলসেকে উপজায় শাখালতাফুলে সঞ্জীবন,
সর্বপূজ্য হরিরে পূজিলে সব দেবতারি হয় পূজন।

পঞ্চম স্কন্ধ

প্রিয়ব্রতের প্রতি ব্রহ্মা :

অজিতেন্দ্রিয় বনবাসী যদি হয়, তবু ভয় থাকে তাহার
আপনার মাঝে ছয় রিপু যার করে বসবাস রজনীদিন,
আত্মসত্যে জাগরূক যিনি—ইন্দ্রিয়জয় হয়েছে যাঁর,
গৃহ-আশ্রমে কোথা হানি তাঁর—ভগবানে যাঁর চিত্ত লীন ?
বাধা-রিপুদলে জিনিবে যে আগে গৃহেই সে হোক জয়ব্রতী,
তারপরে হোক কামচারী—যথা দুর্গাশ্রয়ে সেনানী করি',
আপন সেনার রক্ষণ, সাধি' শত্রু-সেনার অশেষ ক্ষতি—
বাহিরায় পরে দুর্জয় বলে নাশিতে তাহার প্রবল অরি।

(১।১২, ১৭, ১৮)

পুত্রগণের প্রতি বিষ্ণুর অবতার রাজা ঋষভ :

প্রবল-কামনা-অঙ্কুশঘায় শুভ কারে বলে হারায়ে জ্ঞান
ধায় মূঢ়গণ ভোগ-ভ্রমে দুর্ভোগ সঞ্চিতে—দেখে না তারা
রেণুসুখ তরে দুঃখ সহিতে হবে হায় পর্বত-প্রমাণ,
আসিবে বৈরী তাহারি মতন কামোন্মত্ত, দৃষ্টিহারা !
হে তনয়গণ ! গুরু পিতা মাতা দেবতা দয়িত নন্দনের
পদবী কাহারো সাজে না জগতে—চাহিতে সে পদ প্রত্যবায়
সহিতে তাহারে হবে ঘোর যদি না জানে সে ভববন্ধনের
মরণ-অন্ধকূপ হ'তে কোন্ পথে জীবগণ মুক্তি পায়। ৫।১৬, ১৮)

পরীক্ষিতের প্রতি শুকদেব :

নহে সুকঠিন মুক্তির বর পাওয়া সাধনায় হরির কাছে,
বহুদুর্লভ ভক্তি, সে-বর কচিৎ সে করে দান।

ভক্তের সে তো শুধু দেব. গুরু, সখা, বল্লভ নয়—সে যাচে
সারথি তুলাল সেবকেরো পদ—রাখিতে প্রেমের মান। (৬।১৮)

ব্রহ্মজ্ঞ জড়ভরতের প্রতি রাজা রহূগণ ঃ

প্রভু, আপনার চরণকমল-ধূলিরূপ রেণু অঙ্গে ধরি'
বিধৌত-গ্লানি আমার চিত্তে বাসুদেবে প্রেম হ'ল অমল।
বিচিত্র নয় এ-হেন প্রভাব সাধুর—যাঁহার সঙ্গ করি'
ক্ষণতরে—মোর অবিবেক-কালো অন্তর হ'ল আলো উজল। (১৩।২২)

ধর্মপুত্র ভদ্রশ্রবার স্তব ঃ

যেমন-জল ভবে মীনের চিরগতি, তেমনি ভগবান্ গতি সবার,
তাঁহারে পরিহরি মহতও যদি হয় গৃহাশ্রয়ী—রয় তৃপ্ত প্রেয়ে,
কেমন সে-মহিমা ?—যেমন ভর্তার, যে শুধু বয়সেই জায়ার তার
পিতামহের সম—অন্য কোন গুণে শ্রেষ্ঠ নয়, শুধু জ্যেষ্ঠ দেহে।
(১৮।১৩)

লক্ষ্মীর জপমন্ত্র ঃ

তাঁরেই বলি আমি 'কান্ত'—শ্রীচরণে যাঁহার লভে ভীরু প্রেমাশ্রয়
আত্মলাভ বিনা অন্যলাভে নাই লালসা বলি' যিনি অকুতোভয় ঃ
কান্ত হেন শুধু তুমিই নারায়ণ !—তারক নিখিলের, চির-স্বাধীন।
বরিলে তোমা বিনা অন্য বঁধু নাথ ভুবনভয় কভু হয় কি লীন ?
এ-হেন কান্তের চরণ ছাড়া আর কিছু যে-রমণী না জীবনে চায়
সকল সাধই তার পূর্ণ হয়। সাধে বরের বাসনায় যারা তোমায়
তাদের শুধু দাও সে-সুখ বাঞ্ছিত ঃ ভোগের আলো-ঋতু যবে ফুরায়,
চক্রসম কালো নিরাশা আসে ফিরে নিরবসান গাঢ় বিফলতায়।
(১৮।২০,২১)

দেবগণের গীত ঃ

মিথ্যা নয় যে, সাধনে অর্থী তাঁর কাছে পায় সকল বর,
কামনার নাই শেষ, তাই কামী নিতি নববর চায় কেবল।
শুধু নিষ্কাম ভক্ত-যে চায় বরদে তাঁহারি তরে—সফল
হয় সে লভিয়া তাঁর শ্রীচরণ—সকল-তৃষ্ণাহারী-নিঝর। (১৯।২৬)

দেবগণের খেদ ঃ

অহো বতৈষাং কিমকারি শোভনং
প্রসন্ন এষাং স্বিদুত স্বয়ং হরিঃ।
যৈর্জন্ম লব্ধং নৃষু ভারতাজিরে
মুকুন্দসেবৌপয়িকং স্পৃহা হি নঃ॥

লভিল ভারতে জনম যাহারা—করেছিল কোন্ পুণ্য হায়!
কৃষ্ণের লীলা-সাথী আজ তারা—জাগে সাধ যার দেবহিয়ায়! (১৯।২০)

প্রহ্লাদাদির নৃসিংহজপমন্ত্র ঃ

জায়া সুত গেহ ধন জন সখা সাথে আমাদের হে ভগবান্!
অনুরাগ যেন না বাঁধে—মমতা যদি হয় হোক যাঁরা অভয়
ভক্ত তোমার। তারাই তোমারে পায় সুখে যারা আত্মবান্,
তুষ্ট যাহারা যথালাভে—যারা লালসা-লুব্ধ তাহারা নয়। (১৮।২০)

ষষ্ঠ স্কন্ধ

অনিল যবে আসে কুসুমদূত হ'য়ে গন্ধবহ রূপে, তারে সে-খনে
পরাগ বলি' যবে বরণ করি—তার পবনরূপ আর রহে না মনে,
তেমনি অন্তর যখন আমাদের যে-রঙে ওঠে রঙি,—সে-রঙে করি
তোমারে কল্পনা হে অন্তরযামী, বর্ণহীন তব রূপ পাসরি'। (৪।৩৪)

বিষ্ণুর প্রতি বৃত্র :

তোমা বিনা নাথ চাহি না কীর্তি, যোগের সিদ্ধি মোক্ষধন,
স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল-রাজ্য, ব্রহ্মলোকের গৌরবে,
অজাতপক্ষ বিহগশাবক মাতারে কুলায় চায় যেমন,
ক্ষুধায় গভীর বৎস জননী তরে কাঁদে যথা করুণ রবে,
প্রবাসী কান্ত তরে বিরহিণী কান্তার করে মন-কেমন,
তেমনি আকুল অন্তর মোর বন্ধু, তোমার চায় মিলন।

(১১২৫,২৬)

ইন্দ্রের প্রতি বৃত্র :

যুদ্ধ চিরদিন ইন্দ্র, দ্যূতক্রীড়া সম—যেথা প্রাণ
গণ্য তুচ্ছ পণ্য সম। অক্ষসম যেথা ধনুর্বাণ।
সৈন্যরথগজবাজী—চালনার বল, কেহ যেথা
জানে না—কাহার হবে পরাজয়, কে হবে বিজেতা। (১২।১৭)

ধর্ম কাম অর্থ তরে সাধনা হ'তে হরি
বিরত করে ভক্তে তার কত করুণা করি'!
ঈশ্বরীয় ভাবের তাই প্রথম পরিচয়
অহেতু বৈরাগ্যে লভি। সবার নাহি হয়
এ অনুভব জীবনে : শুধু দীন প্রেমিক পায়
দুর্লভ এ-স্বাদ তাঁহারি প্রেমের মহিমায়। (১১।২৩)

চিত্রকেতুর প্রতি নারদ ও অঙ্গিরা :

স্রোতের মুখে বালুকাকণা কভু গুটিকা বাঁধে,
পরক্ষণে চূর্ণকণা ধায় উধাও সাধে।
কালের মুখে ক্ষণাত্মীয় রয় তেমনি প্রাণী,
মমতাডোর কাটিয়া পরে ধায়, কোথা না জানি'। (১৫।৩)

পার্বতীর প্রতি মহাদেব :

মহাত্মা যে শান্ত সমদর্শী হরিভক্ত—কাছে তার
'শ্রেষ্ঠ আমি'—চিন্তা হেন গরবে কভু এনো না মনে আর।
(১৭।৩৫)

শুকদেবের প্রতি পরীক্ষিত :

রজোভিঃ সমসংখ্যাতাঃ পার্থিবৈরিহ জন্তবঃ।
তেষাং যে কেচনেহন্তে শ্রেয়ো বৈ মনুজাদয়ঃ॥
প্রায়ো মুমুক্ষবস্তেষাং কেচনৈব দ্বিজোত্তম।
মুমুক্ষূণাং সহস্রেষু কশ্চিন্মুচ্যেত সিধ্যতি॥
মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে।

ধূলিসম অগণন চিরদিন প্রাণী বসুন্ধরায় ;
তাহাদের মাঝে হয় কতিপয় রত শ্রেয়সাধনায় ;
হেন ব্রতচারীদের মাঝে মুনি, শুধু কতিপয় হয়
মুক্তিপ্রার্থী ; তাহাদের মাঝে পায় শুধু কতিপয়
মুক্তি প্রতি সহস্রে ; এ-হেন মুক্তের মাঝারেও
হরিপরায়ণ হায় কয়জন ?—কোটিতেও কেহ কেহ। (১৪।৩-৫)

ভগবানের প্রতি চিত্রকেতু :

জগতজীবন তুমি অনন্ত, অন্তর্যামী, জানো সকলি—
কে কোথায় করে কোন্ আচরণ ভুবনে।

তোমারে তাই কী নিবেদিব নাথ? সূর্যের কাছে জোনাকি জ্বলি'
জানাবে আলোর আবেদন বলো কেমনে? (১৬।৪৬)

চিত্রকেতুর প্রতি ভগবান:

দম্পতী করে কত না যতন কত আশা ধরি' বুকে
সুখেরি সুযোগ চেয়ে নিতি—নয় দুঃখের দুর্ভোগে।
শুধু হায় তারা পায় না মিলনে বহুবাঞ্ছিত সুখে,
পায় দুঃখেরি বহুপরিচয় বিচিত্র যোগাযোগে। (১৬।৬০)

দধীচি দেবগণকে:

রবে না আমার দেহ চিরদিন, আপনারা যবে, হে দেবগণ,
চাহেন আমার অস্থি—করিব বর্জন তারে আমি এখন।
নিখিল জীবের দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী যিনি মহাপ্রাণ—
তাঁর ধর্মই অক্ষয়, তাঁরি মহাজনে করে মহিমা গান।
এ-দেহধারণ পরসেবাতরে, নিয়োজিতে তারে পরসেবায়
না চাহিলে কেহ—জড়বিশ্বও ধিক্কার দেয় তারে ধরায়। (১০।৮-১০)

সপ্তম স্কন্ধ

প্রহ্লাদ

অজেয় দেবারি হিরণ্যকশিপুর তনয় প্রহ্লাদ গুরুর গেহে
যাপিয়া কৈশোরে বরষ কতিপয় আসিলে ফিরি'—পিতা গভীর স্নেহে
টানিয়া শিশুসুতে অঙ্কে কহে ঃ "বলো কোন্ সে পন্থা বরেণ্যতম
শুনিতে চাই—যাহা শিখেছ তুমি গুরু-আলয়ে এতদিন বৎস মম ?"

কহে সে ঃ "যে-নিলয় অন্ধকূপসম, আঁধারে মজি' যার বুদ্ধিহীন
মানব উদ্বেগে আত্মঘাতী হয়—সে গৃহ পরিহরি' নির্মলিন
হরির আশ্রয় প্রার্থি' তাঁরি চির-চরণকমলের বন্দনে
প্রণয়-আবাহনে বিজন বনে বাস শ্রেষ্ঠ গণি আমি এ-জীবনে।"

বিষ্ণু যার চির-শত্রু সেই মহাদনুজরাজ শুনি' অবোধভাষী
পুত্রমুখে হেন উক্তি বিপরীত বালক ভাবি' তারে মৃদুল হাসি'
কহিল আপনার অসুর অনুচরে ঃ "ছদ্মবেশী হরিভক্ত কেহ
পারে না যেন আর আনিতে আবিলতা বুদ্ধিলোকে ওর, শিখায়ো শ্রেয়
কাহারে বলে—আর কখনো বৈষ্ণব-মন্ত্র ভুলিয়াও উচ্চারিত
না হয় যেন মুখে অবোধ বালকের। দেবতা অসুরের অবাঞ্ছিত।"

ত্রস্ত বিস্মিত যুগলগুরু ভয় গোপন রাখি' তারে আদর করি'
ফিরায়ে আনি' গেহে শুধালো ঃ "প্রহ্লাদ ! ভ্রষ্টাচার হেন কেমনে বরি'
স্তবিলে নারায়ণে ?—এ-হেন বিপরীত মন্ত্র কানে তব কে দিল আনি' ?
যেজন পর তারে গণিলে আপনার, আপন জনে পর সমান মানি' ।"

কহিল প্রহ্লাদ হাসিয়া শঙ্কিত নয়নে তাহাদের রাখি' নয়ন
আত্মভোলা সম সরল ঝঙ্কারে গুরুরে না গণিয়া বিচক্ষণ ঃ

"আপন পর এই ভ্রান্তি, ওগো গুরু, আনে আঁধার যাঁর মায়ালীলায়
অবোধ বুদ্ধিরে করি' বিপথচারী—প্রণমি সেই ভগবানের পায়।
যাঁহার অর্চনে লুপ্ত হয় পলে পাশব বুদ্ধির ভেদজ্ঞান,
স্বরূপ যাঁর কভু পারে না বর্ণিতে মুগ্ধ অবিবেকী—করিয়া ধ্যান
পায় নি বেদবাদী চতুরানন আদি অমরগণ আজো যাঁহার পার,
দিয়েছে সে-ই মতি আমারে আজ, যারে তোমরা বলো হায়, ভ্রষ্টাচার!
ভ্রষ্ট!—হায়, যদি অয়স্ আসে মণি-অয়স্কান্তের কাছে—তাহার
জড়তা যায় ঘুচে, ধায় সে চুম্বকপানে: তেমনি মন আজ আমার
চক্রপাণি পানে অহেতু প্রেমে ধায়—তাঁহারি টানে আমি অপ্রমাদ
নিবৃত্তির পথে চলি—প্রবৃত্তির ত্যজিয়া মোহময় কামনা সাধ।"

বরষ হ'লে গত দৈত্যরাজ যবে স্মরিল শিশুসুতে—গুরুযুগল
আসিল ল'য়ে সাথে অচিন শিষ্যেরে—কহিল মহারাজ স্নেহ-উছল:
"গুরুর গৃহে ফিরি' বরষকাল রহি' শিখিলে কোন্ নীতি বলো আমায়,
শিক্ষা শুভতম কাহারে বলে—শুনি বৎস, কী শিখিলে গুরুকৃপায়।"
কহিল প্রহ্লাদ: "হরির কীর্তন, চরণসেবা, পূজা-অর্চনা,
দাস্য প্রণয়ের, শ্রবণ কীর্তির, স্মরণ প্রতি কাজে, বন্দনা,
সখ্য-প্রার্থনা, আত্মনিবেদন—নবধা ভক্তির আরাধনায়
তাঁহার আবাহন আমার মনে হয় শিক্ষা শুভতম এ-বসুধায়।

যুগলগুরু পানে চাহিয়া ক্রোধে কহে দেবারি গর্জিয়া: "রে দুর্মতি,
আমার শত্রুর স্তবনে সন্তানে আমার কী সাহসে করিলি ব্রতী!"
কহিল তারা: "প্রভু মিথ্যা কেন ক্রোধ করো নিরপরাধ জনের' পরে?
আমরা ভুলিয়াও শিক্ষা বিপরীত দিই না কারে—হেন বুদ্ধি ধরে
স্বভাবে শৈশব হ'তেই যুবরাজ—আমরা নিরুপায়।" পুত্রপানে
চাহিয়া সম্রাট্ কহিল তবে: "দিল কুমতি হেন সে কে তোমার কানে?"

কহিল প্রহ্লাদ হাসিয়া: "অপরাধ আমার নহে পিতা, বৃথা এ-রোষ;
কুমতি নহে—যদি সত্যে মানে কেহ সত্য বলি'—সেথা কোথায় দোষ?

যারা গৃহব্রত, বিষয় ভোগে-রত, শুধুই চর্বিতচর্বণের
তৃপ্তিলেশহীন আঁধারটানে ধায় ইন্দ্রিয়ের সুখে—মতি তাদের
বিষ্ণুমুখী হবে কেমনে—চলে যারা অন্ধসম হায় দেখাতে পথ
তাদেরি মত জনমাঝে স্বার্থের বহির্মুখী ডাকে মুগ্ধবৎ ?
সাধু ও সুজনের সঙ্গগুণে শুধু মানব হয় পূত, নিরভিমান
সাধুর পদরজে অঙ্গ অভিষেক না করি'—শ্রীহরিরে আত্মদান
করিতে কে বা পারে ? ভবে অনর্থের মন্ত্রণার মায়া লুপ্ত হয়
কেবল সে-লগনে—যখন লভে জীব ভক্ত-চরণের প্রেমাশ্রয়।"

ক্রোধান্ধ হিরণ্যকশিপু তনয়ে নিক্ষেপি ভূতলে অশনিমন্দ্রে
কহিল : "উহারে ঘাতকেরা যাক ল'য়ে বধ্যভূমে—পরমানন্দে
যন্ত্রণা-নিবিড় মৃত্যু-অভিশাপে শাস্তি হোক ওর—যে হরিভক্ত
কুলাঙ্গার সে তো স্বভাবে—তাহারে করে যেন গ্রাস সাগরাবর্ত,
কালান্তক অগ্নি, জ্বালাময় বিষ, শূল, ঝঞ্ঝা, কি বা ঘোর মাতঙ্গ,
যে-পন্থায় হোক বিনাশো উহারে—ছিন্ন করো ওর কোমল অঙ্গ।"

নিষ্ঠুর করালদংষ্ট্রা ভীমাকার রাক্ষস ঘাতক উল্লসি' তূর্ণ
ভৈরব গর্জনে শূল হানি' দেখে সবিস্ময়ে শূল হ'ল বিচূর্ণ!
পাপমুখী মন পায় না যেমন বহু পুণ্যকর্মে অভীষ্টসিদ্ধি
নিখিল-নিলয় নারায়ণমুখী প্রহ্লাদের দেহ মারণবৃত্তি
কৃতান্ত রাক্ষস পারিল না আর সঁপিতে দারুণ মরণলক্ষ্যে।

শুনিয়া বারতা হিরণ্যকশিপু আদেশিল রোষ-আরক্তচক্ষে :
"সর্পের দংশন, করীর পেষণ, অভিচার, বিভীষিকার সৃষ্টি,
ভূগর্ভে নিরোধ, হলাহলপান, অনাহার, ঘোর হিমানীবৃষ্টি
যে-পন্থায় হোক হনন উহার করো সবে মিলি' ঘাতকমন্ত্রী।"

ভক্ততনু তার আবরি' কৃপায় বর্মসম হরি পরাণহন্ত্রী
আপন মরণমায়ারে রুধিল মরণ-অতীত লীলাবিভঙ্গে :

কণ্টক-বেদন যাঁহার চরণ-মলয়ে মঞ্জরে কুসুমরঙ্গে
কে পারে তাঁহার স্নেহের দুলালে পলকেরো তরে করিতে স্পর্শ?

প্রগাঢ় বিস্ময়ে হিরণ্যকশিপু কহিল স্বগতে: "কোন্ আদর্শ
লভিয়া পেলবতনু দুরাচার পায় প্রতিপদে অভয় মুক্তি?
কার ধ্যানে করে দুঃখের বরণ পরিহরি' সুখ বিলাস-যুক্তি?
প্রভাব এ-হেন লভিল বাল্যে যে, সাধিবে যৌবনে সে মোর মৃত্যু:
একান্ত অশঙ্ক যে-জন স্বভাবে—মরণ যে তার চরণ-ভৃত্য।"

দৈত্যরাজের দেখি' হেন ভাব কহিল গুরুযুগল:
"অকারণে কেন চিন্তায় হেন ম্লানমুখ হে প্রবল!
প্রতাপে যাহার ভীত ত্রিভুবন কী করিবে শিশু তার?
অবোধ শিশুর কোথা গুণ দোষ? আনন কেন আঁধার?
করিলে আদেশ—দিব সুশিক্ষা রাখি' সাবধানে স্নেহে
যতদিন পিতা শুক্রাচার্য না আসেন ফিরি' গেহে।
সে-মহাসঙ্গে—শুনিয়া অমোঘ বিধান তাঁহার হবে
আবার সুমতি অবোধ শিশুর হরি-প্রেম-পরাভবে।"

চিন্তায় ম্লান দনুজেশ দিল অনুমতি জপি' তার
শেষ আশা: "বহু প্রয়াস-অন্তে লভিবে রাজকুমার
স্বধর্মে রুচি!" প্রহ্লাদ মাস কতিপয় অচপল
গুরু-গৃহে রয় পেয়ে সাথী যত দৈত্য-শিশু সরল।
শিখায় যুগল-গুরু সযতনে লোকপালনের রীতি:
দৈত্য-ধর্ম কারে বলে, কারে বিজয়ী কামের নীতি।
পাঠ লয় শিশু—শোনে না কিছুই। একদিন নির্জনে
বলে সতীর্থদের ভকতির গভীর উচ্চারণে:

"দৈত্যকুমারগণ! এ-মানবজন্ম সুদুর্লভ:
শুধু এ-তনুতে হয় শ্রীহরির আরাধনা সম্ভব।

তবু পার্থিব পরমায়ু ক্ষণজীবী—কৌমারে তাই
ভাগবতী সাধনার পথে চায় দীক্ষা জ্ঞানীরা, ভাই!
প্রাণের পরম লক্ষ্য—তাঁহার শ্রীচরণ-আশ্রয়—
আত্মার যিনি বান্ধব প্রিয়, ঈশ্বর বরাভয়।
না প্রার্থিলেও দুঃখ যেমন দেখা দেয় খনে খনে,
ইন্দ্রিয়সুখও তেমনি সুলভ দেহীদের—এ-জীবনে।
হেন ভোগে পুরুষার্থ কোথায়?—এ শুধু আয়ুক্ষয়ঃ
নাই যেথা হরিচরণাম্বুজ-প্রেম মঙ্গলময়।
তাই ধরাতলে যতদিন দেহে শক্তির আলো জ্বলে,
যেন সে-আলোয় মঙ্গল-মুখে চরণ নিয়ত চলে।
শৈশব কাটে খেলায়, বিদ্যাশিক্ষায়—কৈশোর,
বিবশ জরায় অন্তিমে কাটে বিংশবর্ষ ঘোর।
যৌবন কাটে সেবি' বলীয়ান্ অতৃপ্ত কামনারে,
প্রৌঢ়তা কাটে প্রমত্ত মোহে বরি' গৃহ পরিবারে।
যে-বাসনান্ধ গৃহী পড়ে বাঁধা গৃহবন্ধনে তার
সে কেমনে নভোমুক্তি সাধিবে, সেবক যে লালসার?
যে ধন প্রাণের চেয়েও কাম্য, প্রাণেরে রাখিয়া পণ
বণিক্ দুরাশী তস্কর করে যাহার আকিঞ্চন,
কে তৃষ্ণা তার করে পরিহার পড়িলে লোভের জালে?
তাই বলি ভাই, ভক্তিদীক্ষা চাও শৈশব-কালে।
নহিলে যখন লভিবে প্রেমিকা-জায়ার-সঙ্গমধু,
নির্জনে করি' আলাপ জানিবে—শুধু তুমি তার বঁধু,
কলভাষ শিশুসন্তানদের শুনিবে—বন্ধু-প্রীতি
লভিবে যখন, ছাড়ি' আসঙ্গ কেমনে হবে অতিথি
অচিন হরির প্রসাদের—কভু দেখ নি নয়নে যারে—
ত্যজিয়া নয়নানন্দ স্বজনে কেমনে বরিবে তারে?
সংসারী যারা—রহে না তুষ্ট শুধু ইন্দ্রিয়সুখেঃ
সুখের দুর্গ-ভ্রমে আপনার কারা রচে যুগে যুগে

কর্মসাধনী লক্ষ তন্তু দিয়ে—রচে কীট যথা
আপনার গুটি আপন সুতায় রহিতে বন্দী সেথা।
"মুগ্ধ বিলাসী দেখেও দেখে না—পরিজন-পোষণের
তরে আয়ু তার বৃথা করে ক্ষয়—লভি' বহু দুঃখের
আঘাত নিত্য—রোগে-শোকে তাপে জীর্ণ হয় সে—তবু
বৈরাগ্যের অশোকামৃত করে না বরণ কভু।
আরো নিদারুণ সহে ব্যথা গৃহী জর্জরতায় হায়ঃ
কামনার নাহি শান্তি—অর্থকামী তাই বসুধায়
স্বজনের তরে পরস্বহারী হয়, জানি' মনে—তার
শাস্তি অশেষ ইহ-পরলোকে—নাই যার প্রতিকার।
এ-হেন মতিভ্রম সংসারে শুধু অবোধেরি হয়?
কে বলিল?—ভবে জ্ঞানী-যে তারো কি নাই
স্খলনের ভয়?
স্বীয়-পরকীয়-সীমাবোধ হ'য়ে লুপ্ত, জ্ঞানের লোক
হারায়ে কি জ্ঞান-হীনেরি মতন সহে না সে দুর্ভোগ?
হয় না নারীর খেলার পুতুল? হয় না কি শিশু তার
মূর্ত নিগড়—তবু শৃঙ্খল মনে করে কামনার!
তাই বলি ভাই, দৈত্য-বালক-সাথীর সঙ্গ ছাড়ি'
আজি হ'তে সবে হও আদিদেব-নারায়ণ-সহচারী—
বীতবন্ধন বলি' যাচে যাঁর চরণাম্বুজ নিতি
বন্ধনভীত মুক্তিকামীরা। সাধো সবে তাঁর প্রীতি—
চিরনির্মল আনন্দঘন অন্তরযামী যিনি,
কী বা দুর্লভ থাকে এ-ভুবনে হ'লে প্রসন্ন তিনি,
আসুরী হিংসা ত্যজিয়া মৈত্রী-দয়াধর্মেরে করি'
বরণ তাঁহার সাধো পরিতোষ। বলোঃ
'দয়াময় হরি
শুধু তব সার শ্রীচরণ ধ্যান করিব আমরা সবে,
শুধু তব:সুর সাধিব—অর্থ কাম সাধিয়া কী হবে?—

আমরা ধর্ম মোক্ষও আর চাহিব না আজ হ'তে,
শুধু তব প্রেমসাধনার র'ব সাধক জীবনব্রতে।'

রাখিও স্মরণ পরমের বাণী ঃ জন্মমরণশীল
এ-জীবন হয় পার সে-ই মতি যার হয় অনাবিল,
সব আশা করি' ভগবৎমুখী চায় যে তাঁহারে—যিনি
নিখিল প্রাণীর অন্তর্যামী ; জানে যে—লুব্ধ তিনি
তস্কর সম ভক্তহৃদির ভক্তিধনের লাগি'।
সাধনায় তাঁর বহুপ্রয়াস নাই—মন বৈরাগী
যাঁহার সর্বগামী সৌরভ তরে, পরিহরি' হেন
সর্বসফল বন্ধুরে হবে বিফলতামুখী কেন ?
অন্তরলোকে যিনি চিরাসীন, নিয়ন্তা করুণায়,
না লভিলে তাঁরে—স্বস্তির পথে আঁধারে কি চলা যায় ?
কে বলিল তিনি বহুদুর্লভ ? অসার এ-জনরব।
নহে জ্ঞান ব্রত বহুজ্ঞতা রে, শৌচ, যজ্ঞ, তপ
তাঁর সাধনার দিশারি—কেবল অমলা ভক্তি চাই,
এ-ফল না মিলে যে-সাধনে বৃথা সে-সাধনে কাজ নাই।"

শুনিয়া মধুর বচন তাহার দৈত্যসুতেরা সবে
উল্লসি' তার বাণীরে গ্রহণ করিল হরির স্তবে।
দেখিয়া তাদের নারায়ণমুখী মতিগতি—শঙ্কায়
দৈত্যগুরুরা তূর্ণ পড়িল দৈত্যপতির পায়।

শ্বসিত সর্পের ম'ত দৈত্যপতি ঘোর রূপ ধরি'
কহিল আনতনেত্র প্রহ্লাদেরে তিরস্কার করি ঃ
"রে অধমাধম মন্দবুদ্ধি কুলাঙ্গার দুঃশাসন !
আপনার পিতার হাতে মৃত্যু তোর ললাট-লিখন।
সংহারের পূর্বে শুধু আজিকে শুধাই ঃ মূঢ়, বল্
যে-আমার ক্রোধ হেরি' ত্রিভুবন কম্পিত বিহ্বল

কার বলে সে-ত্রিলোক-ভয়ালের ইচ্ছা শঙ্কাহীন
অবজ্ঞায় শিশু তুই করিস লঙ্ঘন অনুদিন ?"

কহিল প্রহ্লাদ : "তাত ! শুধু কি আমারি বল তিনি—
অতি বলীয়ান্-দেহে করেন সঞ্চার বল যিনি ?
মহৎ মলিন, চল অচল সবারি নিয়ামক
যিনি চিরদিন শুধু তিনি বিনা কে ভবে পালক ?"

সিংহাসন হ'তে উঠি' জ্বালাময় চক্ষে দৈত্যরাজ
কহিল ভ্রূভঙ্গি' পুত্রে : "মতিচ্ছন্ন তুই—তাই আজ
পিতারে শত্রুর সম গণিলি।"

তনয় কহে হাসি :

"শুধু এক শত্রু পিতা রহে সঙ্গোপনে তনুবাসী,
সে বিদ্রোহী মন—সে যে আসুরী উন্মার্গ পথে চলে,
সমতায় অবিচল মন তাই বাঞ্ছিত ভূতলে।
সেই মন আজি হ'তে হোক তাত তব প্রার্থনীয়,
ঐকান্তিক ধ্যান যার অনন্তের পুণ্য অর্ঘ প্রিয়।
ইন্দ্রিয় না করি' জয় করিতে যে চায় দিগ্বিজয়
তাহারি নিয়তি-নভে ঘনায় নিরন্ত শত্রুভয়
জিতেন্দ্রিয় যে-ধীমান,সর্বভূতে সমভাব যার :
সে-সাধুর কোথা মোহ, নির্মোহ যে, কোথা শত্রু তার ?"

হিরণ্যকশিপু কহে গর্জি' : "তুই মন্দবুদ্ধি, তাই
আত্মশ্লাঘা করি' সুর সাধিস যে, আত্মঘাত চাই !
ধ্বংস যার ললাটিকা প্রলাপ তো ভাষণ তাহারি,
মরণান্ধ ! তাই বুঝি শিখিলি না দেখিতে—আমারি
ভয়ে ধায় চন্দ্র সূর্য অনল অনিল—মহাকাল
আমারি তো আজ্ঞাবহ—কে আমারে করিবে আড়াল ?
আমি বিনা বল্ কোথা ভগবান্ নিখিল-বন্দিত ?"

কহিল প্রহ্লাদ ঃ "তাত ! আর যেন মুখে উচ্চারিত
না হয় তোমার হেন দুর্বচন। তিনি বিনা পারে
কে আর বলিতে ঃ 'আমি ভুবনেশ ভুবন মাঝারে' ?"

কহিল গর্জিয়া অমরারি ঃ "ঘৃণ্য অন্ধ চাটুকার !
হেন হীন কথা মুখে উচ্চারিলি কেমনে আমার
মহাকুলে জন্ম লভি' ?—ভুবনেশ বলিস কাহারে—
নাই যার চিহ্নলেশ কোথাও এ-ভুবন-মাঝারে ?"

কহিল প্রহ্লাদ মৃদু হাসি' ঃ "পিতা, অন্ধ নহি আমি
অন্ধ সে—যে দেখিয়াও দেখিতে না পায় কোন্ স্বামী
আছে এ-ব্রহ্মাণ্ড ছেয়ে—অণু হ'তে ব্যাপি' নীহারিকা
কাহার চেতনা জ্বালে চরাচরে প্রাণের বর্তিকা।

হিরণ্যকশিপু কহে চণ্ডরবে ঃ "ওরে দুর্বিনীত !
মূঢ় তুই, তাই হেন প্রলাপেই রহিস্ তর্পিত।
ভুবনে সে ব্যাপ্ত যদি—তবে স্ফটিকের স্তম্ভে কেন
নাই সে ?" প্রহ্লাদ কহে ঃ "অজ্ঞানে যে ভ্রান্ত তারি হেন
নিত্য হয় মোহ। বিনা নিশ্বাস যাঁহার লহমায়
পবন স্তম্ভিত—বিনা-কোমলতা যাঁর বসুধায়
নন্দিত নিকুঞ্জ হয় মরু-ম্লান—অঙ্গ হ'তে যার
কঠিনের উপাদান লভি' ধরে আকাশ আকার
বস্তুপুঞ্জে—তিনি নাই স্তম্ভে ? পাও শুনিতে কি—কাঁপে
অট্টহাস্যে জলস্থল আজি পিতা তোমার প্রলাপে ?"

"তবে সে করুক রক্ষা পারে যদি তোরে—কুলাঙ্গার !
করিবই তোরে ছিন্নমুণ্ড খড়্গে—" বলি' ভীমাকার
বাহু উৎক্ষেপিয়া উর্ধ্বে স্তম্ভ দীর্ণ করি' দৈত্যমণি
ধায় শিশুপুত্র পানে।

সিংহনাদে কাঁপায়ে অবনী
স্তম্ভের গহ্বর হ'তে দুর্নিরীক্ষ্য ঘোরমূর্তি ধরি'
প্রলম্ফিয়া বাহুবন্ধে দৈত্যেন্দ্রে ধরিল বেষ্টি' হরি
অর্ধ-সিংহ-অর্ধ-নর-বিগ্রহ বিলোল বিভীষণ
দানবারি দানবেরে উরু 'পরে করিয়া পাতন
মুহূর্তে নখরে তার দৃঢ় বক্ষ করি' বিদারণ
করিল ভূতলে তার হৃতপ্রাণ তনুরে ক্ষেপণ।
দৈত্যরাজে ভূলুণ্ঠিত দেখি' লক্ষ লক্ষ দৈত্যদল
আক্রমিল সে-অদ্ভুত অভ্যুদয়ে। ত্রাসি' ধরাতল
হুঙ্কারে নৃসিংহদেব বজ্র-বাহ্বাস্ফোটে পলে জিনি'
নিষ্পেষিয়া করিলেন চূর্ণ সেই দৈত্য-অনীকিনী।

•

সে-সংক্ষুব্ধ আন্দোলনে দেবলোক হ'তে দেবগণ
নামিয়া ধরণীতলে—সে-করাল মূর্তিরে স্তবন
করে সবে ভক্তি-ভয়ে বিহ্বলি'। শুধু সে-ভীমকায়
দেবেশের কে স্পর্শিবে পদযুগ—লক্ষ্মী ভয় পায়
সম্ভাষিতে যারে? দেখি' কহে ব্রহ্মা প্রহ্লাদে ডাকিয়া:
"বৎস! করো তুমি আজ প্রসন্ন নাথেরে অভ্যর্থিয়া।"

প্রহ্লাদ অকুতোভয়ে নৃসিংহদেবের পদতলে
করিল প্রণাম কৃতাঞ্জলি। দেখি করুণা কোমলে
রাখিলেন বরাভয় কর তাঁর ভক্তশিশুশিরে
সর্বনাথ। রোমাঞ্চিত-তনু শিশু নয়নের নীরে
সিঞ্চিয়া চরণ তাঁর উঠিয়া আনন্দে মেলি' তার
প্রেমমুগ্ধ দৃষ্টি আরম্ভিল স্তব চিত্ত-চমৎকার:

"তত্ত্ববিৎ যাঁরা, গুণের যাঁহাদের অবধি নাই, হেন তাপসগণ
পারে নি যে-তোমার সাধিতে পরিতোষ পারেনি দেবগণ, চতুরানন,—

সে-তুমি তার স্তবে কেমনে প্রীত হবে—জাত যে অসুরের বংশে হীন?
ভরসা শুধু—তুমি প্রতিভা সাধনার সাধ্য নহ, তুমি ভক্তাধীন।
কান্তিসম্পদ-শক্তিকুলতপ-বুদ্ধি-আবাহনে প্রভু তোমায়
পায় নি—পেয়েছিল যেমন গজরাজ গ্রাহের মুখে দীন প্রার্থনায়।
"তোমারে তাই ডাকি : চরণে দিও ঠাঁই—যত না গুণহীন হই হে নাথ,
চণ্ডালেও যবে করুণা করো—যদি ভক্তি থাকে ধরো তাহারো হাত।
বিদ্যা-কুল-শীল-দানাদি গুণে যদি ভূষিত হয় দ্বিজ—তবু সে নয়
তেমন প্রিয় তব যেমন চণ্ডাল—যদি সে শুধু হরিভক্ত হয়।
নিত্যানন্দ হে আত্মসমাহিত! আমার ম'ত যারা অকিঞ্চন
তাদের মানদানে চাহো না তুমি মান, জানি—পূজায় কোথা তব পূজন?
তোমারে করি দান যা-কিছু, ফিরে পাই—মুকুরে যথা হ'য়ে বিম্বিত
কান্তি কমনীয় কান্তিমানে করে তৃপ্ত—তুমি নাথ বন্দিত
হ'য়ে তেমনি দাও তুচ্ছ বন্দনা ফিরায়ে শতধারে তব সাধের
প্রসাদ-দর্পণে—দাসেরি তরে করো অঙ্গীকার তুমি পূজা দাসের।
কী সুখ সংসারে? প্রিয়ের বিচ্ছেদ, অপ্রিয়ের সাথে নিত্য বাস,
কুসুমে কীট কাঁটা, ভোগে বিপর্যয়, শোকানলের ধূমে চিত্তাকাশ
ক্ষণে ক্ষণে হয় মলিন—ইন্দ্রিয়সুখের পরে সেই অন্তহীন
দুঃখ পরিতাপ—যাহার প্রতিকারো দুঃখ আনে বহি' রজনীদিন!

"আমারে করো তাই তোমার দাস ওগো পরম কারুণিক, চির-স্বজন!
এ সংসারে যদি রাখিতে চাও, দিও সঙ্গ তাহাদের—যারা চরণ
বরিল তব—যারা তোমারে শুধু চায় কামনা-বাসনারে করি' বিদায়
তাদের সাথে গাহি' তোমার কীর্তন, শুনি' তোমার কথা, র'ব ধরায়
শোকের বুকে তব অশোক প্রতিনিধি—তোমারি প্রেমে, বিনা সে-আশ্রয়
দেহীর আছে বলো কী অবলম্বন?—নাই ভয়ার্তের ভবে অভয়,
শিশুর নাই পিতামাতার স্নেহনীড়, তুফানে নাবিকের তরণী নাই,
অমৃত বিনা কোথা হলাহলের প্রতিবিধান? শূন্যতা—যে দিকে চাই।

তবু কী মায়ামৃগতৃষ্ণা এ জীবন! যে-ভোগ দূর হ'তে ডাকে মোহন,
কাছে রূপের তার চিহ্নলেশো আর রহে না—তবু জীব বধূবরণ
নিয়ত করে তারে—তৃপ্তিহীন লোল কামনা-বহ্নিরে শমিতে হায়!—
শুধু যেথায় চিরশান্তি রাজে—বৈরাগ্যকোলে—সেথা মুখ ফিরায়!

"দেখেছি বার্থতা ভোগের আমি নাথ! রাজরাজেন্দ্রেরো কোথা প্রতাপ?
উগ্র মদিরায় শান্তি-সুখ কোথা? কামনা বর নয়—সে অভিশাপ!
ক্ষণায়ু সিদ্ধির পলকে হয় লয়, অভিমানের তাপে কীর্তি ম্লান ঃ
আজিকে আমি তাই চরণে তব চাই সেবার অধিকার নিরভিমান।

"কোথায় রাজসিক অসুরকুলজাত তামস জীব আমি হায়—কোথায়
তোমার গাঢ় অনুকম্পা নারায়ণ!—ব্রহ্মা-শিব-রমা-শিরে কৃপায়
রাখোনি আজ তব যে-করপল্লব করিল যবে তারা স্তব তোমার—
রাখিলে সেই কর ইন্দীবরনিভ আমারি শিরে ওগো করুণাধার!
পক্ষপাত নয় এ তব—জানি, নাই মহতে হীনে তব ভেদজ্ঞান,
নিখিলবান্ধব তুমি-যে জানি, জানি—কল্পতরু তুমি, নিত্য দান
করো বরার্থীরে যে-বর বাঞ্ছিত, সে তার সেবারি-যে ফল প্রসাদ।
তোমার করুণা-যে অহৈতুকী জানি, স্বভাবে প্রেমাশিস বিলাও নাথ!
প্রার্থি তবু আমি—আপনি দীন বলি'—দীনেরে দাও প্রভু তব অভয়—
মুগ্ধ কামনায় যাহারা আঁখিহীন, স্বার্থতরে অরি বন্ধু হয়,
কৃষ্ণ শঙ্কায় যাদের কাটে কাল—কাহার ভোগে হবে কাহার শোক,
কাহার মানে কার অহেতু অপমান, মিলনে কার হবে কার বিয়োগ ঃ
এ-হেন পরাধীন আশা ও নিরাশার যাহারা ক্রীড়নক—হ'য়ে তাদের
অকূলে কাণ্ডারী সবারে লহ নাথ বৈতরণীপারে এ-জনমের।
আর্তবন্ধু হে! আর্তে করো তুমি তারণ করুণায় প্রার্থি তাই ঃ
দুঃখী অভাজনে চরণ দাও—আমি আপন মুক্তির বর না চাই।
"তোমার ভক্তের দাসানুদাস আমি, তাদের সাথে গেয়ে তোমার গান
লীলার, কীর্তির, রূপের, প্রণয়ের—লভি সুধাস্বাদ নিরভিমান।

তাই 'এ-ঘোর ভববৈতরণী তব করো হে পার'—আমি বলি না নাথ!
যাহারা হায় পরমার্থ নাহি চায়, বরিয়া ইন্দ্রিয়মোহ-প্রমাদ
অন্তহীন মায়াসুখের বহে ভার, সুখভ্রমে, আনে দুঃখে ডাকি
তোমার তীর্থের তারকাদিশা ছাড়ি' যাহারা ধায় মায়া-বিলাস লাগি ;
লালসা করি'—যেথা তৃপ্তি নাই শুধু কায়াশ্রমে করে আলিঙ্গন
ছায়ারে বারবার—তাদের দাও তব সুধাস্বাদ নাথ, চিরন্তন।
কেবল আমি নই—সাধক মহাজনও ডুবিছে দেখ হায় কর্মফলে
আঁধারময় বৈতরণীবুকে, করি' পীড়ন দুর্বলে প্রবলদলে
হানে পরস্পরে আঘাত তারা হায় অন্ধ স্বার্থের প্ররোচনায়
হারায় দিশা যারা আত্মঘাতী হ'য়ে তাদের অমানিশা কবে পোহায়?
তাই কি মুনিরাও ত্যজি' অনিত্য এ দুঃখধাম রহে বিজনচারী
আপন মুক্তির মৌনব্রতে, হ'তে চায় না ব্যথিতের বেদনাহারী!
তাপিতপানে যদি না চায় ফিরে তারা, কে দিবে তাহাদের শরণদান
না দিলে তুমি? ছাড়ি' তাপিতে আপনার চাহে না মোক্ষও আমার প্রাণ!"

দেবতা অভয়কান্তি কহিলঃ "প্রহ্লাদ! ক্ষান্তি আনি আমি বন্ধ্যা বেদনার,
পুরাই আঁধারতৃষা তুফানে দীপিয়া দিশা—লহ বর ভক্তির তোমার।
অপ্রসন্ন যার 'পরে—ধরি না তাহার তরে মূর্তি আমি দিতে বরদান ঃ
আমার যে দেখা পায় হয় তার এ-ধরায় সকল দুঃখের অবসান।

প্রহ্লাদ করিয়া নতি কহিল ঃ "হে রত্নপতি, ভক্তি কবে বরমাল্য চায়?
কামনা-কুহক আশা? সুখ স্বার্থ তার ভাষা—পরমার্থ-পথে অন্তরায়।
তবে কেন এ-ছলনা? যে-কামনা কুহুস্বনা, উষাপথে আনে নিশাভ্রম,
সে-ভ্রান্তিবিলাস হ'তে প্রার্থি মুক্তি শুভব্রতে তোমারি অসীমে প্রিয়তম!
জানি জানি ডাকো কেন ললিত লিপ্সায় হেন রাঙি' যেন সোনার হরিণঃ
দেখিতে—ও-অমলিনা কৃপা লাগি' রয় কিনা প্রেম মোর জেগে নিশিদিন,
দেখাতে—তটিনীরঙ্গে আশার নটিনীভঙ্গে ঢেউয়ে ঢেউয়ে দুলায়ে কেমনে
করে মোহ লক্ষ্যহারা ভুলায়ে তোমার তারা মায়া মরীচিকার জল্পনে।

সৌদামিনী-চমকনে ধায় জীব যৌবনে অনল্পে কল্পনা মনে করি’ঃ
কে চিত্তে সংশয় আনেঃ 'অরূপে কি কেহ জানে?
এসেছে সে কবে রূপ ধরি’?’
গায় তৃষ্ণাঃ ‘তনুমন চায় শুধু আভরণ, প্রসাধন-বিচিত্র-বিলাস।’
ধরণীর নৃত্যনাটে আবর্তনে তাল কাটে, ঝরে ফুল—মিলায় উছাস!

“তবু এ কেমন মায়া! বিমোহিনী ধূপছায়া ক্ষণফুলে সাজায় কানন!
পলে অনুপলে ভাঙ্গে সে-মায়া, আবার রাঙে ঝ’রে-যাওয়া কুসুম-স্বপন!
শুধু সে তো ফুল নয়, কাঁটাও প্রচ্ছন্ন রয়—করি’ লালসারে লেলিহান:
ঝরায় সে রক্ত যত প্রসূন-প্রণয়ে তত গায় মোহ তারি কলগান।
প্রাণ শক্তিমদভরে জীবনে অতৃপ্তি বরে, মণি-লোভে কালফণী সাধে
কিরণ-সাধনা, যার নাই মণি নয় তার—জানে, তবু ধায় সে প্রমাদে!
কৃপণ জানে না নাথ আহরণে আশীর্বাদ মিলে না মিলে না শুভদার:
আপনারে প্রদক্ষিণ করে যে রজনীদিন—কেমনে পোহাবে নিশা তার?
কাটে তার সারা বেলা ল’য়ে অর্থহীন খেলা—
স্রোতে দাগ মুহূর্তে মিলায়!
দেখে না সে স্বপ্নচূড়ে কার জয়ধ্বজা উড়ে গ্রহ-শশি-তপন-তারায়।
বাসনার যবনিকা ঢাকে তব নীহারিকা যে-দীপালি জ্বলে বরাভয়ে,
করি’ শূন্য ব্যোম আলো তুমি চিরদীপ জ্বালো নিরন্ত নক্ষত্র-দেবালয়ে।”

“হেন ধ্রুবতারা-বাঁশি বাজালে যদি উদাসী, জাগাও সে-রাগে তব প্রীতি,
অন্তরে যে অন্তঃশীলা বহাও তাহার লীলা উদ্বেলিয়া অমৃত-বারিধি।
ছুটুক সে ফুলে ফুলে অসাঙ্গ আনন্দে দুলে তব অমরণী মোহানায়
যেথা আত্মসমর্পণে সর্বহারা বিসর্জনে মন্ত্রহারা মন্ত্রদিশা পায়।
বৈরাগী-দীক্ষায় তব হে স্নিগ্ধ মহানুভব! রিক্ত মোরে করো চিরতরে:
কূলেরে বিদায় দিয়া উঠি যেন উচ্ছলিয়া অকূলের অশঙ্ক নির্ভরে।
“করি নাথ অঙ্গীকারঃ দিব আছে যা আমার, পারাপার প্রশ্ন নাহি গণি’।
আমি যে জগদ্ধাত্রী-করুণার তীর্থযাত্রী—লক্ষ্য যার ভক্তি চিরন্তনী।

শুধু তব প্রেম জানি' ধনী আমি, অভিমানী—চাহি না তো অন্য মণিমান।
অন্তরে তোমারে ডাকি সে নহে বরের লাগি'—শুধু আপনারে দিতে দান।
বরের প্রসাদ তরে যে তোমার সেবা করে সে নহে সেবক, সে বণিক্।
যে-প্রভু প্রতিষ্ঠা আশে সেবকেরে ভালোবাসে, সেও নয় প্রভু—
তারে ধিক্।
বহুছলনায় নিতি কামনার কলগীতি দান-প্রতিদানে জেগে রয়।
কড়ি' তারে চিহ্নহীন জাগো হৃদে ভক্তাধীন, প্রেমে তব করিয়া তন্ময়।

"মন্ময়তা সূক্ষ্মতম হোক আজি প্রিয়তম স্বেচ্ছানত চরণে তোমার।
বর নাথ, দিবে যদি, প্রার্থি আমি নিরবধি—লুপ্ত হোক গর্ব-মমকার।
যাহা কিছু আপনার হোক তব সাধনার রূপান্তরিত আরোহিনী
শুধু তব শ্রীচরণ করি যেন আকিঞ্চন, তাহ'লে বাসনা বিদেশিণী
হবে সেই বিনির্মল আনন্দ-সাম্রাজ্যে, ছল
সেথা আর পাবে না আশ্রয়ঃ
যা কিছু তোমারে করি উৎসর্গ—অমনি ধরি'
নবমূর্তি অর্ঘ-রূপ লয়ঃ
সুর হয় সংকীর্তন সুখ হয় শিহরণ,
উদারতা হয় আত্মদান,
কামনা-মলিন আশা অভীপ্সার পায় ভাষা,
সাধুবাদ হয় স্তবগান,
রূপরতি আত্মসুখী সুষমার সূর্যমুখী
হয় নিষ্কামনার যৌতুকে,
স্ফুলিঙ্গও হয় মণি করিতে জয়ধ্বনি
আদিত্যের তব যুগে যুগে।

নারদ যুধিষ্ঠিরকেঃ

ভ্রমর তাহার নীড়ে কীটে যবে রাখে রুদ্ধ করি',
বন্দী জীব মহাভয়ে অনুক্ষণ ভ্রমরেরে স্মরি'

রূপান্তরিত হয় ভ্রমরে। তেমনি এ-ধরায়
কৃষ্ণে গণি' অরি দিবানিশি জ্বলে যে দ্বেষ-হিংসায়,
আক্রোশের সূত্রেও সে অজ্ঞাতে লভিয়া তাঁর সাথে
নিরন্তর যোগ পায় তাঁহারে অন্তিমে। হে রাজন্!
কৃষ্ণের লীলার পার কে পেয়েছে ভুবনে? তখন
কোন্ সূত্রে আবির্ভাব হয় তাঁর কবে কার মনে
জানে না কেহই। দিশা পায় নাই কেহই জীবনে—
পরশমণির সম স্পর্শে তার কেমনে দুর্জন
মুহূর্তে মহাত্মা হয়—কুসুমিত হয় কাঁটাবন।
সে মায়ামানব করে লৌহচিত্ত স্বর্ণপ্রভ পলে
কোন্ সে-নেপথ্য হ'তে অগোচরে কোন্ সে-কৌশলে
প্রত্যক্ষের নাটমঞ্চে অঘটন ঘটান অচ্যুত
কে বলিবে? লোকোত্তর মনীষাও হয় অভিভূত
লীলায় তাঁহার। স্নেহ ভক্তি কাম দ্বেষ বা শঙ্কায়
চিত্ত যারই যুক্ত হয় তাঁর সাথে—সেই মুক্তি পায়।

•

কংস পেল স্মরিয়া তাঁরে ভয়ে,
গোপীরা কামে লভিল হৃদিমাঝ,
যাদবকুল—স্বজন-পরিচয়ে,
বিদ্বেষেরে বরিয়া চেদীরাজ,
তোমরা তাঁরে জিনিলে স্নেহপথে,
আমরা ঋষি—ভকতি-ধ্যান-ব্রতে॥ (১।২৫,২৭-৩০)

অষ্টম স্কন্ধ

বিষ্ণুর প্রতি গ্রাহগ্রস্ত গজেন্দ্রের স্তব :

লীলার যাহার চির-অচিন ধারা,
　　স্বরূপ তাহার কেউ কি আজো জানে ?
অমর যোগী ঋষিরাও হারা
　　হয় নিয়ত যার অচিন্ত্য ধ্যানে !

মর্ত্যলোকের অবোধ পশু আমি
　　কেমন ক'রে পাব তোমার পার ?
শুধু শরণ চাই বিপদে স্বামী,
　　রক্ষা করো দয়ার অবতার !

আমার গতি সে-ই—কৃপা যার শুনি
　　সর্বসুহৃদ : যাহার শুভঙ্কর
দর্শন-আশে গহনব্রত মুনি
　　গৃহ ছেড়ে হয় অরণ্যচর।

তোমার শরণ চেয়েই পশুর বাঁধন
　　যায় ঘুচে—তাই মুক্তিরে আজ যাচি।
করুণা যে তোমার সর্বসাধন
　　তাই আমি তার পথ চেয়ে আজ আছি।

অমর তুমি, নিত্য-আসীন প্রেমে,
　　অন্তরেও তুমিই অন্তর্যামী :
তাই ডাকি আজ—বন্ধু এসো নেমে
　　বিশাল বরাভয়ে জীবন-স্বামী।

যারা তোমায় চায় হে ভগবান্
একান্ত সাধনায়—তারা ভবে
চায় না কিছুই প্রসাদ-বরদান :
বর পেয়ে কী বলো তাদের হবে—

যারা তোমার বিচিত্র কীর্তনে
আনন্দ-সমুদ্রে নিশিদিন
দেয় ডুব—রয় তোমারি বন্দনে
আপনহারা—তোমাতে বিলীন ?

জন্ম কর্ম নাম রূপের পারে
রাজি'—তবু ধরার ত্রাণ-তরে
মূর্তি ধরে যে-জন বারে বারে
তাকেই আমার হৃদয় প্রণাম করে।

অনন্ত যার ঈশিত্ব-বৈভব
অরূপ হ'য়েও রূপ ধরে ভুবনে,
অসম্ভবে করে যে সম্ভব,
নমো নম তারই শ্রীচরণে।

প্রদীপ হ'য়ে ভায় যে প্রাণপুরে
অপ্রকাশের প্রকাশতরে নিতি
মন ও বচন হ'তে বহুদূরে—
তারি কৃপার আজ আমি অতিথি।

দেখতে নয়ন শেখে ধীরে ধীরে
কামনাতে নেই তো চিরত্রাণ :
বিনা মোহলুপ্তি এ-তিমিরে
দেহের মুক্তি চায় না আর এ-প্রাণ।

তাই, নিয়ে এ-পশুর দেহ মন
মিটবে আমার কোন্ সুচিরের সাধ ?
সব দিকে যার আঁধার-আবরণ
অজ্ঞানেরই মুক্তি সে চায় নাথ! (৩।৬-১০,১৭,২০,২৫)

শুকদেব পরীক্ষিৎকে ঃ

অপরের তাপনিবৃত্তি তরে দুঃখ সহেন সাধুগণ ঃ
সকলের হৃদে রাজেন যে-হরি এই তো তাঁহার আরাধন। (৭।৪৪)

মহাদেব পার্বতীকে ঃ

দেখ দেখ হায় ভবানী, জীবের ভাগ্য-বিপর্যয় !—
মন্থি' সিন্ধু অমৃতের আশে—গরল-অভ্যুদয় !
কালকূট ছায় বিশ্ব—আমার আশ্রয় যাচে সবে।
আর্তের ত্রাণ করিতে আমাকে ধরায় নামিতে হবে।
ক্ষণভঙ্গুর প্রাণ দিয়ে করে যুগে যুগে সাধুগণ
নিখিল প্রাণীর রক্ষা, কৃপায় তাদেরো করে তারণ
প্রাণের হিংসা করে যারা মূঢ় বৈরাচরণে নিতি।
দুর্গতে করে দয়া যারা—সাধে দয়াল হরির প্রীতি,
তাঁর সে-প্রীতির প্রসাদ আমিও পাই চরাচর সাথে ঃ
তাই বিশ্বের মঙ্গল তরে ভখিব গরল সাধে। (৩।৩৭-৪০)

লক্ষ্মীর দুঃখ

(সমুদ্র মন্থনের সূচনায় বিষোদ্গারের পরে শিব গরলপান ক'রে হ'লেন নীলকণ্ঠ। তারপর উঠল কামধেনু সুরভি, তুরঙ্গ উচ্চৈঃশ্রবা, কুঞ্জর ঐরাবত, মণি কৌস্তুভ, কল্পতরু, পারিজাত প্রভৃতি। তার পরেই লক্ষ্মীর উদয়। লক্ষ্মীর উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলি সম্পর্কে আমি শ্রীধর স্বামীর টীকাই অনুসরণ করেছি।)

উদিল কমলা মথিত সিন্ধু দলি'
কান্তি-ছটায় উজলিয়া দশদিশি !

গাহিল দেবতা কিন্নর উচ্ছলি'
নমিল কৃতাঞ্জলি যোগিমুনিঋষি।

চারিদিকে চেয়ে দেখিল বিম্বাধরা :
সিদ্ধ যক্ষ সুরাসুর ঋষি মুনি !
কারে দিবে বরমাল্য স্বয়ংবরা ?
আছে কি হেথায় নিষ্কলঙ্ক গুণী ?

গভীর চিন্তা করে ইন্দিরা মনে :
নিখিলবাঞ্ছিতার বাঞ্ছিত বর
আছে কি নিখিলে—নাই যার ত্রিভুবনে
দোসর—যে চির-অনিন্দ্যসুন্দর ?

দুর্বাসা আদি মুনি ? না না, নাহি চাই।
বিনা ক্রোধজয় কী ফল তপস্যায় ?
বৃহস্পতি ?—সে জ্ঞানী বটে—তবু নাই
নিষ্কাম জ্ঞানগৌরব তার হায় !

ব্রহ্মা চন্দ্র ? মহান্ তাহারা জানি।
কিন্তু স্বভাবে কামজয়ী আজো নয়।
ইন্দ্র ? সুরেশ কেমনে তাহারে মানি—
অসুর যাহারে বার বার করে জয় ?

শুক্র, পরশুরাম ?—ধার্মিক তারা
কিন্তু কোথায় সর্ববান্ধবতা ?
শিবিরাজ ? ধিক্ হেন ত্যাগীদের—যারা
লভে নাই ত্যাগে সুমতি মুক্তি-ব্রতা !

কার্তবীর্য ? সেথায় বীর্য রাজে :
কালাধীনে তবু কেমনে বলিব—'প্রিয়' ?

মার্কণ্ডেয় ? দীর্ঘায়ু সেথা আছে,
না না—শীলহীন, দুর্বল-ইন্দ্রিয়।

বলে হিরণ্যকশিপু অপরাজেয়,
তবু স্থিরতা নাই জীবনের তার !
শিব ? আয়ুবলে মহীয়ান্—তবু সেও
অমঙ্গলই যে করিল কণ্ঠহার !

শুধু একজন দেখি অনিন্দনীয়,
সর্বগুণেশ্বর সে—কিন্তু হায়,
হরি যে পূর্ণকাম !—হেন বরণীয়
করে না বরণ কামিনীরে কামনায়।

বলির দীক্ষা

করায়ে অমৃতপান দেবগণে যবে নারায়ণ
জ্বালিলেন তাহাদের প্রাণদীপে নব উদ্দীপন
সমুদ্র-মন্থন-অন্তে ঃ দৈত্যকুল সংক্ষুব্ধ অন্তরে
আক্রমিল চিরশত্রু দেবতারে। সে-ঘোর সমরে
দনুজেশ বলি হ'ল বজ্রাহত যবে—নিরাশায়
আহত নায়কে ল'য়ে দৈত্যচমূ বিষণ্ণ সন্ধ্যায়
অস্ত-পর্বতের কোলে করিল প্রয়াণ মুহ্যমান্।
সেথা করুণার্দ্র দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য মহীয়ান্
মহাতপোলব্ধ মৃতসঞ্জীবনী-বিদ্যাবলে তাঁর
করিলেন উজ্জীবিত মুমূর্ষু বলিরে। তপস্যার
হেন পরিচয় লভি' ভৃগু শুক্র আদি তাপসের
পদতলে যাচি' নব শৌর্যদীক্ষা সাধি' তাঁহাদের
সমর্থনে বিশ্বজিৎ যজ্ঞ সুমহান্ সে লভিল
দিব্য রথ অশ্ব ধ্বজ ধনুর্বাণ। সেই সাথে দিল
পিতামহ শ্রীপ্রহ্লাদ তারে ম্লানিহীন পুষ্পমালা।
গুরু দিল জয়শঙ্খ। নবোৎসাহের দীপ জ্বালা

হ'ল অসুরের ম্লান মর্মে। লভি' ঋষি-আশীর্বাদ
দিগ্বিজয়ী হ'ল বলি। মিটাতে সে প্রতিহিংসা-সাধ
দিল হানা স্বর্গপুরে ল'য়ে তার অজেয় বাহিনী :
অবরুদ্ধ দেবপুরী বিনা যুদ্ধে নিল দৈত্য জিনি'।
বিলাসী ত্রিদিবগণ হৃতবীর্য, সাম্রাজ্য-বিহীন,
ধরিয়া বৈদেহ-রূপ রহিল শঙ্কায় শূন্যলীন।

দেবমাতা অদিতির প্রাণে নাই সুখ শান্তি—পুত্রগণ
কোথা গেছে কেহ নাহি জানে, জননীর হৃদয়-বেদন
মানে না বারণ…একদিন সমাধি-উত্থিত হ'য়ে ঘরে
ফিরিয়া কশ্যপ—হেরি' দীন মূর্তি তার শুধাল সাদরে :
"চিরদিন যে-মুখকমলে সুখ-হাসি দেখেছি সঞ্চল,
সেথা কেন আলো নাহি জ্বলে ? বিপ্রের কি হ'ল অমঙ্গল ?
যে-গৃহ-আশ্রমে বিধি আছে তাহাদেরো যোগসাধনের
যারা যোগ হৃদয়ে না যাচে— অকুশল হ'ল কি তাদের ?
স্বজন-সোহাগে অন্যমনা দেখ নি কি চাহিয়া—দুয়ারে
অতিথি না লভিয়া অর্চনা গেল ফিরে সন্ধ্যার আঁধারে ?"
ঘরণী কহিল অভিমানে : "ধর্ম বিনা নাই ধরাতলে
অন্য কোনো চিন্তা যার প্রাণে, মুখকমলের কথা বলে
কেন সে ? ব্যথার রমণীর কেন চাহে বার্তা ?—জানে না যে
কারে বলে স্নেহ, আঁখিনীর, জানে মাত্র—অভিধানে আছে ?
গৃহধর্মে হয় নি স্খলন,"— কহিল কাঁদিয়া অশ্রুমুখী :
"হতমান যার পুত্রগণ দৈত্যপরাক্রমে—সে কি সুখী
হয় কভু নাথ, শুধু জানি'— পতি তার মহর্ষি কশ্যপ ?
স্বর্গসিদ্ধি কেমনে বা মানি— দেবতার যদি পরাভব
হয় দানবের হাতে নিতি ? করো প্রভু করুণা আমারে,
তপস্বীর উদাসীন রীতি বুঝি না—রেখো না অন্ধকারে :
পুণ্যের যদি না জয় হবে, তপস্যায় হায় মুনি সাধে
কোন্ কীর্তি ? সৃষ্টি আজ যবে ম্রিয়মাণ অসুর-সংঘাতে !"

কহিল কশ্যপ হাসি' ঃ "মায়ার মোহন বাঁশি রমণীরে খেলায় কেমনে !
বার বার দুঃখ পায় গাঢ় স্নেহ-মমতায়—তবু সে মায়ারি আকিঞ্চনে
যায় ভুলে বারবার—ধরণীতে কে কাহার পতিপুত্র ? কে কার সহায় ?
শুধু এক নারায়ণ আপনার, প্রাণমন সঁপিয়া দাও লো তাঁরি পায়।
শুধু তাঁরে ডাকো যাঁর কৃপা বিনা নাই পার অকূল-পাথার বেদনায়।
তিনি দেখা দেন যদি, লভি' শান্তি নিরবধি তরিবে অশান্তি-তমসায়।
'শ্রীহরিতোষণ' ব্রত সাধিয়া চরণে নত হও তাঁর সম্পূর্ণ শরণে,
তিনি বিনা কেবা ত্রাণ করিবে ? অভয়দান আর কার সাধ্য ত্রিভুবনে ?
দেখিবে কামিনী কবে চিরতীর্থপথ—যবে তীর্থ চেয়ে অশ্রু প্রিয় তার ?
শুকায় সে-অশ্রুমালা বার বার—তবু বালা করিবে তারেই কণ্ঠহার !
তবু তপস্বীরো হায় যুগে যুগে এ কী দায় !—বুঝালেও বুঝে না যে-সতী,
তারেই ঘরণী করি' দাও তার কেন মরি, প্রজাবৃদ্ধি তরে প্রজাপতি ?"

সে-ব্রত গহন করিয়া পালন ডাকে সতী নিশিদিন ঃ
"নমো নমো নাথ, করো আশীর্বাদ, দয়া যার শ্রান্তিহীন।
বেদনা-বিধুর প্রাণ হ'তে দূর করো করো অন্ধকার,
তুমি বিনা আর আশ্রয় কাহার যাচিব করুণাধার ?
তুমি কর্ণধার, তরণী তোমার দোলাও তুফানে তব,
অন্ধ পারাবারে জ্বালি' বারে বারে আশা-তারা নব নব।
নব ঘনশ্যাম তুমি অভিরাম অসুন্দর করো দূর—
যন্ত্রণার রোলে আনি' প্রেমদোলে বরাভয় সুমধুর।
জননীর হিয়া ওঠে যে কাঁদিয়া, তুমি না বুঝিবে যদি,
মমতার বাঁশি বাজায়ে উদাসী কেন করো বিশ্বপতি ?
পতিত-পাবন, জগত-তারণ !—আমি কি জগৎ-ছাড়া ?
করুণা তোমার ঝলকি' আবার এসো হে অকূলে-তারা !"

সহসা অনিন্দ্য মূর্তি উদ্ভাসিল সর্বব্যথাহারী ঃ
পীতবাস, চতুর্ভুজ—শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী।

আনন্দে বিহ্বলা মৌনময়ী কৃতাঞ্জলি·· ঝরঝরি'
ঝরে অশ্রুধারা······এ কী অপরূপ কান্তি, মরি মরি !

কহিল শ্রীহরি ঃ "সতী ! ব্রত তব হয়েছে পালন।
লভিবে তোমার গর্ভে জন্ম এক অপূর্ব বামন।
করিব সে-নবরূপে নব লীলা, আমি, অবতার ঃ
দৈত্যের বিক্রম হবে লীন, দূর হবে অন্ধকার।
পূজিলে আমারে যবে—বর তুমি লভিবে নিশ্চয়,
অকূলে মিলিবে কূল, চিতাভস্মে জ্বলিবে অভয়।
অন্তর প্রার্থনা নতি পরশিলে চরণ আমার
বাঞ্ছিত প্রসাদরূপে লভে রূপান্তর। তমিস্রার
প্রতাপ কেমনে লীন হয় দৈব প্রসাদে, জননী,
দেখিবে আমার নব বিচিত্র বিগ্রহে। আগমনী
উঠিবে ঝঙ্কয়া যবে বিসর্জনীবুকে—অসুরের
প্রতাপ-মধ্যাহ্ন-রবি অস্ত যাবে চক্রান্তে বিপ্রের।
বলিও না কারেও একথা ঃ দেবগুহ্য সুগোপন
রাখিলেই হয় তার মন্ত্রগুপ্তি সফলসাধন।" *

* * *

যথাকালে দেবমাতা অদিতিগর্ভ হ'তে জনমিল হরি রূপ ধরিয়া
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম চতুষ্পাণি—জ্যোতি যেন পড়ে নির্ঝরিয়া !
তুষারশিখর হ'তে উল্লোলে ঝরে যথা নবারুণ প্রফুল্লকান্তি ঃ
যেদিকে ধায় সে-আলো মিলায় যুগের কালো, রজনীরে মনে হয় ভ্রান্তি।
বিস্ময় মানে সবে শিশুর কর্ণে দেখি' মকরাকৃতি হেমকুণ্ডল,
হৃদয়ে শ্রীবৎসরে চিহ্ন আনন্দিত, কটিতে পীতাম্বর প্রোজ্জ্বল।
বাহুতে বলয় চারু অঙ্গদ সুন্দর, শিরে শিখিচূড়া—যেন স্বপ্ন !
শ্রীকণ্ঠে বনমালা, শ্রীচরণে কিংকিণি, শ্রীবক্ষে কৌস্তুভ-রত্ন।
কশ্যপ জয়গান গাহিল যেমনি—হরি ধরিল মানবরূপ পুনরায় ঃ
দেবতাদীপ্তি ধূলি-ধরণী সহিতে নারে, চকিত চমকে তাই সে লুকায়।

"যুগ যুগ ধরি' আশা ছিল বিষণ্ণ—আজ হবে কি সফল ?" পুছে সকলে।
মঞ্জরে শত শত সরসে ইন্দীবর, বন্ধ্যা বৃন্তে ফুল উছলে।
বিহঙ্গ গায় গান পল্লবনীড়ে সুখে অকালে বসন্তের ছন্দ!
দিকে দিকে নিরাশার নিশান্তে মঞ্জিল নন্দিনী ঊষা—কী আনন্দ!
স্বর্গেও পড়ে সাড়া ঃ অপ্সরা রঙ্গিণী ঝরালো চরণে নবনর্তন-
বিভঙ্গে লাস্যতরঙ্গ, অতুল সুরে কিন্নরীকুল সাধে কীর্তন।
জলদের ছায়া হ'ল রূপান্তরিত ছবি অসংখ্য রেখা রঙে গগনে।
ধরায় শিশির হ'ল রূপরঞ্জিত সুখ-প্রদীপ ফলিয়া বুকে তপনে।

কতিপয় বর্ষ পরে শিশু পদার্পণ
করিল কৈশোরে যবে—ঋষিগণ আসি'
দিল তারে দ্বিজজন্ম—পুণ্য-উপবীতে!
কশ্যপ পরাল পুত্রে মঞ্জুল মেখলা।
পৃথ্বী দিল কৃষ্ণাজিন। বনস্পতি সোম
দিল দণ্ড। দিল মাতা অদিতি কৌপীন।
স্বর্গ দিল আতপত্র, ব্রহ্মা—কমণ্ডলু,
ঋষিগণ—কুশ, সরস্বতী—অক্ষমালা,
যক্ষপতি—ভিক্ষাপাত্র। আপনি পার্বতী
ভগবতী-রূপ ধরি' দিল ভিক্ষাদান।
হেন বহু-অর্ঘে-সংবর্ধিত মাণবক
করিল শ্রদ্ধায় হোম অগ্নি-আবাহন।

* * *

নর্মদার তীরে ভৃগু শুক্র আদি মুনি
বলির উদার মহাচরিত্রের গূঢ়
আকর্ষণে অসুরের সিদ্ধিলাভ তরে
করে অশ্বমেধ যজ্ঞ। বীর্যে অদ্বিতীয়,
সংযমে সুষমাময়, দানে দীপ্যমান্,
কর্মে অতন্দ্রিত, দৃঢ় নিষ্ঠায় তাপস,

হেন শ্রীবলির কীর্তি আদিত্যের সম
দিকে দিকে বিচ্ছুরিল। প্রার্থী কেহ কভু
আসিয়া অপূর্ণকাম না যায় ফিরিয়া।
প্রজাগণ সবে গৃহে সুখে নিদ্রা যায়
খুলি' দ্বার। আততায়ী-আঘাতে পথিক
হারায়-না এক ক্রান্তি পথের পাথেয়।
"ধন্য রাজা!"—বলে সবে—"বিচিত্র প্রতাপী
কবে কে দেখেছে হেন—কলহ-মুখর
ধরণীর কোলাহলে?

প্রেরিয়াছে বলি
নিমন্ত্রণ দশদিশি। রাজগণ আসি'
করে স্তব, উপায়ন রত্ন-মণি-রথ-
গজ-বাজী অর্ঘ সম সঁপিয়া চরণে
ঘেরি' তারে কৃতাঞ্জলি কৃতার্থের সম।
উঠে সুগম্ভীর ঋঙ্‌মন্ত্র স্তুতিগুলির
পুরোহিত-বৃন্দমুখ হ'তে—যার মাঝে
কেন্দ্রপতি ইন্দ্রজিৎ শোভে বলিরাজ
বিষ্ণুবক্ষে কৌস্তুভের মধ্যমণি সম।

* * *

সকলে চমকি' চায়ঃ ধীরপদক্ষেপে
আসে কে ও-দীপ্যমান্ বিচিত্র অতিথি!
মাণবক? সত্য—তবু নহে তো মানব!
হেন দীপ্তি ধরে কভু ক্ষণজন্মা তনু?
স্ফটিকের অন্তরালে অলক্ষ্য অনল
স্ফটিকেরে করে যথা স্বর্ণকান্তি দান,
বামনের স্বর্ণদেহ-কেন্দ্রে যেন এক
অদৃশ্য প্রদীপ করে দীপ্র দেহ তার

দেবতার অনির্ণেয় আশীর্বাদ সম !
(কে ঢাকিবে অনিরুদ্ধ দিব্য জ্যোতির্মণি ?)

বক্ষে শুভ্র উপবীত, বেষ্টিত শ্রীকটি
মুঞ্জ-মেখলায়, বামস্কন্ধে অজিনের
কান্ত উত্তরীয়, অঙ্গে ভস্মের বিভূতি,
শিরে জটাভার, করে দণ্ড কমণ্ডলু—
সুদুঃসহ তনুতেজে তাঁর অভিভূত
ঋত্বিক্ অশীতিপরও উঠিল বিস্ময়ে
দাঁড়ায়ে—আচার্য শুক্র ভৃগু আদি মুনি।
বলিজায়া বিন্ধ্যাবলি পতির সংকেতে
সুবর্ণ ভৃঙ্গারে বারি আনিয়া আপনি
ধরিল চরণমূলে ক্ষুদ্র অতিথির।
শ্রীবলি প্রক্ষালি' তাঁর বালক-চরণ
ধরিল সে-পাদোদক শিরে আপনার।
পরিজন, রাজবৃন্দ, গুরু পুরোহিত
সভাসদ সবে হ'লে পুন সুখাসীন
কহিল সাদরে নৃপ ঃ
"স্বাগত ব্রহ্মন্ !
স্বাগত নয়নানন্দ ! পিতৃকুল মোর
পবিত্র তোমার আবির্ভাবে। অশ্বমেধ-
উৎসব কৃতার্থ আজি লভি' তোমাসম
বিবস্বান্ তাপসেরে। প্রসাদে তোমার
ভাগ্যবান্ আমি তপোধন—যজ্ঞানল
আহরিল নবদীপ্তি অঙ্গ হ'তে তব।
ব্রহ্মচারী ! প্রার্থী যদি হও সম্পদের,
বলো কী প্রার্থনা তব—ধেনু বা কাঞ্চন,
সুরম্য নিলয়, কিবা স্নিগ্ধ অন্ন, পান,

গ্রাম, অশ্ব, গজ, সৈন্য, কন্যা তিলোত্তমা,
কিঙ্কর-কিঙ্করী-রত্ন-মণিহার সহ—
যাহা ইচ্ছা বলো—আমি দিব ভূরিদান।”
কহিল অতিথি ঃ “সাধু সাধু জনপতি!
সাধু হে উত্তমশ্লোক কান্ত প্রিয়ংবদ!
প্রতি ভঙ্গিমায় তব আত্মপ্রত্যয়ের
তাপ আভা হ'য়ে ঝরে। বচন তোমার
যোগ্য তব—পিতামহ যাহার স্বয়ং
শ্রীপ্রহ্লাদ—কুলে যার জন্মে নাই কভু
আতুর কৃপণ হেন—যাচক ব্রাহ্মণে
যে করেছে প্রত্যাখ্যান। জানি হে রাজন্,
তব কুলকীর্তি-কথা। জানে না কেবল
বধির যাহারা জন্ম হ'তে। মহাভাগ!
বংশের তোমার আচরণ অনুষ্ঠান
শুধু জনশ্রুতি নয়—পুণ্য ইতিহাস।
মূঢ় যারা গণে অবিস্মরণীয় শুধু
শুষ্ক ছিন্ন ঘটনার পঞ্জিকা শ্রীহীন,
কোন্ মন্বন্তরে ছিল মনু কোন্ জন,
সূর্যবংশ-চন্দ্রবংশ-রাজ-তরঙ্গিণী,
ছিল প্রতিপক্ষ কার কোন্ ধনুর্ধারী,
কোন্ মুনি কারে দিল কবে অভিশাপ!
—নহে নহে। সত্য ইতিহাস বলি তারে
যবে চিত্রণীয় তার হয় সুচরিত
সাধু-সজ্জনের, মহাপুরুষের—যবে
কোন্ অবতার আনি' কোন্ নব ভাব
জাগালো সে-কোন্ আলো কোন্ নব সুরে
—হেন কাহিনীর গাঁথে সার্থক মালিকা!
ঘটনা-স্মৃতিলিপির আছে প্রয়োজন—

মানসের জিজ্ঞাসা সেথায় কিছু পায়
পিপাসার বারি বলি'। শুধু হেন
ঘটনার পঞ্জি নয় প্রেমের পাথেয়,
চেতনার আরোহিণী। প্রেম উদ্বোধিত
হয়—যবে শুনি শ্রদ্ধা কীর্তির কাহিনী,
শুনি যবে—হিংসামত্ত ঝটিকারো মাঝে
তোমা-সম লোকপাল কেমনে রাখিল
অম্লানের আদর্শেরে অক্ষত আহবে!
শুধু তোমা-সম মহাপ্রাণ ধরাতলে
জন্ম লয় বলি' আজো সূর্য চন্দ্র উঠে
আনন্দের-প্রতিশ্রুতি-দীপ্ত আবর্তনে।

"মহত্ত্ব—মহিমময় স্পর্শ-মণি সম,
বরে যার কৃষ্ণা হিংসা হয় হিরণ্ময়ী,
হত্যাবক্ষে ফলে বীর্য-বনস্পতি—শুধু
তোমা সম শৌরী বুনি' ঔদার্যের বীজ
বন্ধ্যা রণক্ষেত্র করে প্রাণের শোণিতে
উর্বর বলিয়া—দাও তোমরা ধর্মের
হোমে প্রাণাহুতি-দীক্ষা বলি'—মৃত্যু আজো
রূপান্তরিয়া ধরে মূর্তি মহিমার
মৃত্যুহীন মাহাত্ম্যের আশ্চর্য নির্দেশে।
তোমরাই ঐতিহ্যের রচো অভিধান—
'করি' আশা ফিরিবে না প্রার্থী শূন্য হাতে
যাচিয়া দ্বৈরথ রথী ফিরিবে না কভু
দ্বৈরথ না লভি' : মূঢ় দর্পিত স্পর্ধায়
আহ্বানিলে কেহ—হবে দিতে শাস্তি তারে
রাজকীয় গর্বে প্রাণ গণি' তুচ্ছ পণ।'
অশঙ্কার হেন চিত্র প্রতিমার সম

মর্মের মন্দিরে আজো রহে জাগরূক—
আত্মার আরতিদীপে তোমরা পূজারী
আজো করো পূজা বলি'। তাই আমি আজ
যাচি এই কুণ্ঠাহীন প্রতিশ্রুতি : তুমি
দিবে দান মোরে—তিনপাদে আমি করি
যত ভূমি অধিকার সাম্রাজ্যে তোমার।"

কহিল হাসিয়া বলি : "বিচিত্র যাচক!
বাক্য তব দেয় লজ্জা কবিরেও—মানি,
কিন্তু এ কী অসঙ্গতি?—বুদ্ধিতে আজিও
শিশুরো কনিষ্ঠ তুমি। তাই আসি' আজ
ত্রিভুবনাধীশ্বরের দুয়ারে—প্রার্থিলে
মাত্র ভূমি তিনপাদ!! ওই ক্ষুদ্র পদে
যত ভূমি অধিকার করিবে ধীমান্,
লক্ষ গুণ করো যদি—মিলিবে না তবু
এককের জীবিকার সঞ্চয়। অতিথি!
শুন নাই বুঝি মোর দানের কাহিনী
তাই কুণ্ঠা প্রার্থনায়? আমার দুয়ারে
একবার প্রার্থী যাহা পায় তার পরে
হয় না সে আমরণ জীবনে কাহারো
প্রসাদ-ভিখারী আর। হে অবিচক্ষণ!
সুখে প্রাণধারণের তরে ভূমি যত
প্রয়োজন তব বলো : সে-বিস্তীর্ণ ভূমি
দিব ব্রহ্মোত্তর আমি। কিম্বা যদি চাও
রাজ্যপদ—বলো : শুধু প্রার্থিও না আর
তুচ্ছ তিনপাদ ভূমি শিশু-উচ্চারণে।"

কহিল বামন : "সাধু, সাধু মহারাজ!
রাখিও স্মরণে—আমি জানি কীর্তি তব।

তুমি অদ্বিতীয় দানে—শিশুও যে জানে।
কিন্তু মহারাজ, শোনো নাই কি তুমিও—
কামনার নাহি শান্তি ? যাহা প্রয়োজন
তাহার অধিক তাই জিতেন্দ্রিয় কভু
নাহি চায়। জলতৃষ্ণা মিটে জলপানে,
কিন্তু কামনার তৃষ্ণা—সে যে লোল শিখা ঃ
উপাদান হয় শুধু ইন্ধন সেথায়—
যত পায় তত চায়, তত বাড়ে জ্বালা,
সুখ তো দুঃখেরি বন্ধু, নামান্তর ভবে।
আমার ভরণে যবে প্রয়োজন শুধু
ত্রিপাদ-ভূমির – বলো কী করিব আমি
তপস্বী—যাচিয়া ধন ললনা ললাম ?
বিপ্রের প্রার্থনা নহে কামনা-কাঙাল,
অসন্তোষ নহে তার মূল। বিপ্রাচার
নহে অসাধুর বৃত্তি। ভোগ কবে বলো
লক্ষ্য তার ? দেহও সে করে না কামনা
বিলাসের তরে। তনু করে সে লালন
দেহরাজ্যে দেহাতীতে আনিতে আহ্বানি'।
হেন দেহ তরে আমি চাই ব্রহ্মোত্তর
ত্রিপাদ ভূমির—তার অধিক চাহি না।
শুধু বীর, আছে এক প্রার্থনা আমার।
মানবের মন ক্ষণে ক্ষণে ওঠে রাঙি'
সংঘাতের আলোড়নে। আজ যাহা করি
সংকল্প—হিমাদ্রিসম মনে হয় যারে,
কাল দেখি সে দুর্বল বল্মীকের স্তূপ।
তাই করি' স্পর্শ পুণ্য যজ্ঞবারি দাও
প্রতিশ্রুতি তিনবার—দিবে দিবে দিবে
যত ভূমি ত্রিপাদে করিব অধিকার।"

হাসিয়া কহিল বলি : "তবে তাই হোক্,"
চাহিয়া মহিষী পানে কহিল : "শুনিলে
বৈরাগীর অনুরোধ ? কোথা যজ্ঞবারি ?
আনো কাছে, স্পর্শ করি' করিব শপথ
এক্ষণে —"

সহসা শুক্রাচার্য নিবারিয়া
রাজ্ঞীরে, চমকি' সবে, কহিল বলিরে :
"যত চাও করো ভূমি দান হে সরল
মহাবীর !—শুধু হেন প্রতিজ্ঞা অদ্ভুত
করিয়ো না—শুন উপদেশ : ধ্যানে আমি
জেনেছি—বামন নহে সামান্য মানব,
ছদ্মবেশী নারায়ণ তিনি—দেবমাতা
অদিতির গর্ভে লভি' জন্ম—তব দ্বারে
এসেছেন প্রার্থিরূপে দেবস্বার্থ তরে
হরিতে সর্বস্ব তব—জিনি' ছলনায়
ত্রিপাদে ত্রিলোক। করি' বিষ্ণুরে প্রদান
ত্রিভুবন—কোথা তুমি করিবে রাজন্
অবস্থান ? কেমনে বা প্রতিশ্রুতি তব
রাখিবে—কোথায় পাবে অন্তহীন ভূমি
তৃতীয় চরণ তাঁর করিতে ধারণ
এক পাদে মর্ত্য ব্যাপি' অন্য পাদে যবে
স্বর্গ ব্যোম অধিকার করি' বিশ্বরূপ
ধরিবেন মূর্তি মহাকায় ? জ্ঞানী কভু
সে-দানের নাহি করে প্রশংসা ভূয়সী,
ফলে যার জীব তার হারায় জীবিকা।
আপনার তরে রাখি' তবে দান বিধি।
কহে শাস্ত্র : 'ধর্ম অর্থ যশ কাম তথা

স্বজনপোষণ তরে রাখি' ধন—তবে
দাতা দান করিবে ধরায়।' ”
কহে বলি ঃ
“করিয়াছি উচ্চারণ একবার যবে
দিব দান – করি বা না করি অঙ্গীকার,
প্রতিশ্রুতি তারে জানি। বিবেক যাহারে
কর্তব্য বলিয়া মানে—উচ্চারণই তার
অঙ্গীকার। তাই কোরো ক্ষমা অন্তর্যামী,
লংঘি যদি নিরাপদ উপদেশ তব—
অন্তর-নির্দেশে শুনি' স্বধর্ম-আহ্বান।
দাতার স্বধর্ম দুই ঃ সত্য তথা দান।
এ যুগল ধ্রুব সত্যে করিব কেমনে
ক্ষুদ্র স্বার্থভয়ে দেব, আজি অবমান ?”

কহে শুক্রাচার্য ঃ “মূঢ়! সত্য বলো কারে
সত্য নহে আকাশের ঃ মর্ত্যেই তাহার
চির-বিবর্তন। সত্য—দেহ-বিটপির
পত্র ফুল ফল—জানি, কিন্তু সে-তরুর
মূল ধৃত নয়—শুদ্ধ সত্যে। মর্ত্যধামে
বিশুদ্ধ সত্যের আত্মা ধরে না বিগ্রহ।
জীবনের তলদেশে স্বার্থ ও বাসনা
আছে যবে সুপ্রচ্ছন্ন—কেমনে হেথায়
নিষ্কাম সত্যেরে প্রাণী করিয়া আশ্রয়
সুরক্ষিবে তার প্রাণবায়ু দেহাধারে ?
সর্ব বাসনারে করো উন্মূলিত যদি
ত্যাগ-মোহে—দেহ-শাখী মুহূর্তে শুকাবে
রসোদ্দীপনা নাহি লভি' মূলাধারে।
প্রবীণ শাস্ত্রীরা তাই দিল এ-বিধান

যুগে যুগে—সামান্ত মিথ্যায় নাহি দোষ।
আরো এক কথা : যদি সর্বস্বদানের
করো হেথা অঙ্গীকার অন্ধ অহংকারে,
নির্নেত্রের আছে প্রত্যবায়। দান নহে
শুধু নাট্যরঙ্গ—দীপ্র পাদপ্রদীপের
ক্ষণিক ঝলক নয়—জীবনলীলার
সে সার্থক অঙ্গমাত্র। একটি অঙ্গের
বিকাশবাহুল্যে যথা নিত্য হয় হানি
সুন্দর দেহের পূর্ণ কান্তির—তেমনি
সর্বস্ব-দানের অঙ্গীকার মহত্তর
দেহধারণের সত্যে করে প্রতিবাদ।
উচ্ছ্বাসের অহংকারে তাই যদি কেহ
করে কভু উচ্চারণ—দিবে সব দান·—
প্রত্যাহারে তার সত্যভঙ্গ নাহি হবে।
কোন্ সত্যে দান রহে বিধৃত—ভাবিয়া
দেখ' ধীরমনে নরোত্তম !—যার নাই
কিছুই জীবনে—দান করে না সে কভু।
সর্বস্ব বিলায় দানগর্বে যে—সে নহে
প্রতিষ্ঠিত দান-সত্যে। সত্য নহে শুধু
ঝঙ্কার-সর্বস্ব : প্রাণসুষমার সাথে
জড়ায়ে সে এ-দেহের অস্থিতে মজ্জায়,
ধমনীর রক্তদোলে, বুকের নিশ্বাসে।
সঙ্গতির চাই রক্ষা সত্য-ব্রত তরে।
বিনা সে-সঙ্গতি ব্রত হয় অর্থহীন
ধরাতলে—অসম্ভব হয় কি সম্ভব
শুধু নটভঙ্গিমায় ? দাতা ও অর্থীর
না রহে প্রভেদ যদি—কে দিবে কাহারে ?
'স্বার্থতরে ভোগতরে করিব সঞ্চয়

কেবল জীবনে'—হেন টঙ্কার যেমন
নহে ধর্ম-ধানুকীর—(সত্য-লক্ষ্যভেদ
সেথা নাহি হয় বলি')—জানিও তেমনি
'পরার্থের তরে দিয়া সর্বস্ব বিলায়ে
হব ভিক্ষু'—এ-শপথো মন্ত্রসত্য নহে।
আরো এক কথা বলি—করো অবধান।
মিথ্যা বলি' মনে হয় যাহারে ধীমান্,
নহে অবিমিশ্র মিথ্যা। কাব্যের পরম
সত্য হয় ঝঙ্কারিত ছন্দোবন্ধে বলি'
অছন্দের বাক্যালাপ কে দিয়েছে কবে
বিসর্জন মিথ্যা গণি'? আজো পঙ্কজিনী
ফোটে না কি পঙ্কবুকে? মিথ্যা যদি হ'ত
হীনতা সর্বতোমুখী—রহিত কি ঘেরি'
প্রাণের প্রবাল দ্বীপ সে সিন্ধুর সম
চিরদিন দেশে দেশে যুগে যুগান্তরে?
সর্বত্যাগ নহে সত্য—তাই সন্ন্যাসীও
অন্নের ভিখারী আজো গৃহীর দুয়ারে।
'মিথ্যা সাথে তিল সন্ধি করিব না'—হেন
দর্পিত প্রতিজ্ঞা জপি' কে পারে করিতে
গ্রহণ এ-দেহলোকে একটি নিশ্বাস?
তাই দিল বিধি শাস্ত্র: 'লঘু পরিহাসে,
প্রাণসঙ্কটের লগ্নে, জীবিকার তরে,
রমণীরে আনিতে স্ববশে, নির্দোষীর
জীবন করিতে রক্ষা—মিথ্যাচার নহে
নহে সত্যভঙ্গ।' "
প্রণমিয়া আচার্যেরে
কহিল বিনম্র দৃঢ় কণ্ঠে বলিরাজ:
"তিরস্কার তব গুরু গণি চিরদিন

আশীর্বাদ। জানি—নাই শিষ্যের ধরায়
হিতার্থী গুরুর সম। বহুজ্ঞতা তব
স্বভাব-ভূষণ—জানি। অজ্ঞান-তিমিরে
জ্ঞাননেত্র তুমি বিনা কেবা উন্মীলিত
করিবে জীবনে? তাই অতিথির গূঢ়
অভিপ্রায় উদ্‌ঘাটিলে স্বরূপ তাঁহার
প্রকাশি' আমার কাছে। সত্য—ভাবি নাই
মহান্ অতিথি হেন ছলী চক্রী রূপে
আসিবে আমার দ্বারে ত্রিপাদ-ভূমির
অর্থী হ'য়ে। কিন্তু তবু ক্ষমিও আমারে
যুক্তি তব যদি আজ হৃদয়ে আমার
সত্যের অভ্রান্ত চির-আনন্দ-স্পন্দনে
নাহি বাজে। আমি দেখি—শাস্ত্র চিরদিন
কল্পতরু সম—যেথা যে-ফলার্থী চায়
যে-বিধান—পায় তারে বাঞ্ছিত স্বাদনে।

•

"বাহিরের শাস্ত্র গুরু তাই আমি কভু
মানি নাই। আমি শুধু এক শাস্ত্র জানি ঃ
অন্তরতলের গূঢ় অভ্রান্ত নির্দেশ।
শাস্ত্র যবে যুক্তিজাল বুনে সাবধানে,
সে-জটিল কাঁটাবনে আজন্ম সরল
আমার বলিষ্ঠ মন চলিতে না চায়।
আজন্ম বিদ্রোহী দৈত্য আমার এ-শির
অব্যাহত অভ্রকামী—শাস্ত্র-মন্দিরের
সংকীর্ণ-নিষেধ-বিধি-বর-অভিশাপ-
তর্জন-গঞ্জিত কারাগারে চাহি নাই
প্রবেশিতে কভু দীন, হেঁটমুণ্ড, ভীরু
স্তাবকের সম। ভয় করি নি জীবনে

কাহারেও হোক না সে স্বয়ম্ভূ, ধূর্জটি,
করাল কৃতান্ত—তুমি জানো গুরুদেব
দাম্ভিক শিষ্যেরে তব। আমি করি নতি
শুধু মহত্ত্বেরে আর অন্তরগহনে
বিরাজে যে বিভু—নাম বিবেক যাঁহার।
শাস্ত্রের বিধান নহে অলঙ্ঘ্য জীবনে।

"কে রচিল শাস্ত্র ?—শাস্ত্রী—আমারি মতন
মর্ত্যজীব ভ্রান্তিভরা: কেন তাঁহাদের
মানিব আমার সত্যসন্ধানের পথে—
আরো দেখি যবে যুগে যুগে রূপান্তর
লভে শাস্ত্রবিধি নিত্য যুগ-প্রয়োজনে ?
আচার-পদাঙ্ক অনুসরি' শাস্ত্র চলে
কিন্তু গুরুদেব, সত্য-সন্ধানের পথে
আচার দিশারি নহে—সে শুধু পঞ্জিকা
বিধি-নিষেধের—বহু ক্ষুদ্র মন হ'তে
উদ্ভব যাহার। তাই উদার মানব
শাস্ত্রদ্রোহী হ'য়ে তারে করি' যুগে যুগে
তিরস্কার—চলে মহাসত্যের সন্ধানে।
কিন্তু প্রভু তর্কে কী বা ফল ? আমি নহি
কথায় কুশলী: বীর, কর্মী, রাজা আমি।
শুধু এক বেদ আমি মানি চিরদিন:
(মাতা তার—শ্রেয়োবুদ্ধি, বিবেক—জনক।
রক্তস্রোতে শুনি উভয়ের পদধ্বনি)
সে আমারে বলে আমি স্বধর্মে সম্রাট্,
বীর-নীতি আমার সর্বথা পালনীয়।
বলে সে—গভীর স্বনে—ক্ষুদ্র স্বার্থমোহে
কুলের আদর্শ তব ভুলিও না কভু।'

প্রহ্লাদ আমার পিতামহ গুরুদেব,
করিলেন তুচ্ছ যিনি প্রাণ বারবার
অন্তরের আজ্ঞা মানি', চাহিয়া কেবল
নারায়ণে। বিরোচন জনক আমার,
যিনি করিলেন তাঁর পরমায়ু দান—
দেবগণ এল যবে অর্থী হ'য়ে দ্বারে।

"প্রাণ তুচ্ছ, আজ আছে কাল নাই, হায়!
হেন প্রাণবৃত্তি তরে হারাব সত্যেরে—
লক্ষ্য যার চিরন্তন?—ক্ষম অপরাধ:
বলিয়াছি একবার যবে—দিব দান,
পালিব তাহারে, পরিণাম যদি হয়
সর্বনাশ—নাহি ডরি। ডরি আমি শুধু
অধর্মেরে—আর কারে নহে মুনিবর!
আমার বিবেক বলে: অধর্মের আছে
শুধু এক মূর্তি—অসত্যের অভিসার।
শৈশবে শুনেছি প্রভু—আজো বাজে কানে—
পৃথ্বীর ক্রন্দন সেই অসাঙ্গ-ঝঙ্কার:
'সর্ব ভার পারি আমি সহিতে বসুধা,
শুধু মিথ্যাবাদি-ভার সহে না সহে না!'
মনে পড়ে আজো আলোকিত প্রাণদান
দধীচির হীন দেব তরে। মনে পড়ে:
চাহিল স্বয়ম্ভু যবে শিবিরাজ গৃহে
করিতে আহার তার তনয়ে—উদার
সেবাব্রতী শিবিরাজ পুত্রেরে বধিয়া
করিল পরিবেষণ অতিথিরে তার।

"এ-ই রাজধর্ম দানধর্ম চিরন্তন,
যুগে যুগান্তরে যার নাহি রূপান্তর:

দান—দান—সর্বদান—প্রশ্নহীন দান,
পরিণাম-চিন্তা ছাড়ি' নিত্য পরতরে।
হে মহর্ষি! যুদ্ধে প্রাণ করে বলিদান
লক্ষ লক্ষ বীর : কয়জন করে দান
সর্বস্ব অকুতোভয়ে? আমি গণি তারে
বীরোত্তম—নিঃশঙ্কে যে পারে বিঘোষিতে :
'কীর্তি তরে সত্যরক্ষাতরে পারি আমি
সর্বত্যাগ সহিতে হেলায়।' "
রোষভরে
কহিল দানবাচার্য : "গণিলি পণ্ডিত
আপনারে—গুরুবাক্য অবহেলি' মূঢ়
অবিনয়ী শাস্ত্রপরাঙ্মুখতায়, তাই
গুরু তোরে দিল অভিশাপ—হবে তোর
লুপ্ত ত্রিভুবন-আধিপত্য চিরতরে,
রহিবে না ধরণীতে লক্ষ্মী তোর গৃহে।"

চাহি' অতিথির পানে কহিল ধীমান্
দৃঢ়কণ্ঠে পুনরায় : "নাহি ভয় তব।
করিয়াছি উচ্চারণ যবে একবার—
'তোমারে ত্রিপাদভূমি দিব দান আমি'—
হবে না অন্যথা সেই বচনের। তবু—"
বলি' মহিষীর পানে চাহিয়া সম্রাট্
কহিল প্রশান্তকণ্ঠে : "সম্মুখে আমার
রাখো সতী, যজ্ঞবারি—কোনো কথা নহে।"

দুরু-দুরু-হিয়া সাধ্বী পতির সকাশে
ধরিল ভৃঙ্গার সাশ্রুনেত্রে। স্পর্শ করি'
সে-পুণ্যসলিল বলি করিল ঘোষণা
জলদ-গম্ভীর স্বরে : "যোগী মুনি ঋষি

জায়া পুত্র কন্যা বন্ধু মন্ত্রী সভাসদ—
সর্ব সাক্ষী—করি আমি ত্রিসত্য-শপথ ঃ
দিব দিব দিব বিপ্রে ভূমি তিন পাদ
যদি সে-ত্রিপাদ বিস্তারিয়া সর্বগ্রাস
করে সে আমার—তথাপি আমার
দান অঙ্গীকার অবিচল। হে অতিথি!
স্বজন বান্ধব প্রিয় পরিজন চেয়ে,
বিশ্বে কীর্তিপ্রতিষ্ঠার চেয়ে, যজ্ঞ যাগ
পূজা হোম অশ্বমেধ দিগ্বিজয় চেয়ে
বরেণ্য আমার কাছে মৃত্যু সত্য তরে।
নহে নাট্যরঙ্গ ইহা ঃ সত্য নহে নহে
নহে নিরুদ্দেশযাত্রা ছায়াতীর্থ তরে ঃ
রক্তের স্পন্দনে তারে করি অনুভব
শিরায় শিরায়—সে যে আবেগচঞ্চল
জীবন্ত বিগ্রহ প্রাণমন্দিরে আমার,
অদ্বৈত-আরাধ্য—মূর্ত স্বপ্ন জাগরণে।
জীবন তো ম্লান ভস্ম বিনা সত্যশিখা।
নিয়েছি তাহার নাম রসনায় যবে
একবার—সাঙ্গহীন ঝঙ্কার তাহার
বাজিবে আমার প্রাণে—বাজে যথা বাঁশি
ব্রজগোপিকার কানে—যতক্ষণ তার
আহ্বানের পথে বাহিরিয়া অভিসারে
না হয় উধাও সতী—রহে না তাহার
জলে রস, স্থলে স্থিতি, নিশ্বাসে আরাম।"

উঠিল বাজিয়া দ্যুলোকে বাদিত্র ঃ আনক পণব-মৃদঙ্গ শঙ্খ
বাজিল মুরজ মুরলী উচ্ছলি'—পুষ্পবৃষ্টি হয় বিনিঃশঙ্ক

মহাপুণ্যশ্লোক বলিরাজশিরে, বাজল অগণ্য দুন্দুভি মন্দ্রি'
"ত্রিভুবন দানকরিল সম্রাট্"—ঘোষিল গন্ধর্ব কিন্নর নন্দি'।
গাহিল সপ্তর্ষি : "দেখেছি আমরা বীর্য বসুধায়, দেখিনি নেত্রে—
হরণের তরে এল যে—তাহারে দেয় কেহ সব ভোগের ক্ষেত্রে।
দেখেছি অমৃত তরে প্রাণপাত, বেদনাবরণ—লভিতে সিদ্ধি
বনবাস দূর মোক্ষলাভ তরে, আয়ুবিসর্জন যাচিয়া কীর্তি।
দেখি নাই—বিনা ইহ-পরলোকে পুরস্কার-আশা প্রসাদ প্রাপ্তি
অশঙ্কে যা আছে সর্ববিসর্জন—হেন মহিমার নাহি সমাপ্তি।

বামনের ক্ষুদ্র দেহ লভি' স্ফীতি হ'ল মহাকায় অমেয়কান্তি!
এক পাদে তিনি ব্যাপিলেন মহী, অন্যপাদে—স্বর্গ! স্বপন ভ্রান্তি
সম মনে হয়—লভিল যখন সে-বিরাট তনু প্রসার তূর্ণ
দ্বিতীয় চরণে করি' অধিকার ব্যাপ্ত অন্তরীক্ষ অনন্ত শূন্য!
নিরখিল বলি বিস্ময়ে—বিষ্ণুচরণ বিভঙ্গে দুলিছে মর্ত্য,
পদতলে রসাতল, সুবিশাল জঠরে উত্তাল সমুদ্রাবর্ত!
বসনে সন্ধ্যার গাঢ় চেলাঞ্চল, নাভিতে অম্বর, লোচনে সূর্য,
কেশে কৃষ্ণমেঘ, বুদ্ধিতে স্বয়ম্ভু, মূর্ধায় স্বর্গের চিরমাধুর্য।
দিবা ও শর্বরী আছে ঘেরি' তাঁর যুগল গভীর নয়নপক্ষ্ম,
ভ্রূভঙ্গে নিষেধ সংহিতানিচয়, অধরে লোভের বাহিনী লক্ষ।
ত্বকে লোল কাম, নখে শিলা, রোমে ওষধি, মোহিনী মায়া সুহাস্যে,
অস্ত্রে নদনদী, উন্নত ললাটে ক্রোধ, বক্ষে রমা, অনল আস্যে।
স্তনদ্বয়ে শোভে প্রিয় ও সত্য, কণ্ঠে ঝঙ্কারিত ধ্বনি ও মন্ত্র,
নাসায় পবন, কর্ণে দিগ্বলয়, জঘনে অসুর, মানসে চন্দ্র।
ইন্দ্রিয়ে দেবতা ঋষিবৃন্দ, গাত্রে প্রাণিসমারোহ, ছায়ায় মৃত্যু,
বাক্যে বেদচ্ছন্দ, জিহ্বায় বরুণ—মহাবিশ্বরূপ অপাপবিদ্ধ!

বলির সখা স্বজন সাথী আজ্ঞাবহ যত
স্তব্ধ হ'য়ে রহিল চেয়ে বিহ্বলের ম'ত।

বামনদেব বিশ্বরূপ ধরিয়া মহাকার
আবরিলেন জল-স্থল-ব্যোম দ্বিপাদে তাঁর।
তৃতীয় চরণের এখন কোথায় ঠাঁই হবে?—
জিজ্ঞাসাও মৌন হ'ল ব্যাপ্তিবৈভবে!
বিষ্ণু-পারিষদ যাহারা স্বর্গে ছিল—ছুটি'
ধরায় আসি' ভক্তিভরে হরিচরণে লুটি'
ধরিল সংকীর্তনের মহাজয়ধ্বনি।
ব্রহ্মলোক হ'তে এলেন নামি' কমলযোনি
আপন ধামে দীপ্তিরবি সহসা দেখি' ম্লান
হরিচরণ-নখশশীর উদ্ভাসে মহান্।

আসিল যত তাপস ঋষি স্বয়ম্ভূ-সনাথ,
হরিচরণে উচ্ছ্বসিয়া করিল প্রণিপাত।
মিলিত বন্দনে তাদের ভরিল ত্রিভুবন,
উদ্বেলিল দিগ্বলয়ে সে-মহানিস্বন:
চতুরানন-কমণ্ডলু হ'তে উছল নীর
চরণ করি' প্রক্ষালন বিষ্ণুর—অধীর
মহাগগনগঙ্গাধারে ঝরিল বসুধায়—
পরশে যার আজিও সব সন্তাপ জুড়ায়।

অনন্তর বামন দেহ সঙ্কুচিত করি'
মানবরূপ ধরিলে—তাঁর আদেশ অনুসরি'
গরুড় যবে করিল বলিরাজেরে বন্ধন,
মৌন বলি দিল না বাধা, জাগিল ক্রন্দন
হাহাকার সে-সভার মাঝে। কৃতাঞ্জলি সতী
বিন্ধ্যাবলি অভিমানিনী কহিল: "হে শ্রীপতি!
তোমারে বিনা-প্রশ্ন, সুখে, করিল সব দান
যে-মহাভাগ—তাহার কেন করো এ-অপমান?

বীরহৃদয়ে সকলি সহে—সহে না শুধু হায়
মহত্ত্বের হেন অহেতু দুর্গতি ধুলায়।
জানিয়া অভিসন্ধি তব, গুরুর অভিশাপ
সহি' যে দিল সকলি প্রভু তোমারে—কোন্ পাপ-
প্রত্যবায় ঘটিল তার—অবোধ নারী আমি
বুঝিতে নাহি পারি—কেমন বিচার তব স্বামী ?

কমল-করে ঝাঁপিয়া মুখ কাঁদিল মহারাণী,
কাঁদিল সখী স্বজন সবে। শ্রীবলি অভিমানী
দৃপ্ত স্বরে বলিল ঃ "রাণী ! যোগ্য তব নহে
অসংযম—বীররমণী বীরেরই ম'ত সহে।"

অশ্রুমুখী নীরব হ'ল। হাসিল রমাপতি ঃ
"বীরের আজ দম্ভ কোথা রহিল মহামতি !
যে যাহা চায় করিতে দান পারো এ-চরাচরে—
করিয়াছিলে অহংকার, মনে কি প্রভু পড়ে ?
বামন এক—ক্ষুদ্রতম চরণতল যার,
তার ত্রিপাদ-পৃথ্বী দান করিতে যে-রাজার
শক্তি নাই—সঘনে কেন করে সে বিঘোষণ ঃ
তাহার কাছে সফল হয় সকল প্রার্থন ?
দ্বিপাদে আমি করেছি ধরা স্বর্গ অধিকার,
রাখিবে বলো কেমনে তবু প্রতিজ্ঞা তোমার ?
দুরভিমানী ! দানের ছিল গর্ব তব ঘোর,
প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গ যবে করিলে—সুকঠোর
শাস্তি লও পাতিয়া মাথা—নরকে করো বাস
একাকী শতবর্ষ—ছাড়ি' রাজ্য, স্ত্রী, বিলাস।"

* * *

শঙ্কাহীন দৃপ্তকণ্ঠে কহিল প্রবীর
বলিরাজ ঃ "প্রভু, আমি, প্রতিজ্ঞা আমার

করিব না ভঙ্গ কভু ঃ তৃতীয় চরণ
রাখো শিরে মোর। আমি করি অঙ্গীকার ঃ
যতদিন নাহি হবে মরণ-আঁধারে
নিষণ্ণ এ-শির মোর—ততদিন রবে
হ'য়ে তব পাদপীঠ সেবার বেদিকা।
যে-উত্তুঙ্গ শীর্ষ চিরদিন ছিল নাথ
করাল ভুজঙ্গ-ফণা সম—দেখে যারে
বজ্রধরও পেত ভয়—আজি হ'তে হোক
চরণ-বাহন তব।"
রাখিল বামন
তৃতীয় চরণ নম্র শিরে দেবারির
'সে-অপূর্ব দৃশ্য দেখি' ছায় জয়ধ্বনি
বিশাল মণ্ডপতলে কণ্ঠে সবাকার
প্রিয়পরিজন-নেত্রে অশ্রুমুক্তা জ্বলে
কম্প্র দীপদ্যুতি সম গভীর বিস্ময়ে।
মৃদুল গুঞ্জন ঋষিকণ্ঠে হয় শ্রুত ঃ
"কোন্ পথে নারায়ণ কারে দীক্ষাদান
করেন অচিন্ত্য ছলে—জানে কভু কেহ ?
হিমালয়-স্পর্ধী ছিল দম্ভ যার—সেই
দেবদ্রোহী আনমিল তার দৃপ্ত শির
হেন ভক্তিভরে হরি-চরণের তলে !
অপ্রমেয় হে মহান্, মহিমা তোমার !"

স্তব্ধ হ'লে সেই সম্মিলিত জয়ধ্বনি,
নিরুত্তাপ শান্ত কণ্ঠে কহে দৈত্যাধিপ
(নবীন-স্পন্দনে ভরা, অশ্রুর আভাসে
গাঢ়—কিন্তু নাই চিহ্ন আত্মধিক্কারের) ঃ
"অসুরের আছে দম্ভ, তাই সে তোমারে

পেয়েছে অতিথিরূপে ওগো দর্পহারী !
তিরস্কার তব আমি রাজ-প্রসাধন
সম বরি। জানি—আজ করেছ আমারে
পরাজয় বলে তব—দেখায়ে যে, বিনা
সমর্থন তব ভবে অস্থির সকলি
কম্পিত পল্লবে বিন্দু শিশিরের ম'ত,
এ- মুহূর্তে যে উচ্ছলে ধরিয়া অধরে
রবির চুম্বনস্বর্ণ—হায় পরক্ষণে
লুটায় ধুলায় ম্লান—পবন-ফুৎকারে !
পূর্বাহ্ণ প্রহরে ছিল যে নিখিল পতি
মুনি-ঋষি-স্তুত—মধ্যাহ্নে তাহার কোথা
ঐশ্বর্যের চিহ্ন ?—আছে দীন ভিক্ষুকেরো
যে-গতির গৌরব—আমার নাই আজ :
বরুণের পাশে বদ্ধ, লাঞ্ছিত, মলিন !”

স্তব্ধ হ'ল বলিরাজ—সভাস্থলে শুধু
নারীদের গূঢ় ক্রন্দনের ধ্বনি আসে
ভেসে রহি' রহি'—অশ্রুমুখী বিন্ধ্যাবলি
দুহাতে ঢাকিয়া আঁখি রহে স্থির, শুধু
ক্ষণে ক্ষণে দেহলতা ওঠে কাঁপি' কাঁপি'
রুদ্ধকণ্ঠ রোদনের দুর্বার উচ্ছ্বাসে।

* * *

নামায়ে চরণ হরি রাখিল ভক্তের
নয়নে নয়ন স্নিগ্ধ-সৌদামিনী-দ্যুতি।
করুণায় অভিভূত কহিল শ্রীবলি
গভীর অশ্রুল স্পন্দে : “কিন্তু তবু নাথ,
সত্যের মহিমা করো তুমিও দর্শন :
ছিল বলি' সত্যনিষ্ঠ অন্তর আমার

শ্রীচরণ তব আজ দিতে হ'ল দান
আমারে রাখিতে বন্দী। নহিলে এ-দেহ
হ'ত সমুচ্ছ্রিত সূর্যকরে নিষ্কাসিত
অনিরোধ্য অসি সম ধাঁধিয়া দেবের
ভীরু নেত্র।" বিদ্যুতের আভা পুনরায়
ঝলকিয়া ওঠে তার কল্পনায় হেন।
পরক্ষণে ম্লান কণ্ঠে কহে সে শমিয়া
আসুরিক ক্রোধ তার: "কিন্তু তুমি বাধা
দিলে যবে ধরি' তনু নব ছলনায়,
করিতে দেবেরে রক্ষা জন্মিলে ভূতলে,
হ'ল বলি পরাভূত—মানি। তবু দেখ
রাখিতে তাহাকে বন্দী করিয়া তোমাকে
কোন্ মূল্য দিতে হ'ল প্রভু? শ্রীচরণ
পড়িল বন্ধকী চিরতরে প্রতিদানে!"

চমকি' উঠিল সবে রাজন্য, পার্ষদ,
মুনি ঋষি পুরোহিত—বিচিত্র বর্ণনে।
নব গভীরতা-রেশ কণ্ঠে ওঠে বেজে
দেবারির। কহিল সে: "তবে দেখ নাথ,
একি পরাজয় অসুরের? যে-চরণ
শিব-ব্রহ্মা-ইন্দ্র-আদি অমরবাঞ্ছিত,
যে-চরণ সর্বতাপহারী, বরে যার
বিলাসে বৈরাগ্য ছায়, যার আকিঞ্চনে
বিশ্বপতি ভস্ম মাখি' শ্মশানবিহারী
হয় যুগে যুগে, শুধু নহে যোগিমুনি,
যে-চরণ তরে তব প্রেমিক সন্ন্যাসী
সুখ-বিসর্জনে খোঁজে প্রেম-স্পর্শমণি,
অধ্রুবের দুরাশায় ছাড়ি' ধ্রুব ভোগ—

এ-হেন চরণ নাথ পেয়েছি-যে আজ
বিনা আরাধনে—এ কি সত্য পরাজয় ?”

পুনরায় দীপ্ত প্রত্যয়ের সুর ওঠে
বাজিয়া সঘনে কণ্ঠে তার, কহে বলি :
“শুধু জানি হে মায়াবী, অন্তরে আমার
যে-কৃপা পেয়েছি তব, প্রস্তুতিতে তার
অলক্ষ্যে তুমিই দীক্ষা দিয়েছ আমারে
আশৈশব—কীর্তি-বীর্য-দান-যশোমুখী।
সত্য, চিনি নাই আমি তারে দীক্ষা বলি’,
ঘোষিয়াছি : ‘বীর্য শক্তি—আমার, আমার।’
তবু অভিমান মাঝে করেছ আমারে
তুমিই অনল্পব্রতী—তাই সুখে আমি
লভি নাই তৃপ্তি—সান্ত যাহা কিছু ভবে,
গণি নাই গণ্য কভু। তুমি জানো, প্রভু,
সুখ তরে প্রার্থি নাই সাম্রাজ্য স্বর্গের।
কীর্তিই আমার পূজ্য : চেয়েছি জীবনে
চিরদিন সেই ঋদ্ধি—অন্ত নাহি যার।
কনকের আছে ক্লান্তি, ইন্দ্রিয়ভোগের
আছে অবসাদ, নারীলাবণ্যের আছে
বিস্ময়ের অন্ত, যৌবনের অবসানে
লালসারে মনে হয় ম্লান দৈনন্দিন :
শুধু জগন্নাথ, এই জগতে তোমার
কীর্তির প্রসার দীপ্তি সমাপ্তি-বিহীন।
তাই প্রভু চিরদিন কীর্তি তরে মোর
অন্তর বৈরাগী। দেবগণ কেন পাবে
অমৃত তোমার—যারা নহে কীর্তিমান্ ?”

নয়নে জ্বলিয়া পুন উঠিল বলির
ক্রোধের ঝলক—জ্বালাময় উচ্চারণে
কহিল অধর দংশি, ক্ষোভে : "শোনো ঐ
স্বর্গে দেব-জয়ধ্বনি—মোর পরাজয়ে !
লজ্জা নাই দেবতার ! তোমারে আপনি
নরজন্ম হ'ল ভবে করিতে গ্রহণ
তাহাদের অকীর্তির ম্লান রাজধানী
তাদের ফিরায়ে দিতে ! অসুর চাহেনি
কভু হেন সুখভোগ—যেথায় তাহার
নাই বিক্রমের অধিকার। পলাতক
ফেরু সম ভীরু যারা সিংহ-আবির্ভাবে,
অহর্নিশি করে ভয়—শুধু দনুজেরে
নয় হায়—প্রতি মহাতপস্বীরে, পাছে
তপস্যায় জিনিয়া সে লয় তাহাদের
কীর্তিহীন অধিকারহীন রাজধানী !—
পাঠায়ে অপ্সরা চায় তপোভঙ্গ তার
করিতে যাহারা লজ্জাহীন !—যোগ্যতায়
পারে না রাখিতে যারে—চায় স্বত্বহীন
সে-ভোগের অমরতা—ধিক্ শতবার
সে-দেবত্বে ! তবু—"
তার কণ্ঠে অভিমান
উঠে কাঁপি' : "হেন প্রাণী, লভি' নারায়ণ
শুধু তব সমর্থন—সমুদ্র-মন্থনে
লভিল অমৃত—যারে বীরত্বে অর্জন
করিতে অক্ষম—তারে শুধু তব বলে
আত্মসাৎ করি' হেয় প্রাণ আপনার
করিল অমর। আপনার পক্ষপুটে
তুমি রেখেছিলে বলি' জিনিল সমরে

অসুরবাহিনী। তাই করিয়াছিলাম
সংকল্প সেদিনে—আমি শুধু আপনার
বীর্যবলে দানবলে দেখাব তাদের—
অমৃত-বঞ্চিত জীবও অমৃত-দুলালে
লাঞ্ছিয়া সমরে পারে জিনিতে ত্রিলোকে
পদ অদ্বিতীয়। তাই দানব-কেশরী
বলি-ভয়ে দেবগণ শৃগালের সম
সূক্ষ্মদেহে বায়ুলীন হ'ল কামরূপী।
আজ তারা সিংহনাদ করে স্বর্গপুরে!
যারা লজ্জাহীন নাথ, কে পারে তাদের
লজ্জা দিতে? ছলনার পৌরোহিত্যে তব
যে-ত্রিদিব পেল ফিরে—সেথা করে তারা
নৃত্য গীত সোমপান! প্রণিধান যারা
করিতে পারে না আজো—কেন মানে হার
বার বার দুর্দৈবের হাতে—করে তারা
কেমনে ঘোষণা বন্ধ্যা দেবত্ব তাদের!'
কেন দৈববাণী তব—তুমি তপস্যার,
আর কারো নও? যারা নিল দেব-নাম
নামের প্রণামী চায় কেন—না অর্জিয়া
দেবত্ব-পদবী? শিখিল না কেন
সংযমের বাণী আনন্দের অভিধানে?
দেখিতে চায় না কেন মুগ্ধ বীর্যহারা
বিলাসিনী-জার-দল—বিনা মহত্ত্বের
আরোহিণী ভোগ হয় কেবল দুর্ভোগ?
দানে ব্রতে যজ্ঞে ত্যাগে প্রাণের তর্পণ।
আর সত্য—যাহা মানি সত্য বলি' তারে
বরণমালিকা দান প্রাণের মন্দিরে।
সত্য যার ধ্রুবতারা নাই তার নাশ!

কে দেবতা, কে দানব ? আছে শুধু এক
অভিজ্ঞান ঃ সত্য যার পূজ্য—মহনীয়
শুধু সে-ই, নয় সে—যে দেবতা-উপাধি
ললাটে অঙ্কিয়া চায় স্বর্গ-অধিকার।
দৈত জানে প্রাণতলে মর্ম এ-মন্ত্রের,
তাই নহে নগণ্য সে—তাই বার বার
দেবতার পরাজয় হয় তার কাছে।”
সহসা নয়নে তার অগ্নি আসে নিভি',
কণ্ঠে বেজে ওঠে নব মিড় বেদনার,
কহে বলি রাখি' নেত্র হরির নয়নে ঃ
“ক্ষমিও আমারে দেব, হেন বিস্ফারিত
অভিমান-প্রগল্‌ভতা। জেনেছি আজিকে—
কীর্তির অন্তিম দীপ্তি নাই অভিমানে,
গর্বে নাই চিরঞ্জীবী সার্থক বিলাস।
কতটুকু তৃপ্তি গর্বে ? চরিতার্থ প্রাণ
কবে হয় অহঙ্কারে ? কীর্তির পরম
বৈকুণ্ঠ পায় না কেহ বিনা তব শুভ
সম্মতি—জেনেছি আজ। তবু হে শ্রীপতি,
কীর্তিও বিভূতি তব—নহিলে সে কভু
লভিত না সমর্থন তোমার নিয়ত
অসুরেরো সাধনায়। তার হুহুঙ্কারে
কোথাও ঝঙ্কার তব বাজে—তাই আজো
হয় নি সে রুদ্ধকণ্ঠ। তোমার সত্যের
রেণুও যেথাও নাই—নাই যেথা তব
অণু-অনুমতি—নাই নাই সে কোথাও।
বিন্দু কাঁপে ক্ষণতরে—তারপরে যায়
শুকায়ে—তবুও আজো জ্বলে যে ধরায়
খণ্ড মুহূর্তের বুকে—কেন ?—শুধু তব

সিন্ধু তার বুকে আছে লুকায়ে বলিয়া
যা কিছু মহৎ এই জীবনলীলায়
স্ফুলিঙ্গের কণা হ'তে ব্যাপ্ত নীহারিকা
জুড়িয়া যা কিছু জ্বলে প্রদীপ্ত ভাস্বর,
নিমিষে নিলীন হ'ত না কি—যদি নাথ,
তুমি না জ্বলিতে সেথা প্রসন্ন দীপনে ?
কীর্তিরে উচ্চাশী তাই করে আকিঞ্চন
অনন্ত অকুতোভয়ে—শিল্পে, বীর্যে, ত্যাগে ঃ
তামসের অকীর্তির নীরন্ধ্র গহ্বর
হ'তে কীর্তি হয় উদারের আরোহিণী।
কীর্তির ক্ষুধার নাই অবধি—সেথায়
অসীমের আবিষ্কার নিরবধি বলি'।
তাই যুগে যুগে জীব কীর্তি-সাধনায়
তোমারেই সাধে প্রতি ঊর্ধ্ব-অভিসারে।
'তুমি বিনা কোথা কীর্তি ?'—এ-প্রশ্নও নাথ
জাগে—যবে প্রাণ লভি' পার্থিব কীর্তির
তুঙ্গতম অভ্রচূড়া—দেখে চমকিয়া
মৃত্তিকার আছে শেষ, নাই নীলিমার।

"আজি তুমি মহাকায় ধরি' নারায়ণ,
কীর্তির বৈষ্ণব বিভা-উদ্ভাসে দেখালে ঃ
পারে না জিনিতে দর্প কীর্তির শিখরে—
বামন দীনতা মাঝে শুধু কীর্তি পায়
ব্যাপ্ততম বিকাশের পরম সন্ধান !
তাই বলি—নহি আমি পরাভূত আজ
আপনি আসিলে যবে ধরি' নরতনু
কীর্তির দুয়ারে মোর—আপন কীর্তির
পরম প্রোজ্জ্বলতায় দীক্ষা দিতে মোরে

তোমার অমরলোকে—মর কীর্তি যেথা
চিরম্লান। লভিলাম তাই ভক্তাধীন,
ভুবনে চরম কীর্তি—যবে তুমি আজি
তৃতীয় চরণ তব রাখি' এই শিরে
হ'লে মোর চিরবন্দী—আমারে অধীনে
রাখিতে—আপনি প্রেমে মানিলে আমার
অধীনতা, ছলী, মোরে করিতে তোমার
দাস বাঁধা রেখে শ্রীচরণ।

"নমো নমো
হে মহাকরুণাপতি! এ কী লীলা জ্যোতি
উদ্ভাসিলে লহমায় হেন আবির্ভাবে!
কোথা আমি হীন দৈত্য ক্লিন্ন পঙ্কময়,
কোথা তুমি দেবদেব অবৃন্ত পঙ্কজ!
তবু, হেন-তুমি-হরি—এ-ব্রহ্মাণ্ড যার
অণিমা-ইচ্ছার সিদ্ধি—আসিলে আমারি
সিংহদ্বারে বামনের অকিঞ্চন বেশে—
উদ্ঘাটিতে দীনতার অপার মহিমা!
দেখাতে—তোমার ক্রোধ শুধু অনুগ্রহ
ছদ্মবেশে! হে অকল্পনীয় কামরূপ,
জ্যোতি যার কৃপাঘন প্রকাশ-প্রতীক,
অতলের মাঝে লীন শিখর-গরিমা
করে যে প্রমূর্ত তার বামন-লীলায়,
নরকে-নন্দনে যার দৃষ্টি সমস্নেহ,
বিন্দুবুকে রাখে বন্দী যে সিন্ধুবিস্ময়
তারে কে চিনিতে পারে—যদি সে আপনি,
নাহি দেয় অচিন্তিত পরিচয় তার?
"তাই আজ অভিমান-অন্ধের দুয়ারে
আসি' প্রার্থী হ'য়ে বুঝি দেখালে তোমার

এ-নবলীলায়—করুণার ভাষ্য তব
নহে মর্ত্য মানসের অধিগত দেব !
বুঝালে কি এ-বিচিত্র অভ্যুদয়ে তব
করুণা তোমার নহে যোগ্যতা-বিচারী ?—
যে-জন শ্রীহীন, মূঢ়, প্রেমপরাঙ্মুখ
সেই জানে করুণার গুহ্য গাঢ়তম।
পাতালে মুমূর্ষু যবে—হেরি চমকিয়া
অভ্রচুম্বী অমরণী মূর্তি আপনার—
ছাড়িয়া এসেছি যারে দুরভিমানের
আত্মঘাতী রসাতল-বুভুক্ষায় !—যারে
ফিরায়েছি অন্ধ মোহে—সে নহে বিমুখ,
ভ্রান্তি মাঝে দেয় নবদর্শন কান্তির
মহান্ মহিমময় !—হেন করুণার
কতটুকু দেখে দীনদৃষ্টি নেত্র হায়,
নিত্য মরীচিকাবুকে দেখে যে সরসী !
এ-ছলে দেখালে নাথ—ভ্রম বলি যারে,
প্রবর্তনে যার নামি সুধালোক হ'তে
অজ্ঞাতে গরলকুণ্ডে—তারো সার্থকতা
আছে বলি' ভ্রম আজো আছে—বিকাশের
অনন্ত পথের লভি ইঙ্গিত তাহার
অন্ধকূপে বলি'। তুমি দেখাও ভুবনে
যুগে যুগে—অস্বীকার-মর্মেও বিরাজে
দীপ্ত অঙ্গীকার, নরকেরো অভিজ্ঞতা
নহে পূর্ণব্যর্থ কভু। যা-কিছু জীবনে
আসে উপলব্ধি হ'য়ে—সেথা তুমি তব
কোনো সত্যকণা করো প্রমূর্ত—মহান্
লীলায় তোমার ঃ যার দিশা মর্ত্য আঁখি
কভু নাহি পায়। তাই যে চায় অসীমে,

অল্পে যে রহে না তৃপ্ত—তার অশান্তির,
বিদ্রোহের, জিঘাংসারো ব্যাপ্তিবুকে তুমি
মূর্তি ধরো নারায়ণ, সমাপ্তি-বিহীন!
নহিলে কি স্বৈরাচারী উচ্চণ্ড দানবো
নম্রফণা হ'ত প্রেমে তব?

রাখো নাথ,

শ্রীচরণ শিরে মোর—নয়ন-সলিলে
শিখাও আজিকে অভিসিঞ্চিতে তাহারে।
অতীতের দর্প, গর্ব, কীর্তি হোক ম্লান
প্রশ্নহীন আত্মদান-কীর্তির কিরণে।
কারে বলি কীর্তি?—যাহা তুঙ্গ, দুরারোহ
অভিমান-সাধনায় আছে কীর্তি, তবু
সাধ্য তাহা সাধনায়ঃ যেমনি তাহার
হোক না সর্পিল পথ, চিনি তার বাধা,
সহায়, নিষেধ, সিদ্ধি। কে চিনেছে তব
করুণার পরা মূর্তি?—যে নিরভিমান।
গরিষ্ঠ যে-জ্ঞান, ব্যাপ্তি, আনন্দ, প্রত্যয়—
তার উপলব্ধি শুধু মিলে করুণায়,
তারে পাওয়া যায় শুধু—(যাহা সব চেয়ে
দুরায়ত্ত দুরাশীর)—অভিমানহীন,
প্রশ্নহীন, দ্বিধাহীন, আত্মনিবেদনে।
ছদ্মবেশী আবির্ভাবে দিলে হরি মোরে
সেই নিবেদনদীক্ষা—বিদ্রোহেরে মোর
রূপান্তরিয়া প্রণিপাতে। মোর দৃঢ়
অপ্রেমেরে প্রেমতীর্থ-মুখে তব নিতে
নিরভিমানীর বেশে দিলে দেখা—এলে
বামনের রূপ ধরি' ওগো মহাকায়,
দেখাতেঃ করুণা তব চায় দীন হ'তে—

মহিমারি মন্ত্রসিদ্ধি তরে। নাথ, আমি
লভেছি উজ্জ্বল কীর্তি যত এ-জীবনে,
দানে, ব্রতে, যাগ-যজ্ঞে, রাজ-সমারোহে,
পরাজয়-পরে দীপ্ততর অভ্যুদয়ে,
সব আজি বিনিষ্প্রভ এ-কীর্তির পাশে ঃ
ত্রিভুবনেশ্বর দৈত্য যাচিল যখন
দান-সত্য-ব্রতে নারায়ণের চরণে
সুচির প্রণাম নম্রশিরে স্ব-ইচ্ছায়।"

কহিল বামন হাসি' অনিন্দ্যসুন্দর
শ্রীকরে করিয়া তার শৃঙ্খলমোচন,
রাখিয়া কমলকর নবশিষ্য-শিরে ঃ
"লভিলে আজিকে বন্ধু তৃতীয় নয়ন
স্বেচ্ছাব্রতী সুমহান্ আত্মদানে তব,
জিনিলে উত্তুঙ্গ কীর্তি চূড়া, লাঞ্ছনার
অতল গহ্বর হ'তে নিরখি' আমার
দুর্নিরীক্ষ্য বিশ্বরূপ অনন্ত-সঞ্চারী।
তাই ওগো কীর্তিমান্, লভিলে অক্ষয়
কীর্তি—সত্যরক্ষাতরে অজ্ঞাত বামনে
করি' দান স্বর্গমর্ত্য-সাম্রাজ্য তোমার।
বরণীয় গুরুবাক্য করিয়া লঙ্ঘন,
জানিয়া নিশ্চিত সর্বনাশ—তবু
অচল-প্রতিজ্ঞা-চূড়ে রহিলে অটল
অটুট—জানিয়া তব আসন্ন পতন
নিরানন্দ লাঞ্ছনার গহন গহ্বরে ঃ
বরিয়া গুরুর শাপ, সহি' মহিষীর
করুণ ক্রন্দন বীর, অধ্রুবের তরে
স্বেচ্ছায় শক্তিরে তব করিলে নিয়োগ

দ্বিধাহীন দানের সাধনে। যে-অতিথি
অনাত্মীয়, গুরুমুখে জানিয়া তাহার
দেবদৌত্য, হ'য়ে দেবদ্রোহী, তবু তারে
মুহূর্তে নিঃশঙ্কচিত্তে করিলে প্রদান
ত্রিলোক-সাম্রাজ্য—যাহা বহু বীর্যবলে
করেছিলে আহরণ বহু বর্ষ ধরি'।
শৃঙ্খলিত হ'য়ে তবু প্রণমিলে তারে—
ছলে যে করিল তব সর্বস্বহরণ।
ছিলে দৈত্যরাজ আজি হ'তে পেলে নাম
ত্যাগিরাজ চিরতরে। হারায়ে চঞ্চল
কীর্তির সাম্রাজ্য পেলে অচঞ্চল প্রেমে
দীক্ষা আজ। ত্রিভুবন করিত যাহারে
ভয় নিত্য—আজ হ'তে তার পুণ্য নাম
দিবে বরাভয় সবে। জয়মাল্য যার
দুলিত প্রদীপ্ত কণ্ঠে—দুলিবে সেথায়
বৈকুণ্ঠের বৈজয়ন্তী মালা অপরূপ
গাঁথা প্রেম-পারিজাতে অম্লান-সুরভি।"

কহিল কোমল কণ্ঠে ক্ষণ পরে দেব
নারায়ণ প্রেমে ধরি' মূর্তি চতুর্ভুজ:
"হরি মোর নাম বন্ধু, করি বলি' গ্রাস
সর্বমোহ, সিংহসম ক্রোধরূপী প্রেমে।
বন্ধন-লজ্জায় আমি বেঁধেছি তোমারে
দেখাতে মুক্তির পন্থা। বন্ধু, চিরদিন
ভক্তেরে আমার করি নিঃস্ব—দুঃখানলে
দহিয়া মালিন্য তাব তিলে, তিলে তারে
বিশ্বাতীত বিশ্ব দান করিতে প্রসাদে।
ধরি রুদ্ররূপ—বিনাশিতে কামনার

মায়াছল। ক্রোধ শুধু করুণা আমার
ছদ্মবেশে, অভিশাপ—প্রেমবরদান।
নহিলে কি তুমি বীর, প্রণতি-দীক্ষার
চিনিতে মহিমা কভু—ত্যজিয়া নিমেষে
উগ্রতার তাপ, বরি' অশ্রু-সুকোমল
প্রশ্নহীন আত্মদান? দিতে কভু ঝাঁপ
কীর্তির শিখর হ'তে অকীর্তি-গহ্বরে?
এ-লীলা চেয়েছি আমি কৃপার আমার
অচিন্তিত ছবি এক অঙ্কিতে তোমার
অভিমানী দানশীলতার দীপ্ত পটে।

"আজিকে তোমারে বর দিনু মহাভাগ:
সাবর্ণি মন্বন্তরের ইন্দ্র হবে তুমি।
যতদিন সেই মন্বন্তর নাহি আসে,
করো বাস বিশ্বকর্মা-নির্মিত সুতলে,
দেবেরো বাঞ্ছিত লোকে। তোমারে সেথায়
স্বজন মহিষী মিত্র প্রজাগণ সহ
রক্ষিব আপনি আমি। নিয়ত আমারে
দেখিবে তোমার বন্ধু, অন্তর-মন্দিরে
অন্তর্যামী সখা গুরু। হবে মুক্ত তুমি
আসুরী প্রকৃতি হ'তে প্রভাবে আমার।
তোমার দীক্ষার এই অপূর্ব কাহিনী,
বিদ্রোহের রূপান্তর—ভাগবত প্রেমে,
জ্বলিবে ভক্তের হৃদে অবিস্মরণীয়
আদর্শ-আলেখ্য হ'য়ে, ঘোষি'—করুণার
একই সূত্রে বাঁধি আমি নিত্যনব রূপে
স্বর্গ-মর্ত্য-রসাতলে, দেবতা-দানবে।"

নবম স্কন্ধ

অম্বরীষ

বৈবস্বত শ্রীমনুর তনয় নাভাগ ছিল ধর্মভীরু রাজা পুণ্যশীল,
পুত্র তার স্নিগ্ধ প্রাতঃস্মরণীয় অম্বরীষ, চরিত্রে মহান্ অনাবিল,
ধর্মের ধারক, নিত্যপ্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণবের দান ধ্যান ব্রত-আচরণে,
নিশিদিন ছিল যার মন লিপ্ত নারায়ণে নর্মে কর্মে শয়নে স্বপনে।
সপ্তদ্বীপা ধরিত্রীর সম্রাট সে হ'য়ে তবু সম্পদেরে জানিয়া নশ্বর
বাসনার বিসর্জনে অনিন্দ্য নিরভিমানে কৃষ্ণভক্তি সাধি' নিরন্তর
লভিল শ্রীভগবানে অন্তরের অন্তর্যামী, সর্বজনে সমমৈত্রীপ্রীতি,
ফলে যার বিশ্বধন গণিল ধুলার সম কেশবের সে-ধন্য অতিথি।
মন সে অর্পিল শুধু কৃষ্ণের চরণে—কণ্ঠে তাঁরি গান গাহিয়া নিয়ত
কর ছিল রত শুধু কৃষ্ণের সেবায় নিত্য অকুণ্ঠিত, অশ্রান্ত, জাগ্রত।
শ্রবণ করিত পান তাঁরি কীর্তি-কাহিনীর অমৃত-আসার বিমোহন,
নয়ন দেখিত দীনতম জনে আবির্ভাব দীনবান্ধবের অনুক্ষণ।
চাহিত আনন্দে শির নমিতে বৈষ্ণব-পায়, ঘ্রাণ শুধু যাচিত সুবাস
বিগ্রহ-চরণাশ্রিত তুলসীর, রসনার ছিল শুধু প্রসাদের আশ।
চরণ চঞ্চল ছিল তীর্থ হ'তে তীর্থান্তরে করিতে প্রয়াণ বারবার।
কামনা নির্মাল্য সম হ'য়ে কৃষ্ণ-নিবেদিত, সাধিত বিলয় কামনার।
নিষ্ঠায় নিটোল ছিল দৈনন্দিন আত্মদান, সর্ব কর্ম করি' সমর্পণ
পদ্মনাভ নারায়ণে ব্রাহ্মণের মন্ত্রণায় করিত সে পৃথিবী-পালন।
অনুষ্ঠিয়া বহু যজ্ঞ মহাযজ্ঞেশ্বর ভূপ আরাধনা সাধি' শ্রীহরির
ধীরে ধীরে জায়া-সুত-ধন-জন-যশোমানে লভিল বৈরাগ্য সুগভীর।
ভক্তাধীন ভগবান্ ভক্তেরে রক্ষিতে দিল আজ্ঞা সুদর্শন-চক্রে তার :
অলক্ষিত বিষ্ণুচক্র রহিত রাজার কাছে নিবারি' অশুভ অনিবার।

ভক্তিমতী মহিষীর সাথে বর্ষকাল সাধি' দ্বাদশীর ব্রত, মহাপ্রাণ
ব্রতান্তে ত্রিরাত্রি করি' উপবাস যথাবিধি কালিন্দীর নীরে করি' স্নান

মধুবনে মাধবের করিয়া অর্চনা, কোটি গাভী দান দিয়া অভাজনে,
অন্নপানে বিপ্রগণে তুষি' রাজা পারণের তরে যবে আসীন আসনে।
আচম্বিতে মহামুনি দুর্বাসার আবির্ভাব! অন্ন ছাড়ি' নমিয়া তাঁহারে
নিমন্ত্রিল উপবাসী আতিথ্য স্বীকার তার করিতে মুনিরে বারে বারে।
"সাধু সাধু," কহে মুনি, "শুধু তিষ্ঠ ক্ষণকাল, আসি আমি যমুনার নীরে
স্নান জপ সমাপিয়া—এখনি আসিব," বলি' করিল প্রয়াণ নদীতীরে।
উত্তীর্ণ দ্বাদশী তিথি প্রায়, উগ্র মহামুনি আসে না ফিরিয়া তবু হায়!
শুধালো ঋত্বিকে রাজা বিধেয় কী আচরণ—নাহি যেথা লেশ প্রত্যবায়।
দ্বাদশীর পরে নাহি আহার—অতিথি কবে ফিরিবে কেহই নাহি জানে ঃ
চিন্তিয়া কহিল স্মার্ত ঃ "শুধু জলপানে নাহি তিলদোষ, স্মৃতির বিধানে
ভোজন ও অভোজন বিকল্পে সলিলপান—শাস্ত্রে কহে," শুদ্ধ ব্রতচারী
নৃপতি করিল পান শুধু জল। ক্ষণপরে মুনি আসি' ক্রোধে হুহুঙ্কারি'
কহিল ঃ "রে দুর্বিনীত! লুব্ধসম অতিথির পূর্বে তুই করিলি ভোজন!
রাজ্য-মদমত্ত, তোর এ পাপের শাস্তি শুধু বিপ্ররোষে অকাল-মরণ।"
বলি' জটা হ'তে বেণী এক করি' ছিন্ন, মুনি সৃজিল মারক লহমায় :
খড়্গধারী সে-রাক্ষস আসে ধেয়ে হুহুঙ্কারি' দেখি' ত্রাসে সকলে পলায়,
প্রতিহারী দাসদাসী প্রিয়পরিজন, রাজরাণী নারীগণ মূর্ছা যায়।
বিহারে-সংহারে সমজ্ঞান অম্বরীষ শুধু বিনিঃশঙ্ক রহে প্রতীক্ষায়।

অলক্ষিতে সুদর্শন আচম্বিতে রুদ্রমূর্তি ধরি'
ঘাতকেরে করে বধ নিজতেজে তেজ তার হরি'।
আতঙ্কে দুর্বাসা কাঁপে—উদ্যত সে-চক্র আক্রমণ
করে তারে ঃ 'ত্রাহি ত্রাহি' রবে মুনি করে পলায়ন
বিচ্ছুরি' অনলশিখা সুদর্শন পিছে তার ধায়,
সকলে বিস্ময় মানে দেখি' শূন্যে চক্র বহ্নিকায়
ছুটে পিছে মহর্ষির—যেথা যায় মুনি, সুদর্শন
অনুসরে—লংঘি' নদ, নদী, সিন্ধু, কান্তার, কানন,
তুঙ্গ, শৃঙ্গ, উপত্যকা, আঁধার পাতাল, জ্যোতিষ্মান্
নীলাম্বর—যেথা লভে ক্ষণাশ্রয় যোগী—লেলিহান

ভুজঙ্গ-ক্ষুধার্ত দাবানল সম গর্জে সুদর্শন
তেজে করি' দুর্বাসার জটা রোম শ্মশ্রুরে দাহন।
অবশেষে ব্রহ্মালোকে উত্তরিয়া ব্রহ্মার চরণে
লুণ্ঠে ঋষি ঃ "রক্ষা করো প্রজাপতি, হেন অঘটনে।"
কহিল স্বয়ম্ভূ ঃ "আজো জানো না কি—ত্রিভুবনে নাই
হরি বিনা রক্ষাকারী কেহ ? দেবতার ধাম পাই
আমরা লভিয়া তাঁরি আশ্রয়। তাঁহারি অভিলাষ
বিশ্বের নিয়ন্তা, বিধি, বিধান—আমরা শুধু দাস
লীলা-অনুচর তাঁর। কোথা তুমি পাবে পরিত্রাণ
হরিভক্ত-দ্রোহী ?" লভি' কমলযোনির প্রত্যাখ্যান
যাচিল শরণ মুনি কৈলাসে শিবের। কহিল সে ঃ
"আমরা অক্ষম বৎস বিষ্ণুচক্র-সুদর্শন-রোষে।
রক্ষা যদি চাও—ছাড়ি' হেন শিশুসম আচরণ
জলে স্থলে রসাতলে অশক্তের চরণে ক্রন্দন
করি' পরিহার—যাও ক্ষমা চাও শ্রীহরির পায়।
তিনি না করিলে ত্রাণ ত্রিভুবনে তারক কোথায় ?"

চক্র-লাঞ্ছিত কাতর দুর্ভাগা পড়িল শ্রীহরির চরণে লুটি'
"করেছি অপরাধ, করো হে ক্ষমা, আমি মুহ্যমান তিন ভুবনে ছুটি'।
জানিত কেবা—নিতি তোমার ভক্তেরে আপনি তুমি নাথ রক্ষা করো ?
করুণাময় ! তব করুণা-সিঞ্চনে সুদর্শন-তাপ আজিকে হরো।"

কহেন হরি ঃ "আমি ভক্তাধীন, নহি স্বাধীন, বৈষ্ণবই আমার স্বামী।
প্রেমের অধিকারে প্রেমিক এ-হৃদয়ে বিরাজ করে মুনি, দিবসযামী।
শরণ চায় যারা আমার শুধু তারা আমার প্রিয়তম, চির-আপন।
গোলোকে, লক্ষ্মী বা দেহও নয় প্রিয় আমার প্রিয় ভবে তারা যেমন।
স্বজন গৃহসুখ বিত্ত যশোমান ইহ ও পরকাল করিয়া ত্যাগ
আমারি শুধু চায় শরণ যারা—ত্যজি কেমনে তাহাদের হে মহাভাগ !

পতিব্রতা যথা পতিরে করে বশ সেবা ও প্রেমে—সাধু ভক্তগণ
জীবনে সমতায়, প্রণয়ে মমতায়—আমারে পরাধীন করে তেমন।
জানে না হরি বিনা কারেও যে আপন, শ্রীহরি তাহারেই গণে আপন।
যাহার কেহ নাই তারেই বরি আমি, তাহারে নয় যাচে যে ধনজন।
রক্ষা যদি চাও—গর্ব ত্যজি' যাও মর্ত্যে ফিরে, চাও ক্ষমা তাহার,
যে মহা-মহীয়ান্ আত্মদানে তার—সে যদি ক্ষমে তব ভ্রষ্টাচার,
গণিও আপনারে ভাগ্যবান্ তাত, তাহার ক্ষমা বিনা আমার নাই
শক্তি—মার্জনা করিতে দুরাচারে। স্মরণে আজি হ'তে রেখো সদাই—
পরম ভাগবত যে হয় অন্তরে—নিখিল ছাড়ি' শুধু আমারে চায়,
তাহার কাছে হেন শ্রীহীন আচরণ করিলে হয় ঘোর প্রত্যবায়।
লভিলে যোগবলে বিভূতি যদি তুমি—কল্যাণেরি তরে প্রয়োগ তার
করিও তপোধন, ক্রোধের বশে করা তেজঃক্ষয়—পাপ, মিথ্যাচার।
বিনয়ে ব্রাহ্মণ স্থচির মর্যাদা লভে এ-ধরাতলে—দ্বিজের চাই
স্থৈর্য গিরিসম—তাপস হ'য়ে আজো অসংযমী? ধিক্, লজ্জা নাই!
বিফল অনুনয় আমার পদতলে—এখনি ধরো গিয়ে চরণ তার,
কাতরে চাও ক্ষমা, ক্ষমিলে তোমারে সে—লভিবে তবে তুমি ক্ষমা
আমার।"

* * *

লাঞ্ছিত আসন্নমৃত্যু দুর্বাসা সে-মহাভাগত
রাজার প্রাসাদে ধূলিচরণে উত্তরি' আর্তবৎ
কহিল: "হে পুণ্যনিধি, ত্রিভুবন ভ্রমিনু চাহিয়া
মুক্তি প্রত্যবায় হ'তে—ব্রহ্মা আদি দেবেরে সাধিয়া।
সকলে ফিরায়ে দিল। শেষে আদিদেবের শরণ
প্রার্থিনু বৈকুণ্ঠে কাঁদি'। কহিলেন দেব নারায়ণ
ভৎ'সিয়া আমারে: 'যাও, ধরো অম্বরীষের চরণ।
না চাহিলে ক্ষমা তার করি' যোগিগর্ব বিসর্জন
রক্ষা নাই তব মুনি!—ভগবান্ চিরপরাধীন

প্রেমিক ভক্তের।'—তাই এসেছি তোমার দ্বারে দীন
আর্ত আমি প্রভু, করো ক্ষমা হে আমার অপরাধ।
তুমি না ক্ষমিলে মোর অপমৃত্যু অনিবার্য নাথ"
বলিয়া রাজচরণে রাখে শির তিতি' অশ্রুধারে :

"কী করো, কী করো মুনি—" বলি' রাজা বক্ষে ধরি' তারে
কহিল সাদরে : "তুমি অনিকেত মুনি, গৃহী আমি :
ব্রাহ্মণের আজ্ঞা ক্ষত্রিয়ের পালনীয় দিনযামী।
গুরুবংশে জন্ম তব, শিষ্যবংশে উদ্ভব আমার,
তোমারে দিশারি লভি' দেবদিশা পাই অনিবার।
তোমারি কৃপায় আমি শুনিনু শ্রবণে—নারায়ণ
এ-অকিঞ্চনের নাম করিলেন মুখে উচ্চারণ!
শ্রবণ সার্থক শুনি' হেন বাণী বিচিত্র অদ্ভুত।
এসেছ দীনের পাশে তপোধন, হ'য়ে দেবদূত!
কেমনে করিব তব স্তবন—যে-তুমি দিলে আনি'
অন্ধকার মর্ত্যলোকে অন্তহীন আদিত্যের বাণী।"

বলি' দুর্বাসারে নমি', সিক্ত-বক্ষ নয়ন-আসারে,
কৃতাঞ্জলি ঊর্ধ্বে চাহি' কহে রাজা :
"তিমির-পাথারে
হে আলোক-তরীবাহ, করুণার কোথা সীমা তব?
দীন ভক্ত তরে কার এত চিন্তা? হে মহানুভব!
যে তব দাসানুদাস, প্রেমে তুমি তাহারি অধীন—
শুনি' হে করুণাকান্ত, কেমনে তোমার অমলিন
চরণে সঁপিব বলো প্রেমাশ্রু-অঞ্জলি—যারে হায়
করেছি অর্পণ মর্ত্যজনে, দিব কেমনে তোমায়?
কী আছে আমার অকলঙ্ক অর্ঘ যাহা দিতে পারি
রাতুল চরণে তব?—তাই শুধু কীর্তনে ঝঙ্কারি

করুণা-কাহিনী তব, রচি ভাগবত, ভগবান্!
গঙ্গাপূজা গঙ্গাজলে—আর কী বা দিব বলো দান ?
যার প্রণয়ের বরে বুকে বুকে জাগে প্রেম প্রীতি,
পরমানন্দের যার কীট হ'তে দেবতা অতিথি !
যাহার হাসির কণা লভি' শিশু স্বর্গহাসি হাসে
অশ্রুর ইঙ্গিতে যার রবিরাগও অশ্রুল উচ্ছ্বাসে
মেঘ-ছন্দে রচে কাব্য-জলধনু ! চরণ-হিল্লোল
শুনি' যার বায়ুবুকে জলধি উল্লাসে উতরোল।
কোথা আমি দীন আর্ত লক্ষ ত্রুটি চ্যুতিভরা হায় !
কোথায় অপাপবিদ্ধ তুমি জগন্নাথ, যার পায়
পঙ্কিল পাপীও লভে পুণ্যশ্লোক সম স্থান প্রেমে,
হেন তুমি নিত্য প্রভু দীন পাপী তরে আসো নেমে
করিতে তাহারে রক্ষা অলক্ষ্যে ! কে জানিবে তোমার
তুঙ্গতা অপরিসীম ওগো দীনতার অবতার !
বিনতির দীক্ষা বুঝি এই ছলে দিতে চাও নাথ !
বিন্দুবুকে বন্দী সিন্ধু ! ভিক্ষুকের ধরো এসে হাত
করুণায় বিশ্বপতি ! কী গাহিব কীর্তন তোমার ?
বনস্পতি-রসমূলে ক্ষুদ্র কুঁড়ি কৃতজ্ঞতা তার
কেমনে জানাবে—যার অনিন্দিত আশিসের বরে
আবর্জনা ফুলহাসি হ'য়ে ফোটে তাহার অধরে !"

মুনির জটার উর্ধ্বে সুদর্শন রচে নিরুপম
আলোক-মণ্ডল—তারে নমস্কারি' কহে নরোত্তম :
"ধর্মের ধারক ওগো, বৈকুণ্ঠের বিভার প্রতীক !
নও তুমি প্রাণহন্তা শুধু,—পায় তীর্থের পথিক
জ্যোতির্ঘন প্রেমে তব অন্ধকারে আঁখির পাথেয়
অচিনে নির্ভর আনি' ঝটিকায়ও যে অপরাজেয়।
দুর্জনের দণ্ডদাতা, শিষ্টের সহায় শ্রান্তিহীন,

অন্তরাল-বিনাশক, প্রকাশের দীপ অমলিন !
ধর্মপ্রাণ, মহাভাগ যাঁরা হরিভক্ত—অনিবার
তেজে তব তাঁহাদের হয় দূর দৃষ্টির আঁধার।
আমি যদি হরিপ্রেম-প্রার্থী হই তনু-মন-প্রাণে,
স্বধর্মে অচল হই মিথ্যা মাঝে নিত্যের সন্ধানে,
ভক্তি শুধু চেয়ে থাকি—অষ্টসিদ্ধি, মুক্তি, মোক্ষ নয়,
আমার চিরপাথেয় হয় যদি প্রেমেরি অভয়,
কুলদেব আমাদের হয় যদি ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ,
হোক করুণায় তব তাপিতের তাপ-নিবারণ।”

সংহরিয়া ঘোর তেজ সুদর্শন দিল ভয়ার্তেরে অভয় শান্তি।
করি' সাধুবাদ অম্বরীষে মুনি কহে গাঢ়কণ্ঠে বিগতক্লান্তি ঃ
“বৈষ্ণবের রূপ অনিন্দ্য কেমন দেখিলাম নাথ, আজি স্বচক্ষে,
প্রাণহিংসা যার করিলাম ক্রোধে করিল সে ক্ষমা ধরিয়া বক্ষে।
বুঝিলাম আজি—ভক্তাধীনে যাঁরা লভিলেন প্রেমবিনত মর্মে
নাহি তাঁহাদের কীর্তি দুরারোহ, নিত্যসিদ্ধ তাঁরা সকল কর্মে।
পাপী তাপী হয় ধর্মশীল শুধু নামে যাঁর—যারা হ'ল কৃতার্থ
লভি' সে-হরির অহেতু করুণা—কোথা তাহাদের ক্লিন্ন স্বার্থ ?
কোথা মোহ, কোথা হিংসা ?—পরশিয়া প্রেমস্পর্শমণি তারা যে স্বর্ণ ;
ভক্তিরে যাহারা লভিল জীবনে, বন্ধনেও তারা মুক্তপর্ণ।
বাসনার মেঘ—সুচির-সঙ্কুল ঃ নির্বাসনা মতি—স্থির আদিত্য।
বিজলী আপন রূপ-গরবিণী ঃ চন্দ্র ভায় অপরূপ, প্রদীপ্ত।
প্রখরদাহন নয় কৃপা, তাই দয়াব্রতে হয় কোমল সূর্য,
বীর্য-সিংহনাদ নাই নাই সেথা—গহন-প্রস্বন যেথায় তূর্য।
ক্ষুদ্র সরোবর ওঠে টলমলি'—নামিলে সেথায় মত্ত মাতঙ্গ,
অগ্নিগিরি দিলে সিন্ধুজলে ঝাঁপ—শীতল তাহারে করে তরঙ্গ।
উদার অম্বর সম হে ধীমান্, ঊষরের বুকে শ্যামল স্নিগ্ধ !—
এ-ছলে আমারে গুরুসম বুঝি দেখালে—আচারে ক্ষমাসমৃদ্ধ !—

করিয়া গহন অরণ্য-চারণ যাচিয়া দেহের দুরূহ সিদ্ধি,
সাধিয়া দুশ্চর তপস্যা যে চায় শুধু বিভূতির আশ্চর্য কীর্তি,
বন্ধ্যা তার কৃচ্ছ্র-কঠোর সাধনা, মিথ্যামুখী যোগসঞ্চিত শক্তি—
যদি সে না লভে ক্ষমার ঐশ্বর্য, দীনতায় তুঙ্গ শ্রীহরিভক্তি।

রাজর্ষি রন্তিদেব

নৃপতি রন্তিদেবের পায়নি মহিমার কেহ পার,
দান—নিরন্ত দানে তাঁর কভু ছিল না কুণ্ঠা ভয়।
দুহাতে বিলায়ে দিলেন তিনি অকুণ্ঠে যা ছিল তাঁর,
রবি যথা তার বিলায় আলো আনন্দে ভুবনময়।

একদা নিঃস্ব মহাভাগ মাসাধিক কাল অনশনে
কাটায়ে তবুও অচল অটল ছিলেন বুভুক্ষায়।
নিখিল প্রাণীর অন্তরে দেখে আঁখি যাঁর নারায়ণে
মন প্রাণ তার মানে কভু হায় ক্ষুধায় যন্ত্রণায় ?

সহসা তাঁহারে দিয়ে যায় পরমান্ন ভক্তিভরে
প্রতিবেশী এক। প্রথম গ্রাসটি না তুলিতে তিনি মুখে
ব্রাহ্মণ এক অতিথি—নয়নে তাহার অশ্রু ঝরে—
কহিল : "আমি ক্ষুধার্ত।" অমনি নৃপতি পরম সুখে
কহিলেন : "দেব! ভাগ্য আমার প্রসন্ন। নারায়ণ
তাই ভিখারীর রূপে উদিলেন কুটিরে আমার! ধন্য!"
বলিয়া সে পরমান্ন বিপ্রে করিয়া পরিবেষণ
গাহিলেন : "নাথ, দিবে যে-বিধান বরিব নির্বিষণ্ন।"

পরদিন কিছু সামান্য খই তুলিবার মুখে প্রাতে
শূদ্র ভিখারী আসে দ্বারে। গৃহী দিলেন তারে সে-অন্ন।

সন্ধ্যায় যবে প্রতিবেশী দিয়ে যায় পিষ্টক হাতে,
কুক্কুর সহ দাঁড়ায় ভিক্ষু : "আমরা প্রভু নিরন্ন।"

পুনরায় তিনি সানন্দে কুক্কুর সহ অতিথিরে
দিলেন হাতের পিষ্টকগুলি। একটি পাত্র জল
রহে শুধু। সেই পাত্র তৃষায় উঠাতেই মুখে, ফিরে
দেখেন তৃষ্ণাতুর চণ্ডাল পিপাসায় বিহ্বল।

অমনি ভক্তরাজ তৃষার্তে আনিলেন গৃহে ডাকি'।
বসায়ে আসনে ধরিলেন জল মুখে তার প্রেমভরে।
কহিলেন : "আমি ধন্য, বন্ধু! আনন্দ কোথা রাখি—
নারায়ণ যবে স্বয়ং তৃষায় এলেন আমার ঘরে!

"অষ্টসিদ্ধি চাহিনা তোমার কাছে হে বিশ্বপতি!
মোক্ষেরো তরে নহে লালায়িত আমার এ-প্রাণমন।
নিখিল দেহীর অন্তরে রাজি' সবার ব্যথার ব্যথী
হ'য়ে চাই আমি দুঃখ তাদের করিতে নিতি মোচন।"*

পলকে অতিথি দেবাদিদেবের মূর্তি ধরিয়া হাসি'
কহিলেন : "তুমি ধন্য পরম ভাগবত, মহীয়ান্!
যুগে যুগে আমি ছদ্মবেশেই ভক্তের কাছে আসি
তারে পরীক্ষা করিয়া প্রসাদ বিলাতে নিরবসান।
তোমার কীর্তি মহিমা রটিবে বসুধায় চিরদিন—
নেত্র যাহার জীবে দেখে শিব, ভিক্ষুকে নারায়ণ।
পরের বেদনাভার যে বহিতে চায় সদা প্রেমাধীন
প্রেমই তারে করি' ধন্য ব্যথার গ্রন্থি করে মোচন।"

---

* ন কাময়েঽহং গতিম্ ঈশ্বরাৎ পরাম্ অষ্টর্ধিযুক্তামপুনর্ভবং বা।
আর্তিং প্রপদ্যেঽখিলদেহভাজাম্ অন্তঃস্থিতো যেন ভবন্ত্যদুঃখাঃ॥

দশম স্কন্ধ

শুকদেব পরীক্ষিৎকে :

বুদ্ধিতে তব নামিল রাজন্, বিমল নিষ্ঠারতি :
কৃষ্ণকাহিনী-শ্রবণে তোমার তাই হেন শুভমতি।
কেশব-চরণবাহিনী গঙ্গা যেমন পাবন করে
নিখিলের সব মলিনতা—বাসুদেবের কথায়ও ঝরে
তেমনি পুণ্যমহিমা : যেজন শুধায়, যেজন বলে,
আর করে যারা পান—অমলতা লভে ম্লান ধরাতলে।
(১।১৫-১৬)

কী নহে সাধুর জীবনে সুসহনীয় ?
জ্ঞানবান্-যে—সে কার মুখ চেয়ে রয় ?
ছন্নমতির কী আছে অকরণীয় ?
হরি হৃদে যার—ত্যাগে সে কি করে ভয় ? (১।৫৮)

জন্মাষ্টমীতে কারাগারে দেবগণের কৃষ্ণস্তব :

যাহা কিছু রাজে মর জীবনে
তুমিই প্রসূতি সে-সবার হে !
বিকশে নিখিল তব লালনে,
লীলার তুমিই মূলাধার-যে !
নানারূপে দেখে যারা ভিন্ন
চেতনা তাদের মায়ামুগ্ধ,
অসংখ্যে নিরবচ্ছিন্ন
তোমারেই দেখে—যারা যুক্ত। (২।২৮)

মনে ও বচনে যাহার রূপের পড়ে ছায়া অনুমানে,
গুণ কর্মের জন্মলোক কি নামরূপে তারে জানে ?
অন্তরে রাজে অচিন্তনীয় অন্তর্যামী প্রভু :
পুজা-আরাধনে অরূপ দেবের দর্শন মিলে তবু। (২।৩৬)

জন্ম-অতীত তুমি নাথ এই অবনী 'পরে
শুধু লীলা বিনা আসে যুগে যুগে কিসের তরে? (২।৩২)

জন্মাষ্টমীতে কারাগারে দেবগণের কৃষ্ণস্তব :

কমললোচন! প্রেমদাস যারা তোমারি ধেয়ান ধরিয়া
চরণতরণী বাহি' তব ভবপারাবার যায় তরিয়া।
তরিতেও বুঝি হয় না,
সিন্ধু অকূল রয় না'- -
গোষ্পদ সম মনে হয়--যবে রূপে লও মন হরিয়া :

এমনি চরণ-তরণী-মহিমা--স্মরণেই হওয়া যায় পার :
অপরের তরে রাখি' তরী প্রেমী বিনা-তরী তরে পারাবার।
তোমারে স্মরি' সে সেই ক্ষণ
কাটায়ে মায়ার বন্ধন
পায় কাণ্ডারী, তব করুণারি অভয়—হৃদয় ভরিয়া।

জ্ঞান-গৌরবে নিতি যারা গায়—মুক্তিরে তারা জানে গো,
ভকতিরে করি' অনাদর শুধু গরব-আড়াল আনে গো।
বহু সাধনার পরে হায়
তব দ্বারে এসে—মুরছায়
অভিমান-কালো রসাতলে—আলো-নীলাচলে নাহি বরিয়া।

আপনার বলে যারা পথে চলে নয় তারা তব পূজারী,
প্রতিপদে তারা ধুলায় লুটায় হারায়ে তোমারে, দিশারি!
প্রেমার্থী যারা অসহায়
চলে শুধু তব ভরসায়—
পথহারা তারা হয় না : তাদের তুমি চলো হাত ধরিয়া!
(২।৩০-৩৩)

বসুদেব সদ্যোজাত কৃষ্ণকে :

ত্রিগুণময় এ-জীবনজগত মায়াবলে তব সৃজিয়া প্রভু,
অন্তরে তার প্রবেশিলে : "আছ বাহিরেই"—মনে হয় যে তবু। (৩।১৪)

নন্দ মুনি গর্গকে :

দীন গৃহীদের কল্যাণতরে কেবল সাধুরা চিরদিন
পরিব্রাজক ভুবনে—নহিলে রহিতেন তাঁরা গতিহীন! (৮।৪)

ব্রহ্মার কৃষ্ণস্তব

(ব্রহ্মা কৃষ্ণকে পরীক্ষা করতে বৃন্দাবনের গো ও রাখালদের হরণ ক'রে বৎসরকাল ঘুম পাড়িয়ে রাখেন। কৃষ্ণ অবলীলাক্রমে এই একবৎসর নিজে গোপ ও গোবৃন্দের রূপ ধারণ ক'রে ব্রজে লীলা করেন। ব্রহ্মা তখন কৃষ্ণের কাছে হার মেনে ক্ষমা চেয়ে দীর্ঘ স্তব করেন)।

জলদ জিনি' যার কান্তি অঙ্গের, ঝলকে বিদ্যুৎ পীতাম্বর!
গুঞ্জা কর্ণের ভূষণ অতুলন, শিখীর চূড়া শিরে কী মনোহর!
কণ্ঠে বনমাল, অধরে বেণু মরি, শ্রীকর মঞ্জুল নীলকমল,
পেলব শ্রীচরণে প্রণমি তার প্রভু নন্দনন্দন প্রেমসজল!

অঙ্গীকার হ'ল সফল মোর—এল বৃন্দাবন আলো করি' কৃপাল,
স্বরূপ-চেতনার লীলা অপার যার—চিনিবে কে তাহার ছন্দতাল!
ইচ্ছাময় যার তনুর মহিমার অন্ত-আদি কেহ পায় নি হায়,
মানস মনীষার সাহসী সাধনায় সে-চির-অজানারে জানা কি যায়?

ধেয়ানে চিন্তায় তোমার যারা তল না চেয়ে হে অতল, শুধু তোমার
কীর্তিঝঙ্কার কাহিনী সুকুমার শ্রবণে পান করে অঝোরধার,
তোমারে নমি' কায় বচনে মনে যারা যাপে জীবন, চাহি' আত্মদান :
অপরাজেয় হ'য়ে প্রেমের পরাজয় তাদের কাছে তুমি মানো মহান্!

ভকতি সুরভিত অমল প্রণয়ের কোমল পথ ছেড়ে যারা, হে নাথ
জ্ঞানের বিচারের কঠোর পথে চায় তোমার অসীমার গভীর স্বাদ,

অন্বেষণ করে তুষের মাঝে তারা অন্নকণা—এ কী প্রমাদ হায়!—
সরল প্রার্থনে সাধিলে মিলে যারে—সুদুর্লভ করে সাধনে তায়!

অবিনশ্বর, সত্য, অশেষ, হে পুরুষ সনাতন!
অব্যয় তুমি, স্বয়ংপ্রকাশ, নিখিলের অন্তর,
নিরুপাধি, সুখ-অমৃত, সর্বকারণ, নিরঞ্জন,
ত্রিভুবনে কভু মিলে না যাহার সমান কি বা দোসর!

গুরুরূপী মহাসূর্যের কাছে দিব্য নয়ন যারা
পেয়েছে—তোমার মাঝে দেখে তব বিশ্বাত্মীয়তার
মহারূপ: শুধু তুমি আশ্রয়—এ কথা জানিয়া তারা
করালনক্রসঙ্কুল ভব-পারাবার হয় পার।

নয়নে মূর্তি দেখে যারা তব—কী জানে তোমার নাথ!
যাহারা তোমার চরণকমল-প্রসাদ-কণিকা পায়—
তারাই কেবল মহিমার তব কিছু পায় আস্বাদ:
মনীষা-বিচারে প্রতিভা-কিরণে তোমারে কি জানা যায়?

তাই প্রার্থনা হে কৃপাল, যদি ধরি এ-লীলায় কভু
তরুলতা কীট পতঙ্গ দেহ—যেন থাকে শুভমতি
তোমার চরণপল্লবে: হ'য়ে ভক্ত তোমার, প্রভু,
জনমে জনমে চাই যেন শুধু তোমারি শরণাগতি।

শ্রীচরণ-রজ তরে যার বেদ চিরদিন সন্ধানী,
সে-তুমি ধরিলে দেহ মুকুন্দ, আজি যে-বৃন্দাবনে
তার প্রতি পুরবাসীর চরণ-ধূলায় ধন্য মানি
ধরণী-জন্ম—শুধু সেথা মিলে ভাগ্য চিরন্তনে।

দানব দানবী—যাহারা তোমারে করেছিল দ্বেষ মনে,
পরশে তোমার লভিল তোমারে। তাদের কী দিবে—যারা
করিল চরণে নিবেদন তনু মন প্রিয় পরিজনে:
শ্রেষ্ঠেরো চেয়ে শ্রেয়োবর আছে?—ভাবিতেও দিশাহারা!

অভিমানে যারা বলে নাথ তব বৈভব তারা জানে,
জানুক বন্ধু, বহুভাষে কী বা ফল ?
আমি শুধু জানি— আমার বচন তনু মন হার মানে
মহিমার তব লভিতে অতল তল। *

পরীক্ষিতের প্রতি শুকদেব ঃ

পুণ্যকীর্তি যশ যাঁর, সেই মুরারীর চিরচরণতরী
অবলম্বন করিল যাহারা—এ-ভবাম্বুধি তাদের কাছে
গোষ্পদসম ঃ বৈকুণ্ঠের পরমাশ্রয় তাহারা বরি'
বিপদেরে করে বারণ লভিয়া পরম-তারণে হৃদয়মাঝে। (১৪।৫৮)

শুকদেবের কৃষ্ণরূপবর্ণন ঃ

(পুষ্পিতাগ্রা ছন্দ)

কুসুমিতবনরাজিশুষ্মিভৃঙ্গ
দ্বিজ-কুলঘুষ্টসরঃসরিন্মহীধ্রম্।
মধুপতিরবগাহ্য চারয়ন্ গাঃ
সহ-পশুপালবলশ্চুকূজ বেণুম্॥ (২১।২)

(মাত্রাবৃত্ত প্রস্বনী ছন্দে)

রণি' বেণু গোপসঙ্গে কৃষ্ণ নন্দি'
পশে যেথা লক্ষ বিহঙ্গ মত্ত ভৃঙ্গ
গাহে ফুলবন ঊর্মিবক্ষ মন্দ্রি'
মধু-ঝরা ঝংকারে কম্পি শৈলশৃঙ্গ।

---

*জানন্ত এব জানন্ত কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ॥

(লঘুগুরু ছন্দে)

কুসুমিত বনরাজি, ভৃঙ্গ আসে,
হরি-স্বর-ঝংকৃত পর্বতে বিহঙ্গ !
মধুপতি সহ গোপবৃন্দ হাসে,
মরি মরি গোকুলচন্দ নৃত্যভঙ্গ !

গোপীদের কৃষ্ণরূপবর্ণনা :

অক্ষণ্বতাং ফলমিদং ন পরং বিদামঃ····
অস্পন্দনং গতিমতাং পুলকস্তরূণাং··· (২১১৭, ১৯)

পেয়েছে নয়ন যারা নিরখে যখন তারা কৃষ্ণানন বলে কলস্বরে :
"নয়নের প্রিয়তম ফল এ-ই—নিরুপম, কিছু আর নাই এর পরে।"
কৃষ্ণের মুরলী বাজে যবে—গতি যার আছে হয় চিত্রার্পিত সম স্থির।
তরুসম গতি যার নাই—শুনি' সে-ঝংকার ওঠে তুলি' আনন্দে অধীর

ব্রাহ্মণপত্নীদের কৃষ্ণাভিসার বর্ণনা :

ধায় যথা নদী অনন্ত পারাবারে
দলে দলে সতী চলে প্রিয়-অভিসারে।
উত্তরি' তারা যমুনার উপবনে
দেখিল কান্তে আনন্দ-শিহরণে :

---

* পুষ্পিতাগ্রার লঘুগুরু-সংস্থান যথা : ◡◡◡◡◡◡–◡–◡––
◡◡)◡◡–◡◡◡–◡–◡––

প্রস্বনী ছন্দে প্রতি লঘুস্বর অযুগ্মধ্বনি দিয়ে তর্জমা হয়, প্রতি গুরুস্বর যুগ্মধ্বনি দিয়ে। যথা রা (সংস্কৃত মূলে)=সং (অনুবাদে)। অযুগ্মধ্বনি এ-ছন্দে সর্বত্র একমাত্রিক, যুগ্মধ্বনি দ্বিমাত্রিক—সাধারণ মাত্রাবৃত্তেরি ম'ত। (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)

◡◡◡◡◡◡–◡–◡–– ◡◡◡◡◡ ◡–◡–◡ – –
কু সু মি ত ব ন রা জি শু ঙ্মি ভৃ ঙ্গ = র ণি বে ণু গো প স ঙ্গে কৃ ষ্ণ ন ন্দি

লঘুগুরু ছন্দে অ ই উ — একমাত্রিক, আ ঈ ঊ এ ঐ ও ঔ দ্বিমাত্রিক (ঐ ঔ মাত্রাবৃত্তেও দ্বিমাত্রিক) যুগ্মধ্বনি এ-ছন্দেও মাত্রাবৃত্তেরি মতন দ্বিমাত্রিক।

পীত অম্বর কটিতটে শোভে তার,
অতুল কণ্ঠে বনমালা গন্ধিত,
শিরে শিখিচূড়া, অঙ্গে অলঙ্কার
কাঞ্চন-ফুল-পল্লব-নন্দিত,

মরি নটবর শ্যামল কানন-কোলে !—
সখার অংসে ন্যস্ত একটি কর,
আন করে লীলাকমল মোহন দোলে,
কপালে চূর্ণ কুন্তল সুন্দর !

মুখে মৃদুহাসি, কণ্ঠে নীলোৎপল,
হেন অপরূপে দেখিল রমণীদল।*

ব্রাহ্মণপত্নীদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ :

অন্তর যারে প্রিয়তম বলি' জানে
সে-আমারে করে জীবনে বরণ যারা
ভক্তি অহৈতুকীর অর্ঘদানে,
সত্য স্বার্থ কারে বলে জানে তারা !
বুদ্ধি বিভব জায়া সুত প্রাণ মন
এত প্রিয়—সেথা আমি আছি বলি' শুধু,
এ-হেন আমার চেয়ে বলো কোন্ জন
পারে ধরাতলে হ'তে প্রিয়তর বঁধু ?

দেহ ধরে দেহী দেহ-সুখ তরে নয় :
দেহের অর্থ আমারে সঁপিতে হয়।
মানব-জনমে দেহ পেলে সখী তাই
দেহেরো প্রণয় আমারেই দেওয়া চাই।

* শ্যামং হিরণ্যপরিধিং বনমাল্যবর্হধাতুপ্রবালনটবেষমনুব্রতাংসে।
বিন্যস্তহস্তমিতরেণ ধুনানমব্জং কর্ণোৎপলালককপোলমুখাব্জহাসম্।

এ-দেহের সাথে মনও যদি দাও—তবে
অচিরে আমার মিলন লভিবে সবে।
গৃহে ফিরে যাও—আমারে রেখো স্মরণ,
হৃদি-মন্দিরে প্রার্থিও দরশন।
আমার এ-রূপ কোরো ধ্যান প্রেমভরে,
তাহ'লে আমারে মিলিবে লো অন্তরে।
শুধু কাছে থেকে যায় না আমাবে পাওয়া :
সব নিবেদন ক'রে চাই মোরে চাওয়া। (২৩।২৬,২৭,৩২,৩৩)

গোপীদের প্রতি কৃষ্ণ :

(রাসলীলার জন্যে আগতা অভিসারিকার পরীক্ষার্থে)

স্বাগত আর্যে! ব্রজের কুশল? এসেছ হেথায় কাহার লাগি'?
কী কাজ সাধিব তোমাদের? বলো। চেয়ে কেন শুধু মেলিয়া আঁখি?
হিংস্র পশুরা রজনী-লগনে করে বিচরণ জানো না তা কি?
যাও ফিরে ব্রজে—এ হেন নিশীথ কুলবালা কভু কাটায় জাগি'
পরপুরুষের সাথে? প্রিয়তম সবে তোমাদের খুঁজিছে না কি
ইতি উতি —পুছি' উৎকণ্ঠায় : "প্রিয়াগণ হ'ল কোথা বিবাগী?"
চাঁদিনি রাতে নিকুঞ্জের শোভা দেখিতে কি এলে?—যমুনাজলে
দেখা তো হয়েছে—লহরী কেমন কিরণ-তরণী ভাসায়ে চলে?
আর কেন? ঘরে যাও ফিরে, যেথা "মা কোথায়"—শিশু কাঁদিয়া বলে।
সন্তান-সখা-স্বজন-সেবাই রমণীধর্ম অবনীতলে।
ধিক্ অসতীরে পতি বিনা আন নাগরের তরে যে উচ্ছলে,
কুলকামিনীর ইহপরকাল মজে কলঙ্ক-কালো গরলে। (২৯।১৮-২২,২৪)

কৃষ্ণের প্রতি গোপীগণ :

(কৃষ্ণের লীলা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া সাভিমানে)

তোমারে ছাড়িয়া আমরা শ্যামল, করিব বরণ গৃহ স্বজন?
কোন্ মুখে আজ বলিলে নিঠুর, হেন অকরুণ দুর্বচন?

ফিরে যাবে ঘরে কেমনে তাহারা চাহিল যাহারা তব চরণ
জলাঞ্জলিয়া যা কিছু তাদের ছিল বাঞ্ছিত চির-আপন ?
ওগো দুর্লভ ! দাও তাহাদের ঠাঁই যারা প্রেমে যাচে শরণ,
করুণা-কোমল দেবতা যেমন মুক্তিকামীরে করে গ্রহণ।

কহিলে ঃ সেবিবে নারী স্বধর্মে প্রিয়পরিজন সখা তনয় !
ধর্মের কথা জানো তুমি, শোনো প্রণয়ের কথা ছলনাময় !
সংসার বলো কারে—যবে তুমি আপনি তাহার চিরাশ্রয় ?
কে আছে সেথায় তোমাসম নাথ, বন্ধু, শান্তি, সুখ, অভয় ?
প্রিয় হ'তে প্রিয় কে দেহীর—ওগো ধূসর ধুলায় নীল নিলয় !
আমরা জেনেছি—তোমারে সেবিলে সকলেরই সেবা-সাধনা হয়।

গৃহকাজ ? জানো অন্তরযামী, অন্তর ছিল রত সেথায়,
হরিলে তুমিই তারে যবে নাথ, গৃহে আর মন রহে কি হায় ?
যে-কর সেবিত বল্লভে—যবে তোমার অঙ্গ-সঙ্গ পায়
পরশিতে তারে পারে কি—যখন প্রেম কামনার তাপ নিভায় ?
ফিরে যাবো ? বলো কেমনে ফিরিব ? আসিয়া তোমার চরণছায়
চরণ মোদের হ'ল-যে অচল—কুল রাখা বঁধু বিষম দায় !

(২৯।৩১,৩২,৩৪)

শুকদেব পরীক্ষিৎকে ঃ

শুনিয়া ব্রজ-গোপিকাদের ব্যথিত এ-মিনতি
আপনি হয়ে আত্মারাম তবুও যোগপতি
ধরি' বরদ-রূপ দিলেন অহেতু করুণায়
মিলন-বর প্রেমিকাদের—রাসপূর্ণিমায়।

হরির কাছে লভিয়া মান গোপীরা ভাবে মনে ঃ
"রমণীকুল-মুকুটমণি আমরা ত্রিভুবনে।"

---

*ভক্ত্যা ভজস্ব দুরবগ্রহ ! মা ত্যজাস্মান্ দেবো যথাদিপুরুষো ভজতে মুমুক্ষূন্।

নাশিয়া হরি তখন তাহাদের সে-অভিমান
বিলাতে তাঁর আরো প্রসাদ—হ'লেন তিরোধান।
(২৯।৪২, ৪৩, ৪৭, ৪৮)

কৃষ্ণের তিরোধানে গোপীদের ক্রন্দন :

বৃন্দাবন তব জনমে ধন্য হে, আসীনা ইন্দিরা যেথা চিরন্তনী।
দয়িত! দাও দেখা তাদের—প্রাণ যারা ধরে ধেয়াই' তব রূপমিলনমণি।
কমল বাসে লাজ শোভায় যার—সেই নয়নপাতে বিনাদামের-কিঙ্করী
সরলা অবলায় মজালো যে তাহার লীলা কি মরণের বাহিনী নহে হরি!
কালিয়-গরলিত কালো-যমুনা-জল, দানব বিদ্যুৎ, প্লাবন সুমহান,
শঙ্কা হ'তে করি' রক্ষা আজি বঁধু, বিরহানল হ'তে করিবে না কি ত্রাণ?

গোপিকানন্দন নহ তো নাথ, তুমি চেতনা-আঁখি যে গো নিখিল-অন্তরে,
ধাতার প্রার্থনে অনাথা অবনীরে করিতে সনাথা হে এসেছ তনু ধ'রে।
জীবনতাপে জীব চরণে চেয়ে ঠাঁই যে-করপরশনে জুড়ায় জ্বালা সব,—
মোদের শিরে রাখো সে-কর-বরাভয়—কমলাবাঞ্ছিত, সাধন-দুর্লভ।
নিখিলব্যথাহারী! বিনাশো স্বজনেরো গরব—উজলি' যে-উদাস স্মিতহাসি,
আমরা কিঙ্করী শ্রীমুখপঙ্কজে সে-হাসি দেখিতেই নিতুই ছুটে আসি।

যে-শ্রীচরণে তব বিনত বিষধর, লক্ষ্মী লভে যেথা সুচির আশ্রয়,
বিলীন পাপ যার পরশে—সে-চরণ মোদের হৃদে রাখি'কামনা করো লয়।
হে সুন্দর! শুনি' তোমার মধুবাণী মুগ্ধ গুণী জ্ঞানী, আমরা কোন্ ছার!
দীনা প্রেমার্থিনী আমরা শুধু চিনি অধরকূলে তব অকূল-অভিসার।
শ্রবণমঙ্গল, কবির-কীর্তিত তৃষ্ণা-তাপহরা তব কথামৃত
ঝরায় যারা গানে অঝোর ঝংকারে—দাতার দাতা তারা বিশ্ববন্দিত।
(৩১।১-৯)

কৃষ্ণের তিরোধানে গোপীদের ক্রন্দন :

হে যাদুকর! তব ধেয়ানসুন্দর চাহনি প্রণয়ের, গহন ইঙ্গিত,
মধুর পরিহাস, বিহার স্মরি' মন আজি অশান্ত হে পরমবাঞ্ছিত।

যখন ব্রজে তুমি করিতে গোচারণ, কমল-সুকোমল চরণে বুঝি তব
তৃণাঙ্কুর কাঁটা বিঁধিল ভাবি' হ'ত আকুল অন্তর মোদের বল্লভ !
আসিতে যবে দিন-অন্তে ফিরে—তব সুনীলকুন্তল-কম্প্র মুখখানি
ধূসর ধূলিজালে ইন্দীবর সম জাগাতে কী বাসনা—আমরা শুধু জানি !

ধাতার ধাতা ওগো ধরার নীলমণি ! চরণ রাখো বুকে অহেতু করুণায়,
নমিলে যারে হয় সফল প্রার্থনা, ধেয়ানে যার সব আর্তি দূরে যায়।
যে-সুখযশমণি-প্রসাদ তরে সবে অধীর—তার রূপমধু যে করে ম্লান,
সে-তব অপরূপ-বাঁশরী-চুম্বিত অধরামৃত দাও অধরে বরদান।
অদর্শনে তব পলকও হয় যুগ—দেখিলে মনে হয় শ্রীমুখ অমলিন ঃ
সৃজিল যে-বিধাতা পলক আমাদের তৃষিত নয়নে, সে কেমন বোধহীন !

কী মায়া জানে তব মুরলী—জানো তুমি ঃ স্বজন বান্ধব কান্ত সন্তান
সবারে ছেড়ে আসি নিশীথে ডাকে যার,
আসিয়া দেখি—নাই তাহারি সন্ধান !
আনন হাসিভরা, চাহনি প্রেমময়, নিভৃত সম্ভাষ—কামনা যেথা ঝরে,
বক্ষ সুগভীর, বিরাজে রমা যেথা—
যতই স্মরি, মন আরো কেমন করে !
বিশ্বমঙ্গল তব আবির্ভাব নিখিল দুখ নাশে, হৃদয়-তাপ হরে ঃ
বেদনা তাহাদের করিবে না কি দূর—
তোমারে যারা চায় শুধু তোমারি তরে ! (৩১।১০-১৮)

অতঃপর কৃষ্ণের অভ্যুদয়ে গোপীগণ সাভিমানে ঃ

ভজতোঽনুভজন্ত্যেক এক এতদ্বিপর্যয়ম্।
নোভয়াংশ্চ ভজন্ত্যন্যে এতন্নো ব্রূহি সাধু ভোঃ ॥

বাসিলে ভালো যাহারা ভালোবাসে হৃদয়টানে,
না বাসিলেও যাহারা বাসে ভালো প্রীতিরদানে,
বাসি বা ভালো না বাসি—কভু বাসে না ভালো যারা ঃ
ত্রয়ীর মাঝে স্বভাব কাহাদের—কেমনধারা ?

উত্তরে কৃষ্ণ :

যাহারা ভালোবাসে লো ভালোবাসার প্রতিদানে,
স্বার্থসুখে প্রেমিক তারা—নহে প্রেমের টানে :
আপন সুখ তরে যেথায় বিলাতে সুখ ধাই
বান্ধবতা, ধর্ম—সখী, কিছুই সেথা নাই।

ভালো না বাসিলেও ভুবনে যাহারা বাসে ভালো
তাদের মাঝে যারা হৃদয়ে পেল করুণা-আলো
তাহারা কারুণিক স্বভাবে—যেমন পিতামাতা :
না চাহি' প্রতিদান বিলায় দান—সহজ দাতা।
অপর যারা ধর্মাচারী, স্বভাবে স্নেহশীল,
বান্ধবতা বিলায় তারা স্নিগ্ধ অনাবিল।
বাসিলে ভালো যাহারা তবু ফিরেও নাহি চায়
তাদের মাঝে—আত্মারাম, ব্রহ্মেরে যে পায় ;
অপর যারা আপ্তকাম—তৃপ্ত ভোগ বহি' ;
অপর—অকৃতজ্ঞ ; শেষ—যারা গুরুদ্রোহী।
আমার স্বভাব চির-অনন্যতন্ত্র, আমি উদাসী :
ভালোবাসে যারা তাহাদেরো আমি ফিরিয়া ভালো না বাসি।
বিজলি-বিভাসে চকিত চাহনি চমকি' আমি লুকাই,
করি' বিরহীর বিরহ-আঁধার আরো সুগভীর—চাই
বেদনার ধ্যানে বিশ্ব ভুলিয়া হোক সে আপনহারা,
বাঞ্ছিত ধন হারালে কৃপণ তারি ধ্যানে যথা সারা
বিশ্ব হারায় : তেমনি—পরম-কারুণিক আমি—মায়া-
বিচ্ছেদ আনি—চিরপ্রণয়ের সাধিতে পূর্ণকায়া।

হেন একমুখী প্রেমে দিলে সাড়া লো অভিসারিকা জানি :
দলি' লোকাচার, সহি' লাঞ্ছনা, কলঙ্করে না মানি',

পুণ্য ও পাপ করি' সম জ্ঞান স্বজন-প্রিয়-বিদায়ে,
চাহিলে শরণ অনন্যমুখী অবলা, আমার পায়ে।
আড়ালে যখন ছিলাম, তখনো সমীপেই তোমাদের
অলক্ষ্য আমি অন্তরযামী শুনেছি ক্রন্দনের
গীত প্রার্থনা নিবেদন—সব। রেখো না বেদনা মনে ঃ
চিরঋণী হরি তোমাদের সখী, নহে শুধু এ-জীবনে।
বহুবাঞ্ছিত গৃহশৃঙ্খল তোমরা আমারি তরে
ছাড়িয়া করিলে বরণ আমারে একান্ত অন্তরে—
এমন যে-দান, দিব প্রতিদান কেমনে বলো না তার ?
ব্রজের প্রেমের কীর্তিই হোক তাহার পুরস্কার। (৩২।১৬-২২)

গোপী-প্রেম

এসেছি শুনিয়া চিরদিন নারী-প্রাণফুলে গুঞ্জরে প্রেম-অলি মঞ্জুরাগে,
প্রিয়-পরিজন-কলহাস্য-মুখর-গৃহসুখের স্বপ্ন তার চিত্তে জাগে।
এসেছি শুনিয়া শুধু পতিব্রতারি কথা, সিন্দুর-কঙ্কণ-শুচিস্মিতা,
বল্লভ সহকারে বেপথু ব্রততী কভু প্রগল্‌ভা কাঁপে—কভু আশঙ্কিতা।
এসেছি শুনি' সে নয় আকাশের উদাসিনী, প্রাণতরঙ্গ—তার আনন্দনীড়,
অল্পেরি অধিবাসে বন্ধন-মালঞ্চে করে সে চয়ন ফুল গন্ধমদির।
এসেছি শুনিয়া—যত অসীমের অভিসার শুধু তাপসের তরে, অধরা আলো
শুধু তারি আহ্বানে বসুন্ধরায় নামে, চিরসন্ধানে সে-ই বেসেছে ভালো;
নারী চায় নিরাপদ পিঞ্জর, বৈরাগী পুরুষ মুক্তিনীড় চায় গগনে ;
তাই চিরপলাতকে করিতে মর্তমুখী অবলা প্রবলা হয় অনুসরণে ;
সোনার হরিণী সে যে মায়ার ময়ূর—শুনি, দেখে যারে প্রলুব্ধ ময়ূর মজে;
মোক্ষ অকূলে ডাকে উদাসীরে, দেশে দেশে বিনোদিনী তাই
বধূনোঙর রচে।
তোমারে দেখিয়া গোপী, তাই মুনিঋষি গাহে উচ্ছ্বসি' সম্ভ্রমেঃ "এ-কোন্ ছবি
ফুটালে বৃন্দাবনে অচিনের অনুরাগে স্তব যার গায় গুণী তাপস কবি ?"

ভক্ত প্রেমিক কত বৈরাগী সন্ধানী করেছে মুখোজ্জ্বল ভারতবাসীর,
পরিব্রাজক মহাযোগীযতি কৌপীনবস্ত্র করেছে ম্লান ছত্রপতির
গৌরব-সৌরভ-প্রতিজ্ঞা-জয়ধ্বনি—লভিয়া শরণাগতি অটল, অভয়।
মহাভাগ তাঁরা, তবু তাঁদেরো কীর্তি সখী তোমার কীর্তিপাশে ছায়া মনে হয়!
এ নহে বিলাসিনীর প্রসাধন-প্রোজ্জ্বল উর্বশী-বিভ্রম রূপরচনে ;
এ নহে কটাক্ষের ভ্রান্তি-বিহ্বলতা পলক-পুলক রতি-উদ্দীপনে ;
এ নহে উদ্দামতা গতিবিদ্যুৎভরা—ক্ষণঝলকের পরে সুচির আঁধার ;
হেথা যে চিরন্তন-মন্দির-বন্দনে পূজারিণী প্রার্থে শ্রীকান্তবিহার।
কামী সাথে কামিনী যে চলে হেথা একই পথে, নিম্নয়ন করি' উর্ধ্বব্রতী :
বিজয়িনী হ'ল তবু কামিনী শ্যামলবরে, সতীরে লজ্জা দিল গোপী অসতী।
নীতির বিধান হ'ল পাণ্ডুর—নীতি যাঁর চরণসাধিকা তাঁরি তিরস্কারে
গাহিল যে : "প্রেমের বৃন্দাবনে ব্রজবালা, তুমি লো অপরাজেয়া হরিভিসারে
আমারি চরণাগতা আমারে করিলে নত তোমার চরণতলে, ওগো সজনী!
গোলোক ছাড়িয়া আমি এসেছি ধরায়, তব অমল মিলনতরে জাগি রজনী।
তোমার আননে দেখি মরণে-জীবনজয়ী, বিরহে-মিলনময়ী মহামহিমা ;
সকল প্রেমের আছে ক্লান্তি ও অবসান প্রীতি তব মহীয়সী, অপরিসীমা।

"কারো আমি প্রভু, কারো আরাধ্য ধ্যানধামে, কারো সখা, কারো
আমি বন্দনীয়
কারো নিয়ন্তা, কারো সহায়, মন্ত্রী কারো, কাহারো সারথি, গুরু প্রাণপ্রিয়।
কেবল তোমারি আমি বল্লভ বান্ধব পথের আলোছায়ার লীলার সাথী,
তোমার প্রণয়ালাপে মিড়-মূর্ছনা আমি, নিশীথের কাঁটাবনে প্রেমপ্রভাতী।
তোমার নয়নে আমি নিরখি নয়নাতীতে, অশ্রুসাগরে তব আমি ডুবারি।
তোমার চাহনিফুলে গাঁথি আমি মণিমালা, তোমারি তৃষার ডাকে আমি দিশারি।

"জনে জনে করি দান বিভূতি আমার যত : যশ, ধন, বল, রূপ, নির্মলতা,
যে-রূপের রাগালাপে যে আমারে চায় তার সাথে আমি সেই সুরে কহি লোকথা
শুধু তোমারেই আমি দিতে চেয়ে দেখি—নাই হেন দান যোগ্য যা তোমার ধনি।
কী কনক কোহিনুর দিয়ে আমি শুধিব লো—যে-ঋণেরে সঞ্চয় অধিক গণি!

আপনারি প্রেমে তাই লভিয়ো পুরস্কার, বহু জীবনেও আমি পারিব না হায়
তোমারে দিতে—যা দিয়ে আমার উচ্ছলতা লভে চিরপূর্ণিমা প্রেমনীলিমায়।”

হে মহিমময়ী ব্রজবল্লবী, নমি’ পুছি : কোন্ সে-আহুতি দিলে অপরাজেয়—
কামে যার নাই ক্ষয়, আঁধারে যে ম্লান নয়—মরুভূর পথে সরোবর-পাথেয়।
যে-তনু-তমসা আনে আলোর সর্বনাশ, যে-লালসা করে হায় অমৃতে গরল,
যে-দেহ আমরা সখী, সাধনায় যুগে যুগে নিন্দি পঙ্কী বলি’—প্রেমের কমল
কেমনে সেথায় ফোটে লিপ্সা-মৃণালে হেন ? কেমনে ক্লিন্ন তনু বিধানে তব
হ’ল চিরচিন্ময় জিনিয়া মৃণ্ময়তা—ম্লানিহীন বিকশনে নিত্য নব ?

শুকদেবের প্রতি পরীক্ষিৎ :

ধর্মের স্থাপন, তথা অধর্মের উৎসাদন তরে
অবতীর্ণ যে-ঈশ্বর কৃষ্ণরূপে ধরণীর ’পরে,
সদাচরণের যিনি রক্ষক, বোধক, মন্ত্রকবি,
কোন্ অভিপ্রায়ে তিনি অঙ্কিলেন নিন্দনীয় ছবি
পরদারগমনের ? বিপরীত এ-আদর্শ কেন
আপ্তকাম হ’য়ে প্রভু করিলেন প্রতিষ্ঠিত হেন ? (৩৩।২৭-২৯)

পরীক্ষিতের প্রতি শুকদেব :

বহ্নি যথা মালিন্যেরে করি’ গ্রাস বিরাজে অম্লান,
নিজতেজে শুদ্ধ করি’ আবর্জনা—তেমনি মহান্
তেজস্বী পুরুষ যারা চলে না চিরাচরিত পথে :
সাহসে সারথি করি’ অসাধ্য-সাধনী কীর্তি-রথে
ধায় জয়-অভিযানে—অপুণ্যের কেন্দ্রে করি’ বাস
রহে তারা অনাহত, অনিন্দিত, আনন্দবিলাস।
নাহি যাহাদের দীপ্ত সে-তেজের ঐশ্বর্য রাজন্,
তাহাদের সাধনীয় নহে তেজস্বীর আচরণ

চকিত চিন্তায়ো কভু। সমুদ্রমন্থিত বিষপান
মৃত্যুঞ্জয় করে শিবে—মূঢ় জীবে করে মৃত্যুদান। *
ঈশ্বরকোটির বাক্য সত্য সদা—আচরণ তার
নহে অনুকরণীয় নির্বিচারে নিত্য সবাকার।
জীবকোটি যারা—গ্রহণীয় তাহাদের হে রাজন্,
ঈশ্বরকোটির উপদেশ—নহে দৃষ্টান্ত বরণ।

ধর্ম বা অধর্ম-পথে চলে যবে মুক্ত মহিমায়
তেজস্বী নিরহঙ্কারী—স্বার্থসিদ্ধি তারা নাহি চায় ঃ
তবে হে রাজন্, পশু পক্ষী নর দেবতা অমর
অধীন যাহার—সেই অসমোর্ধ্ব স্বয়ং ঈশ্বর
নিয়ের আদর্শ লবে মানিয়া কেমনে অঙ্গীকারে—
ধর্মাধর্ম পাপপুণ্য যারে কভু স্পর্শিতে না পারে ?

যাহার শ্রীচরণকমল-পরাগের আভাসে অন্তর সমুচ্ছলে,
যাহারে করি' ধ্যান কর্মবন্ধন হয় এ-নিখিলের ছিন্ন পলে,
বিচরে মুনিঋষি জীবন্মুক্তের ছন্দে যারে স্মরি' এ বসুধায়,
সে-মায়ামানবের ছন্দ অপরূপ চলিবে মানবের কোন্ ধারায় ?
শুধু সে গোপীদের নহে তো নাথ, সে যে প্রতি দেহীর বুকে বিদেহ প্রভু;
লীলার তরে নীতি ধরি' সে করুণায় মানিবে লীলা-নীতি কেমনে তবু ?
(৩৩।৩০-৩৬)

গোপীদের কৃষ্ণলীলাবর্ণনা ঃ

সহবলঃ স্রগবতংসবিলাসঃ সানুষু ক্ষিতিভৃতো ব্রজদেব্যঃ।
হর্ষয়ন্ যর্হি বেণুরবেণ জাতহর্ষ উপরম্ভতি বিশ্বম্॥

* ধর্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্বভুজো যথা॥
নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথা রুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥

মহদতিক্রমণশঙ্কিতচেতা মন্দমন্দমনুগর্জতি মেঘঃ।
সুহৃদমভ্যবর্ষৎ সুমনোভি ছায়য়া চ বিদধৎ প্রতপত্রম্॥

মুকুটে মুক্তামালা পরিয়া আনন্দে
মোহন পীতাম্বর নূপুরের ছন্দে
ঝলকিয়া বিদ্যুৎ করে যবে নৃত্য
বেণুমূর্চ্ছনে মোহি' নিখিলের চিত্ত,—
শংকিত মেঘদল করে মৃদু গর্জন,
মহতের পাছে হয় মর্যাদা-লংঘন।
ঊর্ধ্বে ঘনশ্যাম শ্যামল শ্রীকান্তে
দেখিয়া নিম্নে—অভিনন্দিতে পান্থে
ছায়া-আতপত্র বিছায় নভে স্নিগ্ধ
বৃষ্টি কুসুম হয় লীলায় বিচিত্র। * (৩৫।১২-১৩)

মথুরা থেকে বৃন্দাবনের পথে অক্রূরের স্বগতোক্তি :

আহরিনু কোন্ পুণ্য, সাধিনু পরম তপ, না জানি' করিনু ভূরিদান
কোন্ পূজনীয় জনে—ফলে যার আমি আজ কেশবের হেরিব বয়ান ?
কালের প্রবাহে জীব চলে ভেসে দিনে দিনে তৃণসম : দুর্লভ লগনে
ক্বচিৎ বিরল তৃণ পায় যথা তট—তরে কেহ কেহ অচ্যুত-দর্শনে।
সকল পাপহারী যাঁহার কীর্তন, দিব্য জনমের কাহিনী যাঁর
শুনিয়া ম্রিয়মাণ জগৎ পায় প্রাণ, পুণ্য বরষণ লভি' কৃপার,

---

* সা নু যু ক্ষি তি ভৃ তো ব্র জ দে ব্যঃ, জা ত হ র্ষ উ প র স্ত তি বি শ্বম্ ;
মন্দ মন্দ..., ও ছায়য়া...এই কয়টি চরণ স্বাগতা ছন্দে লেখা। বাকি কয়টি চরণে "সমমাত্রকাদেশ" হয়েছে, অর্থাৎ সমান মাত্রা রেখে গুরুলঘুর সংস্থান-পরিবর্তন। বাংলা অনুবাদটি এইভাবেই করা হয়েছে—অর্থাৎ চল্‌তি মাত্রাবৃত্তে—চতুর্মাত্রিক।
এ-ছন্দ প্রস্বনী হ'ত যদি লেখা যেত— বৃ ষ্টি পু ষ্প হ' ল স ঙ্গী তে ছ ন্দে—অর্থাৎ প্রতি গুরুস্বরকে যুগ্মধ্বনি দিয়ে ও লঘু-কে অযুগ্ম দিয়ে তর্জমা করলে।

ধরণী ফিরে পায় হারানো যৌবন—বিমুখ যে-বচন হেন লীলায়
সে যেন হায় শবশোভনা বেশভূষা ক্ষণিক-ঝংকার চপলতায়।
সুপ্রভাত আজ! গুরু ও গতি যিনি সাধুগণের; ত্রিভুবনের
অতুলনীয়; আছে নয়ন যাহাদের তাদের দৃষ্টি মহোৎসব;
কমলাবাঞ্ছিত নিলয়ঃ দেখি' সেই রূপের বিগ্রহ প্রিয়তমের
তীর্থ হবে তনু, বাসনা-বন্ধন শিথিল হবে করি' তাঁহার স্তব।

(৩৮।৩,৫,১২,১৪,২০)

কৃষ্ণকে মথুরায় নিয়ে যেতে এসেছেন অক্রূর—তাই গোপীদের অনুযোগঃ

রূপে অপরূপ হ'য়ে এলে ধরাতলে,
দিলে আঁখিবর মিটাতে যুগের তৃষা।
হেন তুমি যবে মথুরায় যাবে চ'লে,
কী দেখিয়া আঁখি হবে বলো অনিমিষা?
অধরবিলাসে ঝরালে বাঁশরীমধু,
দিলে শ্রুতিবর মিটাতে সুরের ক্ষুধা।
বরদাতা যবে ব্রজে না রহিবে বঁধু,
শ্রবণ করিবে পান হায় কোন্ সুধা?
বিরচিলে তনু প্রেমের পরশ দিতে
অতনু-শিখায় করি' তারে চিন্ময়।
কেমনে বাঁচিব এ-বিধবা ধরণীতে
দেবতনু যদি চোখের আড়াল হয়?
অন্তরে এলে অন্তরযামী আলো!—
সুন্দর কারে বলে দিতে তার দিশা
রূপের মায়ায় অরূপে বাসায়ে ভালো—
উষার বিরহে গভীরিয়া অমানিশা।

অক্রূর কৃষ্ণকে :

যেথা যে-দেবেই করি কেন পূজা প্রভু,
যে-রূপায়নেই কল্পি তোমারে ভবে,
সব পূজা ধায় তোমারি চরণে তবু
সকল দেবতা তোমারি অংশ যবে।
নগনন্দিনী বারিদ-বাহিনী নদী
সিন্ধুর কোলে চির-আশ্রয় লভে,
সব বেদ বিধি সংহিতা নিরবধি
তেমনি অন্তে তব বুকে লীন হবে।

যেথা শুধু নাথ, দুঃখই সার—সুখ সেথায়
করি' কল্পনা ভ্রান্তিবিলাসে চলি !
দ্বন্দ্বদোলায় আঁধারমুগ্ধ চিত্ত হায়
চিনিতে তোমারে পারে কই প্রিয় বলি' ?
করুণায় তব পেয়েছি চরণ সুদুর্লভ
মূঢ়মতি প্রভু পায় না যেথায় ঠাঁই।
শুধু যবে দাও শুভমতি আরাধনায় তব
সংসার হ'তে মুক্তির দিশা পাই। (৪০।৯,১০,২৫,২৮)।

নন্দ যশোদার প্রতি উদ্ধব :

করিও না খেদ তোমরা বিষাদে—কৃষ্ণেরে পাবে ফিরিয়া কাছে।
দিব্য নয়ন থাকিলে দেখিতে—এখনো সে-প্রিয় কাছেই আছে।
দারুবুকে রাজে অগ্নি যেমন—প্রতি অন্তরে কৃষ্ণ রাজে।
তবু নাই তার পিতা মাতা জায়া, সুত বান্ধবও সে জানে না যে।
স্বজন শত্রু পর নাই তার—জনম করম সে তো না যাচে।
লীলাবিলাসের তরে শুধু তার মুরলী জীবনে মরণে বাজে।
আর যবে সাধু চায় ত্রাণ হরি দেখা দেয় প্রেমে অভয় সাজে,
হ'য়ে অবতার কভু নরদেহে, কভু অমানুষী মূরতিমাঝে।

অচ্যুত বিনা কিছুরি সত্তা নাই নাই—যাহা দেখি নয়নে,
যাহা কিছু শুনি—অতীত, বর্ত্তমান, অনাগত, চল, অচল,
অণীয়ান্, মহীয়ান্—সবি আছে তিনি বিরাজেন বসি' ভুবনে,
জগতের যিনি অদৃশ্য মূল, নিহিত অর্থ, লীলাকমল।

(৪৬।৩৬,৩৮,৩৯,৪৩)

উদ্ধবের প্রতি গোপীগণের জিজ্ঞাসা ঃ

মথুরার মণি শ্যামলের দীনা গোপীদের কথা মনে কি পড়ে ?—
যারা ছিল তার চরণনিলীনা, ভুলিত ভুবন বাঁশির স্বরে ?
প্রিয় পরিজন সুখসাধ যারা আসিত ছাড়িয়া তাহারি তরে,
গৃহ থেকে যারা ছিল গৃহহারা তাদের ভুলেও মনে কি পড়ে ?
বলো ওগো সখা, বলো তার কথা, আমাদের কথা বোলো না তারে ঃ
কী হবে বলিয়া ? ফুলঝরা-ব্যথা ফুলফোটা কবে বুঝিতে পারে ?
কলঙ্কিনীর কী আছে দিবার ? রূপ তো শিশির বালুকাচরে !
নয়ননদীর ঢেউগুলি তার চরণসিন্ধু খুঁজিয়া মরে।
বৃন্দাবনের আছে হায় শুধু যমুনা—সেও তো ব্যথায় কালো ঃ
ব্রজের বাসর, রাস, রস, মধু রচিত তাহারি মায়াবী আলো !

সে রঙিন গুণী মথুরায় শুনি নব নব প্রেমে নিতি নিঝরে।
পেয়ে নব-উচ্ছলা সুরধুনী ভিখারিণীদের মনে কি পড়ে ?
যার আছে ধন ধনী নাম তারি, শকতি যাহার সেই তো বলী,
আমাদের শুধু আছে আঁখিবারি, নহিও আমরা কথাকুশলী।
নাই কিছু তবু যারা দিতে চায়, অকারণে মন কেমন করে,
হেন গোপীদের আজি মথুরায় বারেকো তাহার মনে কি পড়ে ?
প্রাণ দিয়ে চায় কূলেরে বিদায়, কেন চায়—বলো, কেহ কি জানে ?
যে-নিঠুর চিরতরে ছেড়ে যায় তারি পানে ধাই কিসের টানে !
পলকে যে ভোলে কেন তারে কভু পারি না ভুলিতে পলকতরে ?
সে চির-উদাসী, জানি—বলো তবু গোপীদের তার মনে কি পড়ে ?

(৪৭।৪০,৪১,৪৩,৫১)

গোপীদের প্রতি উদ্ধবের উত্তর ঃ

শ্যামলের প্রেমে যাহারা বিভোর ভুলি' সুখ সাধ প্রিয় স্বজনে,
তাহারেই শুধু জানে চিতচোর, ধন্য তাহারা তিন ভুবনে!
আশার ঝলকে যে-আলোক জ্বলে সে দীপনে পথ যায় না দেখা ঃ
যে-প্রদীপ জ্বলে নিরাশা-অতলে সে দেখায় তার চরণরেখা।
দান-ধ্যানে তারে কে পেয়েছে কবে ? যোগে যাগে ধরা দেয় না বঁধু ঃ
মিলে কি তাহারে শুধু নাম-জপে ? না ঝরিলে সেথা হৃদয়মধু ?
কে বলে—তোমরা দীনা ভিখারিণী— গরবিণী যারা লভিয়া তারে—
দেববল্লভে নিল যারা কিনি' দেবদুর্লভ দুরভিসারে ?
ছাড়ি' কূল বরি' অকূলতারণ জীবনে মরণ বাসিলে ভালো,
তারে বিনা গণি' আঁধার ভুবন— তাই পেলে তার আলোর আলো॥

কে বলে কলঙ্কিনী তোমাদের— প্রণয়ে যাদের শ্যামল বাঁধা ?—
তারি সহচরী হ'য়ে সহজের সখীসুর হ'ল যাদের সাধা !
তারে জানে যারা সুখের কারণ সাবধানে চায় শরণাগতি,
নহে তারা তার আপন তেমন যেমন তোমরা লো চিরসতী !
পূজারী সে জানে মন্ত্র প্রণতি, প্রার্থী সে জানে কৃতজ্ঞতা ঃ
জ্ঞানী জানে তার জ্যোতি নিরবধি, প্রেমিকা—তাহার প্রাণের কথা।
সে-কথা তাহারে বলি' হরি তারি প্রেমে ফিরে পায় আপন সুধা ঃ
অভিসারিকার তরে অভিসারী— নহিলে যে তার মিটে না ক্ষুধা !
হেন প্রিয়া-চরণের রেণু চুমি' যত ফুল ফোটে বৃন্দাবনে,
তাহাদেরি মাঝে যেন গো কুসুমি' উঠি আমি সেই প্রিয়-বরণে॥

(৪৭।২৩-২৬,৫৯,৬১)

গোপীদের কাছে উদ্ধব বলিলেন কৃষ্ণবাণী ঃ

আঁখির আড়ালে তোমাদের আমি থাকি দূরে দূরে—যাহাতে ধ্যানে
আরো কাছে আসো তোমরা আমার আকুল উছল আত্মদানে।

নয়নসুলভে রমণীর মন লিপ্ত তেমন হয় না সখী,
যেমন সে হয় নয়ন অতীতে প্রিয়তমে তারে নাহি নিরখি'। (৪৭।৩৪-৩৫)

গোপীদের প্রতি উদ্ধব ঃ

বিশ্বহৃদয়নিবাসী হরির অভয়শরণে যে-প্রণয়ের
বরপ্রার্থী মুনি গৃহী সবে, সেই ধনে ধনী ব্রজরমণী।
ধন্য তাদের জন্ম ধরায়—শ্রীহরিতে হ'ল প্রেম যাদের,
নাও যদি হয় কুলবতী তারা রবে কুলীনেরো মুকুটমণি।
ব্যভিচারিণী কে বলিবে তাদের—কৃষ্ণে যাদের অচলা রতি?
নারী বলি' অনাদর কে করিবে প্রেমে যারা চির-অতুলনীয়া?
না জানিয়াও যে অমৃত সেবন করে—পায় সুখে অমরাবতী ঃ
বিদুষী যে নয় হরিরে বাসিলে ভালো—হয় সে-ও হরিপ্রিয়া।
(৪৭।৫৮-৫৯)

মথুরায় প্রস্থানোদ্যত উদ্ধবের প্রতি নন্দাদি ব্রজবাসী ঃ

মনের সকল বৃত্তি হোক কৃষ্ণচরণের ব্রতী,
বচনে ঝংকৃত হোক কৃষ্ণ-নাম, দেহ তাঁর নতি-
দীক্ষায় দীক্ষিত হোক। কর্মবশে ভ্রমি হায় যদি
জন্মে জন্মে—যেন ধ্যানে জ্ঞানে নিত্য হয় কৃষ্ণে মতি। (৪৭।৬৬-৬৭)

বৃন্দাবনের বর্ষা ঃ

হে মেঘ, তোমার বিদ্যুৎ-আঁখি হ'তে যে-অঝোর অশ্রু ঝরে
অপরূপ তার বেদনার ছায়া-শোভা!
কোমল তোমার প্রাণখানি বুঝি করুণাসজল সবার তরে—
তাই খরতাপে দেখা দাও মনোলোভা!

রূপতনু তুমি করো ক্ষয় মেঘ, ভরিতে ধরার নিঃস্ব নদী,
আতুরের লাগি' আপনার সাধো লয়!
তোমারি প্রসাদে ফুলময়ী ধরা! তোমার দান না থাকিত যদি,
কোথায় রহিত সিন্ধুর সঞ্চয়?

তবু লীলা তব বিচিত্র মেঘ!—অভিমান যথা চেতনা ঢাকে
তারি ঝলকনে লভি' আলো আপনার,
মাখিয়া অঙ্গে চন্দ্রকিরণ রাঙিয়া তাহারি রঙ্গরাগে
তারেই নিভাও আনিয়া অন্ধকার!

তোমার আবির্ভাবে ওগো মেঘ, নিদাঘ-শ্রান্ত ময়ূর ছোটে
মেলি' পাখা তার তেমনি উচ্ছ্বসিয়া,—
কামনা-ক্লান্ত জীবনপান্থ যেমন পুলকে উছসি' ওঠে
কমলাকান্ত-প্রেমিকেরে নিরখিয়া। (২০।৬,১০,১৯,২০)

বেদগণের কৃষ্ণ-স্তুতি:

জয় জয় অপরাজেয়!—জীবনে যে-মোহবাহিনী মায়া
আনে তব আলো-উদ্ভাসে কালো অপরিচয়ের ছায়া—
করো তারে নাশ স্বয়ম্প্রকাশ চমকে চিরন্তন।
হে চলাচলের অন্তর্যামী! চেতন ও অচেতন
এ-জীব জগত সাথে লীলাময়, তোমারি তো লীলা ল'য়ে
বেদ রচে গান যবে তুমি আসো গুণময়ী মায়া হ'য়ে।
শুধু হায় চিরানন্দে তোমার আনে সে মেঘাবরণ!
পূর্ণ বিভব! চাই তব তাই সূর্য-উদ্বোধন॥

বচন মন ও প্রাণের লক্ষ্য যে-ভূমা হে ভগবান্,
তারি উপলব্ধির বাণীবহ– বেদের মন্ত্রগান।
তোমারি প্রতিভূ—শক্তি, বিভূতি, দেব দেবী—সে যে জানে,
কল্পের পরে বিলয় যাদের হয় লীলা-অবসানে।
যারেই কেন না করি পূজা—তুমি সে-পূজা করো গ্রহণ:
যেথাই ভিত্তি লভি—পদতলে ধরণী ধরে চরণ॥

ত্রিগুণেশ্বর! তাই মুনিঋষি চাহিল অনুক্ষণ
তোমার কথামৃত-সমুদ্রে করিতে অবগাহন,—

করে যে ক্ষালন সর্বলোকের যুগসঞ্চিত পাপ
পরমানন্দ-পদে তব নাথ জুড়ায় নিখিল তাপ ॥

হে মায়ামানব ! স্বরূপ তোমার যুগে যুগে উজলিতে
ধরো তনু তুমি—সে-লীলাকাহিনী ঝংকৃত সঙ্গীতে।
যারা সে-মহামৃত-কীর্তন-অব্ধিতে স্নান করে
মরালের ম'ত তোমার চরণ-কমল-সুরভি তরে,
তাদেরো সঙ্গ-আশে যারা ছাড়ে গৃহ-সুখ যশোমান
তাহাদের কেহ কেহ নাহি চায় মোক্ষেরো বরদান,—
ধর্ম-অর্থ-কাম কোন্ কথা—এমনি মহিমা তব !
কত রূপে দাও দর্শন, তবু আজো চিরদুর্লভ ॥

নিখিল প্রাণীর অন্তরবাসী বলিয়া তোমারে যারা
করে সেবা —চলে মরণের শিরে চরণ রাখিয়া তারা।
করুণায় তব তোমারে যাহারা বরিল বন্ধু বলি'
তীর্থ তারাই জীবনে ঃ যাহারা প্রেমে না সমুচ্ছলি'
অভিমানে শুধু করে মুখে বেদবাক্য উচ্চারণ,
বচনেরি জালে করো তাহাদের পশুসম বন্ধন ॥
হেন মূঢ় জ্ঞানী বিদগ্ধদের দেখি' চিরদুর্গতি
হ'তে চায় তব ভাববৈরাগী—যাহারা অমলমতি
চরণ তোমার চায় যে শরণে কোথা তার ভবভয় ?
কালরূপী তব ভ্রূকুটি তো নাথ ভক্তের তরে নয় ॥

বহু সাধনায় করে যোগী যারা ইন্দ্রিয় প্রাণ জয়,
তাহাদেরো মন-তুরঙ্গ হায় তাদের অধীন নয়।
গুরুচরণাশ্রয় বিনা যারা হেন দুরন্ত মন
স্ববশে আনিতে চায়—নিষ্ফল তাদের আকিঞ্চন
বিনা কাণ্ডারী তুফান-সাগরে তরণী ভাসায় যারা
গুরুহীন সাধকের চেয়ে নয় মতিচ্ছন্ন তারা ॥

অন্তর হ'তে কামজটা যারা করে নি উন্মূলিত
দুর্লভ তুমি তাহাদের কাছে—বিরাজো অপরিচিত
মণিহার শোভে কণ্ঠে যার সে মণি যদি ভুলে থাকে,—
মণির মিলন জানে না—কেবল কণ্ঠে দুলায়ে রাখে।
চিন্তায়ো যারা লালসারে করে লালন, তাদের যোগ
সাধনা-গোলোকো পায় না, হারায় বাসনারো ইহলোক ॥*
(৮৭।১৪-১৬,২১,২৭,৩২-৩৩,৩৯)

কালিয়-দমন

কালিন্দীর কূলে এক হ্রদে বাস করিত বিশাল
কালিয় সহস্রফণা ল'য়ে তার অজস্র ভয়াল
মহিষী সন্ততি অনুচর। তীব্র বিষোদ্‌গারে তার
স্বচ্ছ নীর ছিল চিরমসীকৃষ্ণ—রচি' দুর্নিবার
আবর্ত জাগাত ভীতি সে-পন্নগ পান্থের অন্তরে।
বিহঙ্গ উড্ডীন যদি হ'ত কভু হ্রদের উপরে

---

* ভাগবতে বেদগণের এ-স্তুতিটি রচিত হয়েছে নর্দটক ছন্দে। আমি অনুবাদে এ-ছন্দ অনুসরণ করিনি। করলে বাংলা মাত্রাবৃত্তে এইভাবে লিখতে হ'ত :

i । । । ॥ । ॥ । । । ॥ । । ॥ । । ॥
মূল : জ য় জ য়। জ হ্য জা ম জি ত। দো ষ গৃ হী ত গু। ণাং
এ সো এ সো বি শ্ব ব ন্ধু ম হা স ঙ্গী তে ছ ন্দে প্রে মে

মূল সংস্কৃতে এ ছন্দটি পড়তে হয়ত অনেকে বেগ পাবেন। কিন্তু একটু অভ্যস্ত হ'লেই এ-ছন্দের অন্তর্গত গাম্ভীর্য মনকে স্পর্শ করে। সংস্কৃত লঘুগুরু ছন্দের তাল মেনে চললে এইভাবে লেখা যায় :

॥ ॥
নিরুপম কান্ত, শান্ত, চিরসুন্দর! প্রেমবিভা

॥ ॥
নিবারি' নিরন্ত ভ্রান্তি কর' নাশ বিকাশি' কৃপা।

সে-করাল হলাহল-ঘ্রাণে শুধু হ'য়ে মুহ্যমান্
পড়িত পলকে জলে। তরু লতা তৃণ হৃতপ্রাণ
ছিল সে-হ্রদের চারিপাশে। বৃন্দাবনবাসী কেহ
আসিত না কাছে তার।
লীলা যার চির-অনির্ণেয়
সে-বালগোপাল একদিন ল'য়ে সখাসখীদল
গোচারণ ছলে এসে হ্রদতটে সহসা চঞ্চল
আনন্দে হ্রদের তীরে কদম্বের শাখে লহমায়
আরোহিয়া, নীবিবন্ধ বাঁধি' করি' বাহ্বাস্ফোট হায়,
দিল ঝাঁপ হ্রদজলে। গোপ-গোপী আতঙ্কে বিহ্বলি'
ধাইল হ্রদের তটে "কী করো, কী করো সখা" বলি'।
শুনি' বার্তা উৎকণ্ঠিতা যশোদা ছুটিয়া আসি' পলে
অঞ্চলনিধিরে ডাকে দিতে ধরা ফিরিয়া অঞ্চলে।
মাতার নয়নে রাখি' নয়ন—চঞ্চলি' সন্তরণ
করে অঞ্চলের-নিধি চূর্ণ উর্মি করি' উৎক্ষেপণ।
জননীরে নিবারিল রমণীরা ঝাঁপ দিতে নীরে,
কৃষ্ণসখাগণে নিবারিল রাম—অন্তর-গভীরে
শুধু সে জানিত লীলা অনুজের অনন্ত-বিথার।

তবু, "লক্ষ আশীবিষ যেথা করে বাস—সুকুমার
শিশু সেথা কেমনে বাঁচিবে ?"—কাঁদি' কহিল সকলে
কেহ করে হায় হায়, কেহ "এসো ফিরে এসো"—বলে।
গাভীগণও সাশ্রুনেত্রে করে আর্তনাদ হেরি' প্রভু
কৃষ্ণেরে সে-জলে—যেথা জীব কেহ দেখে নাই কভু।
গোপী বাহুবন্ধে রয় নন্দরাণী এক দৃষ্টে চেয়ে
নয়নমণির পানে·······নয়নে নীরদ আসে ছেয়ে।
দেখে—ক্ষুদ্র কর দুটি চঞ্চল বিদ্যুৎছন্দে দোলে
মেঘসম-কৃষ্ণ-জলে! কোন্ প্রেমপদ্ম দল খোলে

মৃত্যুর মৃণালে ! ভয়-পারাবারে কোন্ যাতুকর
অপারের তরীবাহ হ'য়ে আসে সংকটে-সুন্দর !

গায় জীবনে মরণজয়ী দীপ্তিতুলাল ঃ
"মরি, কী কোমল হ্রদজল শান্ত বিশাল !
হেথা করিতে সিনান
লভি' গগন-বিতান
জাগে কী পুলক-শিহরণ অঙ্গে মম !
বলে কেন সবে এ-সরসী ভয়ালতম ?
ঘোর মরণ হেথায় ? ওরে, মরণ কোথায় ?
ঘোর মরণ-আড়াল প্রাণ—বিকাশ-লীলায় !
যারে করি ভয় হায়,
পাই তারি তো ছায়ায়
প্রতি মুহূর্তে আশ্রয় অভয়-দোলে ঃ
জ্বলে যুগে যুগে আলোমণি কালোরি কোলে।

"ওগো কোরো না কোরো না ভয় নন্দরাণী !
ছায় যে-শঙ্কা মনে তব জানি মা জানি।
শুধু দেখ না চেয়ে—
দূর আকাশ ছেয়ে
নীল জলদে ঝলকে কোন্ আয়ুষ্মতী ?
দেখে দাহ যে দামিনীদামে—সে মূঢ়মতি !

"ওলো গোপী সখী ! ঝরে কেন নয়নে বারি ?
কেন ? প্রেমীও কি নয় চির-তুরভিসারী ?
শুধু তোমরা অয়ি,
হবে নিষেধজয়ী,
আর আমরা তুলিব বিলাসের দোলনায় ?
নাই ক্ষুধা যার অচিনের—সুধা সে হারায়।

"কেন ফিরাও বয়ান বধূ ? দেখ না ফিরে
দোলে কেমনে পীতাম্বর অসিত নীরে !
কোথা মাধুরী-বিথার ?
যেথা ভয় মানে হার,
দেয় ছায়ার কবরী আলো যেথায় খুলে,
সখী, কূলে তো মেলে না কূল, মেলে—অকূলে।

আশা চিরদিন তারি তরে রয় উদাসী
প্রাণ সুখমাঝে রয় যার ব্যথাপিয়াসী
সখী মরণ-গুহায়
মিলে জীবন-চূড়ায়,
যেথা সবে করে মানা—আছে সেথাও তারণ,
ভায় পাতালেও সে-ই—ছায় যে নীলগগন।"

শুনি' শ্রীকান্তের গান—হেরি' হ্রদে অশ্রান্তকল্লোল জলতরঙ্গ,
অতল-বিলাস ত্যজি' দেখা দিল বিভীষণ বহুফণা ভুজঙ্গ।
অখিল আঁখির আদরণীয়-যে, মায়াতনু ছায়ানীরদবর্ণ,
পীত অম্বর কটিতটে মরি, পরশনে যার সকলি স্বর্ণ,
উরসে যাহার শ্রীবৎস-লাঞ্ছন, শ্রীচরণে রক্তকমল-শান্তি,
দংশনে ঝরালো রুধির তাহারি শ্রীঅঙ্গে কালিয় করালকান্তি !*
যত ঢালে বিষ—নিত্যানন্দ তত গায় তারস্বরে, দেখিয়া সর্প
বেষ্টিল তাহার দেহ কুণ্ডলীর বন্ধনে লেলিহ, অমিতদর্প !
করে হাহাকার গোপগোপী তীরে—শিরায় শোণিতপ্রবাহ স্তব্ধ !
কিশলয়-বুকে দাবানল—শ্বাসে ক্ষণস্ফূলিঙ্গেরে সমুদ্রাবর্ত !
দীপন-দুলাল, মিলন-দুলাল, জীবন-দুলাল কমলাকান্তে
কেমনে নরক জিঘাংসা ত্রাসিল—গ্রাসিল গরল প্রণয়পান্থে ?

---

* তং প্রেক্ষণীয়সুকুমারঘনাবদাতং শ্রীবৎসপীতবসনং স্মিতসুন্দরাস্যম্।
ক্রীড়ন্তমপ্রতিভয়ং কমলোদরাঙ্ঘ্রিং সন্দশ্য মর্মসু রুষা ভুজয়া চছাদ॥

নয়নে যাহার রাখিয়া নয়ন দৃষ্টিকণা করে বরণ দীপ্তি,
লভি' প্রীতি যার জীর্ণ জরা পায় ফিরে যৌবনের বিজয়-তৃপ্তি,
দেখি' হাসি যার অশোক-ঝংকারে ছায় অশ্রুহিয়া বিগতভ্রান্তি,
প্রতি পদধ্বনি বাহি' জয়ধ্বনি করে প্রাণ জিনি' কামনাক্লান্তি,
শুনি' বাঁশি যার বেসুরারো বুকে বিছায় প্লাবন রাগতরঙ্গে,
হেরি' ত্রিভঙ্গিমা যার হয় মন মলয়-ময়ুর নটন-ভঙ্গে,
করি' পান যার অমৃত-আনন ক্ষণিকেরো তরে নয়ন-পাত্রে
বেদনায় পায় চেতনার দিশা চিরন্তনের তীর্থযাত্রী,
করতালি যার শুনি' চমকিয়া নাচে সুখহিয়া ললিত লাস্যে,—
হেন অমরার উষা-উলুধ্বনি কে ঢাকে অসুর আঁধার-হাস্যে ?

দেখিয়া অধীর সবারে শ্রীরাম করিল শ্যামলে মৃদু ভ্রূভঙ্গ ঃ
হাসিয়া কিশোর করে তনু স্ফীত, কে বাঁধে বন্ধনে আলো-অনঙ্গ ?
কৃতান্ত-কুণ্ডলী হ'তে বিষধর করি' বালকেরে মুক্ত—চক্ষে
চেয়ে রয় গাঢ় বিস্ময়ে—অনামী আবেশ বিছায় ক্রুদ্ধ বক্ষে !
কেমন এ-শিশু বুঝিয়া বুঝেনা—জ্বালাময় মেঘ ঘনায় মর্মে,
তবু্ও প্রবীণ মুগ্ধ হয় কেন শ্যামল শিশুর চপল নর্মে !
যুগল সৃক্কণী করিয়া লেহন ধায় কালফণী গরলক্ষুব্ধ,
দ্বিশিখা রসনা ওঠে ঝলকিয়া—বাঁধিতে তারে যে জীবন্মুক্ত !
ধায় সে দংশন করিতে কিশোরে বিচ্ছুরি' নয়নে বিষাগ্নিদৃষ্টি ঃ
গরুড়ের ম'ত ভ্রমে পলাতক চক্রাকারে করি' হাস্যবৃষ্টি !*

বৃথা অনুসরি' তারে বায়ুবেগে হয় যবে অহি পরিশ্রান্ত,
নৃত্যের-কলায়-নিখিলের গুরু মোহন মায়াবী সে-উদ্‌ভ্রান্ত

* তৎপ্রথ্যমানবপুষা ব্যথিতাত্মভোগ-স্তক্তোন্নময্য কুপিতঃ স্বফণান্ ভুজঙ্গ
তস্থৌ শ্বসন্ শ্বসনরন্ধ্রবিষাম্বরীষ-স্তব্ধেক্ষণোল্মুকমুখো হরিমীক্ষমাণঃ ॥
তং জিহ্বয়া দ্বিশিখয়া পরিলেলিহানং দ্বে সৃক্কণী হ্যতিকরালবিষাগ্নিদৃষ্টিম্ ।
ক্রীড়ন্নমুং পরিসসার যথা খগেন্দ্রো বভ্রাম সোঽপ্যবসরং প্রসমীক্ষমাণঃ ॥

নাগের উচ্ছ্রিত ফণা বেষ্টি' করে—উগ্রতাপ চক্রে আরোহি' তূর্ণ
অপরূপ নৃত্যবিভঙ্গে তাহার করিতে চাহিল দর্প চূর্ণ।
বহুতুণ্ড সেই উদ্ধত উরগ করিতে দংশন মেলে যে-শীর্ষ
সে-শিরে চরণ রাখে চারুহাস, বিমুগ্ধ বসুধা দেখি' সে-দৃশ্য !
অন্তরীক্ষ করে পুষ্পবৃষ্টি—বাজে আনক পণব মৃদঙ্গ শঙ্খ,
গন্ধর্ব কিন্নর সিদ্ধ মুনি ঋষি করে নতি হেরি' শিশুর রঙ্গ !
করে আস্ফালন যে ফণা—আনত হয় অনন্তের পার্ষ্ণির স্পর্শে,
উচ্ছলায় রক্তধারা প্রতি মুখ হ'তে কালিয়ের ঃ নটেশ হর্ষে
বাজায় মুরলী—করাল সুন্দর চলিষ্ণু ফণার নাট্যমঞ্চে
নিগূঢ়-গরল প্রতি চক্র যার হয় শতদল মায়া-মালঞ্চে !
ফণীফণালীন মণির কিরণে অরুণাভ হরিচরণপদ্ম
রসাতলকালো কুটিলের বুকে রচিল রূপের সরলসদ্ম !....
বাল-বিশ্বরাজে নমিল করাল কালিয় শোণিতক্ষরণে-ক্লান্ত,
প্রাণভয়ে যত নাগজায়া আসি' করে স্তব নমি' চরণ-প্রান্ত ঃ—

"নমি নাথ তব চরণে আমরা সবে,
হে দণ্ডধারী, তুমি বিনা কে বা ভবে
করিবে দমন নতিহীন দুর্জনে ?
তুমি বিনা আছে শাসক কে ত্রিভুবনে ?

অরি সখা-সুতে সমানদৃষ্টি যার
দণ্ডদানের তারি শুধু অধিকার।
রোষ তব হরি, নহে অভিশাপ নহে ঃ
অকরুণতায়ও করুণা তোমার বহে !

নয়, কভু নয় কল্পনা হেন বাণী ঃ
প্রেম-পথে শুধু হয় মন-জানাজানি।
করুণারি তালে প্রেম চলে অভিসারে,
কতটুকু মন জানে সেই করুণারে ?

"কোন্ লীলাছলে কারে দাও কোন্ পদ
বেদনা-বৃন্তে চেতনার কোকনদ!
নহিলে কেমনে ঘটে হেন অঘটন
ইন্দিরা চেয়ে যে-বরদ শ্রীচরণ
যুগ-যুগান্ত করেছিল তপ মরি!
মুনি ঋষি যোগী কিন্নর কিন্নরী
দেব দেবী কাঁদে যে-চিরচরণ তরে,
পলক-পরশে যাহার মরণো মরে,
লভিলে যাহারে স্বর্গেরে মনে হয়
ম্লানদীপ সুধাহীন ছায়া-অভিনয়,
যোগবিভূতিরো পানে যোগী ফিরে আর
চাহে না—লভিলে যে-পদ সারাৎসার
কেমনে তারে সে ধরে শিরে দয়াময়,
কাছে যেতে যার চলাচল মানে ভয়?—
পরশে যাহার বেদনা রূপান্তরে
নবীন-চেতনা-চমক-যুগান্তরে?—
আনন্দে যার সব পার্থিব জয়
পরাজয় হ'তে পরাজয় মনে লয়?

"তুষার-শিখর করি' আরোহণ তবু
দেখি—অম্বর তেমনি সুদূর প্রভু,
বহু সাধনারো পরে যে-বর চরণ
তেমনি সুদুর্লভ দেখি' কাঁদে মন,
তামসিক নাগে সেই শ্রীচরণতলে
দিলে লীলাময়, আশ্রয় লীলাছলে!

"কোন্ বেসুরার পথ বাহি' প্রভু, আনো
সুরেলার সুখসঙ্গম!—ব্যথা হানো

কোন্ সে-পরমানন্দ করিতে দান
পরাজয়ে জ্বালি' নবজয়-সন্ধান!
যাতনার পথে দিব্যদৃষ্টি বর-
দান লভি তব প্রসাদে শুভঙ্কর।

"করো অভিমান স্তব্ধ—বাজাতে তব
নিরভিমানের রাগমালা নব নব।
মুখরতা মাঝে শোনাও গভীর গীতি—
ক্রোধে আনি' তব মার্জনা, হে অতিথি।
হাসির অরুণ খেলে ঐ অভিনব
অধরে যখন—জানি হে মহানুভব,
পেয়েছি তোমার করুণা অহৈতুকী:
রবি-ডাকে ফোটে ধূলায় সূর্যমুখী॥"

বৈরাগীর পরীক্ষা

করিল যবে কালযবন দ্বারকা অবরোধ
দ্রুতচরণে দ্বারকাপতি করিল পলায়ন।
হরির পিছু ধায় যবন গরজি' নির্বোধ:
"ধিক্ যাদবপতি, তোমার কেমন আচরণ!"

নিগূঢ় মতি কৃষ্ণ যবে তূর্ণগতি ধায়,
মূঢ় বিজয়ী জানে না—পলাতক কেমন ছলী…
সহসা হরি লুকায় গিরিকন্দরে—যেথায়
ছিল ঘুমায়ে বৈরাগী শ্রীমুচুকুন্দ বলী।

পেয়েছিল সে বর—রক্ষি' দ্যুলোকে দেবতায়:
নিদ্রা যদি কেহ তাহার ভাঙে আচম্বিতে,
চাহিলে তার পানে—হবে সে ভস্ম লহমায়,
ক্লান্ত রাজা তন্দ্রালীন আছিল সুনিভৃতে।

কালযবন গুহায় পশি' কৃষ্ণে অনুসরি'
কেশব ভাবি' শায়িত ভূপে ক্রুদ্ধ পদাঘাতে
জাগাল যবে—লুকায়ে মৃদু হাসে মায়াবী হরি :
শত্রু হ'ল ভস্ম পলে বিনা রক্তপাতে।

হরি তখন মূরতি অপরূপ ধরিল পলে :
পীতাম্বর···চতুষ্পাণি····কণ্ঠে জয়মালা····
রবিলাঞ্ছী নয়ন এ কী কোমল হ'য়ে জ্বলে
সূর্য-শশী-মিলন সম—ভুবন করি' আলা !

বৈরাগী রাজা বিস্ময়মুগ্ধ স্বরে :

চরণ যার কমল সম, থির বিজলি—হাসি,
স্বপনাতীত আভা ঝলকে অঙ্গে অবিরাম
কে সে অতিথি ! কেন বা মনে হয় যে ভালোবাসি
তারেই যুগে যুগে—বরণ যার ঘনশ্যাম !
জীবন আমি জেনেছি—মায়া ব্যর্থ নির্মম,
গতির যেথা লক্ষ্য নাই, প্রণয়ে শুধু ক্ষুধা,
কুসুমে কীট, বিকাশে বাহু,—হেথায় প্রিয়তম
অভ্যুদয়ে কে তুমি এলে—জ্বালার বুকে সুধা !

কৃষ্ণ সহাস্যে :

অমেয় আমি, অনামী প্রহেলিকা—গণিতে কেহ
যদি পারে এ-ধরার ধূলি—গণিতে মোর নাম
জন্ম, গুণ, কর্ম, রূপ মানিবে হার সে-ও,
হয়েছি অবতীর্ণ আমি অশেষ প্রাণারাম

পঙ্ক-বুকে ইন্দীবর—মানব তনু ধরি'
ধরিত্রীর অসুরকুল সংহারিয়া—তার
হরিতে ভার আবির্ভাবি' বসুদেবের ঘরে
এসেছি আজি তোমারে দিতে দর্শন আমার।

ভক্ত তুমি, বন্ধু, আমি ভক্ত-বৎসল,
অতীত যুগে আমার তরে তুমি যে করেছিলে
বহুল তপ—অঙ্গীকারি তাই হে মহাবল,
যে-বর চাও করিব দান বারেকো প্রার্থিলে।

(ঈষৎ বিরতির পরে)

নীরব কেন ? এসেছি আমি তোমারে দিতে বর
কী সাধ বলো অকুণ্ঠে হে উদাসী সুপ্রিয় !
শরণাগত যারা—তাদের আমি যে ব্যথাহর
চরণদানে জানাই—কেন ব্যথাও বরণীয়।

রাজা মুচুকুন্দ কৃতাঞ্জলি :

অবোধ আমরা সুখতরে ধাই নিরুদ্দেশে
নিরাশারে শুধু কোল দিতে চেয়ে হায় !
যারে বলি আশা সে যে শুধু ব্যথা ছদ্মবেশে--
তোমারি মায়ায় আজো প্রাণ ভুলে যায়
দুর্লভতম মানবজনম লভিয়া প্রভু,
শুনেও শুনি না—ডাকো তুমি কোন্ পথে :
বাঁশি গায়—"আয় চরণছায়ায়।" কী আশে তবু
দিকে দিকে মন ধায় বাসনার রথে !

যেথা নাই সুধা—তারি তরে ক্ষুধা সর্বনাশা !
মণি-ভ্রমে বরি অঙ্গার কত সাধে !
সে-কালো আবরে অন্তরে আলোশিখার ভাষা
অহেতু আঁধার ছেয়ে আসে····প্রাণ কাঁদে।

রাজা বীরেন্দ্র কবি ও শিল্পী দীপ্ততম
চায় স্তবারতি বহুমান যশোগীতি,
ছাড়িয়া তোমার রবি-আঁখি হয় অন্ধসম
রঙ্গিণীদের হাতের খেলনা নিতি !

মানে না তো মানা বিমুগ্ধ আশা ঃ কেহ বা বরে
উগ্র সাধনা—ত্যজি' ভোগ দিনে দিনে—
আরো সুমহতী কীর্তি-প্রতাপ-লালসা তরে,
আরো দুর্ভোগ সহে—তোমারে না চিনে!

ভ্রান্তি-বিহারে পায় না শান্তি লক্ষ্যহারা,
ভক্ত সুজনে যখন পায় সে কাছে,
দেখে প্রশান্ত নয়নে তাদের তোমার তারা
দেয় বরাভয় ঃ "অকূলেই কূল আছে।"

অকিঞ্চনের পরম-প্রার্থনীয় হে প্রভু!
তোমার প্রণতি-মন্দিরে যবে আমি
প্রসাদ-ভিখারি—কেন প্রলোভনে ভুলাও তবু
অলীকে আকুলি' তুলি' অন্তরযামী!

সয়েছি অশেষ বন্ধনতাপ বেদনা কালো,
ফুল-ভ্রমে শুধু গেঁথেছি কাঁটার মালা!
আজ দাও তব চরণে শরণ—জ্বালিয়া আলো
করো অবসান নিরবসানের পালা।

শ্রীকৃষ্ণের প্রার্থনাপূরণ ঃ

আশার গগনে বাসনার মেঘ ইন্দ্রধনু
রচে কত ছলে—বর্ণ-কুহেলিকায়!
নাই যেথা কায়া—সেথা অপরূপ ছায়ার তনু
কল্পনা করে নয়ন—রূপতৃষায়।

ঘনায় রাত্রি ··নিভে যায় আলো পলকে সেথা···
তরু হয় মরু···হাসি হয় আঁখিনীর!
অলীক কান্তি আনে অশান্তি, অসীম ব্যথা,
স্নিগ্ধ জলদে বুনি' দাহ দামিনীর!

বাসনা-বিলাসী গরলেরে নিতি গণি' অমিয়,
ধায় উদ্দাম হলাহল-পিপাসায় ঃ
ঊর্ধ্বে শূন্য···নিম্নে বেদনা অসহনীয়···
অসীমের ক্ষুধা মিটে কভু সীমানায় ?

চিত্ত তোমার হয়েছে অমল ওগো পূজারী !
তাই বাঁশি তুমি শুনিলে হৃদয়পুরে ঃ
মতি হ'ল তব বীর্যে-অটল—দূরভিসারী,
সমীপ-বিদায়ে চাহিলে চির-সুদূরে।

প্রার্থিলে না তো সেই বর যাহা নিখিল যাচে ঃ—
যৌবন, নারী, রাজ্য, কীর্তিমণি।
প্রলোভন এসে দ্বারে তব গেল ফিরিয়া লাজে
দেখিয়া তোমারে প্রেমধনে আজ ধনী।

ছলিতে তোমারে আসি নাই আমি হে সুপ্রিয় !—
এসেছি দেখাতে—যে-ভক্ত উচ্ছল
একান্ত মনে চায় আমারেই—সে বরণীয়,
প্রলোভনে রয় হরিদাস অবিচল।

ভ্রান্তিমুরলী তাহারেই শুধু বিপথে ডাকে
ঐকান্তিক নহে যার আরাধনা ঃ
ভুবনমোহনে সাধে না যে—পড়ে মোহবিপাকে,
কায়া-ভ্রমে নিতি বরি' ছায়াজল্পনা।

ভক্তির পথে লভিলে শক্তি অপ্রমেয়,
এসেছি তোমাকে এই বর দিতে তাই ঃ
প্রেম তব রবে আকাশের ম'ত অপরাজেয়
বাসনা-বাদলে যার পরাভব নাই ॥

শ্রীকৃষ্ণ-রুক্মিণী সংবাদ

যাহারে তার পিতৃগৃহ হ'তে কেশব ছিনিয়া
আনিল রণে হাজার পাণি-প্রার্থী ভূপে জিনিয়া
(শুনিয়া যে, সে-স্বয়ম্বরা কৃষ্ণে শুধু বরিল,
না দিয়ে কথা, শুনায়ে নাম যাহার মন হরিল
মায়াবী চির-অনামী) সেই রুক্মিণী বরেণ্যা,
বিদর্ভের রাজাধিরাজ ভীষ্মকের কন্যা,
পতির রথে দ্বারকাপুরে আসিলে—হরি যতনে
রতনালয়ে রাখিল সেই রতন হ'তে রতনে।

একদা, যবে কুসুমশেজে আসীন হরি রাত্রে,
লোকলালমভূতা মোহিনী আসিল ল'য়ে পাত্রে
অগুরু ধূপ পুষ্পমালা মণি-প্রদীপ দীপ্ত,
(নন্দনের পারিজাতের গন্ধ আসে স্নিগ্ধ···
বাতায়নের পথে অমল চন্দ্র চেয়ে মুগ্ধ····
অশান্তির ভ্রান্তি দুঃস্বপন সম লুপ্ত····)
ব্যজনী ল'য়ে শ্রীকরে যবে চরণমূলে আসিয়া
বসিল বালা, শ্রীবাসুদেব কহিল মৃদু হাসিয়া ঃ
"আমারে রাজপুত্রী, তুমি বরিলে কেন বলো না ?
ভূপতি কত যাচিয়াছিল তোমার ম'ত ললনা—
যাদের বহু বীর্য মণি বৈভব সুমিত্র,
যৌবনের মহিমা, কবিকল্পনা বিচিত্র,
কীর্তিমান্ তাদের গাথা সকলে চায় ভনিতে,
যে-পথে তারা চলে—মুখর হয় জয়ধ্বনিতে,
নাম যাদের রবে অমর কাহিনী ইতিহাসে লো,
তাদেরি চায় কামিনী, জানি—তাদেরি ভালোবাসে লো !

যাদের পথ যায় না জানা—চলে আপন খেয়ালে,
দুঃখ সয় জায়া তাদের কণ্ঠে মালা পরালে। *
বলিব আরো ?—দেখ না মেলি' নয়ন এই ভূতলে :
'অকিঞ্চন আমি'—একথা রটায় নিতি প্রবলে
নির্ধনেরি অর্ঘ পাই—দীনেরি আমি বন্ধু,
তারাই দিল উপাধি মোরে 'অহেতুকৃপাসিন্ধু'।
ধনী ও মানী আমারে রাণী, জীবনে প্রায় সাধে না,
আপন আলো থাকিলে কেহ আঁধার-ভয়ে কাঁদে না।
সমান সনে প্রণয় হয় : জোনাকি-প্রেমে আসে না।
চন্দ্র নেমে—শ্রীহীন পানে চেয়ে শ্রীমতী হাসে না ! †

"ভাবিয়া আমি তাই না পাই—আমারে কেন সহসা
বাসিলে ভালো—ঊষরে কেন ঝরিল ধারা সরসা !
নও সুদূরদর্শিনী লো, তাই আমারে ভজিলে ?
স্তাবক যারা তাদের স্তবে সরলা বলি' মজিলে ?
আমার গুণ গায় যাহারা নয় তাহারা গুণী লো,
একথা নাহি বিচারি' কেন ভুলিলে নাম শুনি' লো,
হারালে পিতামাতা স্বজন আমারে মিছে বরিয়া,
শুনিবে কি গো তোমারে কেন এনেছি অপহরিয়া ?
দর্পীদের দুরভিমান ভাঙিতে—তব তরে না :
আমরা সখী চির-উদাসী, নারীতে মন ভরে না।
যাহার নাই ঘর—সে কী বা করিবে ল'য়ে ঘরণী ?
হৃদয়ে সাম্রাজ্য যার সে কবে চায় ধরণী ?

* অস্পষ্টবর্ত্মনাং পুংসামলোকপথমীয়ুষাম্।
আস্থিতাঃ পদবীং সুভ্রু প্রায়ঃ সীদন্তি যোষিতঃ॥

† নিষ্কিঞ্চনা বয়ং শশ্বন্নিষ্কিঞ্চনজনপ্রিয়াঃ।
তস্মাৎ প্রায়েণ ন হ্যাঢ্যা মাং ভজন্তি সুমধ্যমে॥
যয়োরাত্মসমং বিত্তং জন্মৈশ্বর্যাকৃতির্ভবঃ।
তয়োর্বিবাহো মৈত্রী চ নোত্তমাধময়োঃ ক্বচিৎ॥

সঞ্চিতে যে বিমুখ, ধন সে কভু ভবে পায় না,
সন্তানেরো শান্তিসুখ মুক্তিকামী চায় না।
দীপশিখার ম'ত সে শুধু বিলায় জ্যোতি নিয়ত,
যে লভে জ্যোতি—নয় শিখার প্রিয় বা অপ্রিয় তো। *

শুনি' নিঠুর বাণী পতিপ্রাণা রাণী ক্ষণিক চেয়ে রয় দয়িত পানে,
বলিবে কী যে সতী বচন মূঢ়—হায়, নারীর ব্যথা কবে পুরুষে জানে?
অরুণচরণের নখরে কাটি' ভূমে আখর—আধোমুখী মৌন রহে,
নয়নধারা বহি' কাজল সনে মিশি' তিতিল বুক তার ব্যথা অসহে।
কমলকর হ'তে ব্যজনী পড়ে খসি', তন্বী দেহলতা কাঁপিয়া উঠি'
দুগ্ধফেননিভ শয্যা হ'তে পলে ধুলায় মুরছিয়া পড়িল লুটি'।

হেন প্রেমের হরি লভি' নিদর্শন লয় সে-সরলারে বক্ষে তুলি',
হাসির লঘুমেঘে অশনি-টংকার শুনি' যে শঙ্কায় ওঠে আকুলি'
তাহার হৃদয়ের ব্যথার ব্যথী হাসি' কহিল ব্যথিতারে গাঢ় প্রণয়ে :
"জানিত কে বা হায়—প্রিয়ের পরিহাসে প্রেয়সী মুরছায় অহেতু ভয়ে?
ক্ষমো লো অপরাধ—তোমারে ব্যথা দিতে করি নি কৌতুক প্রগল্‌ভতা,
তোমাকে মনে করি' 'রসিকা' চেয়েছিনু দেখিতে—শুনি' হেন রসাল কথা
কেমনে নিরুপম যুগল লোচনের নীলাভা রাঙা হয়—তাহার পরে
রোষ কটাক্ষের শায়ক ছোটে—ঝরে মোহন ঝঙ্কার স্ফুরিতাধরে।
কেমন সুন্দর ভ্রূকুটি ফোটে অভিমানিনী-মুখে—ছিল হেরিতে সাধ,
সুপ্ত রেখেছিনু যে-সাধ বহুদিন জাগায়ে তারে আজ এ কী প্রমাদ!
তোমারে করি সখী তবুও নিবেদন :—বনিতা সাথে বঁধু এ-সংসারে
যেটুকু কাল যাপে মঞ্জু পরিহাসে সে বহুবাঞ্ছিত প্রেমবিহারে। †

---

* উদাসীনা বয়ং নূনং ন স্ত্র্যপত্যার্থকামুকাঃ।
আত্মলব্ধ্যাস্মহে পূর্ণা গেহয়োর্জ্যোতিরক্রিয়াঃ॥

† তদ্বচঃ শ্রোতুকামেন ক্ষ্বেল্যাচরিতমঙ্গনে॥
মুখঞ্চ প্রেমসংরম্ভ-স্ফুরিতাধরমীক্ষিতুম্।

জীবন নয় শুধু জলদগর্জন—বিহগকাকলিও সেথায় আছে,
সিন্ধু নয় শুধু ক্ষুব্ধ গম্ভীর—চিকিয়া ওঠে রঙে সকাল সাঁঝে।
আকাশ শুধু নয় নীহারিকার চিতাবহ্নি-জ্বালামুখী—ক্ষণে ক্ষণে
জলধনুও ওঠে রাঙিয়া সেথা—খেলে নীরদ লুকোচুরি চাঁদের সনে।
নয়ন নয় শুধু ঝরাতে লোর—নয় দশন শুধু দংশনেরি তরে :
ভাবিনী-মুখে হাসি না যদি ফোটে—মন বিশ্বভাবনেরো কেমন করে!"

প্রিয়বিচ্ছেদভয় আসন্ন নয় জানি' সলাজ নয়নে মধু হাসিয়া
বল্লভ পানে চেয়ে কহিলা ফুল্লমুখী কালো মেঘে আলো উদ্ভাসিয়া :
"বলিলে যে-সব কথা আজি ওগো বাঙ্ময়. সত্যে উজল সবি নিরুপম :
হাসির ছলেও তাই তোমরা যা বলো শুনে আমরা ভাসাই কেঁদে প্রিয়তম।
হাসিতে নারীও জানে—তবু মণি পায় যবে কেহ তার মণিহারা জীবনে,
পাছে সে হারায় মণি এই ভয়ে বুক তার কেঁপে ওঠে মিলনেরো শয়নে।

"কেন ভয় হেন ? শোনো। বলিলে যখন : আমি অসমানে চাহিয়াছি বরিতে
কহিল আমার নারী-হিয়া নাথ, : 'সত্য যে স্বয়মানন্দে রাজে মহীতে ;
কোথা সে-ত্রিলোকপতি, কোথা আমি জ্ঞানহীনা, চির-অকৃতার্থা যে জীবনে,
জানে সে গাহিতে শুধু তব গুণ গুণধাম, কিঙ্করী তব চিরচরণে!'*
"প্রবলের মুখে রটে নিন্দা তোমার ? জানি, প্রবল যাহারা মদমত্ত,
স্বভাবে বহির্মুখী, অন্ধ স্বার্থে সুখী, ইন্দ্রিয়ভোগে চিরাসক্ত,
লালসা-নিশীথ তুমি ঝলসিতে তাহাদের চাও তব মুক্তির তপনে :
যে-টান পাতালমুখী, সে কি নাথ সহে কভু যে-টান তুলিতে চায় গগনে ?

কটাক্ষেপারুণাপাঙ্গং সুন্দরভ্রূকুটীতটম্॥
অয়ং হি পরমো লাভো গৃহেষু গৃহমেধিনাম্।
যন্নর্মৈর্নীয়তে যামঃ প্রিয়য়া ভীরু ভামিনি॥

* নন্বেবমেতদরবিন্দবিলোচনাহ যদ্বৈ ভবান্ ভগবতোঽসদৃশী বিভূম্নঃ।
ক্ব স্বে মহিম্ন্যভিরতো ভগবাং স্ত্র্যধীশঃ কাহং গুণপ্রকৃতিরজ্ঞগৃহীতপাদা॥

"মলিন অকিঞ্চন তুমি—তাই দীন তব প্রিয় ? জানি, দেবগণও লভিয়া
নরের অর্ঘ দেয় যে-নারায়ণের পায়—মহেশ যাহার নাম জপিয়া
নিঃস্ব হ'য়েও লভে শিব-বিশ্বেশ্বর-পদ—সে অকিঞ্চন, সত্য !
বুঝিলাম—মৌনই মায়াময় নয় শুধু—মায়া তব বচনেরো অর্থ

রাজ্য-রমণী-ধনে ভরে না তোমার মন—বলিলে, জানি না আমি তাও কি ?
নিখিল চরণে যার নিখিলের উর্ধ্বে সে—একথাও ভাষ্যে বুঝাও কি
ত্রিভুবন ছাড়ি' যোগী আঁধার গুহায় পশি' যার ধ্যানে লভে চৈতন্য,
রবে না সে উদাসীন আপন আলোকে লীন—ত্রিভুবন গণিয়া নগণ্য ?

"অপার অভাবনীয় ছন্দ তোমার ? নাথ, একথাও কে না জানে ভুবনে ?
মহাতপস্বী, যারা তোমার লীলার দিশা পায় না তাদের ধ্যান গহনে,
তাহাদেরি ছন্দের চিন্তা কি পায় দিশা ? একথাও তবু কেন বলিলে ?
পুরাতন কথাও-যে নবঝংকারে কাঁপে তব মুখে—দেখাতে কি ছলিলে ?*

"মতিগতি আচরণ দুর্জ্ঞেয় যাহাদের তাদের বরণ করি' কামিনী
দুঃখই পায় শুধু ? তোমার তীর্থপথে দীপমালা জ্বালে তার যামিনী।
বাসনা-পরিধি তরি' প্রেমিকা তোমার প্রেমচেতনায় হয় যবে চিন্ময়,
তার পরে কামিনীরো কাছে নাথ, আর কি গো বিলাস-বাসর সুখ মনে হয় ?

"রমণীরে পরিহাস করি' যদি পাও সুখ—বাধা আমি দিব না সে-হাসিতে।
বলিব কেবল : নারী শ্রীচরণে চায় ঠাঁই—নয় শুধু আঁখিনীরে ভাসিতে।
শ্রীপদারবিন্দের গন্ধে উছলে যার চিত্তমধুপ হে অনিন্দ্য,
বেদনাও হয় তার রূপান্তরিত ডুবি' আনন্দে তোমার অচিন্ত্য।

"বিষাদো তাহার কাছে হয় যে অমৃতময় নীরন্ধ্র আঁধারের লগনে :
বিরহেও পায় সে যে মিলনাস্বাদ তব, মরণেরো পথে নব জীবনে।
তোমারে বরিয়া নারী-জনম ধন্য মোর, কৃতার্থ বেদনার অভিসার,

---

*ত্বৎপাদপদ্মমকরন্দজুষাং মুনীনাং বর্ত্মাস্ফুটং নৃপশুভির্ননু দুর্বিভাব্যম্
যস্মাদলৌকিকমিবেহিতমীশ্বরস্য ভূমংস্তবেহিতমথো অনু যে ভবন্তম্ ।।

কালো হ'ল আলো আজ লভি' তব, হৃদিরাজ
মালাখানি গাঁথিবার অধিকার।
"তোমারে জানে নি যারা হোক বিলাসিনী তারা রাজরাজেন্দ্র স্বামী লভিয়া,
হোক শুভা সর্বাণী ইচ্ছার ইন্দ্রাণী, আমি শুধু যেন নাম জপিয়া
চরণচারিণী তব রহি যুগে যুগে। জানি—নারীরে তোমার মন নাহি চায়।
নারী তবু তোমারেই চায়, মন পেতে নয়—আপনারে সঁপিতেও রাঙা পায়।

"প্রার্থনা তাই আজ—চরণার্থিনী যেন না হয় কখনো পথ-ভ্রান্ত।
কীট-পতঙ্গ হ'য়ে জনমি যদি হে, তবু তোমারেই বরি যেন কান্ত!
যবে তুমি ফিরে চাও, না চাহিতে কোল দাও, তব অনুকম্পা সে বঁধু হে!
তবু সে সুখেরো তরে আসিনি তোমার ঘরে,
চেয়েছি—চরণে ঠাঁই শুধু হে!"*

শ্রীদাম

নৃপতি পরীক্ষিৎ কহে শুকদেবে: "প্রভু মুকুন্দমহিমার তুলনা
কোথা বলো ত্রিভুবনে—যত শুনি জাগে মনে, আরো তৃষা শুনিবার। বলো না
কীর্তি-কাহিনী তাঁর, পূণ্য জনশ্রুতি, রাজা হ'য়ে যিনি দীনবন্ধু,
বিশ্বের বল্লভ হ'য়ে নিতি নিঃস্বে করেন সেবা, করুণার সিন্ধু!
বিভব রাজ্য ধন, গৌরব অগণন, নারী-সম্ভোগ, যশ বিক্রম
বৃথা যে জেনেছে—তার অতৃপ্ত তৃষ্ণার বারি কোথা বসুধায়? 'ভ্রম ভ্রম'
কে বলে তাহার কানে!—অন্তর-আশা হয় বঞ্চিত মায়ামৃগ-মায়াতে!
বিলাসের দীপালিকা মনে হয় প্রহেলিকা, কায়াতৃষা মিটে কভু ছায়াতে?
বাণীর কৃতার্থতা হরিগুণগানে, কর সার্থক—তাঁরি প্রিয়কর্মে।
মনের মুক্তি তাঁরি মননে—আসীন যিনি জীবনের চলাচল-নর্মে।

*অস্ত্বম্বুজাক্ষ মম তে চরণানুরাগ আত্মন্ রতস্য ময়ি চানতিরিক্তদৃষ্টেঃ।
যর্হ্যস্য বৃদ্ধয় উপাত্তরজোঽতিমাত্রো মামীক্ষসে তদু হ নঃ পরমানুকম্পা॥

শ্রবণের কোথা সুখ যদি সে না করে পান কেশব-কথামৃত-ঝংকার ?
অচল ও চল এই দ্বৈত মুরতি তাঁর নমে নি যে আজো—ধিক্ শিরে তার
যে আঁখি দেখে না তাঁর এ-যুগল ভঙ্গিমা—দর্শন তাহার বিষণ্ণ
যে-অঙ্গ উচ্ছলি' বৈষ্ণবচরণের জলে করে স্নান—সে-ই ধন্য।"*
ভগবান্ বাসুদেবে মগ্ন করিয়া মন ক্ষণিক মৌন মুনি ধরিয়া
নয়ন উন্মীলিয়া কহে গদ্‌গদ-স্বরে ভক্ত শ্রীদাম-কথা স্মরিয়া ঃ

গুরুগৃহে জনার্দন করিত যবে বাস
বাল্যকালে—গুরুভ্রাতা শ্রীদামও সাথে তার
গুরুর সেবা,ব্রহ্মচারী, করিত হ'য়ে দাস
গুরুচরণে—সে-তরণীতে তরিতে পারাপার।
আঁধারঘেরা তুরভিসারে প্রার্থি' চির-আলো
শ্রীদাম চিনি' মাধবে তার দেবতা দয়াময়,
জীবন মায়া জানি' বাসিল মায়াময়েরে ভালো ঃ
হৃদয়ে যার মূর্তি—গাহি' কণ্ঠে তারি জয়।
গৃহাশ্রমে লভিল প্রেমী বনিতা কমনীয়া,
অকিঞ্চন ধরিতে দোঁহে কায়ক্লেশে প্রাণ,
ভক্তিমান্ ব্রাহ্মণের পতিব্রতা প্রিয়া
ভাবিত ঃ "হবে দারিদ্র্যের কবে যে অবসান!"
একদা রমা কহিল ঃ "তব বন্ধু মহীয়ান্
দ্বারকানাথ। চরণে তাঁর করিয়া প্রাণিপাত
বিত্ত চাও—আপনারে যে ভক্তে করে দান
দিবে না সে কি ধন তোমারে পাতিলে তুমি হাত ?"

---

* স বাগ্ যয়া তস্য গুণান্ গৃণীতে করৌ চ তৎকর্মকরৌ মনশ্চ।
স্মরেদ্বসন্তং স্থিরজঙ্গমেষু শৃণোতি তৎপুণ্যকথাঃ সকর্ণঃ ।।

শিরস্তু তস্যোভয়লিঙ্গমানমেৎ তদেব যৎ পশ্যতি তদ্ধি চক্ষুঃ।
অঙ্গানি বিষ্ণোরথ তজ্জনানাং পাদোদকং যানি ভজন্তি নিত্যম্ ।।

কুণ্ঠিত শ্রীদাম। কহিল সাধ্বী বারবার ঃ
"যাচিলে তাঁর কাছে কী দোষ—যিনি নিখিলপতি ?"
"তাহাই হবে," বিপ্র শেষে কহিল, "দ্বারকার
রাজদ্বারে প্রার্থী হব—তোমারি তরে সতী !'
"শুধু, এখন বলো কী আছে গৃহে করুণাময়ী,
অর্ঘ তারে দিবার ?" কাঁদি' গৃহিণী সুমলিন
উত্তরীয়ে বাঁধিয়া দিল একটি মুঠি খই।
শ্রীদাম জপে ঃ "দর্শনের এল পরম দিন,
"ধন্য হবে জীবন। শুধু দৃষ্টিবরই যার
বিত্ত হ'তে বিত্ত—হাসি যাহার আলোময়—
নির্দিশায় দেখায় দিশা—লভি' চরণ তার
মিলিবে মোর মর জীবনে পাথেয়—বরাভয় !"

কে বলে তবু ঃ "শ্রীপতি যিনি তাঁহার কাছে হায়
চাহিবে ধন !—যাঁহারে বরি' গরল হয় সুধা,
পাতিবে হাত তাঁহার কাছে ধনের লালসায়—
না করি' নিবেদন প্রাণের চির-প্রেমের ক্ষুধা !"

প্রিয়ার দেখি' জীর্ণ তনু নিত্য উপবাসে
কহে উদাসী স্বগত ঃ "হরি ! ক্ষমিও অপরাধ ঃ
পতিব্রতা প্রার্থে ধন পতিসেবারি আশে ঃ
আপন সুখ তরে তোমারে ডাকে না সে তো নাথ !"

* * * *
* *

দীপোজ্জ্বল দ্বারকায় দিনান্তে যখন উত্তরিল
অর্থী পান্থ পথক্লান্ত, ধূলিধূসরিত—সে মানিল
সমুদ্র-মেখলা রাজপুরী দেখি' অপার বিস্ময়,
প্রাসাদ-তোরণে আসি' উদ্‌ভ্রান্ত ডাকিল ঃ "কৃপাময় !

কোথা তুমি ? কোন্ পথে মিলিবে তোমার দেখা, নাথ ?
তোমার মন্দিরমুখী পূজারীর ধরো এসে হাত।"

রুধিল না পথ দৌবারিক। বিপ্র দুরু-দুরু-হিয়া
চাহিল দক্ষিণে বামে....অগণন বাতায়ন দিয়া
বিচ্ছুরায় নানাদ্যুতি দীপরশ্মি !....
কোন্ কক্ষে তিনি ?
মঞ্জুল মুর্ছনা ভেসে আসে....কভু অপূর্ব কিংকিণি !
ভেসে আসে পদ্মগন্ধ...বামাকণ্ঠে হাসির লহরা...
ক্ষণে ক্ষণে শোনা যায় মুরজ মুরলা সপ্তস্বরা...
ষোড়শ সহস্র প্রিয়া যাঁর সেবার্থিনী রাত্রিদিন,
সে-রাজাধিরাজ আজ কার পুণ্য পর্যঙ্কে আসীন ?
"যার পথ সে-তুমিই আনো প্রভু পথান্তবারতা
মিলিবে দর্শন যেথা—" জপিতেই কে ও কহে কথা :
"সম্মুখের কক্ষদ্বারে চাও হে অন্বেষী একবার :"
চমকিয়া দেখে পান্থ—স্বয়ং পীতাম্বর তাঁর
শয্যায় রুক্মিণী সাথে মগ্ন প্রেমালাপে ! সেথা হায়
দীন ভিক্ষু পশিবে কেমনে ? বিপ্র ফিরিয়া দাঁড়ায়...
"এসো এসো এসো বন্ধু !" চমকিয়া উঠে সে বিস্ময়ে !—
সেই পরিচিত স্বর...ডাকে বাল্যসতীর্থ প্রণয়ে !
মুহূর্তে রুক্মিণী আসি' করে তার চরণে প্রণাম।
জগন্নাথ টেনে লয় তারে বক্ষে : "এসেছ শ্রীদাম !
কোথা ছিলে এতদিন ? দাও নি দর্শন, শুনি, কেন ?
আশঙ্কা কী হেতু ? বুঝি দেখি' মোর রাজৈশ্বর্য হেন ?
শৈশবসুহৃদ ! আমি তোমার কাছে তো রাজা নহি।
ভুলে কি গিয়েছ সেদিনের কথা—কিশোর প্রণয়ী
যেদিন আমরা দোঁহে গুরুগৃহে করিতাম বাস,

গল্পে পাঠে বিচরণে নিত্য লভি' বিচিত্র বিলাস
অদ্বিতীয় অভিসারে ?—কুণ্ঠা কেন ? বোসো শয্যা 'পরে।"

রুক্মিণী আপনি আনি' সুরভিত বারি শ্রদ্ধাভরে
ধৌত করি' দিল তার ধূলিধূসরিত পা-দুখানি।
স্নিগ্ধিয়া চন্দনে অঙ্গ শ্রীকরে ব্যজনী ল'য়ে রাণী
বসিল চরণতলে। মৌন রহে শ্রীদাম লজ্জায়,
দেখি'—মুকুন্দের চক্ষে দুই বিন্দু আনন্দাশ্রু ভায়।
পুরনারী যত ছুটে আসি'—দেখি' অতিথিরে ম্লান
শুধায় পরস্পরে: "কে এ-অবধূত ভাগ্যবান্
যারে দেখি' শ্রীনিবাস ছাড়ি' লক্ষ্মী শয্যাসঙ্গিনীরে
অগ্রজের মানদান করে হেন আনন্দ অধীরে!"
শুনিয়া ব্রাহ্মণ আরো মাটিতে মিশায় কুণ্ঠাভরে।
কেশব ধরিয়া কর কহে হাসি': "বন্ধু, মনে পড়ে—
কী আনন্দে গুরুগৃহে দুই ভাই যাপিতাম কাল ?
কেমনে আশিস্নে তাঁর লুপ্ত হ'ত আঁখির আড়াল ?
জয়, গুরু-জয়! আহা, সকল দৃষ্টির উৎস যিনি,
সে-নয়নবর বিনা কে কবে অচিনে লয় চিনি'
তরি' অমা বরি' দৈবপ্রভা—যার চমকে চিন্ময়
হেরি' জড়বিশ্ব—হই সে-অনন্ত সম্বিতে তন্ময়!
যাগ যজ্ঞ তপ দান—সবচেয়ে গুরুসেবা যাঁর
দীক্ষায় জেনেছি শ্রেষ্ঠ—তাঁরে মনে আছে তো তোমার ?

"আরো মনে পড়ে কি সে ভয়ঙ্কর দিনের কাহিনী—
পাঠালেন আমাদের যে-সায়াহ্নে আচার্য-গৃহিণী
সমিধ্ আনিতে বন হ'তে ? যবে সেই ম্লানালোকে
নামিল মুষলধারে শিলাবৃষ্টি—দারুণ দুর্যোগে
দিগ্ভ্রান্ত আমরা দুটি প্রাণী পেয়ে ভয়, গুরুভার
অরণী-বহিয়া-ক্লান্ত ধরিলাম হাত—চারিধার

জলে উর্মিময় যবে —মনে পড়ে ? গুরু সান্দীপনি
অবশেষে অন্বেষিতে সেই বনে এলেন আপনি ?
ভুলিব কি কোনোদিন তাঁর সেই গাঢ় সম্ভাষণ
গভীর অরণ্যে ঃ 'বৎস ! বহু দুঃখ পেলে অকারণ।
যে-দেহ সবার প্রিয় তার বিপদেরে তুচ্ছ করি'
বহিলে সমিধ্ ভার পরস্পরের হাত ধরি' !
হেন ছন্দে শিষ্য যবে করে তার আত্মনিবেদন
গুরুর সেবায়—তার জেনো আর নাহি প্রয়োজন
কৃচ্ছ্র তপস্যার—সর্ব সিদ্ধি তার করতলগত।
আশীর্বাদ করি—হও আপ্তকাম তোমরা সুব্রত।
আজি হ'তে তোমাদের সত্য হোক বেদ-জ্ঞানার্জন,
ইহ-পর-লোকে হোক পূর্ণ আশা—সফল তর্পণ।' *

"আজ ফিরে আসে বন্ধু, তোমাকে দেখিয়া বারবার
গুরুগৃহস্মৃতি—যবে ছিলাম আমরা শিষ্য তাঁর ঃ
করুণা তাঁহার কত !—আজো কি স্বরূপে তাঁরে চিনি
বরে যাঁর শিলাবক্ষে উচ্ছলিয়া ধায় নির্ঝরিণী !"

কহিল শ্রীদাম উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ঃ "ওগো লীলানাথ !
যে-তুমি নিখিলসাথী, তার সাথী হ'য়ে দিনরাত
ছিল যে শ্রীগুরু-গৃহে—কোথা বলো অপূর্ণতা তার ?
না চাহিতে সত্যকাম ধরে হাত যার কামনার
কী রহে অলব্ধ তার এ-জীবনে বাঞ্ছাকল্পতরু !
তুমি যার ফলশ্রুতি—তার কাছে মরণের মরু
দাহ তাপ শোক যত লুপ্ত কি গো নহে চিরতরে ?

---

* অহো হে পুত্রকা যূয়মস্মদর্থেঽতিদুঃখিতাঃ।
আত্মা বৈ প্রাণিনাং প্রেষ্ঠস্তমনাদৃত্য মৎপরাঃ॥
ইয়দেব হি সচ্ছিষ্যৈঃ কর্তব্যং গুরুনিষ্কৃতম্।
যদ্বৈ বিশুদ্ধভাবেন সর্বার্থাত্মার্পণং গুরৌ॥

শুধু প্রভু, হাসি পায়—যবে তুমি করো গাঢ়স্বরে
গুরুর মহিমা-গান—স্বয়ং জগদ্‌গুরু হ'য়ে।
যত মূঢ় হই নাথ, জেনেছি-যে তোমারে প্রণয়েঃ
মানবের রূপ তুমি ধরো—শুধু তারি দীক্ষাতরে,
তাই তার রীতিনীতি বরিলে অসীম স্নেহভরে
তারেই দেখাতে পথ। আমাদের অন্ধ তমসায়
জন্ম তব হে অরুণ!—আনিতে নিশান্ত করুণায়!"

হাসিয়া কেশব বলেঃ আমার কীর্তির কথা থাক—শুনি তোমার কাহিনী।
করেছ বিবাহ? বলো।" শ্রীদাম নীরব। কহে রঙ্গনাথঃ"চিনি সখা, চিনি
দাম্পত্যের চিহ্নঃ তব জায়া পুণ্যবতী, আর পতিব্রতা যাপে তার ব্রত।
তুমি মুক্তিপান্থ, তাই অন্তর তোমার ভাই বাসনায় আজো অনাহত।
স্বভাব-নিষ্কাম তুমি বলি' ছিল আশা তব—আদর্শ গৃহীর ছবিখানি
হ'য়ে বিরাজিবে দোঁহে লালসা উদ্‌ভ্রান্ত মর্ত্যে প্রচারিয়া নির্বেদের বাণী।
নহে কি? নীরব কেন?—বলো তবে, উপহার কী এনেছ হে আমার তরে?
হোক না সে তুচ্ছ দীন,, তবু ভক্ত যবে দাতা—দেবতারো চিত্ত ওঠে ভ'রে।
অভক্তের ভূরিদান চায় বলো কার প্রাণ? তোমা সম প্রেমিক সুজন
যাহা দেয় উপহার পত্র পুষ্প উপচার—করি আমি সাদরে গ্রহণ।
ব্রাহ্মণ আলজ্জ মুখে তবু মৌন রহেঃ দিবে কেমনে সে নিখিলের নাথে
এক মুঠি খই, বাঁধা শতচ্ছিন্ন উত্তরীয়ে?—"নাই" বলিতেও প্রাণ কাঁদে!
ভাবগ্রাহী জনার্দন মুহূর্তে জানিয়া তার অপ্রসাদ—কহে আচম্বিতেঃ
"এই তো রয়েছে বাঁধা উত্তরীয়ে—পুণ্যশীলা সেধেছিল আমারে যা দিতে!
বলিয়া খুলিয়া গ্রন্থি—করিল গ্রহণ খই দুচারিটি আনন্দে উচ্ছলি'।
আরো নিতে যায় যবে—হাসিয়া ধরিয়া হাত কহে রাণীঃ "হে কথাকুশলী!
আর কেন? যার তুমি গ্রহণ করেছ অন্নকণিকাও—চিরধন্য সে-যে
ইহকাল-পরকালে নিত্যধনে-বিত্তবান্—তুমি যার প্রার্থী হও যেচে।"

সে-রাত্রি যাপিয়া অচ্যুত-মন্দিরে লভিল ব্রাহ্মণ স্বর্গীয় শান্তি।
মর্ত্যের ক্রন্দন গেল দূরে পলে—জাগরণে যথা দুঃস্বপ্ন-ভ্রান্তি।

পরদিন সাথে সাথে হরি তার কিছুদূর চলি' কহিল ঃ "মিত্র !
প্রণাম ! বিদায় ! হবে দেখা হবে—নিয়তির লীলা অতিবিচিত্র !
কতদিন পরে এলে দ্বারকায়, ছিল আকিঞ্চন তোমার চিত্তে,
অমৃত-সন্তোষে-সুখী অকিঞ্চন ! চাহিলে না তাই বুঝি অনিত্যে ?
ঔদাস্যের বরে লভিলে কৌস্তুভ, আশা-বিসর্জনে জিনিলে মুক্তি ঃ
ত্যাগের তর্পণে ভোগের সন্ধান, ক্ষুধার লিপ্সায় সুধার লুপ্তি ।"

চলে পান্থ একা, আনন্দে-অধীর, সম্ভাষিয়া মনে মনে ঃ "হে বন্ধু !
সখা ব'লে কোল দিলে অকিঞ্চনে হ'য়ে সর্বেশ্বর প্রসাদসিন্ধু !
কোথা আমি দীন মূঢ় পাপী—কোথা তুমি শ্রীনিবাস, জন্মসিদ্ধ !
তবু আলিঙ্গন করিলে আমারে—হে ত্রিলোকপতি অপাপবিদ্ধ ! *
প্রাণাধিকা তব মহিষী রুক্মিণী পর্যঙ্কে আমারে চরণ বন্দি'
করিল ব্যজন কত স্নেহে—দিল উপহার মালা বৈজয়ন্তী !
শুধু ধন মোরে দিলে না মুকুন্দ, পাছে ধনাগমে হই প্রমত্ত
অনন্ত করুণা প্রকাশিলে তব হেন ছন্দে বুঝি ! বিষয়াসক্ত
যায় ভুলে হায় পরমার্থ—তাই ঘুচালে না মোর চিরদারিদ্র্য
জন্ম জন্ম যেন পাই দীননাথ, তব পদধূলি মহাপবিত্র ।"

চিন্তামগ্ন বিপ্র রাজরথে গ্রামে তার উত্তরিল আসি'
চমকি' সে উঠিল সহসা দেখি' এক নয়ন উল্লাসী

অপূর্ব প্রাসাদ ঝলমল ··· চারিদিকে হ্রদ ও নন্দন···
মরাল সেথায় করে কেলি···· অলিকুল করে গুঞ্জরণ !

সুন্দর বীথিকা দুলে দুলে নিমন্ত্রণ করে যেন তারে····
পুষ্পগন্ধ ভেসে আসে ··বাঁশি বেজে ওঠে আনন্দ-ঝঙ্কারে !

ছিল তার কুটির যেথায়— মর্মর-নিলয় যায় দেখা !
স্বর্ণাক্ষরে চূড়ায় তাহার "স্বাগতম্" রহিয়াছে লেখা !

* কাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ।
ব্রহ্মবন্ধুরিতি স্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ ॥

সমীপে আসিতে—সসম্ভ্রমে
নমে তারে, তার পরে—কে ও
সুদর্শন কিঙ্কর কিঙ্করী
পুলকে উঠিল কলস্বরি !

"এসো নাথ," বলে পতিব্রতা,
অকূল-পাথারে কৃপাময়
"পোহালো দুঃখের অমানিশা !
দীপিল প্রেমের দীপদিশা।

"দ্বারকার অভিমুখে তুমি—
এলো যবে ছায়াসম ছেয়ে—
করিলে প্রয়াণ—ধূসরতা
সন্ধ্যায় নামিল নীরবতা,

"জাগিল জিজ্ঞাসা : কেন আমি
ত্রিভুবনরাজের দুয়ারে
তোমাকে তোমার অনিচ্ছায়
প্রেরিনু ধনের তরে হায় !

"একাকিনী বিষ্ণুর মন্দিরে
নিবেদন সকল কামনা
করিলাম নয়নের জলে
তাঁর চিরচরণের তলে।

"তনু মন প্রাণ আশা—সব
অমনি উঠিল বাজি', মরি,
বেদীমূলে দিলাম অঞ্জলি
তাপহরা শ্যামল-মুরলী

"মুহূর্তে আমার বিষাদের
করুণাকোমল মুখ তাঁর
অন্ধকারে অনিন্দ্য নীলাভ
উঠিল ঝলকি' অমিতাভ !

গাহিল বাঁশরী : 'ভক্ত যবে
জানায় প্রার্থনা আঁখিনীরে,
পরম শরণে তাঁর পায়
পায় সে অচিরে যাহা চায়।'

"তুমি চেয়েছিলে ধন, তাই
ভাঙা কুটিরের ভিত্তি পরে
সে-মায়ামানব ইচ্ছাময়
গড়িল দেখ এ-ইন্দ্রালয়!"

কহিল শ্রীদাম গাঢ়স্বরে :
সর্ব দুঃখ ঘুচিল আমার
"মুখপানে চাহিতেই তাঁর
মর্মমাঝে—-রণিল ঝঙ্কার :

"চাই না চাই না হে বরদ,
শুধু তব কৃপা বিনা ভবে
ভক্তি বিনা কোনো বর আর,
সবই যে গো অলীক অসার !

"তুমি সতী, আমার অভাব-
চেয়েছিলে ধন—দিল তাই
মোচনের তরে আঁখিজলে
আশাতীত দান নাথ পলে।"

কহে প্রিয়া হাসি' ; "হে বল্লভ, তাঁর কাছে চাহিতে কি হয় ?
বিশ্বে তবে যারা কণ্ঠহীন কৃপা কি তাদেরো তরে নয় ?

বন্ধ্যা ভূমি নিষ্ফল লজ্জায় চেয়ে থাকে আকাশের পানে
চাহিতে পারে না বৃষ্টিবর, বরদ আকাশ তাহা জানে।

"গায় তাই সে নির্ঝর তালে ফলফুল-জাগানিয়া গান,
করুণা যাহার অহৈতুকী অকিঞ্চনে দেয় যে সে মান।"

কহিল শ্রীদাম ঃ "সত্য সতী ! তবুও আমরা ভুলি হায়—
অন্তর্যামী কান পাতে এসে অন্তরের মৌন বেদনায়।

"শুধু প্রার্থনা আর যেন না ভুলি সে-চিরদানেশ্বরে,
মন মাঝে যেন নিত্য রহি অনাসক্ত, জানি—তাঁরি তরে

"পার্থিব সম্পদ যশ মান, দাস দাসী সকলি তাঁহার ;
যাহা পাই সেথা বাঁধা পড়ি' না হারাই শ্রীচরণ তাঁর—

"বিশ্বপতি হ'য়ে যে প্রণয়ে কোল দেয় দীনতম দাসে,
সর্বজয়ী হ'য়ে যে মানিল অধীনতা অধীনের পাশে।"

শঠে শাঠ্যং

শকুনি দৈত্যের সুত মন্দমতি বৃক ছিল স্বভাবে কুটিল চিরদিন
জপিত সে-শঠ মনে ঃ "দেবের বিদ্রোহ হবে আচরিতে নিত্য ক্লান্তিহীন।"
শুধু দেবতার নয়, পরের অহিত চক্রী সাধিত নিয়ত ছলনায়।
বঞ্চিতে সে-মায়াবীরে পারিত না কেহ তবু—কে বিষ্ণুমায়ার পার পায় !
ক্রূর বৃত্তিগণ লভি' নিরন্ত লালন গুপ্ত দুরভিসন্ধির বীজগুলি
ক'রেছিল বিকশিত বনস্পতি—সে-পল্লব-মর্মরে সে বিঘ্ন গেল ভুলি'।

একদিন নারদেরে শুধায় সে ঃ "বলো মুনি, কোন দেবতারে আরাধিলে
আশু বর হয় লাভ ? কোন্ জপে হয় তূর্ণ গূঢ় আশা পূর্ণ এ নিখিলে ?"

কহিল দেবর্ষি ঃ "বৎস! বিষ্ণুসিদ্ধি মনে রেখো তুরূহ, সে কাঁটাপথে ডাকে,
বহু ত্যাগ, দীনতার পরে তরি' অন্ধকার মিলে তার আলো। অনুরাগে
শ্রবণে কীর্তনে ধ্যানে বিনির্মল আত্মদানে তবে হয় কৃপালাভ তাঁর ঃ
যদি হও ত্বরমাণ যাও শিব-সন্নিধান—আশুতোষ উপাধি যাঁহার।
সরল বিশ্বাসে বিভু সহজে প্রসাদ দান করেন উচ্ছলি' ঃ তপস্যায়
ধরা দেন সুমধুর—তাই বৎস সুরাসুর সহজেই শৈব সিদ্ধি পায়।
স্বভাবে মহানুভব নীলকণ্ঠ, প্রার্থী তাঁরে দেয় যদি তুঃখ—ভুলি' তার
অন্তহীন অত্যাচার—করেন গ্রহণ সুখে পূজারীর অর্ঘ উপচার!
রুষ্ট হ'লে ভালে তাঁর অগ্নি করে ছারখার—পুষ্পধনু তাই তনুহীন!
কিন্তু কূটনীতি তিনি জানেন না, যে সরল—ভোলানাথ তাহারি অধীন।"

শুনিয়া কেদার তীর্থে করিল প্রয়াণ বৃক—বরিতে তপস্যা অতি ঘোর :
আপন দেহাঙ্গ দিয়ে অনলে আহুতি দৈত্য সাধে কৃচ্ছ্র ভয়াল কঠোর
সপ্তম দিনের অন্তে লেলিহ কৃপাণ ল'য়ে ছিন্ন করি' মুণ্ড আপনার
চাহিল সে অর্ঘসম অর্পিতে পিনাকি পদে—রাখি' অভিসন্ধি গুপ্ত তার।
মহামতি মহেশ্বর স্থণ্ডিলের অগ্নি হ'তে হ'য়ে অভ্যুত্থিত করুণায়
করি' আলিঙ্গন তারে কহিলেন প্রেমভরে ঃ "কেন বৎস মৃত্যু-সাধনায়
ধাও হেন? যবে আমি আশুতোষ - দিনযামী শুধু জল বিল্বপত্র ধরি'
অভয় বরদ-করে অনুদিন ভক্তরে প্রণয়ের প্রসাদ বিতরি?
আমি প্রেম-জলধর—বর্ষি নিতি প্রিয়ঙ্কর আনন্দ-আসার বরদানে। *
বলো কোন্ বর চাও? রাখো খড়্গ,কেন হও আত্মঘাতী উগ্র অভিমানে?
কহে কৃতাঞ্জলি দৈত্য ঃ "ভগবান্! ধন্য হে আমার জনম ভবে।
তোমার দর্শন লভিনু তাই—হেন কৃপা অহৈতুকী স্মরণে রবে।
শুনেছি শিশুকাল হ'তে শ্রীতনু তব অমল-উজ্জ্বল অগ্নিসম,
জানিত কে বা নাই তাপ এ-অনলের—আলো বিলাও শুধু হে নিরুপম!

* তমাহ চাঙ্গাঙ্গমলং বৃণীষ্ব মে যথাভিকামং বিতরামি তে বরম্।
প্রীয়েয় তোয়েন নৃণাং প্রপদ্যতাম্ অহো ত্বয়াত্মা ভৃশমর্দ্যতে বৃথা॥

চন্দ্রভাল তুমি তাই হে সুন্দর শুভঙ্কর, কোথা দোসর তব—
লীলায় মহিমায় অমর সুষমায় হে সনাতন প্রভু পুনর্ণব !
দেবতা অভিমানী, নিয়ত চায় স্তব—অহেতু প্রেমে তুমি অংশুমালী,
যে যেথা কাঁদে ব্যথা-নিশীথে শঙ্কায়—উদয় হও তব অভয় জ্বালি' !
যেথায় সম্পদ—সেথায় নাই তব শান্ত কারুণিক কান্ত ভাতি।
যেথায় দুর্যোগ দাহন দম্ভোলি—মুক্তি-অহনায় বিনাশো রাতি।
যেথায় অকরুণ গরল-উদ্‌গার—সাধিয়া করো পান পরের তরে,
দেবতা তরে রাখি' অমৃত উর্বশী, আত্মারাম রাজো শ্মশানচরে,
মরণে জীবনের নব রূপান্তর আনিতে লীলা তব চির-অমেয়,
ভক্তাধীন ! মানো নিয়ত পরাজয় ভক্তপাশে—হ'য়ে অপরাজেয় !
দেবতা দেবীদেহ ঢাকে অলঙ্কারে—ভবানী শুধু ভবে ভূষণহীনা ঃ
তবু কে বিজয়ার সমান—মরণেও যে-সতী রয় শিব অঙ্কলীনা,
ছাড়ি' যে পার্থিব শ্রীতনু পতিবরে হিমালয়ের ঘরে জনম লভে !
দেবতা চায় নিতি নূতন দয়িতায়, কে তোমা সম একনিষ্ঠ রবে ?
সকলি জানি—তবু দেখিতে চাই প্রভু বিভূতি তব কত শক্তি ধরে।
জনশ্রুতি শুনি' মুগ্ধ হ'য়ে নাথ জিজ্ঞাসুর মন কভু কি ভরে ?
তাই হে সর্বেশ, আমারে দাও বর—যাহারি শিরে আমি রাখিব কর,
লুটাবে তারি শির ছিন্ন হ'য়ে ভূমে—শাসিব দুর্জনে নিরন্তর।"

কহিল বিস্মিত গিরিশ ঃ "হে অসুর ! চায় তপস্বীরা শ্রেয় বা প্রেয়,
কেহ বা চায় সুখ, কেহ বা ধন জন রমণী—হেন বর চায় নি কেহ !
দণ্ড দুর্জনে দিয়া কী সন্তোষ ?—যে-বর আনে সুখ—চাও না কেন ?
দীর্ঘ এ-জীবনে দেখি নি কারো মনে জাগিতে অদ্ভুত বাসনা হেন !"
কহিল বৃক নমি' ঃ "বিশ্বে বহুমুখী প্রকৃতি দিন দিন কত না প্রভু
সৃজিছ লীলাময় চিরবিচিত্র হে ! কে পায় পার বল তোমার কভু ?
আমার মনে হেন বাসনাবীজ কেন বুনিয়া মহীরুহ করিলে তুমি—
আমি কি জানি হায়? আমার মনে শুধু উঠিতে একই বীজ চায় কুসুমি'।

আমার সাধ শুধু জানিতে—দেবদেব সকল বর দিতে পারে কি হারে?
শুধায় যবে প্রাণ, পায় কি সমাধান আলোক-রূপে ঘন অন্ধকারে?
অন্য বর তাই চাই না আমি—যদি না দাও এই বর—এ-শির নাথ,
লুটাবে পায়ে”—বলি’ উঠায় অসি বৃক করিতে আপনার মুণ্ডপাত।
উদার ধূর্জটি মুগ্ধ বিশ্বাসে বলিল হাসি’: “হোক তাহাই তবে:
যাহার শিরে তুমি রাখিবে কর তার স্কন্ধে নাহি আর মুণ্ড রবে।”
বলিয়া দিল শিব সর্পে সুধা সম অসুরে দেববর সরল মনে।
বৃক বরদ-শিরে রাখিতে কর ধায় গৌরী-হরণের আকিঞ্চনে।
মহাবিপন্ন সে-অমর কারুণিক তিন ভুবনে ধায় মরণভয়ে,
অসুরও কামচারী মহেশে অনুসরে।

স্বর্গে দেবগণ সভয়ে কহে:

“এ-হেন দুর্যোগে তারিবে কে দিশারি!—দিল যে বর বিভু সত্য-ব্রত!
কেমনে সে-প্রতাপ মিথ্যা হবে—হ’ল তাঁহারি প্রসাদে যে অব্যাহত!
এ কোন্ অঘটন অভাবনীয়! বলো মরিবে কোন্ মুখে মরণজয়ী?
মরিলে ভূতনাথ কে দিবে জীবগণে আশিস মরণের ঊর্ধ্বে রহি’?
কে দিবে দেবতায় যজ্ঞভাগ আর—শাসনভয় রবে কাহার মনে?
জীব ও শিব মাঝে দান-ও-প্রতিদান-সূত্রে কে বাঁধিবে বিশ্বজনে?”
করিয়া মন্ত্রণা শিবেরে ল’য়ে সাথে হরিচরণে পড়ে দেবতা সবে।
দানবো ধায়—তারে সুদর্শন দেয় বাধা। সে গোলোকের দ্বারে নীরবে
রহে প্রতীক্ষায়—কোথায় যাবে শিব? তরুছায়ায় বসি’ অসুর হাসে।
গোলোকে দেবগণ অনাথসম নাথে জানায় নিবেদন করুণ ভাষে:

“দ্বারে ভিখারী আমরা তব, কমলাপতি!
তুমি না রাখিলে সংকটে কোথায় গতি?
দেখ শিব পিনাকী
ধায় প্রাণের লাগি’
হ’লে দেবতার অপঘাত—কেমনে ভবে
বলো অমৃত-অঙ্গীকার বাঁচিয়া রবে?

"শুধু নহে অপঘাত—হেন অপমান হ'তে
বলো, দেবতারে কে করিবে ত্রাণ এ জগতে ?
হ'লে শিবের নিধন ?
রবে কে চিরন্তন ?
মুখ দেখাতে মরিব না কি আমরা লাজে ?
কেবা কাণ্ডারী তুমি বিনা—তুফান মাঝে ?

"শুনি এ-সকলি লীলা তব ওগো লীলাময় !
তবু পুছি : এ কেমন লীলা ? দেবেশেরো ভয় !
আর কে সে বিভীষণ ?
যার না আছে সাধন,
বল, প্রতিভা, শকতি—শুধু বরি ছলনা
আজি কেমনে অকুতোভয় হ'ল বলো না !"

কহে শিবেরে শ্রীহরি : "ছল—সেও আমারি
লভি সন্ধান যার আজ জয়ী দেবারি
ছল সাথে কভু হয়
প্রেম- আঁখি-বিনিময় ?
বলো আলো কি পরায় মালা কালোর গলে ?
আজো জানো না কি করুণায় ভোলে না ছলে ?

"তাই দীক্ষা আমার নয় বিমূঢ়তারি :
আমি ছলী সাথে নিতি হই ছলবিহারী।
যার জানো না মতি
বর চাহে সে যদি
দিবে তাহারে কি অধিকার অবাধ হেন ?
আছে কাঁটায় কুসুমে ভেদ—শেখো না কেন ?"

বলিয়া শ্রীহরি লভিল কিশোর ব্রাহ্মণ-রূপ—বৃক যখন
বৈকুণ্ঠের অদূরে দাঁড়ায়ে করে প্রতীক্ষা হৃষ্টমন।

"কেমন!" হাসে সে মনে মনে: "শিব অমর হ'য়েও মরিবে আজ
দিব প্রতিশোধ বহু অসুরের মরণের আমি অসুররাজ।
হবে পার্বতী দয়িতা আমারি—দেব দেবী সবে গাহিবে 'জয়!'
আসুরী ছলনা কী শক্তি ধরে—"

সহসা দেখে সে জ্যোতির্ময়
সম্মুখে এক ব্রাহ্মণ—প্রেমে বিশ্বাসে ভরা দুটি নয়ন!
দেখিয়া মুগ্ধ চেয়ে রয় বৃক।

কহে দ্বিজ: "তুমি কে গো সুজন?
কার পথ চেয়ে? কি ভাবিছ? হেথা গোলোকের কাছে এলে কেমনে?
ক্লান্তের সম দেখি কেন সখা? এসেছ কাহার অন্বেষণে?
ভরে প্রাণ হেরি' কান্তি তোমার। কে তুমি বন্ধু? কী সুন্দর
সরলতা ভরা আঁখি তব! আমি কে? রসাতলের গুপ্তচর।
ব্রাহ্মণবেশ ধরিয়া এসেছি আসুরী সাধনা-সিদ্ধি তরে!
তোমারে অসুর বলি' মনে লয়—তাই বুঝি প্রেম হৃদয়ে ক্ষরে!
স্বর্গের এক গুপ্ত কাহিনী বলিতে তোমাকে চাহি ধীমান্!
রসাতল হবে দেবনিহন্তা কোন্ পথে—দিব সে-সন্ধান
যদি তুমি হও সহকারী। হবে? ভালো, শোনো তবে, শুধু হে বীর,
মন্ত্রগুপ্তি চাই আগে—জয় তারি কিঙ্কর—যে অনধীর।"

শুনি উল্লসি' কহে বৃক তারে মহেশের বরদানের কথা:
"গৌরী আমার বহুবাঞ্ছিতা—মরি কী মোহন সে-তনুলতা!
নিষ্কৃতি কোথা পাবে শিব—যবে রাখিব তাহার শিরে এ-কর?
নাই নাই তার নিস্তার আর—দিয়াছে যখন আমারে বর।"

বলে ব্রাহ্মণ গোপনে: "কিন্তু উমাপতি মহাছলনাময়।
বরদানে তার নাই অধিকার আজ আর। সবে গাহিত জয়
শিবের যেদিন বন্ধু, সেদিন—শুধু স্মৃতি আজ: তোমারে আনি,
হেথায় মিথ্যা বর-লোভে চায় বধিতে তোমারে আমি যে জানি।"

"মিথ্যা বর সে দিয়েছে ? দেবেশ ?" সন্দেহে বৃক তারে শুধায়।
"দেবত্ব তার লুপ্ত, দক্ষ-শাপে সে যে আজ পিশাচ হায় !
তাই সে ভস্ম মাখে দিবানিশি, সর্পেরে করে কণ্ঠহার,
শ্মশানেই করে নৃত্য, বলদ ভূত প্রেত শুধু সঙ্গী তার।
যেমন জটিল জটা তার হায়, তেমনি কুটিল তার স্বভাব,
উদারতা তার নটভঙ্গিমা, রাগ ছলে শুধু গায় প্রলাপ।

"সকলেই জানে একথা। তোমারে করি সাবধান—সর্বনাশ
হবে তব—যদি শিরে তুমি তার রাখো হাত। তারি পূরিবে আশ ঃ
জটায় তাহার আছে সুগোপন ফণী—দংশনে সাধিবে তব
সংহার, সখা, সত্যই কহি—নহে নহে আর দেবতা ভব।
বিশ্বাস যদি না হয়—প্রমাণ অতীব সরল—শিরে আপন
রাখো না শ্রীকর—রবে সে অচল—চিনিবে তাহার প্রবঞ্চন।
স্বভাবে সরল তুমি, তাই আজো জানো না দেবতা কুটিল কত ঃ
সত্যনিষ্ঠ তুমি, দেবগণে তাই মনে করো সত্য-ব্রত।"

মোহন ভাষায় ভুলি' বিমুগ্ধ আপনার শিরে রাখিল কর ঃ
অমনি মুণ্ড লুটালো ভূতলে।
"জয় জয় হরি শুভঙ্কর !"
গাহিল তাপস মুনি ঋষি দেব দেবী ঃ "জয় জয় হে নারায়ণ।
ছলনা যাহার চরণাশ্রিত, কে পারে করিতে তারে ছলন !"
শিবে কহে হরি ঃ "হে জগদ্‌গুরু, তব পায়ে করে যে অপরাধ
আপন পাপে সে মরে মূঢ়, লীলা কে জানে তোমার বিশ্বনাথ !"*

*অহো দেব মহাদেব পাপোঽয়ং স্বেন পাপ্‌মনা ।।
হতঃ কো নু মহৎস্বীশ জন্তুর্বৈ কৃতকিল্বিষঃ।
ক্ষেমী স্যাৎ কিমু বিশ্বেশে কৃতাগস্কো জগদ্‌গুরৌ ।।

একাদশ স্কন্ধ

কো নু রাজন্নিন্দ্রিয়বান্ মুকুন্দচরণাম্বুজম্।
ন ভজেৎ সর্বতোমৃত্যুরুপাস্যমমরোত্তমৈঃ॥

অমরোত্তমগণ করে উপাসনা যাঁর চরণকমল, সে-মুকুন্দ দয়াল
উপাস্য নহে কার দেহের দ্বীপান্তরে চারিদিকে যেথা ঢেউ মৃত্যুভয়াল?

ভূতানাং দেবচরিতং দুঃখায় চ সুখায় চ।
সুখায়ৈব হি সাধূনাং ত্বাদৃশামচ্যুতাত্মনাম্॥
ভজন্তি যে যথা দেবান্ দেবা অপি তথৈব তান্।
ছায়েব কর্মসচিবাঃ সাধবো দীনবৎসলাঃ॥

দেবতা কখনো দেন দুঃখ কখনো সুখ ছায়াসম আমাদের অনুসরিয়া।
তোমাসম নিরুপম সাধু দীনবৎসল স্বভাবে অহৈতুকী করুণাহিয়া।

শ্রুতোঽনুপঠিতো ধ্যাত আদৃতো বানুমোদিতঃ।
সদ্যঃ পুনাতি সদ্ধর্মো দেব বিশ্বদ্রুহোঽপি হি॥

পরম ধর্ম বলি তারে এ-ধরায়—যার আদরে শ্রবণে পাঠে অনুমোদনে
অশুচি দেবদ্রোহী ভুবনবৈরী যত মুহূর্তে শুচি হয় হরিশরণে।

দুর্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ।
তত্রাপি দুর্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনম্॥

যদিও দেহীর তনু ক্ষণভঙ্গুর, তবু দুর্লভ নরতনু দেবতার বর:
হেন শুভ সৃষ্টিতে আরো দুর্লভ—যাঁরা হরির প্রিয়ঙ্কর, চিরসুন্দর।

কায়েন বাচামনসেন্দ্রিয়ৈর্বা বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতস্বভাবাৎ।
করোতি যদযৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়েতি সমর্পয়েৎ তৎ।

কায়মনোবাক্যে বা ইন্দ্রিয়চিত্তের প্রেরণায় যাহা কিছু সাধো জীবনে
আপন স্বভাবধারা অনুসরি'—অর্পণ করিও নারায়ণের চিরচরণে।

মহর্ষি কবি নিমিরাজকে:

আপন যাহা নয় তাহারে আপন হেন জ্ঞান
নিত্য আনে উদ্বেগ আশঙ্কা অভিমান

বন্ধনের এ-হেন শত দুঃখ হ'তে ভাই
হরিচরণ-বরণ বিনা অভয় নাই নাই।
বচনে মনে কায়ায় যবে চরণ চাই তাঁরি,
ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি হয় তাঁহারি অভিসারী,
যা-কিছু করি তখন—সঁপি' কর্ম নারায়ণে
হয় সে ভাগবতী সাধনা জানিও এ-জীবনে। (২।৩৩,৩৬)

মায়ায় তাঁর যাহারা হরিবিমুখ—তারা কভু
রাখে না মনে—তাহারা দাস, তিনিই চির-প্রভু।
তাঁহারে করি' নিষ্কাশিত—ভয়ের দহে হায়
মুহুর্মুহু ভ্রান্তিবশে দুঃখ তারা পায়।
হেন বেদনা-বৈতরণী তারাই শুধু তরে
যাহারা গুরু-দেব-বরণে ভক্তি হৃদে ধরে।
হেন শরণে হরিরে যারা প্রার্থে অভিসারে,
চরণে তাঁর ভক্তি লভে, বিরাগ—সংসারে।
প্রাণে তাদের সহজে ফোটে ভগবানের জ্ঞান,
শান্তি পায় তূর্ণ তারা সফল-সন্ধান। (২।৩৭,৪৩)

মহর্ষি হরি নিমিরাজকে ঃ

যাঁর চরণের নখমণি হ'তে বিকীর্ণ চন্দ্রিকা
প্রাণতাপ করে শীতল—যেমন ইন্দু স্নিগ্ধধারে
দিনান্তে আনে শান্তি—যে-হৃদি সে-হরির আরতিকা
জ্বালায় মনের মন্দিরে, তার দাহ কি থাকিতে পারে?

আনমনে বলে—"কোথা বল্লভ!"—অমনি সে-আহ্বান
তাঁহার চরণডোর হ'য়ে তাঁরে টেনে আনে লহমায়!
এমন প্রেমে যে আসীন—সে ভাগবতের মাঝে প্রধান,
পাপহারী হরি তার হৃদাসন ভুলেও ছেড়ে না যায়। (২।৫৪,৫৫)

নিমিরাজের প্রতি মহর্ষি পিপ্পালায়ন ঃ

স্ফুলিঙ্গ যথা পারে নাই কভু প্রকাশিতে অগ্নিরে,
পারে না তেমনি প্রকাশিতে প্রাণমন গূঢ় মরমীরে।
শব্দও শুধু তাহার ক্ষণিক আভাস ঝঙ্কারিয়া
যায় থেমে—তার পূর্ণ রূপের আসে না বোধন নিয়া।
চকিত চমকে লীলাতীত ধরে মূরতি লীলার মাঝে ঃ
অচিরের কাছে সুচিরের রূপ-প্রকাশে নিষেধ আছে। (৩।৩৬)

মহর্ষি প্রবুদ্ধ নিমিরাজকে ঃ

দিনে দিনে আনে আপন মৃত্যু বহিয়া মনস্তাপ,
দুর্লভ ধন, দুঃখসাধন গৃহসুত তবু চাই !
ভাবিয়া দেখি না আমরা রাজন্—কতটুকু প্রীতিলাভ
হেন ধনজন-আহরণে—যারা আজ আছে কাল নাই !

অচল শ্রদ্ধা চাই ভাগবত শাস্ত্রে নিরন্তর,
অন্য শাস্ত্রে নিন্দাবিরতি। বচনে মানসে প্রাণে
চাই অনলস সত্যাশ্রয়ী নিষ্ঠা শুভঙ্কর,
আত্মদমন, শান্তিসাধনা—সরল নিরভিমানে।

হে রাজন্, সেই কমলচরণ কেশবেরে যারা চায়,
বহুবিচিত্র ভক্তিসাধনে—বিদূরিবে তারা আগে
কামনাকর্মজাত মলিনতা যাহারা চিত্ত ঢাকে
আবরণ হ'য়ে। অমল মানস যবে হবে—মহিমায়
ফলিবে সত্য অন্তর্গূঢ়—নির্মেঘ, সুন্দর,
মুক্তনেত্রে যথা প্রতিফলে রবিরাজ অম্বর। (৩।১৯,২৬,৪০)

মহর্ষি করভাজন নিমিরাজকে ঃ

শ্রীহরির শ্রীচরণ-ধেয়ানে যে উন্মন তাঁহারি ভাবের শুধু ভাবুক যে-উচ্ছল,
হ'লেও ভ্রান্তি তার—করে তারে উদ্ধার অন্তর্যামী সেই অনুগত-বৎসল।
(৫।৪২)

উদ্ধবের প্রতি কৃষ্ণ :

অক্রুর সাথে মথুরায় আমি করিনু প্রয়াণ যবে,
গোপীরা আমার বিরহে যাপিত জীবন নিরুৎসবে।
কৃষ্ণেই শুধু জানিত সুখের পরম কারণ যারা,—
কৃষ্ণবিহীন সুখসাধ পানে ফিরেও চাহে নি তারা।
নদ নদী যথা সাগরে মিশিলে পাসরে আপন ধারা,
সমাধির কোলে মুনি ঋষি হয় যেমন বিশ্বহারা
ভুলি' নাম রূপ সকলি—তেমনি ছিল ভুলি' গোপীগণ
আমারি ধেয়ানে ইহকাল, পরকাল, তনু, প্রাণ, মন।

নিখিল দেহীর অন্তরবাসী আমার শরণ চায়
যে আমারে জানি নিয়ন্তা—লভে বরাভয় সে ধরায়।

সংসার-তরু-শাখে উদ্ধব, ফলে দুই ফল—দুঃখ, সুখ।
মুক্তিপন্থী পায় সুখফল, সংসারকামী অশেষ দুখ।
এক যিনি, যাঁর মায়া রচে বহু বাসনার বেশে রূপের ভ্রম,
গুরুর প্রসাদে যে তরে সে-মায়া, সে-ই চির-জ্ঞানে জ্ঞানী পরম।
বিদ্যা-কৃপাণে হেন বাসনার তরু ধীর ব্রতে নাশিয়া ভবে
গুরুর পূজায় লভিয়া আমারে, বিদ্যা-কৃপাণো ত্যজিতে হবে।

(১২।১০,১২,১৫,২৩,২৪)

আমারে তনুমন সঁপিল যে-সুজন, রাখে না আশ হরি বিনা যে কারো,
যে-সুখে অধিকার লভে সে—লেশ তার বিষয়ী কোথা পাবে, বলিতে পারো? (১৪।৪২)

আমার প্রেমে যারা চির-অকিঞ্চন, সবারে ভালোবাসে শান্ত প্রাণে :
তারা যে-মুক্তির পরম স্বাদ পায়—কামনা-ক্লিষ্ট কি সে সুখ জানে?

(১৪।১৭)

সর্ব মালিন্যেরে যথা করে নাশ অনলপ্রবাহ,
তেমনি মন্মুখী ভক্তি সর্ব পাপ পলে করে দাহ।
যোগ যজ্ঞ ধর্ম ত্যাগ স্বাধ্যায় তপস্যা দান ধ্যান
করে না আমারে বশ—করে যথা ভক্তির আহ্বান।
প্রেমের অতিথি আমি, আমারে ভক্তিই শুধু বাঁধে,
চণ্ডালও পবিত্র হয়—অনুরাগে যবে মোরে সাধে।
বিনা বিগলিত-চিত্তে আনন্দের অশ্রু শিহরণ
কেমনে সঞ্চার হবে প্রেমের ?—কেমনে তনুমন
বাসনার মোহ হ'তে নির্মলতা লভিবে জীবনে ?
বিনা ভক্তি ভক্তাধীনে কে জানিতে পারে ত্রিভুবনে ?

(১৪।১৯ ২১,২৩)

কৃষ্ণ উদ্ধবকে ঃ

আচার্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্বদেবময়ো গুরুঃ॥ (১৭।২৭)

আমিই শ্রীগুরুদেব ঃ কোরো না তাঁহারে তাই লেশ অসম্মান
মানবতা কোথা তাঁর—দেহে যাঁর সর্ব দেব করে অবস্থান ?

নোদ্বিজেত জনাদ্ধীরো জনং চোদ্বেজয়েন্নতু।
অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত নাবমন্যেত কঞ্চন॥ (১৮।৩১)

কাহারো উদ্বেগ-হেতু সে নাহি হয়, কোথাও উদ্বেগ নাই তাহার
দুর্বচন সহি' তবু সে প্রীতিময়, করে না অনাদর কভু কাহার।

বাহিরেরি দিশা রবি করে দান, অন্তর্মুখী নয়ন-বর
দেয় সাধুরাই—আত্মার তাই তারাই বন্ধু, দেব অমর।

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥ (২০।১৭)

যে-দেহ সকল ফলের মূল,
দুর্লভ যাহা—দৈবে সুলভ তবু,
তরণীর সম দোলে দোদুল,
কাণ্ডারী যার স্বয়ং শ্রীগুরু প্রভু,
অনুকূল বায়ু আমি যাহার,
সে-দেহ লভিয়া চায় না যে পার হ'তে
এ-ভব-সাগর—জানিও তার
বুদ্ধি আত্মঘাতিনী মিথ্যা-ব্রতে।

নৈরপেক্ষ্যং পরং প্রাহুর্নিঃশ্রেয়সমনল্পকম্।
তস্মান্নিরাশিষো ভক্তির্নিরপেক্ষস্য মে ভবেৎ॥

কারো অপেক্ষা রাখে না যে-জন কোনো ছলে এ-জীবনে,
মহামঙ্গল তীর্থপথে সে চলে ঃ
কৃষ্ণভক্তি উপজায় তাই যার নিষ্কাম মনে,
তারি নাম "নিরপেক্ষ" ধরণীতলে।

নরেষ্বভীক্ষ্ণং মদ্ভাবঃ পুংসো ভাবয়তোঽচিরাৎ।
স্পর্ধাসূয়াতিরস্কারাঃ সাহঙ্কারাঃ বিয়ন্তি হি॥
এষা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধির্মনীষা চ মনীষিণাম্।
যৎ সত্যমনৃতেনেহ মর্ত্যেনাপ্নোতি মামৃতম্॥ (২৯।১৫,২২)

আমার ভাবনে ভাবিত ধরায় রহে অনুদিন যারা,
অধীনের প্রতি দম্ভ প্রকাশ করিতে পারে না তারা।
করে না ঘোষণ স্পর্ধা প্রতিদ্বন্দ্বীরো সাথে আর,
ঈর্ষা শ্রেষ্ঠজনে বা অকিঞ্চনেরে তিরস্কার।
নশ্বর তনু মন প্রাণ করি' দান প্রেমে এ-জীবনে
প্রতিদানে ফিরে পাওয়া শাশ্বত অমৃত-সত্যধনে,—
মনীষিগণের মনীষা-প্রকাশ এই মহাবিনিময়ে,
বুদ্ধিমানের বুদ্ধিরে চিনি এ-নিয়োগ-পরিচয়ে

শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণ

বেণুকুল করে নাশ যথা বেণুবনে দাবানল,
কৃষ্ণের মায়ায় সেই যদুকুল স্পর্ধিত প্রবল
ব্রহ্মশাপে হ'ল ধ্বংস—ধরিত্রীর শেষ গুরুভার
হ'ল অপনীত। অনন্তর করি অবসান তাঁর
অবতার লীলা অবতারী—বসিলেন তরুমূলে
করিতে মহাপ্রয়াণ আপনার লীলাতীত কূলেঃ
চারিদিক করি' আলো ধূমহীন দীপ্ত শিখাসম
দিব্যকান্তি চতুর্ভুজ ধুলায় আসীন নিরুপম!
মৃগমুখাকৃতি তাঁর শ্রীচরণ মনে করি' মৃগ—এক নিষাদ বিঁধিল
বাণে সেই অপরূপ কমল-কোমল অঙ্গ। সমীপে আসি'সে নিরখিল
যবে সেই চতুষ্পাণি মূরতি মহিমময়—কাঁদি তাঁর পড়িল চরণে
"ক্ষমা করো দেবদেব," বলি'। কহিলেন হরি করুণার্দ্র জলদ-প্রস্বনে
"ভয় নাই হে নিষাদ, আমার নিধন তুমি সাধিয়াছ আমারি ইচ্ছায়।
ওঠো বন্ধু! পাবে ঠাঁই হেন পুণ্য ফলে তাই,
আমারি আদেশে—অমরায়।"

বহুগুরুবাদ

ভ্রাম্যমাণ অবধূতেরে দেখিয়া সদানন্দ,
শ্রীযদুরাজ শুধাল: "হেন নিরভিমান ছন্দ
মিলনভরা কিরণ-প্রাণ কোথায় পেলে মিত্র?
কর্ম করি' ত্যাগ হে সুধী বিদ্বান্ বিচিত্র,
কেমনে বলো লভিলে হেন বালসরল বুদ্ধি—
বাসনাধূলি-শয়নে জিনি' গগননীল মুক্তি?
নাই স্বজন বন্ধু ধন বিলাস গৃহতৃপ্তি,
তবুও তব আননে ভায় এ-কোন্ সুখদীপ্তি?"

কহিল অবধূত: "রাজন্! পেয়েছি আমি জ্ঞান
বহু গুরুর দীক্ষাগুণে। তাই নিরভিমান

ছন্দে হেন বিচরি চিরমুক্ত বসুধায় ঃ
শুনিবে—গুরু কাহারা হ'ল আমার সাধনায় ?

"পৃথিবী আমার জীবনের পথে হ'য়ে গুরু দিল দীক্ষা—
বহুপদভার মহামারী ভূমিকম্প আনে পরীক্ষা
সহিষ্ণুতার, ক্ষমার। ধরণী সম যেন রাখি স্মরণে—
সুখ দুখ সবি দেয় জীব শুধু দৈবের অনুসরণে।

"গিরি আর তরু দিল এ-দীক্ষা—জীবন পরেরি জন্য,
পরার্থে যারা বিলায়ে সরিৎ ফল ফুল ছায়া—ধন্য।

"অনিল আমারে শিখাল—নর্মে কর্মে হরষে বেদনে
লিপ্ত রহিয়া রবে চিরনির্লিপ্ত জীবনে মরণে।
গন্ধ যেমন বিলায় সে—তবু নহে সৌরভমুগ্ধ,
দেহীও তেমনি দেহলোকে রবে দেহসুখমোহমুক্ত।

"আকাশ শিখাল—বিভু ভগবান্ তারি ম'ত চির ব্যাপ্ত
অনাদি অশেষ অনাহত—নহে সীমায় পরিসমাপ্ত।

"সলিল আমারে শিখাল—তাহারি ম'ত রবে যোগী নির্মল,
স্বভাবে স্নিগ্ধ, নিখিল-পাবন, তীর্থের সম উজ্জ্বল।
"শিখাল অনল—যোগী রবে তারি ম'ত প্রদীপ্তি-ধন্য,
তেজে বরেণ্য—কভু অগুণ্ঠ, কভু রহি' প্রচ্ছন্ন।

"তপন শিখাল ঃ—করজালে তার জলরাশি যথা গগনে
উঠি' বরষায় ঝরে—রবি ভায় মুক্ত, যোগীও ভুবনে
ইন্দ্রিয়পথে তেমনি বরিবে রূপ রস ধ্বনি গন্ধ,
বিলাবে তার সে-সঞ্চয় পরে—হারায়েও সদানন্দ।
"অজগর দিল দীক্ষা—অশন স্বাদু হোক কি বা স্বাদহীন,
যোগী রবে অবিচল—স্বাদ-রুচি করিবে না তারে পরাধীন।

"সিন্ধু শিখাল—মুনি নিতি হবে ধীর, প্রসন্ন—বাহিরে,
অতল-বিলাসে চির-প্রশান্ত রবে অন্তরগভীরে।
ভাব তার হবে দুরবগাহ, সে রাজিবে ভবে দুরত্যয়,
লভিলে আঘাত রবে ক্ষোভহীন, অনন্তপার, অক্ষয়।
বাহিরের ভোগ-প্রবাহিনী-ঢেউ লভি' সে হবে না চঞ্চল,
না লভিলে সুখলহরী—রবে না শীর্ণ ম্লান অনুজ্জ্বল।

"পতঙ্গ দিয়ে গেল এ-শিক্ষা—রমণীর রূপশিখা হায়
রূপোন্মত্তে করে দাহ—মূঢ় চিরচঞ্চল লালসায়।

"ভ্রমর শিখাল—গৃহিগৃহে যোগী বীতরাগ রহি' অশনে
রবে কণিকাশী—'আরো দাও' যেন না বলে ভুলেও জীবনে
প্রতি ফুল'হ'তে ভ্রমর সাদরে করে যথা মধু আহরণ—
চলাচল হ'তে সারসঞ্চয় সন্ন্যাসীরো আকিঞ্চন।

"নানা কলি হ'তে অলি করে মধু পুঞ্জিত, হায় অন্ধ!—
নিষাদ সে-মধুচক্র ভাঙিয়া হরি' লয় মকরন্দ।
ব্যাধ অলি তাই যুগলে আমারে দিল এ-পরমদীক্ষা:
পরদিন তরে রাখিবে না কভু অবধূত তার ভিক্ষা।
সঞ্চয় আনে লালসা, শঙ্কা, চিন্তার নিরানন্দ:
বরি' বরাভয়, বীতসঞ্চয় রবে যোগী স্বচ্ছন্দ।

"লুব্ধ-রসনা মীন তার প্রাণ হারায় বলিশ-বেধনে,
রস-লালসায় তেমনিই স্বাদ-বিমুগ্ধ বরে মরণে।
মীন তাই গুরু হ'য়ে হে রাজন্, দিয়ে গেছে এই শিক্ষা—
বিনা রসনার সংযম নাই নাই নির্লোভে-দীক্ষা।

"চিল নখে ল'য়ে আমিষ যখন ধায় আনন্দে গগনে
বায়সের ব্যূহ তাড়না তাহারে করে না কি অনুসরণে?

পরে ত্যাগ করি' সে-আমিষ তবে হয় সে একেলা, শান্ত।
বিহঙ্গ তাই দিল মোরে ভাই এ-দীক্ষা অভ্রান্ত :
যাহা প্রিয় অতি করিলে লিপ্সা আনে সে আনে অশান্তি,
সংগ্রহে শুধু শ্রান্তি অপার, ত্যাগবুকে অক্লান্তি।

"বালক আমারে শিখাল—নিয়ত মান-অপমান-ভাবনা
আনে শুধু মায়া দুঃখদাহন। তাই তাপসের সাধনা—
নিরভিমানের চিরপ্রতিষ্ঠা বালকের ম'ত মায়াহীন,
তারি তালে খেলে আপনার সাথে যে-যোগী সে নয় পরাধীন।

"সর্প আমারে শিখাল :—বিরাজি' অলক্ষ্যমান নিরালে
আপন গুহায় রবে নিরাপদ তপস্বী সাঁঝসকালে
হ'য়ে সাথীহীন তারি ম'ত—পরিহরি' জনতার সঙ্গ :
ধ্রুবধন নাই যাহাদের—কেন তাহাদের সাথে রঙ্গ !

"কাঁচপতঙ্গ অপর কীটেরে আনি' রাখে নিজ গুটিকায়,
সে-বন্দী কীট লভে দিনে দিনে প্রভু-রূপ—প্রভু-চিন্তায়,
তেমনি রাজন্, মুমুক্ষু মুনি ধ্যান করি' পরমার্থে
সে-রূপান্তরী আলোকে রূপান্তরে ম্লানছায়া স্বার্থে।

"এমনি ছন্দে বহু গুরু হ'তে দিনে দিনে আমি পেয়েছি
চেতনা আমার সন্ধান-পথে যারে বেদনায় চেয়েছি।
দিনে দিনে যবে করুণ নয়নে ফুটিল অরুণদৃষ্টি,
দেখিলাম—বিনা ভগবান্ হায়, এ-জীবন অনাসৃষ্টি !
অভাগবতের কর্মে কেবল বন্ধনেরি অতৃপ্তি,
সঞ্চয়-সাধ আনে শুধু ভয়, ভোগে—দুর্ভোগ-সিদ্ধি,
রসনা জাগায় রসের তৃষ্ণা, দেহ—লালসার দাহনায়,
ঘ্রাণ চঞ্চল করে সুগন্ধে, নয়ন—রূপোন্মাদনায়।
বহু কান্তার কান্ত যেমন পায় না কখনো শান্তি,
বহু ইন্দ্রিয় তেমনিই টানে দিকে দিকে—আনে ভ্রান্তি।

প্রাণলীলা হ'তে করেছি তবু এ-পরম তত্ত্ব আহরণ—
বহুদুর্লভ মানব-জীবন, নহে ছায়াবাজি এ-ভুবন
ভুবনেশ্বরে যদি হেরি মর-জনমের শেষ অর্থ,
নহে শূন্যতা বৈরাগ্য ঃ সে দেয় দিশা—কোথা সত্য,
দেখায়ে—মায়ার-অতীত মায়েশে পায় যে—হয় সে মুক্ত,
কুসুমানন্দ-নন্দনে দেখে কণ্টক চিরলুপ্ত। *

---

* লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্বতঃ স্যাৎ ॥

ভাগবতের অবধূতের ছবিটি সুন্দর হ'য়ে ফুটেছে বহুরূপে! আরো বিস্ময় জাগে ভাবতে আমাদের দেশে ভগবৎসাধনার কত পথই না আবিষ্কার করেছিলেন নিষ্ঠাবান্ দুঃসাহসীরা! ভগবানকে চেয়েছেন সব দেশেরি সাধকেই বটে, কিন্তু এত ভাবে এত পথে তাঁকে খুঁজেছেন আর কোন-দেশের তত্ত্বসন্ধানী? গুরুবাদী, বহুগুরুবাদী, বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, হংস, অদ্বৈতবাদী, ভক্তিযোগী, কৃচ্ছ্রবাদী, সর্বাস্তিবাদী, মায়াবাদী—এমন কি বামাচারী অঘোরপন্থী···কত বল্‌ব?

দ্বাদশ স্কন্ধ

পরীক্ষিতের প্রতি শুকদেব ঃ

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ॥
কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ॥ (৩।৫১,৫২)

বহুদোষ আছে কলির রাজন্, শুধু আছে এই গুণ মহান্ ঃ
কৃষ্ণনামেই কাটে বন্ধন, দেখা দেয় চির-কৃপানিধান।
সত্যযুগে শ্রীবিষ্ণুর ধ্যানে, ত্রেতায় যজ্ঞে মিলে যে-ফল,
দ্বাপরে—সেবায় ঃ মিলে সেই ফল কলিযুগে হরিনামে কেবল।

মুনিগণের প্রতি সূত ঃ

ত এতদধিগচ্ছন্তি বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্।
অহং মমেতি দৌর্জন্যং ন যেষাং দেহগেহজম্॥
অতিবাদাংস্তিতীক্ষেত নাবমন্যেত কঞ্চন।
ন চেমং দেহমাশ্রিত্য বৈরং কুর্বীত কেনচিৎ॥ (৬।৩৩,৩৪)

সে-পরমপদ বিষ্ণুর পায় এ-জীবনে শুধু তারা
'আমি ও আমার'-অভিমান হ'তে মুক্তি লভিল যারা,
নিন্দা যাহারা সহে হাসিমুখে, করে মানদান সবে,
তুচ্ছ দেহের তরে কারো সাথে করে না বিবাদ ভবে।

আবির্ভূত বরদাতা শিবের প্রতি মার্কণ্ডেয় ঃ

কং বৃণে নু বরং ভূমন্! পরং ত্বদ্বরদর্শনাৎ।
যদ্দর্শনাৎ পূর্ণকামঃ সত্যকামঃ পুমান্ ভবেৎ॥
বরমেকং বৃণেঽথাপি পূর্ণাৎ কামাভিবর্ষনাৎ।
ভগবত্যচ্যুতাং ভক্তিং তৎপরেষু তথা ত্বয়ি॥ (১০।৩৩,৩৪)

কী বর চাহিব হে ভূমন্‌ যবে দর্শনই তব বর
ফলে যার হয় সত্যব্রত, পূর্ণসাধন নর।
শুধু এক বর চাই হে বরদ : রহে যেন প্রিয়তম
হরি ও হরির-প্রেমিক-চরণে অচলা ভক্তি মম।

সূতের কৃষ্ণপ্রণাম :

তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং তদেব শশ্বন্মনসো মহোৎসবম্‌।
তদেব শোকার্ণবশোষণং নৃণাং যদুত্তমঃশ্লোকযশোঽনুগীয়তে॥ (১২।৫০)

রমণীয় কথা তারেই বলি
যেথা উঠে হরিনাম উছলি',
পুণ্যশ্লোক ভুবনে যিনি,
রূপ দেখি যাঁর রূপেরে চিনি,
ছন্দে যাঁহার—মন্ত্র লভি'
ঝঙ্কারি' উঠে অমর কবি,
মনের-মহোৎসব যাঁহারে
বরি,' নিতি তরি শোকপাথারে।

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ ক্ষিণোত্যভদ্রাণি শমং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং জ্ঞানঞ্চবিজ্ঞানবিরাগযুক্তম্‌। (১২।৪৫)

শ্যামলচরণ-যুগলে নমো
ফুটে রয় দুটি কমল সম :
সে-রস-রূপে যে রহে মজিয়া
অবিস্মরণে উজ্জ্বলিয়া
যায় তার সব বেদনা দূরে
প্রেমলের মধু-বাঁশি নূপুরে॥

অন্তর হয় অমল বরি'
প্রেমে সেই চির-প্রেমিক হরি,

অজানা তাহার কিছু কি থাকে
মোহ যার হৃদে আর না জাগে ?
যারে জেনে মন নিখিল জানে
তারি ধ্যানে জ্ঞান লভে সে প্রাণে ॥

মহাভারত

শিশুপাল-বধ

প্রথম সর্গ

দৈবী প্রকৃতির মহা অরি মূর্তিমান-
দানবিক বিভূতির তুঙ্গতম চূড়া,
মহারাজ জরাসন্ধ কৃষ্ণের কৌশলে
প্রার্থিয়া ভীমের সাথে দ্বৈরথ-সংগ্রাম
হ'ল যবে হত—এল সেই শুভ দিনে
নিষ্কণ্টক পাণ্ডবের ধর্মসাম্রাজ্যের
নব আলোকিত যুগ। মহাযুগগুরু
নরতনুধারী কেশবেরে প্রণমিয়া
যুধিষ্ঠির প্রেরিলেন ভ্রাতা ভীমসেন
অর্জুন নকুল সহদেবে দিগ্বিজয়ে।
ভারতের রাজবৃন্দ যত ধর্মরাজে
করিয়া স্বীকার ছত্রপতি বলি হ'ল
করদাতা। বহু রত্ন ধন অশ্ব গজ
অন্তহীন ঊর্মিসম আনিল প্লাবন
সম্পদের। পাণ্ডবের মিত্র ও আত্মীয়
রাজগণ যুধিষ্ঠিরে কহিল সাদরে :
"মহারাজ! রাজসূয় যজ্ঞের আসিল
অনুকূল লগ্ন আজ।" সহসা উদিল
আনন্দের জয়ধ্বনি—স্বনিল চৌদিকে :
"কৃষ্ণরথ যায় দেখা!" * গাহিল সকলে :

---

* অথৈবং ব্রুবতামেব তেষামভ্যাযযৌ হরিঃ।
ঋষিঃ পুরাণো বেদাত্মা দৃশ্যশ্চৈব বিজানতাম্॥
জগতস্তস্থুষাং শ্রেষ্ঠঃ প্রভাবশ্চাপ্যয়শ্চ হ।
ভূতভব্যভবন্নাথঃ কেশবঃ মধুসূদনঃ॥ (মহাভারত—সভাপর্ব
—৩২ অধ্যায়)

কীর্তন

"এসো এসো নাথ! যারে শুধু তারা জানে
প্রজ্ঞা যাদের মানস-অতীতে মানে ;
নারায়ণ বলি' চিনিল যাহারা তাঁরে
নরলোকে বরি' লোকনাথ অবতারে ;
প্রভব পালন প্রলয়ের বিধায়ক,
ত্রিকালদর্শী, নিখিলের নিয়ামক,
এসো ধর্মের রক্ষক হে মহান্,
জীবনের প্রতি সুখ যার বরদান ;
সম্পদে সখা, বিপদে অভয়দাতা,
দৈত্যহন্তা সজ্জনকুলধাতা ;
যাহার আলোর প্রসাদে সারাৎসার
যুগে যুগে মুখ লুকায় অন্ধকার ;
প্রতি তৃণ যার চরণনটনদোলে
হরিত ছন্দে শিহরায় হিল্লোলে ;
লভি' ছায়া যার বীথিকা ছায়া বিলায়,
ফলে ফুলে যার অঙ্গসুরভি ছায় ;
আকাশ সুনীল শ্যামল বিভাসে যার,
ব্যাপ্তি-পরশে নীর হয় পারাবার ;
জপি' আশা যার জপে মর দীপালিকা :
হবে একদিন নীলিমার নীহারিকা ;
দেখি' রূপ যার প্রতি রসনায় জাগে
স্তবের মন্ত্র—সুরে, তালে, অনুরাগে ;
শুনি বাঁশি যার নিরাশা-পাষাণে ঝরে
নির্ঝর-হাসি উধাও কলস্বরে ;
যাচি অলক্ষ্য সিন্ধুর অভিসার
হয় প্রবাহিণী চাহিয়া মিলন যায় ;

নটিনী তটিনী শুনি' যার কিংকিণি
উছলতা ছাড়ি' হয় প্রেম-উদাসিনী ;
যাহার নর্ম জপিয়া ধর্ম পায়
কর্ম-প্রেরণা বিকাশের মহিমায় !
যেখানে যা কিছু সুন্দর রূপ ধরি'
রূপে সাজে—তব পরশেই সে তো হরি !
আসো তুমি প্রতি আঁধার-অন্তরাল
বিদলি' সান্ধ্যনভে হে চন্দ্রভাল !
যেথাই প্রদীপ জ্বলে—তব শিখা জানি
জ্বালে তারে তব অনির্বাণেরে মানি'।
রবির কিরণ যথা রবিহারা গেহে
সুখঝঙ্কার ছড়ায় উদার স্নেহে
নিবাত ভবনে পবন যেমন আনে
প্রাণ-উল্লাস—নিশ্বাসই যারে জানে, *
তেমনি হে নাথ, তোমার আবির্ভাবে
বিধুর মর্ত্য হৃদি শিহরণে কাঁপে।
নব নব রূপে নব যুগজাগরণে
তুমি দাও দেখা দেখাতে চিরন্তনে
অস্থিরতার কেন্দ্রে অচঞ্চল,
অনির্মলের মর্মে বিনির্মল।
অংশাবতারে হয়েছে আবির্ভাব
কত রূপ তব নাশিতে ধরার তাপ !

"এবার নিটোল পূর্ণকান্তি, মরি,
শূন্যেরে তব পূর্ণে তুলিতে ভরি',

---

*অসূর্যমিব সূর্যেণ নিবাতমিব বায়ুনা
কৃষ্ণেণ সমুপেতেন জহৃষে ভারতং পুরম্। (৩২ অধ্যায়)

মর্ত্যের বুক অমর্ত্য সুষমায়
ঝঙ্কৃতে এলে সসীমে অসীমতায় !
কেমনে এ-হেন করুণার বলো তব
করিব পূজা হে পুরাণ, পুনর্নব !
কতটুকু বলো জানি তব মহিমারে ?
সিন্ধুরে কভু বিন্দু জানিতে পারে ?
যে তোমার যত কাছে আসে—দেখে তত
তত দূরে তুমি কাছে আসো হায় যত !
যতই তোমারে চিনি—তত হয় মনে
'কোথা তুমি কোথা আমি !' রাখীবন্ধনে
বাঁধো তুমি দীনতম জনে যুগে যুগে
বুনিয়া গগন-স্বপন মাটির বুকে !
কীর্তন তব কেন করি তবু বঁধু ?—
স্মরিলে তোমারে বেদনাও হয় মধু ।
যত শোক তাপ ব্যথা কেন নিরাশার
হানুক অশনি, আনুক অন্ধকার—
ঐন্দ্রজালিক ! সে-কালোরি বুকে জ্বালো
পরশ ইন্দ্রজালে তুমি তব আলো ।
বিন্দুর বুকে গেয়ে সিন্ধুর গান
মরণেরে দাও অমৃতের সন্ধান,
বাদলে বিজলি জ্বালিয়া অবিশ্রাম
আঁধারে শেখাও জপিতে আলোর নাম,
ক্ষণিকের বুকে ভরিয়া চিরসুদূর
'তুমি-তুমি' সুরে 'আমি-আমি' করো দূর ।"

দ্বিতীয় সর্গ

কহিল যুধিষ্ঠির : "কৃষ্ণ ! তোমারি বরে পৃথিবী আমার অধিগত হে !
তোমারি অনুজ্ঞায় প্রজার ভরণদায় বহি আমি গণি' তারে ব্রত যে !*
শুধু তুমি দিয়ো দিশা—তোমার মন্ত্র বিনা কে কবে পেয়েছে কোথা সিদ্ধি?
তুমি যার কাণ্ডারী অপারে সে পায় পার, তব দীপ বিনা কোথা দীপ্তি ?
কহে সবে রাজসূয় যজ্ঞ সাধিতে, নাথ, চাই সেথা তাই তব দীক্ষা—
সম্মতি বিনা যার সর্বারম্ভ বৃথা—শ্রুতি বিনা যার বৃথা শিক্ষা।
যজ্ঞ রাজার জানি করণীয় : শুধু ভয় বাসি—পাছে অধর্ম-ছলনা
ধর্ম-ছদ্মবেশে গর্ব-প্রমাদ আনে। তাই করি অনুরোধ—বলো না :
রাজসূয় যজ্ঞের সূচনায় অনুমতি আছে তো তোমার ? জানি হৃদয়েশ
কৃতার্থ হব যদি প্রাণে তব জপি' ধ্যান কর্মে তোমারি মানি নির্দেশ।"

কহিলেন বাসুদেব প্রসন্ন হাসি' : "প্রভু, বিনয়ে কেন বা দাও লজ্জা ?
এত গুণ একাধারে আছে কোন্ মানবের ? কেন তবু ধরো দীন সজ্জা ?
আমি গোপনন্দন, ধেনুর পালনই জানি ; সুমহান রাজকীয় কর্ম
কেমনে জানিব ? শুধু দেখি' তব আদর্শ শিখি আমি কারে বলে ধর্ম।
সসাগরা এ-ভারতভূমির পালনে বলো কে আছে তোমার সমতুল্য ?
ধর্মের ধারক যে কর্মের নায়ক সে—তারে উপদেশ যে বাহুল্য।
রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন অশঙ্কে করো তুমি হে ধর্মনিত্য !
তোমার কীর্তিফল লভি' আমরাই হব তোমারি পুণ্যে কৃতকৃত্য।"

পাণ্ডব-ভ্রাতৃগণ দিকে দিকে রাজদূত প্রেরিল নিমন্ত্রিতে রাজদল :
কুরু, বাহ্লিক, মহাকলিঙ্গ, কাম্বোজ, গান্ধার, অন্ধ্রক, সিংহল।
ল'য়ে বহু উপায়ন এলো বহু দেশপতি—করদাতা, কুটুম্ব, মিত্র :
মহান্ অতিথি তরে পাণ্ডব সমারোহে নিকেতন রচিল বিচিত্র।

---

*ত্বৎ কৃতে পৃথিবী সর্বা মদ্বশে কৃষ্ণ বর্ততে।...
অনুজ্ঞাতস্ত্বয়া কৃষ্ণ প্রাপ্নুয়াং ক্রতুমুত্তমম্॥ (৩২ অধ্যায়)

প্রতি রাজা অর্পিল বহুধন সম্পদ—"আমারি শোভিবে মণিরত্ন
উজ্জ্বলতম ভায় রাজসূয় সভাতলে"—কল্পনে দেখি' হেন স্বপ্ন!
ব্রহ্ম-আহুতি-ভার করিলেন সানন্দে গ্রহণ শ্রীব্যাস মহাকল্প,
উদ্‌গাতা—মহামুনি সুসামা সে-যজ্ঞের, পুরোহিত—শ্রীযাজ্ঞবল্ক্য।
করিলেন বরণ শ্রীবাসুদেব সেথা যাচি' চরণ-ক্ষালন-ভার বিপ্রের।
অমেয় সে-অচিনের কে লভিবে তল? রবি হয় মণি ম্লানতম নেত্রের। *

তৃতীয় সর্গ

কহিলেন বীর ভীষ্ম সভায় মঞ্জু ভাষণে ধর্মরাজে:
"পূজ্যের পূজাভার প্রারম্ভে তোমারে বহন করিতে সাজে।
গুরুপুরোহিত স্নাতক সুহৃৎ সম্বন্ধী ও নৃপতি শুনি
অর্ঘলাভের যোগ্য এ ছয়—রটিল ভুবনে স্মার্তমুনি।
চাহো যদি—প্রতি অতিথিরে পারো করিতে অগ্রে অর্ঘদান,
অথবা যেজন সবার শ্রেষ্ঠ তাঁহারেই দাও পরম মান।" †
কহিলেন তবে সম্রাট্: "তাত! গণিব কারে বরিষ্ঠ হেথা?"
হাসি কহিলেন গাঙ্গেয়: "কেন প্রশ্ন এ-হেন—কৃষ্ণ যেথা?
তপন যেমন বসুন্ধরার নয়নের মণি, ধ্যানের ধাতা,
তেমনি মরণমলিন মর্তে জীবননলিন যে প্রাণদাতা,
চন্দ্র যেমন দিন-বিরহিণী সন্ধ্যার বুকে রবি-স্মৃতি
আনে রবিপাত কোমলি' তেমনি ধূলায় যে বুনে কুসুমবীথি,

---

* চরণক্ষালনে কৃষ্ণো ব্রাহ্মণানাং স্বয়ং হ্যভূৎ।
সর্বলোকসমাবৃত্তঃ পিপ্রীযুঃ ফলমুত্তমম্॥ (৩৪)

† আচার্যমৃত্বিকঞ্চৈব সংযুজঞ্চ যুধিষ্ঠির।
স্নাতকঞ্চ প্রিয়ং প্রাহুঃ ষড়র্ঘার্হান্ নৃপং তথা॥
এষামেকৈকশো রাজন্ অর্ঘ আনীয়তামিতি।
অথ চৈষাং বরিষ্ঠায় সমর্থায়োপনীয়তাম্॥ (৩৫)

আলেয়া ভ্রান্তি-মাঝে যে শান্তি আলাপে বাজায় তারা-মুরলী
ঝটিকা-নিশায় যবে কাঁপি ভয়ে—হাসে যে করুণা-অরুণে ঝলি',
নিশ্বাস যবে রুদ্ধ—যে আসে আশ্বাসে সুখ-মলয়সম,
নরতনুধারী সে-প্রিয়তমেই গণি হে আমি বরেণ্যতম।"
বীর সহদেব তখন ভীষ্ম আদেশে সাজায়ে অর্ঘ আগে
নিবেদিল মহামতি কেশবের শ্রীচরণতলে প্রেমানুরাগে।

সহসা ক্রুদ্ধ শিশুপাল উঠি' ধর্মরাজেরে কহিল : "প্রভু!
প্রবীণ রাজার বালকসুলভ আচরণ হেন সাজে না কভু।
মহাত্মা বলি' জেনেছি যাহারে তারে হীনাত্মা দেখিলে জাগে
চিত্তগ্লানি—বর্বরতায় সুকুমার হৃদে আঘাত লাগে।
ধর্মের গতি গহন সূক্ষ্ম—অবোধ তোমরা জানো না হায়!
ভীষ্মেরে তাই মানো যে হয়েছে মতিচ্ছন্ন আজি জরায়।"

বলি' গাঙ্গেয়-নয়নে নয়ন রাখি' সে কহিল পরুষভাষে :
"লুপ্তবুদ্ধি বৃদ্ধ দেখিলে শিশুরো চিত্তে লজ্জা আসে।
স্থবির! নহে যে রাজা সে-কেশব রাজমান পায় কী অধিকারে?
ভস্ম কি হয় হবি—সিঞ্চিলে অমৃতে অথবা অশ্রুধারে?
প্রবীণ বলিয়া চাও যদি তারে দিতে সম্মান এ-সভাতলে,
তবে নাহি কেন দাও বসুদেবে যবে সে এ-মহাসভা উজলে?
পাণ্ডবদের হিতৈষী বলি' যদি চাও দিতে অর্ঘ তারে,
তবে দ্রুপদের সম্মুখে তারে কেমনে বরিলে এ-উপচারে?
আচার্য বলি' বরি' কৃষ্ণেরে দিতে চাও মান সাদরে যদি,
তবে যেথা দ্রোণ আসীন স্বয়ং, মানিলে না তারে কেন কুমতি!
পুরোহিত বলি' যদি গোপসুতে চাহিলে করিতে অর্ঘদান,
তবে যেথা ব্যাস আহূত—সেথায় অপরে কেমনে দাও সে-মান?"
বলি' পুনরায় যুধিষ্ঠিরের পানে চাহি' কহে চেদীশ্বর :
"ন্যায় মানো যদি—আমার আজ এ-প্রশ্নের দাও সদুত্তর :

নহে এ-কৃষ্ণ কুলীন, নৃপতি, জ্ঞানী, সুধী কি আচার্য নয়।
তবু মাথা নত করো তারি পায়ে—দেখি নিরাশায় ছায় হৃদয়।
অধন্য ধেনুপালকেই যদি তোমরা পূজিতে চাহিযাছিলে,
তবে অপমান করিতে কি শুধু রাজগণে হেথা নিমন্ত্রিলে ?

"প্রাধান্য তব আমরা ভয়ে বা লোভে করি নাই অঙ্গীকার ঃ
সম্রাট্ বলি' দিয়েছি যে-কর, সে শুধু যাচিয়া বরণ তার
ধর্মের মহাদর্শ যে হবে—তাই গাহিলাম তোমার জয়,
ন্যায়ের ধারক কল্পি' তোমারে দিয়েছি হে উপহার প্রণয়।
ক্ষোভ জাগে তাই 'ধর্মাত্মা' এ-উপাধি মিথ্যা দেখি' তোমার ঃ
ঘনায় বিষাদ হেরি যবে হায়—সুজনেরো কলুষিত আচার।"

কৃষ্ণের পানে ফিরি' শিশুপাল কহিল জ্বলজ্জ্বালাপ্রখর ঃ
"রহিয়া নীরব সাধুসম আজ নাই নিস্তার, ধূর্তবর !
তোমারে চিনিতে পারে নাই যারা—তাহারা করুক স্তব তোমার ঃ
আমি জানি তব কীর্তি ভণ্ড !—ধর্মের নামে ভ্রষ্টাচার।
পাণ্ডবগণ করজোড়ে হায় তোমারে যে পূজে—সে শুধু ভয়ে,
হেন বিপ্লব দুঃসহ—তবু সে গুরুভারও হৃদয় সহে।
ভয়ে আছে আছে হীনতা—তথাপি ভয়ের কবলে হারায়ে জ্ঞান
করে শিশুসম আচরণ জ্ঞানী—অবলার সম কম্পমান !
কিন্তু তোমার দুরাচরণের সমর্থন না পাই কোথাও ঃ
পূজ্য যে নহ জানো মনে—তবু কেমনে পূজার অর্ঘ চাও ?
চরণে তোমার সহদেব যবে সঁপিল অর্ঘ—বলো কেমনে
করিলে স্বীকার—অর্হণীয়-যে নহ তুমি জানো যখন মনে ?
অথবা তোমার শক্তির লেশ নাই কি সরল দর্শনের ?
পরাভূত যদি পরে জয়টিকা কোথা সঙ্গতি সে-দৃশ্যের ?
বৃষ যদি পরে কেশরী-কেশর—হয় না সিংহ কেশর-গুণে ঃ
মহারথী নাম কে পেয়েছে শুধু তীক্ষ্ণ শায়ক ভরিয়া তূণে ?

সিংহাসন সে রাজ-প্রাসাদেই শোভে : ভিক্ষুক-পর্ণগৃহে
কে রাখে তাহারে? শোভনতা কারে বলে আজো তুমি শেখোনি কি হে?
ক্লীবের উপাধি রমণীমোহন? গজদন্তের—অমলহাস?
বায়সেরে দেওয়া কোকিলের মান? এ নহে ভূষণ, এ উপহাস।" *
বলি' শিশুপাল কৃষ্ণবিরোধী রাজগণ সাথে সভাস্থল
ত্যজিয়া করিল বহির্গমন কাঁপায়ে চরণে অবনিতল।

চতুর্থ সর্গ

যুধিষ্ঠির শিশুপালের শুনি পুরুষবাণী
ফিরায়ে তারে কোমলস্বরে কহিল : "অভিমানী!
অসঙ্গত হেন ভাষণ শোভে না মুখে তব ;
ভুলিছ কেন তোমার মহাকুলের গৌরব?
শালীনতার যে-উপদেশ আমারে আজ দিলে,
ক্ষিপ্ত ক্রোধে সুনীতি তার তুমিই লঙ্ঘিলে।
তাই মহান ভীষ্মে দিলে উপাধি মূঢ়মতি—
জ্ঞানে যিনি বরেণ্য, রণে—অজেয় সেনাপতি।
আরো জীবনে কৃষ্ণে যারা পূজ্য বলি' মানে
গুণগ্রাহী প্রবীণ তারা– গুণকে তাই জানে।
ভীষ্ম জানে শ্রীকৃষ্ণের মর্ম যেই ম'ত
জানো না তুমি তেমন। তাই তুমিও মাথা নত
করো সুজন! অসুন্দর তোমারি আচরণ।
জন্ম যার যাদবকুলে করিবে সে বরণ

---

* ন ত্বয়ং পার্থিবেন্দ্রাণামপমানঃ প্রযুজ্যতে।
ত্বামেব কুরবো ব্যক্তং প্রলম্ভন্তে জনার্দন॥
ক্লীবে দারক্রিয়া যাদৃগন্ধে বা রূপদর্শনম্।
অরাজ্ঞো রাজবৎ পূজা তথা তে মধুসূদন॥ (৩৬)

আচারে শীল, বিচারে ন্যায়, কর্মে সুব্রত,
ক্রোধের বশে দুর্বচন নহে তো সঙ্গত।" *

কহিল তবে দেবব্রত : "ওগো মহানুভব!
শিশুপালের এ-অনুনয় উচিত নহে তব।
পাষাণে বীজবপন নহে কদাপি সমীচীন,
শান্তিবাণী শুনেছে কবে মত্ত মতিহীন?
শ্রদ্ধা যার স্বভাব নয় পূজারে কি সে মানে?
কৃতজ্ঞতা পরম গুণ—সর্প কভু জানে?
ধন্যজনে ছন্নমতি চিনিতে কবে পারে?
প্রেতের কানে প্রীতির বাণী কে গায় ঝঙ্কারে?"

অতিথি সভাসদের পানে চাহিয়া অমলিন
ভীষ্ম তবে কহিল : "হেথা যাঁহারা সুখাসীন
প্রশ্ন এক তাঁদেরে আমি করিতে চাই আজ :
আহূত যারা এ-সভাতলে পরিয়া বীরসাজ,
ধনুষ্পাণি তাদের মাঝে আছে কি হেন জন
কৃষ্ণে পারে যে পরাজিতে বিক্রমে আপন?—
দানব কত নিহত হ'য়ে পরশবরে যাঁর
মুক্তি লভি' ধন্য হ'ল নমি' চরণ তাঁর!
বিষস্তনী এসেছিল যে-পূতনা পাপীয়সী
স্তন্য-বিষে বধিতে শিশু কৃষ্ণে রাক্ষসী :

---

* নেদং যুক্তং মহীপাল! যাদৃশং বৈ ত্বমুক্তবান্।
অধর্মশ্চ পরো রাজন্! পারুষ্যঞ্চ নিরর্থকম্॥
নহি ধর্মং পরং জাতু নাববুধ্যেত পার্থিবঃ।
ভীষ্মঃ শান্তনবস্ত্বেনং মাবমংস্থা ত্বমন্যথা॥
বেদ তত্ত্বেন কৃষ্ণং হি ভীষ্মশ্চেদিপতে! ভৃশম্।
নহ্যেনং ত্বং তথা বেত্থ যথৈনং বেদ কৌরবঃ॥ (৩৭)

অধর তাঁর শুধু তাহার উরস ছুঁয়েছিল
বলি' যে মরণান্তে হরি সালোক্য লভিল :
ধরেছিলেন গোবর্ধন শৈল যিনি করে
কে আছে মূঢ় যে হবে তাঁর স্পর্ধী চরাচরে ?
প্রতাপে শুধু নহেন অসোমর্ধ্ব তিনি প্রিয়,
করুণাময় রূপেও তাঁর সম কে বরণীয় ?
তাহারে বলি 'অরিন্দম' নাশে যে রণে অরি,
লভিয়া জয় যে করে ক্ষমা—তারে প্রণাম করি।

"জরাসন্ধ-বিজিত যত বন্দী রাজগণ
মুক্তিদাতা বলি' করিল তাঁহারি বন্দন।
নহেন শুধু রাজারি তিনি পূজ্য, কাণ্ডারী,
তাঁরি বরণ তরে জগত রূপের অভিসারী :
তাঁরেই অভিনন্দিতে বসন্তে অলিকুল
গুঞ্জরে আনন্দে, পিক মূর্ছনে অতুল।
তাঁহারি নীল করিয়া ধ্যান শ্যামল মেঘদল,
জপিয়া রাঙা চরণ তাঁর রাঙিল উৎপল।
ঋতুর পরে সাজায় ঋতু ধরণী অভিরাম
বরণমালা গাঁথিতে তাঁরি অফুর অবিরাম।
আলোকে তিনি, আঁধারে তিনি অঙ্গারে শিখায়,
বিরহে তিনি, মিলনে তিনি—নিহিত করুণায়,
জলে স্থলে গহনে গিরিশিখরে অনুদিন
তাঁহারি ওঙ্কার যে চির-উছল অমলিন।
ব্রাহ্মণের সাধনা, রণশৌর্য ক্ষত্রের,
বৈশ্যের বাণিজ্য, সেবা চারণ শূদ্রের—
সকল গুণ-প্রেরণাদাতা বলি' তাঁরেই জানি,
সবার মান রাখিয়া যিনি নহেন অভিমানী।

দেহীর মাঝে বিদেহ তিনি রাজেন অনধীর,
তাই তো হয় ক্ষুধার দেহ সুধার মন্দির।"

বলিয়া শিশুপালেরে তবে কহিল গাঙ্গেয়ঃ
"মূঢ় দেবারি! প্রাণে পূজারী যে হয় বরি' শ্রেয়,
শুধু সে হরি-গুণগ্রাহী, দেখিতে সে-ই পায়ঃ
জনার্দন অতুল অপরাজেয় বসুধায়।
আত্মীয় কুটুম্ব বলি' আমরা নহি হেন
পক্ষপাতী তাঁর—দেখেও দেখ না তুমি কেন—
কৃষ্ণ শুধু পরাক্রমী নহেন ধরাতলেঃ
তাঁহারি নামে বেদনা ফোটে চেতনা শতদলে।*
তাঁহারি নাম জপিয়া কালো-হৃদয়ে আলো ছায়,
তাঁহারি মুখ চাহি' মরণ জীবনে ফিরে যায়।
স্বার্থ ছাড়ি' বল্লভেরে আমরা ভালবাসি
হৃদয়ে শুনি বলিয়া তাঁরি অভিসারের বাঁশি।
প্রণয় হয় আরতি, হয় কামনা সুখাহুতি
করেন তিনি গ্রহণ বলি' পূজার সে-আকৃতি।
চিনি না বলি' আমরা যবে—তখনো মানি তাঁরে,
অস্বীকারি তাঁহারে যবে বিদ্রোহ-আঁধারে
তখনো তিনি হাসেন অনুকম্পা করুণায়—
যে-আমি বলে 'আমিই নাই' তাহার মূঢ়তায়!
বিদ্রোহের মর্মে নববরণ গাঢ়তম
বুনেন তিনি নিশীথবুকে নবারুণেরি সম।
বিপ্রকুলে শ্রেষ্ঠ তারা পূজ্য যারা জ্ঞানে,
ক্ষত্রমাঝে—অমিতবল যারা ধনুর্বাণে,

---

* ন সম্বন্ধং পুরস্কৃত্য কৃতার্থং বা কথঞ্চন।
অর্চামহেঽর্চিতং সদ্ভির্ভুবি ভূতসুখাবহম্॥ ৩৭।১৪ ॥

বৈশ্য যারা তাদের মাঝে সবার মাননীয়
ধান্যধনে ঋদ্ধ যারা, সুখী আদরণীয়,
শূদ্রমাঝে বয়সে যারা প্রবীণ—পায় তারা
সবার চেয়ে শ্রদ্ধা—গায় শাস্ত্রকার যারা।
কৃষ্ণ ভবে শুধু চতুর্বর্ণ-গুণমণি
বিজ্ঞানী, প্রবীর, বিনয়ী, গুণে ও ধনে ধনী। *
কিন্তু গুণ-বিচারে চায় জানিতে যারা তাঁরে
অভিমানের আঁধারে তারা চিনিতে তাঁরে হারে
দুর্নীতি সুনীতির পারে রাজেন তিনি বলি',
মানস-বিজ্ঞানীরে যান অপ্রমেয় ছলি'
মুঠির মাঝে জলের ম'ত। যে চায় শুধু তাঁর
শরণ—দেন তারেই শুধু চরণ করুণার।
এ-করুণার মর্ম জানে সে-ই—যে আপনার
হৃদয়ে জানে—অতীত তিনি সকল সংজ্ঞার।
মানব-রূপে দেখে না তাঁরে সে—দেখে একাধারে
গাঁথা সকল বিকাশরূপ তাঁহারি মণিহারে ঃ
পিতা গুরু আচার্য তিনি, স্নাতক তিনি প্রিয়,
নিঃস্বসখা বিশ্বরাজ চির-অভাবনীয়।
এ হেন অপরূপের চেয়ে কে বরণীয় আছে
শুনিলে যাঁর মুরলী শুনি নিখিলে বাঁশি বাজে ;
জীবন হয় ধন্য—দিয়ে অর্ঘ পায়ে যাঁর
অর্ঘ সম অমল হয় দাতাও বার বার ;
প্রভব লয় স্থিতির যিনি উৎস অমরণ ;
স্থাবর জঙ্গমের বুকে যাঁর আকিঞ্চন ;

---

* জ্ঞানবৃদ্ধো দ্বিজাতীনাং ক্ষত্রিয়াণাং বলাধিকঃ।
বৈশ্যাণাং ধান্যধনতঃ শূদ্রাণামেব জন্মতঃ ॥
নৃণাং লোকে হি কোঽন্যোঽস্তি বিশিষ্টঃ কেশবাদৃতে। ৩৭।১৬ ১৭ ॥

প্রকৃতি তথা পুরুষ যিনি, অচল সনাতন,
বন্ধনের কেন্দ্রে যিনি বিগতবন্ধন ?
"চন্দ্রমা আদিত্য গ্রহ তারকা দশদিশি
আদেশে তাঁর ঝলকি' যায় তাঁহারি বুকে মিশি'।
রম্য যত বিকাশ মাঝে শশী রম্যতম,
অনিন্দ্য সুছন্দ মাঝে গায়ত্রী পরম,
তেজের মাঝে তপন, নরপতি নরের মাঝে,
বহমানের মাঝে নিধির স্পর্ধী কে বা আছে ?
ঊর্ধ্ব অধ কুটিল যত গতিরে ভবে জানি
আশ্রয়-যে সবারি তিনি—হৃদয় লয় মানি'।
সর্বগতি, সর্বনাথ, সর্ব যাঁরে বরি'
আপন চির-স্বরূপে জানে—কৃষ্ণ সেই হরি। *
পুষ্ট শুধু দেহে যে-জন নয় তো সে প্রবীণ,
পালিয়া শিশু শিশুসম যে রহিল বোধহীন,
ধর্ম নাহি চিনি' যে দেয় ধর্ম-উপদেশ
স্বাধিকার সে মানে না—নাই জ্ঞানের তার লেশ।
জানে না তাই—নহে যে ভূয়োদর্শী সাধনায়
কায়াভ্রমে ছায়াবরণ করে সে মূঢ়তায়।

---

* কৃষ্ণ এব হি ভূতানামুৎপত্তিরপি চাপ্যয়ঃ।
কৃষ্ণস্য হি কৃতে বিশ্বমিদং ভূতং চরাচরম্॥
এষ প্রকৃতিরব্যক্তা কর্তা চৈব সনাতনঃ।
পরশ্চ সর্বভূতেভ্যস্তস্মাৎ পূজ্যতমোঽচ্যুতঃ॥
আদিত্যশ্চন্দ্রমাশ্চৈব নক্ষত্রাণি গ্রহাশ্চ যে।
দিশশ্চ বিদিশশ্চৈব সর্বং কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিতম্॥
অগ্নিহোত্রমুখা বেদা গায়ত্রী ছন্দসাং মুখম্।
রাজা মুখং মনুষ্যাণাং নদীনাং সাগরো মুখম্॥
ঊর্ধ্বং তির্যগধশ্চৈব যাবতী জগতো গতিঃ।
সদেবকেষু লোকেষু ভগবান্ কেশবো মুখম্॥ (৩৭)

ধর্মগতি সূক্ষ্মা বলি' করে সে বিঘোষণ,
অর্থ নাহি বুঝিয়া শ্লোক করে উচ্চারণ।
সুর যে তার কণ্ঠে কভু সাধেনি বহুদিন
জানে সে কবে সুরের গূঢ় মর্ম অমলিন?
তারকা গ্রহ দেখে যে শুধু জোতিষী সে তো নয়,
সন্ধানী-যে তাহারি ধ্যানলোচন চিন্ময়।
ধর্ম নিহিতার্থ কভু জানে কি সেই জন
ধর্ম তরে যে করে নাই অতন্দ্র সাধন? *
যে-ভাষে করি আলাপ নয় সমর্থ সে-ভাষ
মন্ত্র সাম ছন্দ গীতা করিতে পরকাশ।
শুধু রে মদমত্ত! তোরে ক্ষমিতে সাধ যায়
স্বভাবমূঢ় জানে না বলি' আপন হীনতায়।"

পঞ্চম সর্গ

কহিল সহদেব আচম্বিতে জ্বলি' খর্পূপ সম:
"হে বীরমণ্ডলী! ঘোষণা করি আমি অকুতোভয়ে:
কেশবে জানি' আমি অপ্রমেয়, বরেণ্যতম
তাঁহারে নমি' চাই ধন্য হ'তে সুগভীর প্রণয়ে।

"সমান তাঁর নাই অবনিতলে কেহ—হিমাচলের
স্পর্ধী বল্মীক নহে যেমন, নহে জোনাকী যথা
দোসর কভু ছায়াপথের—নদনদী পারাবারের,
তেমনি কৃষ্ণের পদনখেরো তুল কে আছে কোথা?"
অগ্রজের পানে চাহিয়া সহদেব কহিল: "প্রভু!

---

* অয়ন্তু পুরুষো বালঃ শিশুপালো ন বুধ্যতে।
সর্বত্র সর্বদা কৃষ্ণং তস্মাদেবং প্রভাষতে॥
যো হি ধর্মং বিচিনুয়াদুৎকৃষ্টং মতিমান্ নরঃ।
স বৈ পশ্যেদ্ যথাধর্মং ন তথা চেদিরাড়য়ম্॥ (৩৭)

শীলতা বরণীয়—সত্য, বলি তবু : নহে তোমার
শিশুপালের সাথে কোমল সম্ভাষ শোভন কভু :
দুষ্ট সাথে নহে উচিত সুজনের শিষ্টাচার।
"ঘৃণ্য শিশুপাল, তাই সে করে মুখে উচ্চারণ
নিন্দা অশ্লীল—গ্রাম্যজনেরো অচিন্তনীয়।
এহেন নরাধমে ক্ষমিতে নাই—করি সঘনে পণ :
যাহারা এ-সভায় কৃষ্ণপূজা গণে নিন্দনীয়,
পারে না কৃষ্ণের সহিতে অর্চনা, চাহে না হায়
করিতে বন্দনা সে চিরসুন্দরে—তাঁর আনন
দেখে না চিন্ময় অচিন আলোকের অমিতাভায়,
তাদের শিরে চাই রাখিতে আমি আজ এই চরণ।"

বলিয়া করিল সে চরণ তার ক্রোধে উত্তোলন,
অমনি নভ হ'তে পুষ্পবর্ষণ হ'ল অঝোর
সহদেবের শিরে। হ'ল আকাশবাণী : "আকিঞ্চন
করে না যারা কভু মহান্ শ্রীনাথের পূজার—ঘোর
জীবন্মৃত তারা, মিথ্যাচারী চিরনিন্দনীয় :
তাদের নিশ্বাস-কলুষ-পরিধিও বর্জনীয়। *

* কেশবং কেশিহন্তারমপ্রমেয়পরাক্রমম্।
পূজ্যমানং ময়া যো বঃ কৃষ্ণং ন সহতে নৃপাঃ ॥
সর্বেষাং বলিনাং মূর্ধ্নি ময়েদং নিহিতং পদং।...
মতিমন্তশ্চ যে কেচিদাচার্যং পিতরং গুরুম্।
অর্চ্যমর্চিতমর্ঘার্হমনুজানন্তু তে নৃপাঃ ॥...
মানিনাং বলিনাং রাজ্ঞাং মধ্যে সন্দর্শিতে পদে।
ততোঽপতৎ পুষ্পবৃষ্টিঃ সহদেবস্য মূর্ধনি।
অদৃশ্যরূপা বাচশ্চ নিশ্চেরুঃ সাধু সাধ্বিতি ॥ (৩৮)

ষষ্ঠ সর্গ

মহান্ বিক্ষোভ উঠিল জাগিয়া—বিছাল অশান্তি শান্তির বক্ষে ঃ
নিরুদ্ধ ঝটিকা গর্জিলে সহসা ভয় ছায় যথা চকিত চক্ষে।
সহদেব তুলি' চরণ যখন ঘোষিল সঘনে ঃ "যারা প্রমত্ত
কৃষ্ণে মানদান সহিতে না পারে, অশ্লীল তাহারা, কলঙ্কী, বধ্য"—
জাগিল তখন মহা কলরোল সভাতলে···বহু বীর রাজন্য
উঠিল দাঁড়ায়ে দুর্নিবার ক্রোধে হেন অপমানে···অগ্রগণ্য
হ'য়ে তাহাদের কহিল সদম্ভে শিশুপাল ঃ "যাঁরা প্রবীর ক্ষত্র
করি তাঁহাদের আমি আহ্বান করিতে উৎসন্ন এ-যজ্ঞসত্র।
বিক্রমে যাহারা সিংহসম, তেজে অগ্নিসম যাঁরা ভারতবর্ষে,
চিরন্তন সত্যলক্ষ্য যাঁহাদের, বীর্যের ধারক জীবনাদর্শে,
তাঁহাদের মুখপাত্ররূপে আমি করি বিঘোষণ শক্রহন্তা ঃ
বধিব সকৃষ্ণ পাণ্ডবেরে—যারা শৌর্যের, ন্যায়ের নহে নিয়ন্তা।
রাজার কর্তব্য শিষ্টের পালন, দুষ্টের দমন—রক্ষিতে ধর্ম।
গুণের বন্দনে ক্ষেমের প্রগতি, ভণ্ডের আদরে বিনষ্ট কর্ম!
সিংহাসন যবে চাহিল পাণ্ডব, ভাবিলাম আমি—সত্যের রাজ্য
হবে প্রতিষ্ঠিত, আসিয়াছিলাম বরিতে তাই সে-শুভ সাম্রাজ্য।
কিন্তু যবে আসি' দেখিলাম তারা বরিল গোপের সুতে নগণ্য,
জানিলাম—তারা মিথ্যার ঋত্বিক্, ব্যর্থের বাহন, হেয়, বিবর্ণ।
কৃষ্ণ-শত্রু যাঁরা—সত্যধর্মী তাঁরা, দূরদর্শী তাঁরা দৃষ্টি ও কর্মে ঃ
ডাকি তাঁহাদের সাজিতে সংগ্রামে খড়্গ-ধনুর্বাণে বর্মে চর্মে।
মূর্খ সহদেবে কী বলিব—যার ভাষণের নাই কণিকামূল্য?
করে কি ভ্রূক্ষেপ সিংহ যবে অশ্ব করে হ্রেষা ঃ 'আমি সিংহেরি তুল্য'?

বলি' শিশুপাল চাহি' ভীষ্মপানে কহিল গর্জিয়া ঃ "ওরে জঘন্য
কাপুরুষ! জ্ঞানী প্রবীর উপাধি কেমনে লভিলি তুই অধন্য?
সত্য কি দেখিতে পায় সে—যে দেখে ঢুলুঢুলু নেশাবিমুগ্ধ চক্ষে?
যে-পান্থশালায় বাঁধে ঘর কভু উত্তরিতে পারে সে তীর্থলক্ষ্যে?

লুপ্ত বুদ্ধি যার স্বধর্ম তাহারি পক্ষপাত, মোহ, বাসনা-ভ্রান্তি ঃ
জড় শালগ্রামে যে করে নতি সে জানে কি—দেবতা বিশালকান্তি ?
তবে গুরু যথা তথা শিষ্য হায়—যেমন সেনানী তেমনি সৈন্য,
তাই স্তবাচার্য তুই পাণ্ডবের—সম্বল যাদের বিবেক-দৈন্য,
গড্ডালিকা সম ধায় মেষ যথা—পুরোগামী মেষে করিয়া গণ্য
অগ্রণী তরণী পিছে ধায় যথা সূত্রবদ্ধ তরী বিহীনকর্ণ। *
ধিক্কৃত হ'য়েও ধিক্কার কাহারে বলে যাহাদের জানে না চিত্ত,
কৌলীন্যেরে দিয়ে বিদায়—গোপের অজস্রুতে ডাকে পুলকদীপ্ত !
কৃষ্ণকীর্তি ! শত ধিক্ ! লজ্জাহীন ! কী জানিবি তুই কীর্তির মর্ম ?
যে করে কৃষ্ণের স্তব—কীর্তি তার তিন ঃ ব্যভিচার, শাঠ্য, অধর্ম !
বীর্য যার দংশে রমণী পূতনা, অঘবকাসুর বিগতশক্তি,
বল যার ধরে বিখ্যাত বল্মীক গিরি গোবর্ধন—তাহারে ভক্তি ?
তবে শ্রদ্ধা যার যেমন—আচার তেমনি ঃ আকারসদৃশ প্রাজ্ঞ !
ফুল দেখি' অলি গুঞ্জে, দেখি' শব গৃধ্র গায় গান ঃ 'মরি, কী ভাগ্য !'
ব্রহ্মচারী নামে ঢাকিবি কেমনে এ-লজ্জা যে তুই ক্লীব অপুত্র,
ইহকাল-পরকাল-হারা ?—যার হেথা নাই তার কোথা অমুত্র ?
ব্রহ্মজ্ঞ যাহারা নহে—নহে তারা ব্রহ্মচারী—তুচ্ছ মূঢ় বিষণ্ণ
নপুংসক। তাই রহিলি অকৃতদার, ব্যর্থকাম, বীর্যে নগণ্য।
হেন তুই তাই চিনিলি রাখালে—সমানে সমানে প্রেমের সখ্য !
অধর্মের অবতারে তুই বিনা কে আর গণিবে বিশ্বের লক্ষ্য ?
নিপাত নিয়তি ধ্রুব পাণ্ডবের—তুই যাহাদের নেতা আচার্য !
আর, করি এই ভৈরব ঘোষণা—সে-নিপাত হবে আমারি কার্য।"

বলি' শিশুপাল রাজবৃন্দ পানে চাহিয়া কহিল ঃ "এসেছে লগ্ন
দুর্জনেরে দণ্ডদানের—নহিলে হবে পাপে ধরা পাতালমগ্ন।
আছে যাহাদের পৌরুষ, মর্যাদা, বীর্য, তাহাদের আমি নিমন্ত্রি,
অসূর্য-বাহিনী রচি' ব্যূহ যবে হ'তে চায় যুগ-আলোকহন্ত্রী—

* নাবি নৌরিব সংবদ্ধা যথান্ধো বান্ধমন্বিয়াৎ।
তথাভূতা হি কৌরব্যা যেষাং ভীষ্ম ত্বমগ্রণীঃ॥ (৪০)

সূর্যপুরোহিত যারা যেন তারা গড়ে যত্নে নব ধর্মের সংঘ
অতীত-রজনী-জাঙাল ভঙিয়া নবীনারুণের স্বনিতে ডঙ্ক।
করি না আহ্বান যাহারা নিষ্প্রাণ—থাক্ তারা বরি' স্বপ্নের তৃপ্তি,
দুষ্কৃতের কুল করিব নির্মূল আমি একাকীই অমিতকীর্তি।
কৃষ্ণ সাথে তার স্তাবকের এই নির্লজ্জ মণ্ডলী নাশিব তূর্ণ
ফেরুপাল সম—শিশুপাল আজ করিবে ভারত পাণ্ডবশূন্য।"

নীরব কৃষ্ণের নয়নে নয়ন রাখি' চেদিরাজ কহিল দম্ভে ঃ
"এসো হে গোবৎসরক্ষক ! কবন্ধ করি তোমারেই রণ-প্রারম্ভে।
তারপরে ক্লীব ভীষ্ম সহ পঞ্চ ভ্রাতারে বধিব হেলায় যুদ্ধে ঃ
ক্ষমা নহে আর—নির্মোহের নব সাম্রাজ্য স্থাপিব দলি' বিমুগ্ধে।"

সপ্তম সর্গ

আসন্ন-ঝটিকা লগ্নে রুদ্ধশ্বাস শান্ত সিন্ধুসম
রহিলেন স্তব্ধ বাসুদেব। সভাসদ্গণ যত
উদ্বিগ্ন জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিল পরস্পরের পানে।
কাহারো মানসে জাগে লজ্জা, কারো ক্রোধ, কারো ভয়···
কেহ রহে ব্যথাতুর নররূপী নারায়ণ হেন
লভিল লাঞ্ছনা বলি'···কেহ বা অহেতু পুলকের
শিহরণে উঠিল কাঁপিয়া ··(কোন রন্ধ্র পথে কার
ওঠে জাগি' প্রবণতা দেবদ্রোহিতার—পায় কেন
আসুরিক প্ররোচনা আশ্রয় কাহার হৃদে—ছাড়ি'
আলো কেন কালো করে বরণ সে—জানিবে কেমনে
জীব তার দৈনন্দিন চেতনার ক্ষণিক আলোকে ?)···
করিল স্বগত প্রশ্ন তারা দ্বিধাভরে ঃ "ভগবান্
সত্য কি ধরিতে পারে নররূপ ? শিশুপাল নহে
ক্লীব, কুলাঙ্গার। বীরপ্রধান বিক্রমাদিত্য সে যে
মহাকুল-ধুরন্ধর, যদুপতি কৃষ্ণের পরম

আত্মীয়—আপন পিতৃষ্বসার তনয়—আশৈশব
লভিল সে সঙ্গ তাঁর। তথাপি কেন বা অহেতুক
করিবে সে ভ্রাতৃনিন্দা? এসেছিল সে তো এ-সভায়
পাণ্ডবেরি করদাতা সমর্থকরূপে! দুঃসাহসী
উদ্ধত সে—তবু সে তো নহে অসরল। মনে যাহা
জেনেছে সে সত্য বলি'—করেছে প্রকাশ। সত্যরূপে
করেছে চিহ্নিত যারে তারি তরে আজি সে স্পর্ধায়
চাহিল দ্বৈরথ একা—কৃষ্ণ ভীষ্ম পাণ্ডবের সাথে।

তদুপরি, নারায়ণ যদি একেশ্বর, ইচ্ছাপতি—
বিনা সমর্থন তাঁর পারিত কি হেন অমর্যাদা
করিতে তাঁহার কেহ? এ-দ্বাপরে সত্যই দেবেশ
যদি কৃষ্ণরূপে আজ অবতীর্ণ পৃথ্বীর উদ্ধারে,
তবে কেন এ-জীবন আজিও তেমনি মুহ্যমান?
কেন অন্ধসম চলে বসুন্ধরা আজো টলমলি'?
পাপের দুর্বহ এই অন্ধকারে কেন ধ্রুবদিশা
আসে না ধরিতে আলো অমিতাভ, চির-অনির্বাণ?
সর্বশক্তি বিভু যদি ধর্মরাজ্য-প্রতিষ্ঠার তরে
সত্য আসিতেন নেমে—হ'ত না কি অভিজ্ঞান তাঁর
সন্দেহপরিধি-বহির্ভূত? আলোবঞ্চিতা ধরার
চিত্ত যথা হয় সূর্যপ্রদীপ্ত নিমেষে—হ'ত না কি
মর্ত্য মন তেমনিই দ্বিধামুক্ত মুহূর্তে—নয়নে
দেখি' নির্বিষণ্ণ শিবে অবতীর্ণ এ-জীবজগতে?

সহসা চমকি' সবে উঠিল কৃষ্ণের কণ্ঠস্বরে:
শান্তোজ্জ্বল সুগভীর ধীরচ্ছন্দ অকম্প্র ভাষণে
কহিলেন যদুপতি: "হে রাজন্যবৃন্দ! শিশুপাল
আমারি পিতৃষ্বসার পুত্র: জন্ম তার যদুকুলে।

আশৈশব তারে আমি দেখেছি জেনেছি বহুরূপে :
বহুভাবে, ঘটনার বহু সাক্ষ্যে বহু পরিচয়
পেয়েছি তাহার। ক্ষমা করেছি তাহারে শতবার।
শক্তি তার ছিল, তাই চেয়েছি সে-শক্তিরে তাহার
করিতে মঙ্গলমুখী। জীব প্রতিপদে অপরাধ
করে দিনে দিনে। তবু কৃপাময় ডাকেন তাহারে
ক্ষমি' বারবার। মর্ত্য মানব অস্থির চিরদিন।
বহু ডাকে দেয় সাড়া—কভু সত্য, কভু বা অলীক।
বহু ছন্দে অভিজ্ঞতা করে আহরণ সে জীবনে।
অন্তর-অতলে তার অন্তর্যামী করেন আহ্বান
নিয়ত তাহারে—ছাড়ি' আলেয়ায় করিতে বরণ
ধ্রুবতার নীহারিকা। চাহিত সে যদি সেই দিশা
করিতে অনুসরণ—বহুল দুর্ভোগ দ্বন্দ্ব হ'তে
লভিত সে অব্যাহতি। কিন্তু শুভবুদ্ধির পরম
বিকাশ আজিও নহে সম্ভব এ-ব্যাহতবিকাশ
ধরাতলে শুধু সত্যব্রতে। অশুভের আবাহন
জীব আজো চায়—কভু কৌতূহলে, নাটারঙ্গে কভু
উত্থানপতন যার প্রাণস্পন্দ। শান্তি প্রেম আলো
ক্রমশ- উন্মেষমাণ অন্তরে তাহার আজো। যদি
ক্রমোন্মেষ করিত সে সাদরে লালন—বহু ক্ষোভ
দুঃখ হ'তে লভিত নিষ্কৃতি, মর্ত্য জীবন তাহার
হ'ত তূর্ণ মহানন্দময়। শুভ আদেশ হৃদির
যদি সে পালিত তার মূঢ় অহঙ্কারে অস্বীকারি',
পরাৎপরের নিত্য মুক্তি তারে বন্দরের সম
অনন্ত আশ্রয় দিত—দিত দীক্ষা অচিন্ত্য মন্ত্রের
বরে যার হ'ত তার প্রগতি সরল, নিত্যমুখী,
নিত্যসুখী, নিত্যপ্রেমচমকচিন্ময়। কিন্তু তার
ইচ্ছা চিরনিরঙ্কুশ। ভগবান্ স্বভাবে স্বাধীন।

লীলাময় ইচ্ছাময় তিনি—তবু মানবের ম'ত
নহেন তো স্বৈরাচারী। যে ব্রহ্মাণ্ড করেছেন তিনি
রচনা আপন লীলানন্দ তরে—সেথা আপনারি
বিধানে স্বেচ্ছায় রাখি' বন্দী আপনারে সীমামাঝে
চাহেন নিয়ত তিনি অসীমের ক্রম-অভ্যুদয়।
অন্তরে রহিয়া দেন অন্তর্যামী নিত্য সত্যদিশা
বিবেকবীণায় ঝঙ্ক' নভোবাণী তাঁর।
শুধু তিনি
তারে কভু নির্বাচিত করেন না আজ্ঞাবহ বলি'
স্বেচ্ছানির্বাচনে যে না চাহে পূর্ণ আত্মনিবেদন
চরণে তাঁহার। তিনি হৃদয়ের অক্লান্ত নায়ক,
নহেন অঙ্কুশধারী চালক—একাধিপত্যকামী ঃ
সারথি চিরন্তন—কিন্তু কভু বলের প্রভাবে
চাহেন না দীনতম প্রাণীরেও করিতে নিয়োগ
শুভপথে ঊর্ধ্ব-আরোহণ-সাধনায়।
প্রতি বাঁকে
দুটি পথ দেয় দেখা ঃ এক পথ নীলাম্বরমুখী
আত্মোৎসর্গের মহাচরিতার্থতার পথে ডাকে,
অন্য পথ ডাকে তারে স্বৈরাচার-প্রমত্ত পাতালে।
চাহেন করুণাময়—প্রার্থিবে সে আকাশ স্বেচ্ছায়।
না চাহি' রসাতলের মায়াময় ভ্রান্তির বিলাস
আরম্ভে যাহার ক্ষণসুখ, পরে হায় অন্তহীন
দুঃখ অবসাদ ভোগছলে দুর্ভোগের বিড়ম্বনা।

"তিনি আত্মসৃষ্টিরত তাই প্রেমময় ঃ প্রেমময়,
তাই ক্ষমাশীল। ক্ষমা স্বধর্ম প্রেমের। যদি তিনি
নাহি করিতেন ক্ষমা প্রতিপদে—চাহিতে তাঁহারে
কে পারিত কবে ? চ্যুতি ধর্ম মানবের ঃ শুধু একা

ঈশ্বর অচ্যুত বিশ্বে। তবু হেন অচ্যুতও তাঁহার
মানবলীলায় নিত্য রাখেন প্রচ্ছন্ন আপনারে
আত্ম-আবিষ্কার-রূপ মহানন্দ তরে। হারানিধি
করেন মানবে—শুধু দিতে তারে ফিরায়ে সে-নিধি
চেতনাবিকাশ-অন্তে। সুখসাধ জাগায়ে নিয়ত
সুখের আশ্রয় করি' হরণ—কল্পনাতীত সুখে
করেন আরূঢ় ধীরে ধীরে করি গভীরায়মান
অন্তর্দৃষ্টি—বরে যার দুঃখ সুখ হয় একাকার,
বেদনাও রূপান্তর লভে আনন্দের স্পর্শ লভি'
স্পর্শমণিস্পর্শে যথা লৌহ লভে স্বর্ণ-রূপান্তর।

"অশ্রু-হাসি, ধূপ-ছায়া, জন্ম-মরণের দ্বৈতলোকে
অদ্বৈত-অবতরণ-সাধনা সাধেন লীলাপতি।
দুঃখশোকমাঝে দেখি আমরা বেদনা শুধু: তাঁর
দৃষ্টি দেখে বীতশোক আলোকিত আরোহণী। চাই
আমরা সুখমোহের ক্ষণপান্থশালায় নিবাস,
নির্মোহ চেতনা তাঁর অনিত্যের অন্তর বিকশি'
বিচিত্র স্ফুরৎরঙ্গ নিত্য নব ছন্দে সুরে তালে
সমৃদ্ধির লীলা সাধে আনন্দ বেদনে আপনার।
কী সে দৈবী মহানন্দ কী বেদনা—মানব কেমনে
সীমাক্ষুণ্ণ, জ্ঞানহীন বুদ্ধিনেত্রে দেখিবে তাহার?
যদি বা দেখিতে পায়—দেখে শুধু ক্ষণিক উদ্ভাসে:
পরে সব ছায়া হয় পুনরায়…চলে সে আবার
মৃগতৃষ্ণিকারে বরি'—দেবদ্রোহিতার প্রবর্তনে।
ভাগবতী করুণায় ঈশ্বর করেন বারবার
রক্ষা তারে আত্মহত্যা হ'তে, বার বার কানে কানে
কহেন কোমল কণ্ঠে: নহে নহে মুক্তি ওই পথে
এসো এই পথে বন্ধু! ধরো হাত। করি অঙ্গীকার

তুমি যদি চাহ দিশা, দীপ আমি রাখিব জ্বালিয়া
তোমার বিবেকদীপাধারে নিত্য। শুধু করিব না
তোমারে আমার বশ আপনার ইচ্ছার প্রভাবে,
দেবত্ব তোমার আমি করিব না লঙ্ঘন—তোমার
নির্বাচনে স্বাধিকার রবে অনাহত। স্বেচ্ছা তব
আমারে অস্বীকারিতে যদি চায়—করিব না তারে
পরাভূত দৈববলে।—সুখ যদি পাও তুমি করি'
আমারেই প্রত্যাখ্যান—বিনা প্রতিবাদে ল'ব মানি'
সে-নাস্তিক্য—রহি' তবু তব নিশ্বাসের অনুচর।
র'ব পথ চাহি'—কবে আপনারি ইচ্ছায় আবার
আসিবে আমার স্নেহালয়ে ফিরি'—তোমার যখন
পুনরঙ্গীকার-সাধ বিদ্রোহান্তে জাগিবে আবার
দিনান্তে বিহারশ্রান্ত নীড়মুখী বিহঙ্গের সম।
দেবেশের যে দুলাল—মুক্তিরত্নে জন্মস্বত্ব তার।
আলো ছায়া যাহা চাও করো তুমি বরণ স্বেচ্ছায়।
স্বাধীন স্বভাবে তুমি—স্বাধীনতা বিনা কবে হয়
বরণ সার্থকছন্দ? বিনা স্বয়ম্বর কোথা প্রেম?
আমি প্রেমময়, তাই চাই তব স্বেচ্ছার স্বাগত।

"কিন্তু হায়, করে না সে ইচ্ছা তাঁর বরণ স্বেচ্ছায়।
জন্মে জন্মে চলে তাই একই খেলা, উত্থান-পতন।
বার বার স্খলিত সে হয়—ভগবান্ ধরি তারে
উত্তোলিয়া শক্তিদানে করেন সচল বার বার,
করুণায় নিরাময় করিয়া তাহারে। ব্যথা তিনি
কবে চান দিতে?—তবু যে-নিয়তি-নিয়মে প্রাণেশ
গাঁথিলেন প্রাণলীলা কর্মসূত্রে—সে-কর্মের তিনি
প্রগতি চাহেন আপনার ছন্দে—দিশা তার কভু
পায় না তো মর্ত্য মন, মর্ত্য নেত্র সংকীর্ণ পরিধি।

"তবুও বেদনা আছে বিধাতার। নিখিল-লীলায়
যেথা যাহা কিছু আছে তাঁরি অস্মিতায় পায় স্থিতি।
মানবের যে-বেদনা সে-ও তাই তাঁর বেদনার
দেয় ক্ষণাভাস। তিনি পিতা মাতা নাথ বন্ধু গুরু।
সন্তান কি শিষ্য তাঁর যবে তাঁরে করে প্রত্যাখ্যান,
বিদ্রোহে সরিয়া যায় অনন্ত করুণা হ'তে তাঁর,
বেদনা তাঁহাকে বাজে। সবচেয়ে বাজে—যবে তিনি
কোনো আত্মরূপ তাঁর সংহরণ করেন অকালে।
'ঈশ্বরের পরাজয়!'—কহে কেহ। কী জানিবে তারা
জয়-পরাজয় মর্ম?—কেন কোন্ দীপ্ত সিদ্ধি তরে
সহেন অপরাজেয় পরাজয় যুগ যুগ ধরি'?
অপারের অভিপ্রায়—জানে শুধু সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞান।
কী সে প্রজ্ঞা, অভিপ্রায়—ব্যাখ্যানে তাহার আজ নাই
প্রয়োজন। আমি শুধু চাই নিবেদিতে—কেন আমি
বিদ্রোহী শিশুপালেরে করেছি মার্জনা বার বার।
মাতা তার পিতৃস্বসা আমার। করুণা তাঁর নাম। *
তাঁরি অনুরোধে তার ক্ষমিয়াছি শত অপরাধ,
চাহিয়া ফিরাতে তারে শুভপানে। কিন্তু ক্ষেমমুখে
চাহে না যে ফিরিতে স্বেচ্ছায়—হয় আসুর বিদ্রোহে
ঈশ্বরের অভিপ্রেত বিকাশের পরিপন্থী—গণি'
দেবস্পর্ধী আপনারে দম্ভে, তার নিয়তি—বিনাশ।"

ক্ষণকাল রহি' স্তব্ধ কহিলেন পুন জনার্দন ঃ
"আত্মজ যে দেবতার—দেবদ্রোহী হয় সে কেমনে,
কোন্ সার্থকতা তরে আনন্দের দুলাল উধাও
হয় নিত্য আপনারি নির্বাচনে আত্মঘাতী পথে—

---

* অপরাধশতং ক্ষাম্যং ময়া হ্যস্য পিতৃষ্বসঃ।
পুত্রস্য তে বধার্হস্য মা ত্বং শোকে মনঃ কৃথাঃ॥ (৪২)

এই কূট প্রশ্ন জানি বহু অতিথির মনে আজ
ফেনিল বিচারাবর্ত রচিয়াছে জটিল সন্দেহে।
কিন্তু এ মনের প্রশ্ন—যে-মনের চির অগোচর
রহিবে সে-সমাধান যার তরে নিত্য সে জিজ্ঞাসু,
দ্বিধায় দোলায়মান। যে-রূপ আরোপ করে নর
নারায়ণে—সে তাহার মানবিক আদর্শেরি ছবি।
আপনারে অতিক্রমি' পারে না সে কল্পিতে দেবেশে।
কিন্তু হেথা বিচারক হয় তার সঙ্কীর্ণ মানস
যার পরিধির বহির্ভূত ভগবান্। যতটুকু
মনের মুকুরে তার প্রতিফলে—সে-শুধু তাঁহার
স্বরূপের ক্ষণাভাস। শিশিরের বিন্দুবুকে ফলে
নীহারিকা-উদ্ভাসের কতটুকু? মানস তাঁহার
প্রদীপ্ত জ্ঞানের করে যেটুকু বিম্বিত—সে অক্ষম
করিতে আলোকপাত সে-অভিপ্রায়ের 'পরে—যার
আনন্দে বেদনে স্বপ্নে অন্তহীন সম্ভাবনামুখে
বিশ্বরূপ-শতদল-মঞ্জরণ-সাধনা-নিরত
বিশ্বরূপকার।
তাঁর ব্রহ্মাণ্ড-মৃদঙ্গে নটরাজ
যে অভাবনীয় লাস্য তাণ্ডবেরে করেন মন্ত্রিত
কোটিভুজ-করতালে—সে বিশাল প্রজ্ঞা-গমকের
কতটুকু জানে মর্ত্য মন? হ্রদবক্ষে পড়ে যবে
একটি উপল—বৃত্ত হ'তে বৃহত্তর বৃত্ত ধায়
চারিদিকে চক্রাকারে সমাপ্তি লভিতে পরিশেষে
তটমূলে। প্রথম যে-বৃত্ত হয় জাত—জানে না সে
কোথা তার লয়-লক্ষ্য—চলে সে কেবলি স্ফীতিমুখী।
মানবের কর্ম নিত্য সেই ম'ত বৃত্ত রচি' চলে।
এসেছিল শূর্পণখা যবে রাঘবের কাছে তাঁর
যাচিয়া প্রণয়—কল্পনারো তার ছিল অগোচর

এ-কাল-লালসা তার শুধু রক্ষকুল-উৎসাদনে
লভিবে চিরাবসান। প্রতি ইচ্ছা, প্রতি কর্ম রচে
অন্তহীন কর্মচক্র—যে-সূচনা শেষ হয় শুধু
নিষ্কাম শরণাগতি নির্বাণে চরণে পরেশের।
কর্ম বোনে কর্মফলে গুটিকার গৃহ নিরন্তর।
শুধু সে-গৃহও হয় কারা অবশেষে—যেথা হ'তে
করুণা কেবল দিতে পারে মুক্তি দিয়ে পাখা-বর,
বাসনা-বিনাশে তারে করি' অনিকেত পরিণামে।
শুধু কৃপাবরে গুটি হ'তে নিষ্কাশিত জীব পারে
চাহিতে আশ্রয় নভে নীলোন্মুখ পাখার প্রসাদে।
কিন্তু গুটিবদ্ধ জীব রচে তার সংস্কার ভুবন,
মুক্তিনীলে করে ভয়—বাসনা-বন্ধনে পড়ি' বাঁধা
আপনারি নির্বাচনে গাহি' বাসনার জয়গান
মুক্তিদাত্রী করুণারে করে প্রত্যাখ্যান—কর্মফলে
তাই হয় সে নিবদ্ধ কর্মেরি বিধানে—যে-বিধান
নিয়তির রূপে লভে অন্ত্য পরিণতি। প্রতিপদে
আস্তিক্যের স্বর হয় মানব-আত্মার মুক্তিপাখা
ডাকি' করুণার নীলে সর্ব কর্ম-স্তর অতিক্রমি'।
নাস্তিক্য সুলভ মন্ত্রী—ডাকে তারে ক্ষণিক সুখের
মন্ত্রণে প্রলুব্ধ করি'। কিন্তু তার নিম্নমুখী গতি
নিয়তি-নিয়মে নিত্য হয় বর্ধমান—যতদিন
ধ্বংসপথযাত্রী নাহি আসে নেমে অসূর্য নৈরাশে।

"এ-অসূর্য লোক জীব রচিল তাহারি নাস্তিক্যের
স্বেচ্ছাবৃত তন্তুজালে। স্বখাত-সলিলে যথা মূঢ়
মরে নিমজ্জিয়া—তেমনিই—নাস্তিক্যের স্বরচিত
শরশয্যা নিয়ত সে বিদ্রোহী বিরচে অহঙ্কারে।
এক অস্বীকার তাকে ছলে গাঢ়তর অস্বীকারে

করে নীত কর্মফলে—এক মিথ্যা-ভাষণ যেমন
আনে সুগভীরতর বহুতর মিথ্যার সংসদে
সে মিথ্যারি রক্ষাতরে। বাল্য হ'তে মূঢ় শিশুপাল
আমারে অসূয়া করি' শুভ ছাড়ি' হ'ল অশুভের
মতিমুখী স্বৈরাচারী—এক মিথ্যা হ'তে মগ্ন তাই
হ'ল সুগভীরতর মিথ্যাচারে! প্রবঞ্চনা হ'তে
হ'ল সে বিবেকহীন; কাম হ'তে হ'ল লজ্জাহীন;
ক্রোধ হ'তে বিভীষণ; লোভ হ'তে পরস্বাপহারী।
জীবন সচল গতিধর্মী—তাই অচলায়তনে
পারে না রহিতে জীব। হয় সে চলিবে ঊর্ধ্ব হ'তে
তুঙ্গতর ঊর্ধ্বলোকে—নহিলে চলিবে নিম্নমুখে
রসাতল হ'তে নিম্নতর ঘোরতর রসাতলে
অন্তিমে লভিতে হায় আত্মঘাতী সংহারে বিলয়।

"এ-বিলুপ্তি তার আমি চাই নাই—অনুকম্পাবশে।
সে অনুকম্পার মর্ম বুঝিল না দুর্বৃত্ত অবোধ,
আপনারি মাঝে তাই করিব তাহারে প্রত্যাহার।
যে-পরীক্ষা জন্মে তার হয়েছিল সুরু—অবসান
হবে তার সেই পথে নহি আমি সমর্থক যার।
তবু এ-বিচিত্র সৃষ্টিলীলায় তাঁহার ভগবান্
আপন বিচিত্র ছন্দে দ্রোহিতাও করেন সার্থক
পরাজয়ে লভি' তুঙ্গতর জয়—নিষ্ফলতারেও
করি' শুভ্রতর-ফলপ্রসূ, বিষে করি' বিষক্ষয়,
দৃশ্যমান ব্যর্থতারো অভিজ্ঞতা-দাহনে উজ্জ্বলি'
নব সৃজনের পূর্ণতর দীপ্তি—অসার্থকে করি'
পরমার্থ-সার্থক কৌশলে। নিহিতার্থ এ-লীলার
রহিবে অজ্ঞেয় মর্ত বুদ্ধির—সে রবে যতদিন
স্বেচ্ছার বিহারকামী, জ্ঞানপরাঙ্মুখ, অভিমানী।

"শিশুপাল মোহাচ্ছন্ন আজ আসুরিক উত্তেজনে।
চাহিল না তাই বারবার লভি' মার্জনা আমার
প্রকৃতিরে শুভমুখী করিতে তাহার। এ-সভায়
দেখুক সকলে তাই—করি আমি সংহরণ এই
আসুর উন্মার্গগামী দুরাত্মারে কেমনে আপন
দেহমাঝে। দেখুক সকলে চাহি'—নাশি' তারে তার
তেজঃসত্তা আমি আজ কেমনে ফিরায়ে করি লীন
আপন অন্তরকেন্দ্রে। বিফলতা তারো নহে তাই
সম্পূর্ণ বিফল কভু। সে-অসুরো নহে নাথহীন
চাহে না যে বিশ্বনাথে। সে যদি ফিরায়ও দেবতারে,
দেবতা তাহারে নাহি করে প্রত্যাখ্যান। করুণা-যে
নিরপেক্ষ স্নেহে প্রতি তৃণ হ'তে ছায়াপথচারী।
তাই গভীরারমান হ'য়ে বেদনাও করে শেষে
আনন্দে প্রতিগমন···কালো নিশা দেয় আলোদিশা···
মেঘ করি' বজ্রনাদ ঢালে প্রাণদাত্রী ধারা···আসে
নাস্তিক্য-নরকো ফিরে বৃত্তশেষে বৈকুণ্ঠবাসরে····

"জীবনে মরণ আসে মৃতসঞ্জীবনী করুণার
রচিতে অচিন্ত্য কাব্য—মর্মরস যার পায় সে-ই—
যে চায় শরণ সেই যাদুকরী করুণার—বিনা
ব্যাকরণ যে-করুণা রচে এ-জীবনগীতা—বিনা
বস্তু এই বস্তুবিশ্ব—অঘটনঘটনভারতী,
গাহিল যে যুগে যুগে : 'নরকেরো জন্ম-অধিকার
আছে সেই মহাপ্রেমে বিন্দুরে যে দেয় সিন্ধুবর,
শোকাবহ বিদ্রোহেরো কেন্দ্র বসি' যে অশোক রাগে
দিব্যতর নবোদয় ধীরে ধীরে করে পূর্ণপ্রভ'।"

বলি' ভগবান্ কৃষ্ণ করিলেন চক্রেরে স্মরণ।

জ্যোতির্ময় সুদর্শন বিচ্ছুরি' অনল লেলিহান
করিল শিশুপালের শিরশ্ছেদ···কম্পিল ধরণী···
মূর্ছিল রমণীদল···হেনকালে হল নভোবাণী ঃ
"জয় জয় নররূপী নারায়ণ অপারকরুণা !"
দেখিল সকলে চাহি' সবিস্ময়ে ঃ দুরন্ত বিদ্রোহী,
করিল যে কৃষ্ণনিন্দা, চাহিল লাঞ্ছিতে তাঁরে—তারি
দেহ হ'তে এক তেজ নিষ্ক্রমিয়া নমিয়া কৃষ্ণের
শ্রীচরণে—পরে লীন হ'ল সে-অপাপবিদ্ধ দেহে।*
মহাত্মা মহর্ষিবৃন্দ মহাবল রাজবৃন্দ সবে
মহানন্দে উচ্ছ্বসিয়া নমি' বাসুদেবের চরণ
প্রতিধ্বনি' আকাশের জয়ধ্বনি গাহিল ঝঙ্কারি ঃ'
"জয় জয় নরতনুধারী নারায়ণ কৃপাময় !"

কৃষ্ণদৌত্য

প্রথম সর্গ

অন্ধ সম্রাটের প্রিয় সুহৃৎ সঞ্জয়
কৌরবের দৌত্য বরি' দূর মৎস্যদেশে
পাণ্ডবের বৈবাহিক বিরাট্ রাজার
উপপ্লব নগরীতে করিল প্রয়াণ
যেথা পাণ্ডবের মিত্র কুটুম্ব স্বজন

---

* ততশ্চেদিপতের্দেহাত্তেজোঽগ্র্যং দদৃশুর্নৃপাঃ।
উৎপতন্তং মহারাজ গগনাদিব ভাস্করম্ ॥
ততঃ কমলপত্রাক্ষং কৃষ্ণং লোকনমস্কৃতম্।
ববন্দ তত্তদা তেজো বিশেষ চ নরাধিপ ॥
প্রহৃষ্টাঃ কেশবং জগ্মুঃ সংস্তবন্তো মহর্ষয়ঃ।
ব্রাহ্মণাশ্চ মহাত্মানঃ পার্থিবাশ্চ মহাবলাঃ॥ (৩৪)

কুরুক্ষেত্র-রণোদ্যোগে মহতী সভায়
সভাপতি কৃষ্ণ সাথে মন্ত্রণানিরত।

সাদরে দূতেরে অভিনন্দি' যুধিষ্ঠির
পাদ্য অর্ঘ দিয়া দান শুধালো কুশল ঃ
"স্বাগত হে প্রিয়ংবদ! স্বাগত সুহৃৎ,
আনন্দবর্ধন দূত সর্বশুভকামী!
কুশলসংবাদ সখা, বলো সকলের।
বিদুর-আলয়ে হায়, বিষণ্ণা জননী
কুন্তীদেবী দিন আজ যাপেন কেমনে
প্রাণাধিক প্রিয় তাঁর সন্তানবিরহে?
বলো বন্ধু, এলে বার্তাবহ হ'য়ে কোন্
ক্ষেমঙ্কর বারতার? শান্তির জল্পনা
আমরাও করি নিত্য। বলো তাই আজ
সম্রাটের অভিপ্রায়। করি অঙ্গীকার ঃ
শুভার্থী অতিথি হেথা সমাগত যাঁরা
নহেন সমরাকাঙ্ক্ষী কেহ। সকলেরি
এক চিন্তা ঃ শান্তিসুখে কেমনে করিবে
সসাগরা পৃথ্বীভোগ কৌরব পাণ্ডব
জ্ঞাতি পরিজন মিলি'। যদি আমাদের
শুভাদৃষ্টে ন্যায়সন্ধি হয় স্বাক্ষরিত
তবে বৃথা লোকক্ষয় কুলক্ষয় বলো
চাহিবে সে কোন্ মূঢ় নিত্য ধন ছাড়ি'
অনিত্যের আহরণে? শুধু জাগে খেদ ঃ
অসহিষ্ণু দুর্যোধন জ্ঞাতিযুদ্ধরূপ
কালান্তক যজ্ঞানলে চায় দিতে হায়

মহাভারত—উদ্যোগপর্ব—২৭ অধ্যায়।

আহুতি শোণিতহবি-দানে—না চাহিয়া
মানিতে শুভবুদ্ধির যুক্তি শুভঙ্করী।
নিভেও নিভে না আশা তবুও হৃদয়েঃ
বরণ আমরা সবে তাই করি তাত,
তোমার শুভাগমন।”

কহিল সঞ্জয়
অনিন্দ্য ভাষণেঃ “নরনাথ! হস্তিনায়
কুশলে আছেন সবে—যদি বাহিরের
অভিজ্ঞান হয় গণ্য। কিন্তু জানো তুমি—
প্রসুপ্ত আগ্নেয়গিরি-পাদমূলে যারা
করে নিত্য বাস—তাহাদের দৃশ্যমান
নিরাপদ সুখভোগতলে নিরন্তর
ধূমায় অনিশ্চিতের শিখা অশান্তির।

“তোমার সমীপে তাই স্বস্তিহীন রাজা
ধৃতরাষ্ট্র প্রেরিলেন বলিতে তোমাকেঃ
‘দুর্যোধন কৃতকল্প যদি রণোদ্যোগে,
মূঢ়ের আচার তবু অনুকরণীয়
নহে প্রাজ্ঞ সুধীরের। তাই নমি’ প্রভু
কৃষ্ণ-নারায়ণে—বিশ্ববরণীয় যিনি,
তোমাদের বন্ধু ভ্রাতা দিশারি সারথি—
তোমারে মিনতি করি কাতরে সুহৃৎঃ
শান্ত দান্ত বীর তুমি—স্বভাবে কোমল,
জ্ঞানী, মহাসত্যাশ্রয়ী—নৃশংস আচার
তোমার স্বধর্ম নহে। বিনা শান্তি প্রভু,
বিকশিত হয় কবে প্রাণের মনের
নিহিত অঙ্কুর যত? জ্ঞানী ধ্যানী মুনি
তাই গায় যুগে যুগেঃ ‘প্রবৃত্তিবিমুখ

জ্ঞান বিনা ব্যর্থ কর্ম, বন্ধ্যা এ-জীবন।'
ধর্মের আদর্শরূপী তোমরা পাণ্ডব
শান্তি না চাহিলে বলো সংশয়-আকুল
নিরানন্দ জিজ্ঞাসুর লভিবে কেমনে
লক্ষ্যের সন্ধান? কোথা লভিবে দুর্গত
শুভবুদ্ধি-নীতিদীক্ষা? তাই কহি আজ:
দিও না হিংসার হবি হত্যার চিতায়।
মুহূর্তের মত্ততায় ধ্রুবের নিধন।
বীর্য—ত্যাগে, ধর্মে: নহে ভোগে, আহরণে।"

দূতের নয়নে রাখি' নেত্র যুধিষ্ঠির
কহিল: "নীতিজ্ঞ সখা! মন্তব্য ভাষণ
অনিন্দ্য তোমার। ভ্রান্তি শুধু তুমি আজ
করিলে বিচারে—নাহি করিয়া প্রয়োগ
সুবুদ্ধির ব্যাকরণ নীতি-প্রণয়নে।
জানো না কি তুমি সুধী—জীবন জটিল,
সুসূক্ষ্মা ধর্মের গতি? নির্ধারণ তার
নহে অনায়সলভ্য—জানো নাকি আজো?
রাজত্ব বিলাস নহে: রাজত্ব জীবিকা
রাজবংশীয়ের। তবু জানিও সুহৃৎ,
নহে রণ—ন্যায় সন্ধি-উন্মুখ আমার
ধর্মনিষ্ঠ শান্তিপ্রিয় প্রাণ। কিন্তু হায়,
ধর্মমন্ত্রদীক্ষা আজো চাহে না কৌরব,
পরস্বাপহারী তারা চাহে আমাদের
দেখিতে নিরন্ন, ভিক্ষাজীবী—উল্লসিত
দম্ভভরে তাই তারা বলে বার বার:
বিনাযুদ্ধে পাণ্ডবেরে দিবে না কদাপি
সূচ্যগ্র মেদিনী। তাত, নহিলে পাণ্ডব

অন্যায় সমরে কবে হয় আগুয়ান ?
লোভ করে লক্ষ্য তাহাদের ? কবে তারা
চাহিয়াছে জ্ঞাতিবধ ? ঈর্ষা ও গৃধ্নুতা
কৌরবেরি চরিত্রের কবচকুণ্ডল।
"বহুভাগ্যে লোকগুরু কৃষ্ণ এ-সভার
মহাসভাপতি—চিরহিতৈষী বিশ্বের,
সর্ববন্ধু, নিশ্চয়জ্ঞ, পরম পুরুষ।
শুধাও তাঁহারে—কোন্ পক্ষ রণোন্মুখী,
মতিভ্রান্ত ? অমিতাভ উপদেশ তাঁরি
আমরা উদ্বুদ্ধ আজ আনিতে আঁধার
কলিরাজ্যে ধর্মসূর্য-উদ্বোধন। বিনা
তাঁর মন্ত্র উপদেশ আমরা পাণ্ডব
চলি না জীবনপথে। আদেশ তাঁহার
আমরা করি না কভু স্বপ্নেও লংঘন।*
ত্রিকালজ্ঞ তিনি। তাই প্রণমি তাঁহারে
লহ তাঁর বাণী : ভ্রান্ত কাহার বিচার ?
ধনী কৌরবের—কিবা নিঃস্ব পাণ্ডবের ?"

চাহিল সঞ্জয় কৃষ্ণপানে। মহাভাগ
বাসুদেব কহিলেন স্নিগ্ধ সুগম্ভীর
কণ্ঠের ঝঙ্কারে করি' বিমুগ্ধ সবারে :
"সঞ্জয় ! হিতৈষী আমি নহি শুধু প্রিয়
পাণ্ডবপক্ষের। অন্ধ কৌরব-অধিপও
আমার স্নেহভাজন। তাঁহারো সম্পদ,
শ্রীবৃদ্ধির অভ্যুদয় বাঞ্ছিত আমার।
সর্বজীবহিতৈষণা-ধর্ম চিরদিন

* ঈদৃশোঽয়ং কেশবস্তাত বিদ্বান্ বিদ্ধি হ্যেনং কর্মণাং নিশ্চয়জ্ঞম্।
প্রিয়শ্চ নঃ সাধুতমশ্চ কৃষ্ণো নাতিক্রামে বচনং কেশবস্ত ॥ (২৮ অধ্যায়)

আরাধ্য আমার। বহু যুদ্ধের নায়ক
হয়েছি জীবনে আমি, তবু চিরোন্মুখ
রসনা আমার শান্তিপাঠ-উচ্চারণে।”

মৃদুহাস্য ওষ্ঠপ্রান্তে উঠিল ফুটিয়া
কেশবের : মুগ্ধনেত্রে রহিল সঞ্জয়
চাহি। কহিলেন কৃষ্ণ : “কিন্তু হে ধীমান্!
বহুজ্ঞ তোমার কাছে শোকাবহ এই
ঘোর সত্য রহিল কি আজিও অজ্ঞাত :
লোভান্ধ নয়ন তার প্রত্যক্ষ মরণ
দেখিয়াও দেখিতে পায় না মোহবশে?
ধৃতরাষ্ট্র নহে অন্ধ স্বভাবে। কেবল
পুত্রস্নেহমূঢ় রাজা পুত্রের স্খলনে
দেখে না দুর্মতিলেশ। তাই দুর্যোধন
কণ্টকের মহারণ্যজালে আনে ডাকি’
কুসুমের লুপ্তি—আলোকের সর্বনাশ।

“নিবৃত্তির গুণগান করিলে মনীষী!
কিন্তু বলো দেখি বন্ধু, এ-উচ্ছ্বাস তব
নহে কি ভ্রান্তিবিলাস? কর্ম বিনা দিশা
পায় কি জীবনে কেহ? কর্ম চলাচলে
নহে কি প্রত্যক্ষসিদ্ধি, আশুফলদায়ী?
স্বল্পদর্শী যারা ঘোষে তাহারাই শুধু :
কর্মত্যাগে জ্ঞানসিদ্ধি। কিন্তু যদি করো
চিন্তা ধীরমনে—তব চিত্রপটে এক
ধ্রুবতার স্থির ছবি উঠিবে ফলিয়া।
শুধাই তোমারে : জ্ঞানিচূড়ামণি যারা
তাহারাও বিনা মরদেহের দুর্বার

ক্ষুধাতৃষ্ণাশান্তি কবে সমতার লোকে
পেয়েছে প্রতিষ্ঠা জীবনের সাধনায় ?
যোগী যতি, মৌনী মুনি, বনচারী জ্ঞানী
সবারই কর্মের তাই আছে শুভবিধি। *
বিদ্যার আদর কেন ? কর্মের সেথায়
সিদ্ধি দৃষ্টিগম্য বলি'। যে-বিদ্যার ফল
দূরায়ত্ত, অনিশ্চিত—নাই তার কভু
সমাদর বস্তুবিশ্বে। কর্ম বিনা কোথা
লভিবে জীবিকা – যবে তৃষার্ত জনেরো
কাম্য জলপান—যবে নাই অনাহারে
জ্ঞানের অধীশ্বরেরো পথ সাধনার ?
তাই, হে সঞ্জয়, জ্ঞান হয় বরণীয়
আশুফলপ্রদ শুধু কর্মসহযোগে।
যেথা নাই কর্ম—নাই জ্ঞানেরও সাধনা।
কর্মত্যাগবিধি দেয় যে বিরক্ত জ্ঞানী
কে করে অনুসরণ তাহার জীবনে ?
স্বর্গে রাজে দেবগণ কর্মের আশিসে।
পবন সঞ্চরমাণ মর্ত্যে কর্মবলে।
সূর্য করে প্রতিদিন কর্মপ্রেরণায়
আনন্দ-আলোকদান নিত্যনবোদয়ে। †

---

* কর্মণাহ সিদ্ধিমেকে পরত্র হিত্বা কর্ম বিদ্যয়া সিদ্ধিমেকে
নাভুঞ্জানো ভক্ষ্যভোজ্যস্য তৃপ্যেদ্বিদ্বানপীহ বিহিতং ব্রাহ্মণানাম্॥
যা বৈ বিদ্যাঃ সাধয়ন্তীহ কর্ম তাসাং ফলং বিদ্যতে নেতরাসাম্।
তত্রেহ বৈ দৃষ্টফলন্তু কর্ম পীত্বোদকং শাম্যতি তৃষ্ণয়ার্তঃ॥
সোঽয়ং বিধির্বিহিতঃ কর্মণৈব সংবর্ততে সঞ্জয় তত্র কর্ম।
তত্র যোঽন্যৎ কর্মণঃ সাধু মন্যেন্মোঘং তস্যালপিতং দুর্বলস্য॥

† কর্মণামী ভান্তি দেবাঃ পরত্র কর্মণৈবেহ প্লবতে মাতরিশ্বা।
অহোরাত্রে বিদধৎ কর্মণৈব অতন্দ্রিতো নিত্যমুদেতি সূর্যঃ॥

অগ্নি পায় প্রভা—সেও কর্মপ্রতিভায় ঃ
ইন্ধন বিনা সে হ'ত না কি জ্যোতিহীন,
ম্লায়মান, নাস্তিমুখী ? ধরিত্রী ধারণ
করে জীবগণে-ফল-ফুল-শস্যদানে—
অতন্দ্রিত সাধনায় সহিষ্ণু করুণা—
বহি' গিরিনদীভার আপন শক্তিতে
জীবের জীবনভার করিতে লাঘব।
নদ নদী প্রাণদান করে—শুধু রহি'
নিরন্তর শ্রান্তিহীন প্রবাহচঞ্চল,
পুলকিত কলনৃত্যে উর্বরি' জীবের
ঊষর অন্তরলোক—গাহি' শ্যামলের
মৃতসঞ্জীবনী গীতি আনে নিরাশায়
নব আশা—বেসুরায় বিছায়ে রাগিণী।
কূল ছাড়ি' অকূলের পানে সে উধাও
শুধু অবনীর বক্ষে রাখিতে জাগায়ে
অলক্ষ্যের অভীপ্সা অটল। তপস্যারো
কর্ম বিনা কোথা তপঃসিদ্ধি ? স্বধর্মে যে
তপস্বী—তপস্যা তারো নহে কি সাধনা,
নিত্য কর্ম ? দেবগণ তপোবীর্যবলে
জিনিল অমৃতলাভে দেবত্বপদবী।

"জ্ঞানিবর তুমি সুধী ! তবে কেন আজ
যুধিষ্ঠিরে ভ্রান্তিপথে দাও প্রবর্তনা ?

মাসার্ধমাসানথ নক্ষত্রযোগানতন্দ্রিতশ্চন্দ্রমাশ্চাভ্যুপৈতি।
অতন্দ্রিতো দহতে জাতবেদাঃ সমিধ্যমানঃ কর্ম কুর্বন্ প্রজাভ্যঃ ॥
অতন্দ্রিতা ভারমিমং মহান্তং বিভর্তি দেবী পৃথিবী বলেন।
অতন্দ্রিতাঃ শীঘ্রমপো বহন্তি সন্তর্পয়ন্ত্যঃ সর্বভূতানি নদ্যঃ ॥
অতন্দ্রিতো বর্ষতি ভূরিতেজাঃ সন্নাদয়ন্নন্তরীক্ষং দিশশ্চ।
অতন্দ্রিতো ব্রহ্মচর্যং চচার শ্রেষ্ঠত্বমিচ্ছন্ বলভিদ্দেবতানাম্ ॥ (২৯)

কেন করো নিবৃত্তির মিথ্যা গুণগান
ক্ষত্রবীর-পরিষদে ? রণ যার কাছে
পালনীয় ধর্ম-বৃত্তি নির্দেশে তাহার,
অন্তর যাহার বলে ঃ ধর্মযুদ্ধ শ্রেয়
মরণেরো পণে—মৃত্যু নয় যার কাছে
অন্তিম সমাপ্তি—শুধু আত্মবিকাশের
ক্রম-আরোহিণী—অহেতুক তারে কেন
দাও হেন মিথ্যা দীক্ষা ? স্বভাবে যে চির-
শাসক, স্বধর্মে রাজা—কেন করো তার
হেন বুদ্ধিভেদ বৈরাগ্যের মন্ত্র জপি' ?
রাজার কর্তব্য—নিত্য পালন সাধুর,
দণ্ডদান—দুর্জনের, হনন—দস্যুর।
কৌরব দস্যুতাধর্মী। পরস্বহরণ
দস্যুতার সমার্থক নহে কি অন্তিমে ?
দুর্যোধন নহে শুধু দস্যু—তদুপরি
দাম্ভিক, কপট, ক্রূর, কুরুকুলাঙ্গার।

"জন্মলগ্নে তার অন্তহীন দুর্লক্ষণ
দিয়েছিল দেখা—ভূমিকম্প, মহামারী।
ছলদৌত্যে বঞ্চি' ধর্মপ্রাণ ভ্রাতৃগণে
রহিল না তুষ্ট তবু মূঢ় দুরাচার—
চাহিল কুলবধূর করিতে লাঞ্ছনা
প্রকাশ্য সভায় লজ্জাহীন—সভামাঝে
করিল ভ্রাতৃবধূরে অনুচ্চারণীয়
ভাষায় দুরন্ত ব্যঙ্গ—করিল আদেশ
কাপুরুষ দুঃশাসনে—অসূর্যম্পশ্যারে
কুন্তল ধরিয়া আনি' করিতে লাঞ্ছনা
কৌতূহলী অনাত্মীয় নয়ন-প্রাঙ্গণে—

স্মরণ কি নাই তব ? গিয়েছ কি ভুলি'
উল্লসিত উপহাস কর্ণের সেথায় ঃ
অশ্লীল অশ্রবণীয় ঃ 'দ্রৌপদী ! বরণ
করো আজ মহাবল দুর্যোধনে—তার
সেবিকা রক্ষিতা হ'য়ে আজ নপুংসক
পূর্ব রক্ষকেরে দাও সানন্দে বিদায়'
মর্মন্তুদ সে বিদ্রূপ শল্য সম আজো
পার্থের অন্তরে আছে বিঁধি। তবু আমি
চাই শান্তি ন্যায়সন্ধি বাঞ্ছিত আমারো।
কিন্তু মনে লয় ঃ ন্যায়সন্ধি—সে দুরাশা।
দুর্মতি যাহারে টানে রসাতলমুখে
সুমতির স্বর্গ মনে করে সে নরক।"

বিষাদে নিশ্বাস ত্যজি' কহিল কেশব ঃ
"শুন সুধী ! ঘোর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ নহে
দ্বন্দ্ব সাধারণ। হেথা দ্বৈরথ-সংঘাত
চিরন্তন দেব-দানবের। এ-আহবে
দুর্যোধন ক্রোধময় বিষবৃক্ষ, যার
স্কন্ধ—কর্ণ, শাখা—ক্রূর শকুনি দুর্মতি,
ফুলফল—দুঃশাসন, আর মহারাজ
ধৃতরাষ্ট্র—তিমিরান্ধ মূলদেশ তার।
যুধিষ্ঠির—ধর্মময় কল্পতরু, যার
স্কন্ধ—পার্থ, ভীমসেন—শাখা, সহদেব
নকুল—পুষ্প ও ফল, আর, সর্বশেষে ঃ
মূলদেশ তার—কৃষ্ণ, ব্রহ্ম ও ব্রাহ্মণ।"*

* দুর্যোধনো মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ স্কন্ধঃ কর্ণঃ শকুনিস্তস্য শাখাঃ।
দুঃশাসনঃ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে মূলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রোঽমনীষী ॥
যুধিষ্ঠিরো ধর্মময়ো মহাদ্রুমঃ স্কন্ধোঽর্জুনো ভীমসেনোঽস্য শাখাঃ।
মাদ্রীসুতৌ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে মূলং কৃষ্ণো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ ॥ (২৯)

দ্বিতীয় সর্গ

কহিল সঞ্জয় ঃ "হে সম্রাট্! আমি এনেছি বহিয়া কৃষ্ণের বার্তা ;
পাণ্ডবের সাথে সন্ধিকামী হরি চাহে চিরশান্তি-মঙ্গলযাত্রা।
কুলক্ষয় হয় মিথ্যার আহবে—অন্যায়ের মন্ত্রে কোথায় সিদ্ধি ?
শুধু ন্যায়নীতি করিতে পালন ক্ষাত্র পাণ্ডবের রণপ্রদীপ্তি।
তাহাদের রাজ্যভাগ দাও ফিরে—নাই নাই শুভ অপর মন্ত্রে।
'কৃষ্ণ বাসুদেব মূর্ত নারায়ণ'—ঝঙ্কারিল মোর হৃদয়তন্ত্রে।
নরনাথ! তাঁর বিক্রম দুর্বার, তাঁর ক্রোধে হবে ভুবন ভস্ম।
নিয়ন্তা ও কর্ণধার তিনি যার—অনুগামী তার সুধাপ্রবর্ষ।
যেথা ধর্ম সেথা কৃষ্ণ শুভঙ্কর, যেথা কৃষ্ণ সেথা জয় ও সত্য।*
ইচ্ছার ইঙ্গিতে তাঁর চিহ্নহীন হয় অসুরেরো একাধিপত্য।
পুরুষোত্তম অবতীর্ণ তিনি—ধরণীর বুকে অন্তরীক্ষ ঃ
কাল যুগ তথা জগৎ-চক্রের চক্রধারী প্রভু দুর্নিরীক্ষ্য।†
মায়ামানবের রূপে আজ হরি ধরিলেন ক্লিষ্ট ধরায় মূর্তি,
দেখিয়াও হায় চিনিল না তাঁরে পুত্রগণ তব—মূঢ় কুবুদ্ধি।
শুন উপদেশ তাই বন্ধুরাজ, নাহি চাও যদি অকাল-মৃত্যু ঃ
রাখো বাণী তাঁর, করো সন্ধি—জানি' অনিত্য ভুবনে তাঁহারে নিত্য।"

কহে ধৃতরাষ্ট্র ঃ "কেমনে চিনিলে কৃষ্ণের স্বরূপ চির-অলক্ষ্য ?
আমি কেন তাঁর জানি না মহিমা—কৌরবেরা তাঁর চাহে না সখ্য ?"

কহিল সঞ্জয় ঃ "বিনা চিত্তশুদ্ধি নাহি হন হরি দৃষ্টিগম্য।*
মলিন মুকুরে ফলে না কিরণ—জানে কি পাতাল রবি প্রণম্য ?

---

* যতঃ সত্যং যতো ধর্মো যতো হ্রীরার্জবং যতঃ।
ততো ভবতি গোবিন্দ যতঃ কৃষ্ণস্ততো জয়ঃ॥ (৬৬)

† কালচক্রং জগচ্চক্রং যুগচক্রঞ্চ কেশবঃ।
আত্মযোগেন ভগবান্ পরিবর্তয়তেঽনিশম্॥

* শুদ্ধভাবং গতো ভক্ত্যা শাস্ত্রাদ্বেদ্মি জনার্দনম্।

পরম প্রণামে আত্মনিবেদনে তবে জাগে ম্লান হৃদয়ে ভক্তি ;
ভক্তি নহে যার আরাধ্য ধরায়—লভে না সে দিব্য দৃষ্টিশক্তি।
আসুরী মায়ায় মুগ্ধ চরাচর—তাই রণরোল এ-কুরুক্ষেত্রে
দম্ভধূমে করে বিবর্ণ আকাশ, দৃষ্টি আবিলায় মানবনেত্রে।
মায়ার প্রতাপ দুর্দম অপার, বিনা কৃপা মায়াতীতের বিশ্বে
কে পারে তরিতে মায়ারে ?—ডরে সে-মায়া হেরি' শুধু কেশবশিষ্যে।

"শ্রীচরণে তাঁর লুটায়ে যে শির—মুকুট তাহার গগনস্পর্শী
জয়লক্ষ্মী অঙ্কলক্ষ্মী শুধু তারই—কৃষ্ণের দিশার যে অনুবর্তী।
কৌরব চাহিল প্রমত্তের ভোগ, আনে সে দুর্ভোগ শেষে অনর্থে।
শুধু জিতেন্দ্রিয় অকিঞ্চন পারে প্রবেশিতে তার মহান্ তত্ত্বে।
হেন কৃষ্ণ হেথা আসিবেন প্রভু কারুণিক বরি' দৌত্যধর্মে :
ধন্য সে পাণ্ডব দূত যার তিনি—সখা ও সারথি নর্মে কর্মে।
করিও হে তাঁর পূজা হেথা যাচি' তাঁহার দুর্লভ চরণতীর্থ
প্রীত হ'লে যিনি ধরা হয় স্বর্গ, রুষিলে—সকল ভোগ অসিদ্ধ।
জানিও রাজন্! কৃষ্ণ নামের নিহিতার্থ—সত্তা, পরমানন্দ *
তাঁরে যে চিনিল কালাতীত সে-ই, অস্বীকারে তাঁরে—যে উদ্‌ভ্রান্ত।

তৃতীয় সর্গ

কৃষ্ণেরে তবে কহিল সভায় কাতরে ধর্মপুত্র :
"বলো প্রভু, কোন্ পথে দিবে ধরা অভ্রান্তির সূত্র ?
শ্রেয় কোন্ মুখে আমি যে জানি না। অশেষ বিরোধী যুক্তি
আমারে মুগ্ধ করে আজ—তাই হারায়েছি ধ্রুব বুদ্ধি।
ধনী যবে ধন হারায়ে তাহার নিশীথ যাপে বিনিদ্র,
দুঃখী যেমন সে—নহে তেমন আজন্ম যে দরিদ্র। †

* কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ। (৬৬)

† ন তথা বাধ্যতে কৃষ্ণ প্রকৃত্যা নির্ধোনো জনঃ।
যথা ভদ্রাং শ্রিয়ং প্রাপ্য তয়া হীনঃ সুখৈধিতঃ॥ (৬৭)

তাই কি এমন মনে হয়—'বিনা ধন এ-জীবন ব্যর্থ ?'
মনে হয়—'ভোগ তরে প্রাণলীলা, বিভব নহে অনর্থ,
কোথা তার পরমার্থ—যাহার ভাণ্ডারে নাই অন্ন ?
গুণের মরণ দৈন্যে, অভাবে—নিঃস্ব তাই নগণ্য।'
কিন্তু আবার পরক্ষণেই ছায় মনে বৈরাগ্য !
মনে হয় নাথ তখন—কে বলে দারিদ্র্য দুর্ভাগ্য ?
সম্পদই আনে প্রমাদ, নহ কি তাই তুমি দীনবন্ধু ?
আসে না কি ধন দুঃখতারণরূপে হ'য়ে মায়া-ইন্দু—
জ্যোৎস্নায় যার কাটে না আঁধার, পথদিশা দেখা যায় না !
তবু গুণ গায় চাঁদিনীর মূঢ়—সত্যরবি সে চায় না !
ছায়াভ আলোকে নাই আঁখিসুখ, তবু গায় জয় কৃষ্ণার !
ছায়া কবে দেয় কায়াবর ?—শুধু গভীরায় ব্যথা তৃষ্ণার।

"কেন তবে রণ ধনতরে—যদি অর্থের নাই অর্থ ?
অনর্থ তরে জ্ঞাতিবধ কভু সাধে কি অপ্রমত্ত ?
যে-ধন কলির রাজধানী—সেথা কে কবে পেয়েছে তৃপ্তি ?
জয়ী ও বিজিত সম শোকার্ত যেথা—সেথা কোন্ সিদ্ধি ?
ভোগের লালসা দুর্বার বলি' যে পশু হিংসাধর্মী,
সে-পশুর অনুকারী হ'য়ে কবে হয় নর শুভকর্মী ?
কোথায় শান্তি সে-গৃহীর যার প্রতিবেশী খল সর্প ?
কোথায় ধর্ম সে-বীরের—যার প্রাণে জাগে জয়গর্ব ?
কোথায় স্বস্তি তার—মন যার ম্লান জপি' রণযুক্তি ?
প্রখর প্রতাপে আছে শুধু তাপ—নাই নাই আলোমুক্তি।
তবু কেন তুমি বলিলে—রণেই ক্ষাত্রের চিরসিদ্ধি ?
মানিয়াও হায় মানে না যে মন—সংহারেই সমৃদ্ধি !
নবারুণে দহি' আঁধার আমার নয়ন করো হে ধন্য।
সন্ধি প্রয়াস শ্রেয়—কিবা রণ—শুধাই শরণাপন্ন।"

কহিলেন হরি : "জানি হে রাজন্, হৃদয়ের দ্বিধা গ্রন্থি
হয় না সহজে ছিন্ন—মনের অগণন অভিসন্ধি।
জটিল বাসনা-কাঁটাবন পলে হয় না কুসুমকুঞ্জ।
প্রাণ নহে শুধু ফুলবীথি—যেথা গুঞ্জরে অলিপুঞ্জ।
প্রতিপদে সেথা বিপরীত ডাক—তবু জীব শুভপন্থী।
রণোন্মুখেরো বরণীয় তাই—ন্যায়জীবী শুভ সন্ধি।
মনে রেখো আরো—বুদ্ধি তোমার ধর্মাশ্রিত, সত্য।
কৌরবদের —বৈরাশ্রিত, তাই তারা তব বধ্য।*
তবু নহে রণ শ্রেয় কভু যেথা ন্যায়ের সন্ধি সাধ্য।
দৌত্য আমার তাই আজ দিতে দিশা—কোথা পরমার্থ।"

কহিল ধর্মরাজ : "হে বন্ধু, আমার মন অশান্ত :
স্বয়ং কেমনে যাবে তুমি—যেথা অরি করে চক্রান্ত ?
আপনার অপমান সহে সখা—তুমি যে চির-অনিন্দ্য!
করিবে নিন্দা তোমারে তাহারা—স্বপ্নেও যে অচিন্ত্য!
আমরা যে সহি দুঃখ—সে শুধু আমাদেরি দুরদৃষ্ট :
আমাদের তরে তব মানহানি! মন হয় ম্লান—ক্লিষ্ট।" *

কহিলেন হাসি' কেশব : "রাজন্, প্রেমের এমনি ধর্ম
প্রেমাস্পদে সে রক্ষিতে চায় রচিয়া দুর্গ-হর্ম্য।
ভয় নাই, আছে আছে হে আমার আত্মরক্ষী শক্তি।
দুর্জনে আমি নাশি—রহি তারি বন্দী যে করে ভক্তি।†
বলি এক কথা : মনে অকারণ দিও না ঠাঁই অশান্তি।
কুটিল কামনা নাই যেথা—সেথা নাই উদ্যমে ভ্রান্তি।
আপন ধর্ম করিয়া বরণ মৃত্যুও ভালো নিশ্চয়।

*তব ধর্মাশ্রিতা বুদ্ধিস্তেষাং বৈরাশ্রয়া মতিঃ। (৬৮)

† ন হি নঃ প্রীণয়েদ্ দ্রব্যং ন দেবত্বং কুতঃ সুখম্।
ন চ সর্বামরৈশ্বর্যং তব দ্রোহেণ মাধব॥ (৬৭)

ন্যায়রণে বীর ক্ষত্রিয় লভে মরণে স্বর্গ অক্ষয়।
জানিও তুমি যে, নরকাবাহনে যে-অরি বাজায় তূর্য,
সে-বৈরিবধে যাবে না অস্ত তব গৌরবসূর্য।
পক্ষান্তরে, যে-জন লভিয়া গৌরবী কুলে জন্ম
সহে অপযশ হৃদির্বিক্লবে—নিন্দিত তারি কর্ম।
নিন্দার চেয়ে নিধনো শ্রেয়—যে-কুলীন সহে অকীর্তি
শত ধিক্ তারে কুলপাংশুল—নাহি তার যশসন্ধি।
পাপী দুরাচার যদি হয় জ্ঞাতি—বধ্য সর্পসম সে।*
হননে তাহার হবে না তোমার পাপ জেনো প্রিয়তম হে!
তবু সন্ধির প্রবর্তনারে কেন আমি অভিনন্দি?
ফিরালে আমারে জানিবে সকলে—চাহে না রিপুই সন্ধি।
শুভদৌত্যের মর্যাদা যদি করে সে সভায় লঙ্ঘন
হেন আচরণে উঠিবে ফলিয়া দম্ভ তার কুদর্শন।
চিত্তে যাদের আছে আজো দ্বিধা—ঘুচিবে তাদের সংশয়।
প্রত্যাখ্যাত হ'লে আমি তাই হবে তব যশসঞ্চয়।
যারা নাথ, নিরপেক্ষ—তাহারা লবে চিনি' কার অন্যায়,
সমাপ্ত হবে তখনি অশেষ অনিশ্চিতের অধ্যায়।
বলিবে তাহারা: ধার্মিক তুমি, তাই চাহ নাই যুদ্ধ,
দেখিবে যখন—কৌরবকুল কেমন কুমতি, লুব্ধ।
আলো-করা তব সুযশ রাজন্, দলি' কালো মেঘনিন্দা
পূর্ণপ্রভ হবে—তাই করো পরিহার দুশ্চিন্তা।
আরো, উত্তম শ্রেয়—যবে আছে আশালেশ শুভকর্মে।
নিস্ফলতায় নাই দুর্নাম তার—যে আসীন ধর্মে।
ফলাফলে নহে পরম প্রাপ্তি, নিষ্কামনায়ই সিদ্ধি।
অর্পিয়া শিবে সব ফল জীব লভে শাশ্বত ঋদ্ধি।
তবে, লয় মনে: সন্ধি দুরাশা, যুদ্ধের তরে প্রস্তুত
থাকো বীর! আমি দেখি চারিধারে দুর্লক্ষণ অদ্ভুত।

* বধ্যঃ সর্প ইবানার্যঃ সর্বলোকস্য দুর্মতিঃ। (৬৮)

অতীন্দ্রিয় সে-অনুভব : ফিরে করালকায়া কৃতান্ত :
যুদ্ধলেলিহ শিখা শুধু হয় রক্তসমিধে শান্ত। †

চতুর্থ সর্গ

সহসা ভীমসেন কহিল : "হে কেশব! সন্ধি শ্রেয়, নহে যুদ্ধ।
বলিও সুযোধনে মৃদুল ভাষ—তারে অযথা করিও না ক্ষুব্ধ।
জানি হে জানি আমি কেমন সে ক্রোধন, স্বভাবে নহে দূরদর্শী।
গণিবে মরণেও কাম্য—অবনত হবে না তবু সে-তেজস্বী।
তুমিও জানো তার প্রকৃতি সুকুটিলা, কুলীন কুলে সে-কুলাঙ্গার :
চাহে না ভুলিয়াও ধর্মপথ, চাহে হিংসাপথে কুলসংহার।
চাহি না তবু নাথ, অহেতু জ্ঞাতিবধ। কী ফল ভর্ৎসিয়া রুক্ষে ?
হয় না ক্ষালনে তো অমল অঙ্গার—শোনে না হিতবাণী মূর্খে।
আমার মন তাই চাহে না আজ তারে করিতে বৃথা উদ্দীপ্ত।
দুষ্টবাঞ্ছিত উগ্রাচার : ক্ষমা—শিষ্ট সদাচারসিদ্ধ।
নষ্টবুদ্ধি সে কেমন—জানি আমি, তথাপি ভারতের বংশে
হবে অকীর্তির আরোপ—নাহি চাই, কী ফল স্বজনের ধ্বংসে ?
চাহিলে কৌরব না হয় অবনত হব হে, তারি শরণার্থী।
কুলের রক্ষণ শান্তিপাঠে—জ্ঞাতিহননে শুধু শোক-আর্তি।
পুরুষকারে হয় লক্ষ্যভেদ বলে যে-জন—নাই তার দৃষ্টি :
দৈব শুধু করে চালিত—বায়ু যথা মেঘের গতি করে সৃষ্টি।"

পঞ্চম সর্গ

কৃষ্ণ শুনি' ভীমসেনের এহেন সুভাষণ,
(পবন যথা চায় শিখার জ্বালা-উদ্দীপন)

---

† সর্বথা যুদ্ধমেবাহমাশংসামি পরৈঃ সহ।
নিমিত্তানি হি সর্বাণি তথা প্রাদুর্ভবন্তি মে॥
মৃগাঃ শকুন্তাশ্চ বদন্তি ঘোরং হস্ত্যশ্বমুখ্যেষু নিশামুখেষু।
ঘোরাণি রূপাণি তথৈব চাগ্নির্বর্ণান্ বহূন্ পুষ্যতি ঘোররূপান্॥ (৬৮)

ব্যঙ্গ হাসি' কহিলেন : "হে বীর, তোমার মুখে
শুনেছি যাহা সত্য কি ? লঘুত্ব কিগো সুখে
বরণ করে শৈল ? চাহে অনল শীতলতা ?
জীবন ভরা জটিলতায় !—যে-প্রবীরের কথা
শুনি' একদা ক্লীবেরো বুকে জাগিত মহাবল
সে-ও যে হয় রণের ভয়ে আর্ত বিহ্বল,
চক্ষে যদি না দেখিতাম—হ'ত কি প্রত্যয় ?
প্রতাপে যার অমিতবলও মানিত পরাজয়
সমরে হ'ত মূর্ছাহত—যুদ্ধ ছিল যার
জাগরে সাধ, স্বপ্ন ঘুমে—সে কিনা মানে হার !
পরন্তপ ! শ্রুতি আমার আজ অকস্মাৎ
এ-বিপরীত কথায় যেন শোনে বজ্রপাত
অমল নভ হ'তে—বিবশ আমি হে বিস্ময়ে !
বাল্যে ছিল যে উদ্দাম, যৌবনে সে ভয়ে
কম্পমান রণের নামে ? জাগিয়া আছি—কিবা
স্বপ্ন দেখি ? অন্ধকার বিছালো রবিবিভা ?
সমর-দুন্দুভিতে নিতি নাচিত হৃদি যার,
অরি-প্রতাপে অবশ সে-ই—এ কী চমৎকার !
সাগর-ঢেউ হারালো গতি ! আকাশ নীলহারা !
সতীচরিতে অশ্লীলতা ! জলদে নাই ধারা !

"ভরসা তুমি পাণ্ডবের—তুফানে কাণ্ডারী
আবহমানকাল স্বভাবে বিপদ-অভিসারী'
এ-হেন তুমি, সহসা দেখি—বিধবা রবিহীনা
নিশার সম অশ্রুমুখী, শঙ্কাতুরা, দীনা !
হে পৌরুষ-পরুষ সখা ! তোমার মুখে হেন
শুনিয়া বাণী লয় মনে যে, শুনেছি ভুল যেন।
বীরের মুখে গাভীর ডাক শুনিতে জাগে খেদ,

শূরের মুখে ক্লীবের ভাষ—এ-কোন্ সঙ্কেত
লীলাময়ের—বুঝি না হ'য়ে বহুদর্শী তবু।
নটরাজের বেতাল ঠাম দেখেছে কেহ কভু ?
অরিন্দম ! নপুংসক ভঙ্গি ত্যজি' আজ
বীরের দায় বহন করো পরিয়া বীরসাজ।
কুলের কথা কেমনে বলো বলিলে শতমুখে
শুনিতে যাহা কুলীন রাঙে সরমে অধোমুখে ?
ক্ষত্রিয়ের ভাষণে শুনি' কাপুরুষের বাণী
ভুলিয়া যাই সকলি লাজে—কী বলিব না জানি !
বলিব তবু জাপ্য যাহা বীরবংশীয়ের ঃ
ওজসে যাহা লভ্য নয়—নাহি ক্ষত্রিয়ের
সেথায় ভোগ শান্তিসুখ। কুলের রক্ষণ*
সাধ্য নয় সেই বীরের—করে যে ক্রন্দন !

ষষ্ঠ সর্গ

দেখি' কৃষ্ণের মুখে মৃদু উপহাস হাসি, শুনি' হেন খরধার ব্যঙ্গ
কম্পিয়া ভীমসেন উঠিল—পবনে যথা স্থির হ্রদে শিহরে তরঙ্গ।
কহিল ক্রুদ্ধ স্বরে ঃ "আমার বাণীর হরি, কেন তুমি করিলে কুভাষ্য ?
বলিলাম আমি এক, বুঝিলে হে তুমি আর—ক্ষমারে করিয়া উপহাস্য।
বীরবুকে পায় ঠাঁই উগ্র সাহস সাথে ক্ষমারো প্রতিভা রোষবিদায়ে।
দণ্ড যে দেয় আজ সমরযজ্ঞে—করে মার্জনা রণশিখা নিভায়ে।
আক্ষেপ জাগে শুধু ঃ আমারে আজিও তুমি চিনিলে না বহু পরিচয়ে হে ?
ভাসে যে সিন্ধুবুকে অতল-বারতা হায় জানে না, উপরে যবে বহে সে !
করো যাহা অভিরুচি, তথাপি আমিও প্রভু করিব বলিব যাহা সমীচীন।
ভ্রান্তির নিরসন হবে তব যবে তুমি দেখিবে যে, ভীম নহে বলহীন।

*ন চৈতদনুরূপং তে যত্ত্বে গ্লানি অরিন্দম।
যদোজসা ন লভতে ক্ষত্রিয়ো ন তদশ্নুতে।।(৭০)

দেখিবে যেদিনে তুমি পলকে কেমনে আমি করি অরাতির চমূসংহার,
সেদিন ব্যঙ্গ তব হবে অনুতপ্ত হে—চিনিয়া কেমন ভীম দুর্বার।
বুঝিবে সেদিন যাহা বুঝিয়াও বুঝিলে না আজ তুমি উপহাস-লালসায়!
ব্যঙ্গ প্রগল্‌ভতা পরিহরি' বিস্মিত হবে অমানুষী ভীম-প্রতিভায়।
দেখিবে দেখিবে ভীম কেমন অকম্পিত অশঙ্ক রণরোল-কেন্দ্রে,
পলাতক হবে সেথা যবে অরিকুল দেখি' মূর্ত কৃতান্ত বীরেন্দ্রে।
আপনার স্তবগান করে না যে মহীয়ান্, ক্ষমাশীল নহে মূঢ় ভ্রান্ত।
একরূপে যে তপন সন্ধ্যাসূচনা করে, আনরূপে আনে সে নিশান্ত।
বাহ্বাস্ফোটে যার কেঁপে ওঠে রথ, রথী, শার্দূল, পশুরাজ, কুঞ্জর,
বজ্রমুষ্টিপাতে যার টলে পর্বত—গর্জনে মুখ ঝাঁপে অজগর,
হেন ভীমকায়ে তুমি করিলে জর্জরিত নিষ্ঠুর বিদ্রূপ-ফলকে!
চিহ্নিলে ক্লীবনামে ক্ষমাশীলে! পার তব লীলার পেয়েছে কবে বলো কে?"

কহিলেন হরি তবে কোমল বচনে: "বীর! মাহাত্ম্য তব জানে বিশ্ব।
এ-তিন ভুবনে নাই দোসর যে-প্রবীরের কে বলিবে তারে হীন নিঃস্ব?
জানি তব তেজ সখা, চিনি অমিতাভ তব শক্তির সীমাহীন ব্যাপ্তি,
জানি তব ঘনঘোর বিক্রম—রণে যার নাই ভয়, ক্লান্তি, সমাপ্তি।
শুধু আমি ঘুমন্ত বীর্যের তব আজ চাহি' নবজাগরণ—ব্যঙ্গের
খরশরে সুষুপ্ত আত্মবোধন তব চাহিয়াছিলাম ভাষে রঙ্গের।

"শুধু, এক কথা বলি: 'ব্যর্থ পুরুষকার'—এ-কথা তোমার নহে সত্য।
পুরুষকারে যে করে সন্দেহ—বাণী তার আনে শুধু জীবনে অনর্থ।
দৈবও চলাচলে প্রবল—সকলে জানে, তবু রহে যে দৈবনির্ভর,
সে দৈববিধানের পথে আনে বাধা—হ'য়ে সংশয়শরজালে জর্জর।
পুরুষকারের আছে বীর্য ও বিক্রম, স্বভাবে সে তবু সন্দিগ্ধ,
দৈবের মুখ চাহি' পৌরুষ নির্বল হয়—দেখ না কি তুমি নিত্য?
সত্য—পুরুষকার জীবনের পথে নহে একনাথ, সুফলনিয়ন্তা।
বীজের বহুবপন, কর্ষণ পরে তবু কর্মাঙ্গন রহে বন্ধ্যা।
তথাপি পুরুষকার নহে কভু নিষ্ফল—দৈবে সে যদি হয় ব্যর্থ,

দৈবও হয় বহু ক্ষেত্রে পুরুষকার-বলে প্রতিহত এ-ও সত্য।
যেমন, বসনে জিত শৈত্য, ব্যজনে তাপ, ছত্রে বারিত শিলাবৃষ্টি,
তৃষ্ণা সলিলে, ক্ষুধা আহারে, পুরুষকার বিনা উপজায় অনাসৃষ্টি।*
সঞ্চিত দৈবের প্রারব্ধগতিমুখ অপরিবর্তনীয় নয় নয়ঃ
প্রায়শ্চিত্ত তথা জ্ঞানবলে দিনে দিনে প্রারব্ধ কর্মেরো হয় ক্ষয়।
পুরুষকারের মহাশক্তি বিহনে শুধু দৈবে পায় না জীব জীবিকা।
দৈব-পুরুষকার-মিলনে তবেই জ্বলে কীর্তির অম্লান দীপিকা।
দৈব অঙ্গীকারি' তাহারে অস্বীকার পৌরুষ-বলে তবু কাম্য।
সিদ্ধির আশে নয়, নিষ্কাম-ব্রতে শুধু লভ্য শান্তি, সুখ, সাম্য।
সংশয়মেঘ যদি ছায় কভু—সফলতা যদি হয় দুরাশা কি ছায়াময়,
তথাপি তেজস্বী না ত্যজিবে ওজস্—যেন সে বিষাদ গ্লানি হ'তে দূরে রয়।
হেন ভাব প্রাণে তব করিতে বপন আমি করিয়াছিলাম সখা ব্যঙ্গ।
করিতে উদ্দীপিত সুপ্ত সিংহে করিলাম রসনার ক্ষণরঙ্গ।"

সপ্তম সর্গ

কহিল পার্থঃ "সখা, আমারো সভায় ছিল কিছু নিবেদন—
যেকথা ধর্মরাজ করিলেন দ্বিধাভরে আজিকে জ্ঞাপন।
পুনর্ভাষণে তার নাই প্রয়োজন, তবু জাগে দ্বিধা নাথ!
উক্তি তোমার যেন দ্ব্যর্থক, পুছি তাই করি' প্রণিপাতঃ
মনে লয়ঃ ভাব তব—শান্তি অসম্ভব। প্রথম কারণঃ
পাণ্ডব হৃতধন, দ্বিতীয় কারণ—অরি লুব্ধ ক্রোধন,
দিবে না রাজ্যভাগ আমাদের রণ বিনা। চাহিলে কি তাই
সন্ধিদৌত্য প্রভু?—নিগূঢ় মতির তব দিশা নাহি পাই।
কভু করো দৈবের স্তবন—দৈব বিনা প্রয়াস বিফল।
কভু বলোঃ পৌরুষ বিনা দৈবও হয় ব্যর্থ, অচল।

---

* দৈবমপ্যকৃতং কর্ম পৌরুষেণ বিহন্যতে।
শীতমুষ্ণং তথা বর্ষং ক্ষুৎপিপাসে চ ভারত॥ (৭১)

পাণ্ডব-অবসাদ দেখি' কি অবিশ্বাস এসেছে মাধব ?
বাহিরে উদ্দীপিত করি' অন্তরে কি গো চাহ না আহব ?
অথবা সর্বসখা বলি' তুমি আশ্বাস দিয়া আমাদের
উভয়েরি শুভার্থী যেতে চাও শুভমতি দিতে তাহাদের ?
কুটিল দুর্যোধন বধের যোগ্য—জানি, তবু হিত চাও
তারো তুমি—মনে লয় ঃ তাই কি পাণ্ডবের বীর্য জাগাও ?
আমাদের বীর্যের ঝলকে তারা কি প্রভু, হবে শঙ্কিত ?
ব্যাকরণে দিয়ে সায় ভাষারে করিলে তাই ভাষ্য-অতীত ?
কী বলিব আর নাথ, জানো তো সকলি তুমি, অন্তর্যামী ঃ
কৃষ্ণার লাঞ্ছনা সহিনু কী দুঃসহ বেদনায় আমি !
বঞ্চিত্ত করি' খল দ্যূতে পর-রাজ্য যে চাহে নরাধম
মিথ্যার সম্পদ সঞ্চিতে লোভে—সে যে বধ্য পরম
জানি জানি, তবু আমি চাই—তুমি যাহা চাও, বুঝি না তো নাথ,
কী অভিপ্রায় তব—তাই শ্রীচরণে শুধু করি' প্রণিপাত
জানাই ঃ ইচ্ছা তব হৃদয়েশ, মেনে লব পরম প্রণামে
ক্ষান্তি, সন্ধি, রণ, বনবাস—যাহা চাও—বরি' দুর্নামে।
যে-পথেই যাবে ল'য়ে—চলিব সে-পথে আমি হে আদরণীয়।
দিশারি, সারথি যার তুমি—তার আছে আর কে বা বরণীয় ?
যাহা তব ঈপ্সিত—বাঞ্ছিত আমারো হে বল্লভ, মনে।
বিধান—ধর্ম তব, পালন—কর্ম নাথ, আমার জীবনে।*

অষ্টম সর্গ

কহিলেন হরি প্রীত স্বরে ঃ "করিও না ভয় অকারণ ঃ
যাহা তুমি চাও সখা, আমি রাখিব হে, রাখিব স্মরণ।
যে-পন্থায় ক্ষেম উভয়েরি করিব সুগম সেই পথ।
উভয়পক্ষেরি চাই আমি সাধিতে মঙ্গল, মনোরথ।

---

*শর্ম তৈঃ সহ বা নোঽস্তু তব বা যচ্চিকীর্ষিতম্।
বিচার্যমাণো যঃ কামস্তব কৃষ্ণ স নো গুরুঃ॥ (৭২)

শান্তি যদি হয় সাধনীয়—
লোকক্ষয় অভিপ্রেত কার ?
অভীষ্ট আমারো বন্ধু, তাই
সন্ধি—নহে করাল সংহার।
শুধু বলি তোমারে আবার :
চিত্ত তব করিতে বিকল
ভাষা আমি করিনি দুর্বোধ,
সত্য নহে প্রাঞ্জল, সরল।
বহু তার আভাস, ব্যঞ্জনা :
এক পথে বাঞ্ছিত যে-নীতি
অন্য পথে হয় অবাঞ্ছিত,
ধর্ম—প্রাণগহন-অতিথি।
এক-চক্র যে ভুজঙ্গ—তার
দণ্ডদান সহজ দমনে।
শতশীর্ষ নাগ নম্রফণা
হয় শুধু শোণিত ক্ষরণে।
যথালগ্ন আছে শাসনেরো ঃ
দিবালোকে লুকায়ে যে রয়
নিশাচর—বধ তরে তার
নিশীথের চাই অভ্যুদয়।

"কভু, যেথা দৈব মানে হার
পৌরুষেরে জয়ী দেখা যায়।
পৌরুষ যেথায় প্রতিহত,
ফলসিদ্ধি আনে দেবতায়।
দৈব ও পুরুষকার দোঁহে
রচে নিত্য প্রাণনাট্যলীলা।
সে-লীলা জটিল, ঘূর্ণী তাই
রচে গতিবিচিত্রা উর্মিলা।
দৈবজ্ঞের দৈব-অঙ্গীকার
নহে মিথ্যা—শুধু, নহে তারো
গণনা অভ্রান্ত সর্বকালে ঃ
পৌরুষেও কাটে দৈব কারো।
যথা, বিনা কঙ্করশোধন
বিনা জলসিঞ্চন নির্মল
যথারীতি বীজের বপন
ফলায় না ফল কি ফসল।
তবু দেখা যায়—খরতাপে
শুষ্ক হয় অভিষেক-বারি।
অনাবৃষ্টি-অভিশাপে তাই
কাঁদে প্রজা, আসে মহামারী।*

*ক্ষেত্রং হি রসবচ্ছুদ্ধং কর্মণৈবোপপাদিতম্।
ঋতে বর্ষান্ন কৌন্তেয় জাতু নির্বর্তয়েৎ ফলম্॥
তত্র বৈ পৌরুষং ব্রূয়ুরাসেকং যত্র কারিতম্।
তত্র চাপি ধ্রুবং পশ্যেচ্ছোষণং দৈবকারিতম্।
তদিদং নিশ্চিতং বুদ্ধ্যা পূর্বৈরপি মহাত্মভিঃ।
দৈবে চ মানুষে চৈব সংযুক্তং লোককারণম্॥ (৭৩)

ফলোদয় হয় পৃথ্বীতলে দৈব-পৌরুষের সম্মিলনে ঃ
চাই বহু যত্ন কৃষাণের, চাই সহযোগ প্রবর্ষণে।
দৈব হ'লে দৃঢ় অকরুণ হ'ত ব্যর্থ নিখিল প্রয়াস ঃ
তবু, শুধু দৈবকৃপা যাচি' চেতনার হয় না বিকাশ।
তাই আমি চেয়েছি বুঝাতে ঃ সাধনাই সিদ্ধি আনে শুধু।
হতোদ্যম পুরুষের প্রাণ অনুর্বর—বন্ধ্যা মরু ধূ ধূ।
মানি—দৈব অনুকূল কিনা নিশ্চয়জ্ঞ নাই তার কেহ,
তাই আমি ঘোষিয়াছিলাম ঃ সন্ধিদৌত্যফল অনির্ণেয়।
মর্ত্য নর দেখি' মানবের রীতি নীতি কর্ম-প্রবর্তনা,
প্রতিপদে বিবেক নির্দেশে চলিবে বরিয়া শুভৈষণা।
তবু যেথা আছে আশাকণা, আছে অবকাশ সাধনার ঃ
তাই ন্যায়-সন্ধির প্রয়াসে প্রার্থি দৌত্যপদ শেষবার।
কিন্তু দুর্লক্ষণ চারিদিকে হেরি বন্ধু, তাই লয় মনে ঃ
শুভফল হবে না সাধিয়া, দুর্যোধন কৃতকল্প রণে।

নবম সর্গ

কহিল নকুল ঃ "হে যদুপতি !
আমার কেবল এক মিনতি ঃ
জনে জনে প্রভু আজি তোমারে
নিবেদিল ভাব বহু বিচারে।
আমি জানি—তুমি কাহারো কথা
না করি' গ্রহণ—সাধিবে সদা
ভালো মনে হয় যাহা তোমার।
তোমার সমান জ্ঞান কাহার ?
কালোচিত যাহা করিও আজ ঃ
ত্রিকালজ্ঞের এই তো কাজ।
যদি তাহা সব মতেরি প্রভু
হয় বিরুদ্ধ—সাধিও তবু।

অস্থির মত অধীর ভবে
ধ্রুবতা কোথায় কে জানে কবে ?*
একের চিন্তা-ঢেউ কোথায়
কারে ল'য়ে যায়—দিশা কে পায় ?
আজ করি যাহা অঙ্গীকার

কাল করি তারে অস্বীকার।
যেমন—যখন ছিলাম বনে
তখন যে-মত অতি যতনে
করিতাম নিতি লালন হায়,
আজ মনে হয় ছায়ার প্রায়।

"তাই, শেষে আজ এই মিনতি
জানাই চরণে—তুমি সারথি
নহ আমাদের কেবল নাথ ঃ
তুমি জ্ঞানী—আনো সুপ্রভাত
আপন ছন্দে। চলো আপন
বরি' দিশা ওগো চিরন্তন
চিন্তা-অতীত চিন্তামণি,
চিন্তা কাহারো কভু না গণি' ! †

দশম সর্গ

কহে সহদেব ঃ "প্রভু, কে না জানে—যার
তুমি সখা, দূত—নাই পরাভব তার।

---

*অন্যথা চিন্তিতো হ্যর্থঃ পুনর্ভবতি সোহন্যথা।
অনিত্যমতয়ো লোকে নরাঃ পুরুষসত্তম ॥ (৭৪)
† সর্বমেতদতিক্রম্য শ্রুত্বা পরমতং ভবান্।
যৎ প্রাপ্তকালং মন্যেথাস্তৎ কুর্যাঃ পুরুষোত্তম ॥

তবু শেষবার
দৌত্য তোমার
না হয় সফল যেন—এই মনে চাই।
দুর্জনসহ মিতালিতে কাজ নাই।

"যেদিন আনিল তারা অশ্রুমলিন
কৃষ্ণারে ধরি' কেশে লজ্জাবিহীন,
হাসিল অরি
যবে শ্রীহরি,
বিষাদে আমার মনে নিভিল আলো
সন্ধি কি দুরাচার সাথেও ভালো?

"বলুক যে যাহা চায়। আমার এ-পণ
সাধিব দুষ্ট রিপু-চমূর নিধন।
যদি ভ্রাতৃগণ
নাহি চাহে রণ
একক যুঝিব আমি—মানিব না হার:
অধর্ম-নাশ শুধু লক্ষ্য আমার।*

একাদশ সর্গ

সহসা চমকি' সবে উঠিল শুনিয়া দীর্ঘশ্বাস
রমণীর। কৃষ্ণ সাথে মন্ত্রণাসভার সভাসদ
চাহিল সকলে যুগপৎ মূর্তিমতী বেদনার
প্রতিমা—দ্রৌপদী পানে। পার্থসারথির কাছে আসি'
কহিল উদ্দীপ্তা দেবী অশ্রুমুখী, আয়তলোচনা:
"অকিঞ্চন-বন্ধু ওগো, লাঞ্ছিতার লজ্জানিবারণ!

---

* যদি ভীমার্জুনৌ কৃষ্ণ ধর্মরাজশ্চ ধার্মিকঃ।
ধর্মমুৎসৃজ্য তেনাহং যোদ্ধুমিচ্ছামি সংযুগে॥ (৭৫)

তুমি বিনা কে বুঝিবে অন্তরের আর্তি অন্তর্যামী ?
স্বকর্ণে শুনিলে প্রভু লজ্জাহীন কৌরবদূতের
ধর্ম-উপদেশ ধর্মরাজে—যারে তুমি লজ্জা দিলে
তব তীব্র তিরস্কারে—নহিলে সে ধর্মরাজে দিত
আরো কত উপদেশ ! তুমি জানো—চাহিয়াছিলেন
সে-কেমন অপরূপ রাজ্যভাগ ন্যায়নিষ্ঠ প্রভু।
যুধিষ্ঠির যোগ্য পৌত্র বিচিত্রবীর্যের। ভারতের
সমগ্র সাম্রাজ্য ন্যায়মতে শুধু তাঁরি। তবু তিনি
রহি' তুষ্ট অর্ধ রাজ্যে—তাও হারালেন দুর্বৃত্তের
ছল দ্যূতে ! সর্বসাক্ষী ! তুমি তো সকলি জানো—তাই
কী ফল পুনর্ভাষণে ? তবু ন্যায়পন্থী রাজ্যেশ্বর
হৃতরাজ্য হ'য়ে—তাঁর প্রাপ্য স্বত্ব চাহিতেও হায়
বিবেক-দংশনে আজ মুহ্যমান !—বলিব কাহারে
এ-ঘোর লজ্জার কথা ? তবু নাথ, রমণীর মন
অবুঝ—সান্ত্বনা বিনা অধীর সে রহে চিরদিন।
পুছি তাই—মানি' কোন্ ন্যায়নীতি প্রার্থিলেন তিনি
মাত্র পঞ্চগ্রাম পঞ্চ ভ্রাতা তরে ? পূজিত পাণ্ডব
আসমুদ্রহিমাচল এ-ভারতে—সর্বজনপ্রিয়,
বীর, ধীর, ধর্মভীরু, আচারে সমৃদ্ধ, মহাযশা,
ভারতের অধীশ্বর জন্মস্বত্বে। হেন নরনাথ
(আশ্রয় যাদের চাহে সর্ব প্রজা—ছাড়িয়া কৌরবে)
চাহে শুধু পঞ্চ গ্রাম বলো কোন্ ন্যায়ের বিধানে ?
ন্যায় যদি এরি সংজ্ঞা—অন্যায়েরে কোন্ অভিজ্ঞানে
চিনিব অন্যায় বলি' ? কিন্তু হয় নাই হায় তবু
অভ্রান্ত বিবেক তুষ্ট মহামনা ধর্মধারকের !
হৃতরাজ্য যে-সম্রাট্, জায়া যার আশ্রয়বিহীনা,
অজ্ঞাতবাসের ঘোর দুর্বিষহ সর্তের পালনে
বিরাটের রাজ্যে ছিল সৈরিন্ধ্রী সেবিকা বর্ষকাল,

স্বামীর আশ্রয়ে রহি' স্বামীরে করিয়া অস্বীকার,
আজো সে কাঁদিছে অনাথিনী—(যার নাথ নিরাশ্রয়—
সে কি অনাথিনী নহে ?) অগৌরব আর কত হবে ?

"সব চেয়ে দুঃখ এই—বীর্যবান পুরুষ হারালো
বীর্য—নিরন্নের সম বীরের স্বধর্ম ছাড়ি' হায়
মানিয়া কাপুরুষের যুক্তি !—বুঝি এমনিই হয় ঃ
দারিদ্র্যে কৃশতা শুধু আনে না দেহের—সেই সাথে
শৌর্যেরো হারায়ে পুষ্টি ক্লীব পায় কঙ্কালেরো মাঝে
অদ্ভুত যুক্তির অপরূপ সমর্থন ! নহিলে কি
যে-জ্ঞাতি আজন্ম শত্রু—(চাহে না যে সখ্য, চাহে শুধু
পদে পদে তিলে তিলে আত্মীয়ের লাঞ্ছনা—উচ্ছেদ,
নাই যার আস্তিকতা—নাই ধর্মবুদ্ধি কি বিবেক,
আছে শুধু দম্ভ লজ্জাহীন—তাই করে যে ঘোষণ
বিনা যুদ্ধে পাণ্ডবেরে দিবে না সূচ্যগ্রভূমি)—তারো
পাপার্জিত, স্বত্বহীন সাম্রাজ্যের একাংশও ফিরে
চাহিতে যাহার আজ এত দ্বিধা—সংশয়—বেদনা !
অন্ধকার দেখিয়াও তারে কৃষ্ণ বলিতে যাহার
এত কুণ্ঠা !—সত্যস্পন্দ অনুভব করিয়া অন্তরে
তবু যে সে-অনুভবে নিত্য সন্দিহান দুর্বিচারে,
এ-হেন ভীরুর আমি অধন্য বনিতা প্রভু কোন্
পূর্বজন্ম-মহাপাপে—বলিতে কি পারো সান্ত্বভাষে ?
নহিলে কেমনে ধৈর্য ধরি শুনি' স্বকর্ণে সভায় ঃ
ভীমার্জুন রসনাও করে ভয়ে মহামন্ত্র জপ ঃ
সন্ধি তারা চায়—যুদ্ধ নহে ! আর সন্ধি কার সাথে ?
যে-রিপুরে জানে তারা কুলাঙ্গার—করে অভিহিত
পাপের বিগ্রহ বলি' ।"

ফুটে উঠে ব্যঙ্গের ঝলক

অশ্রুমুখী-নেত্রে, তীক্ষ্ণ হাস্যের ক্ষণাভা দিল দেখা
কহিল যখন রাণী : "বিচিত্র তোমার লীলা নাথ।
যারা যুগপৎ তব আজ্ঞাবহ, সখা, সহচর,
পূজারী, সেবক, শিষ্য—যাহাদের নিরন্তর তুমি
করো রক্ষা, দাও উপদেশ—তারা লাঞ্ছিত, দুর্গত
আবাল্য—আশ্চর্য মানি : তবু সেথা আছে এক মহা
সান্ত্বনা—যে, তুমি আছ হে কাণ্ডারী, কর্ণধার তথা
অনুমন্তা তাহাদের। কিন্তু তারা লভিয়া তোমারে—
শুনিয়া তোমার বাণী—নিত্য দেখি' আদর্শ তোমার
(বীর্য যার সিংহ সম, শান্তি ঋষিসম, অতন্দ্রিত
প্রদীপ্তি আদিত্য সম)—তবু আজো করে প্রভু তব
পুণ্য নামজপ শুধু রসনায়—তব মন্ত্রবাণী
কর্ণে শুধু কাঁপে হায় তাহাদের—বাজে না বারেকো
অন্তরের গূঢ় তন্ত্রে। নিঃসম্বিৎ এই অন্তঃপুরে
জাগিয়া কেবল সহদেব—তব যথার্থ পূজারী।
ভীমার্জুনে ধিক্—যারা শুধু অভিজ্ঞানেই পুরুষ,
স্বভাবে—অবলা, ভীরু। নহিলে কি তারা প্রিয়তমা
রাজপুত্রী ঘরণীর দেখি' অমর্যাদা অন্তহীন
সন্ধি চায় হেন অরিসাথে যারা স্বধর্মে কুটিল,
গতিভঙ্গে সরীসৃপ? যদি সত্যধর্মে প্রতিষ্ঠিত
হ'ত প্রভু, ধর্মরাজ—রাখিত কি ভ্রাতৃগণে পণ
দুর্জনের দ্যূতের সভায়? ধর্মধ্বজের কি কভু
বুদ্ধিভ্রংশ হয় হেন—যার ফলে আপনারে বীর
হারিয়া—তাহারো পরে রাখে পণ সহধর্মিণীরে?
ধর্মের-বিগ্রহ, পিতৃমাতৃকুল-মুখোজ্জ্বলকারী
দেখে চেয়ে পঙ্গু সম অবমান তার? হে মাধব,
সে-সভায় যবে ক্রূর পাপের সাক্ষাৎ অবতার
দুঃশাসন কেশ ধরি' আনিল আমারে অশ্রুমুখী

প্রকাশ্য সভায় পশুবলে—যেথা ঘৃণ্য সভাসদ
উৎসুক—কুলবালার ধর্ষণ করিতে উপভোগ,
সেদিন এ-প্রশ্ন জাগি' উঠেছিল অন্তরে আমার ঃ
ধর্মপ্রাণ, সত্যব্রত—এ-যুগল বলিষ্ঠ উপাধি
অর্জিল কেমনে যুধিষ্ঠির ? হায়, শুধানু লজ্জায় ঃ
নহে কি যথার্থ বিশেষণ 'ক্লীব' সে-স্বামীর—গণে
ভার্যারে যে ভোগের সামগ্রী শুধু—নহে ভরণের,
আদরের, সম্ভ্রমের ?"

মুছি' অশ্রু কহে কৃষ্ণা ঃ "যবে
আপনারে অকস্মাৎ জানি' প্রভু, হেন অপরূপ
স্বামীর আশ্রিতা—সেই দুর্যোগের নীরন্ধ্র তিমিরে
কহিলাম কাঁদি' ডাকি' তোমারে বান্ধব, নিরাশায় ঃ
'লজ্জা শুধু এই নয়—লজ্জা দিল নির্লজ্জ দুর্মতি ঃ
সে লজ্জার নাই তল—লজ্জিতা যে করিতে স্বীকার
নাথে তার ভর্তা বলি'।' তাই যবে প্রার্থিনু সে-দিনে
আশ্রয় তোমার ওগো অগতির গতি !—বিনা যার
বরাভয় নাই ত্রাণ ভয়ে—বিনা যার সর্বজয়া
চরণ-তরণী—স্রোতস্বিনী হয় সিন্ধু পারহীন,
বিনা যার হেম হাসি চিরন্তনী হয় অনামিশা।
অন্তহীন কণ্টক-কান্তারে শুধু ধ্রুবদিশা যার
অমৃত-পাথেয়-দানে জন্ম-মরণের চির ক্ষুধা
মিটায় জীবনে নিত্য—যার কেহ নাই তার আছে
শুধু যে অম্লান বন্ধু, দিশারি, সারথি অদ্বিতীয়,—
সে-তোমারে চিনি' যবে কাঁদি' কহিলাম ডাকি' ঃ 'ওগো
সর্বাধ্যক্ষ প্রাণাধিক, লজ্জার এ অকূলপাথারে
করো লজ্জা নিবারণ—তুমি বিনা কে আছে কোথায়
আশ্রয় অসহায়ার ? হয় নি কি প্রায়শ্চিত্ত আজো
পূর্বজন্ম-দুষ্কৃতির ?—বন্ধনেরো পরে হ'তে হবে

বিবসনা সভামাঝে জঙ্গম ভর্তার দেখি' হায়
স্থাবর অধোবদন ? কহিল না কথা তবু কেহ
সে-মহাসভায় !—করিল না কেহ প্রতিবাদ, কেহ
করিল না স্থানত্যাগ গণি' সেই দৃশ্যেরে দুঃসহ :
মহারথী সভাসদ অগণন রহিল নীরবে
সুখাসীন—যেন কৌতূহলে—বুঝি করিতে কৌতুক
উপভোগ !—এ-হেন অভাবনীয় রাণীর ধর্ষণ
দ্বাপরেও ইতিপূর্বে কোনোদিন দেখে নাই কেহ
বুঝি পাষণ্ডের হাতে ! শুধু তুমি শুনেছিলে নাথ,
সে-লগ্নে নিঃসহায়ার গভীর ক্রন্দন দূর হ'তে ।
নহিলে কি করিত না নরাধমে সেদিন আমার
চরম লাঞ্ছনা—করি' বিবসনা লোকসভা মাঝে ?
জেনেছি সেদিন হ'তে—অনাথার নাথ নয় পতি :
শুধু তুমি বিশ্বপতি,—সখা বন্ধু জনক তারক
দাহনে দুর্যোগে অতলান্তিক বিপদে আমার ।
শুধু তুমি জানো দেব,—কী আঁধার যন্ত্রণা-সাগরে
মজ্জমানা এ-দুঃখিনী"—বলি' কৃষ্ণা রহিয়া নীরবে
ক্ষণকাল—বিষাদ-করুণ নেত্র রাখি' কেশবের
প্রশান্ত নয়ন 'পরে—কহিল : "নিন্দিত চিরদিন
দারিদ্র্য ধরণীতলে—ব্যর্থতার বাহন সে বলি' ।
দারিদ্র্য বিক্লব আনে শুধু তো দেহের নহে নাথ,
হয় ইচ্ছাশক্তিও বিকল—যার ফলে বীরোত্তমও
হয় ধর্ম-ছদ্মবেশে নিরাপদ-পন্থী । তাই বুঝি
শুনিনু স্বকর্ণে আজ ভীরুতার যুক্তি সাবধানী :
বহু সূক্ষ্ম ধর্মতত্ত্ব যুধিষ্ঠির-ভীমার্জুন-মুখে !
গৃহে অগ্নি দেয় যারা তাহাদেরো সাথে না কি শ্রেয়ঃ
সৌহার্দ্য-মিতালি-রাখী-বন্ধন । হা ধিক্, যবে নারী
দুর্জনে দণ্ডিতে চায়—রহে নরধার্মিক সংশয়ী

ধর্ম পাছে রক্ষা নাহি হয়। প্রভু, অবধ্য যাহারা
তাহাদের বধে হয় যে গভীর পাপ—হয় না কি
তাদের তেমনি পাপ—যাহারা বধ্যেরে নির্বিচারে *
দেয় অব্যাহতি? নাথ, সাধুসঙ্গ-বিমুখ বলিয়া
দুর্জনের রটিল দুর্নাম: কিন্তু অসাধুর রাখী
দ্বাপরে ধার্মিক-চিহ্ন—তাই ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির!"

বলিয়া আলুলায়িতকেশা করি' গ্রহণ তাহার
সুলক্ষণ, মনোহর, সর্পসম তরঙ্গকুটিল †
কুন্তল অনিন্দ্য বামকরে—ধরি' দক্ষিণ শ্রীকরে
শ্রীকৃষ্ণের পাণি—করি' নয়নাশ্রুধারে সিক্ত তার
প্রকম্পিত যুগ্ম স্তন—বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে ব্যথাতুর
আবেদনে সমবেত সভাসদ-নয়নে জাগায়ে
অশ্রুচ্ছ্বাস—গাঢ়স্বরে কহিল: "হে সর্বব্যথাহারী!
যার দুঃখ বুঝিল না দরদী আত্মীয়, পরিজন
ব্যথা তার জানো তুমি—নাই যেথা সান্ত্বনা-কণিকা।
তাই করি এ-মিনতি চরণে তোমার ভক্তাধীন!—
আশ্রিতা নিরাশ্রয়ার দুঃখ সেই কৌরবসভায়
রেখো রেখো মনে। যদি সন্ধি-প্রার্থী হয়ও সে-অরাতি,
তুমি সেই সন্ধিপত্রে দিও না স্বাক্ষর। ভুলিও না
সে-দুর্লগ্নে দ্রৌপদীর ঘনকৃষ্ণ কেশ ভ্রষ্টবেণী
বাঁধে নাই যাহারে সে সেই দিন হ'তে—ল'য়ে পণ:

---

* যথাবধ্যে ভবদ্দোষো বধ্যমানে জনার্দন।
স বধ্যস্যাবধে দৃষ্ট ইতি ধর্মবিদো বিদুঃ॥ (৭৬)

† ইত্যুক্ত্বা মৃদুসংহারং বৃজিনাগ্রং সুদর্শনম্।
সুনীলমসিতাপাঙ্গী সর্বগন্ধাধিবাসিতম্॥
সর্বলক্ষণসম্পন্নং মহাভুজগবর্চসম্।
কেশপক্ষং বরারোহা গৃহ্য বামেন পাণিনা॥

দুঃশাসন-হৃদিরক্তে রঞ্জি' এ-কুন্তল তবে বেণী
বাঁধিবে সে পুনরায় বধি' সেই মূর্ত নরকের
প্রতিনিধি—নররূপী কীটাধমে।—আর রেখো মনে ঃ
প্রতিজ্ঞা আমার—যদি ভীমার্জুন-সহ ধর্মরাজও
করে সন্ধি শত্রুসাথে, পঞ্চপুত্র সাথে আমি নারী
আপনি সমরে হব অবতীর্ণা করিয়া অগ্রণী
অভিমন্যু, সহদেবে। বীর যবে যায় ভুলে তার
বীরযজ্ঞ-মন্ত্রপাঠ—পুনর্দীক্ষাভার লয় তার
অনধিকারিণী নারী। চ্যুত যবে ধর্মাচারী
শঙ্কাবশে—নারী হয় গুরু ঃ দিশাহারা সঙ্কটের
নিরাশার ঘোর ঝঞ্ঝালগ্নে হয় দামিনী চকিতা
দেখাতে সরণী—যবে সূর্য হয় পরাস্ত জলদে।"

দ্বাদশ সর্গ

কহিল কোমল হরি সান্ত্বনভাষণে—ধরি'
কর স্নেহে অশ্রুলা কৃষ্ণার ঃ
"লো অভিমানিনী, দূর করো চিন্তা অ-বন্ধুর
হবে কুলধ্বংস—যে তোমার
করিল লাঞ্ছনা সতী, পুরিবে পূরিবে ক্ষতি
উচ্ছেদে তাহার মহারণে।
অধর্মের অভ্যুদয় শুধু আদিপর্বে হয়,
শান্তিপাঠ—সমূল নিধনে।
চাহে যার জগৎপতি উৎসাদন—সে-দুর্মতি
প্রমত্ত দুরভিমানে করে
বরণ দম্ভেরে—গণি' অম্বিকারে চিরন্তনী
সেবিকা—দর্পেরি সিদ্ধিতরে।

দর্প রচে মোহপাশ, মোহে শুভবুদ্ধিনাশ,
বুদ্ধিনাশে বিনষ্টি মহতী।
কর্ম কর্মফল-ডোরে বাঁধে জীবে—অমাঘোরে
দুষ্কৃতের অন্তিম বসতি।

নীতিদ্রোহে নাই শুভ, সুনীতি তারক ধ্রুব,
শ্রেয়োলাভ নাই বিদ্রোহীর।
নেত্রের লাঞ্ছনা চায় যে-দৃষ্টিনাস্তিক—পায়
অন্ধতার দণ্ড নিয়তির।

রমণীর অশ্রুধারা পুণ্যহন্ত্রী—মূঢ় যারা
মহাশক্তি নারী—জানে না যে!
অখিল প্রাণের ভ্রূণ যে করে বহন—ন্যূন
নহে কারো সে সৃষ্টির কাজে।

জননী-দুহিতা-জায়া- রূপে নিত্য মহামায়া
করে সর্ব ক্ষেমেরে ধারণ
নিখিলবন্দ্যার হেন করে যে লাঞ্ছনা—জেনো
সর্বনাশ তার আকিঞ্চন।

যারে অভিশাপে বালা সে পরে সর্পের মালা,
মোহে গণি' তারে পুষ্পহার।
সতী রুষ্টা যার পরে দারা পুত্র তার করে
দুবিষহ শোকে হাহাকার।

অধর্মে কৌরব যদি রহে মত্ত—রক্তনদী-
আবর্তে সে বরিবে মরণ।
শৃগাল শকুনি সবে শুধু কৃতকৃত্য হবে
শ্মশানের লভিয়া অশন।

করো অশ্রুসংবরণ, শুন কৃষ্ণা, কৃষ্ণ-পণ,
প্রতিজ্ঞা আমার ভয়ঙ্কর :

পৃথ্বী যদি দীর্ণ হয়, স্থানভ্রষ্ট হিমালয়,
নক্ষত্র-খচিত নীলাম্বর
চূর্ণ চূর্ণ হ'য়ে পলে পড়ে যদি পৃথ্বীতলে,
বচনের অন্যথা আমার
হবে না, হবে না তবু, ধর্মের দুর্গতি কভু
নাই দেবী !—কাঁদিও না আর।*

ত্রয়োদশ সর্গ

এলো হেমন্ত মন্দমৃদু সমীরে
শরৎ-ঋতুর যবে হ'ল অবসান,
কৌমুদ মাসে রেবতী তিথি গভীরে
ধান্য-শীর্ষ যখন পক্কমান।

আঁধার যখন হ'ল দূর—হাসিমুখে
নির্মল সোনা ছড়ালো তপনোদয়ে ঃ
সে-অরুণিমার কোমল মিতালি-সুখে
মৈত্র লগন আসিল অপরাজয়ে।

শুদ্ধ শ্রীমান্ কৃষ্ণ শুভঙ্কর
স্নান-আহ্নিক সমাপি' নিরঞ্জন
রুচিবেশে সমলঙ্কৃত সুন্দর
ব্রাহ্মণ-মুখে শুনি' সংকীর্তন

শ্রবণানন্দ, পবিত্র-ঝঙ্কার,
পূজি' উষা, করি' অগ্নি প্রদক্ষিণ

---

* চলেদ্ধি হিমবান্ শৈলো মেদিনী শতধা ভবেৎ।
দ্যৌঃ পতেচ্চ সনক্ষত্রা ন মে মোঘং বচো ভবেৎ॥
সত্যং তে প্রতিজানামি কৃষ্ণে বাষ্পো নিগৃহ্যতাম্।
হতামিত্রান্ শ্রিয়া যুক্তানচিরাদ্ দ্রক্ষ্যসে পতীম্॥ (৭৬)

কহিলেন ডাকি' ঃ "সাত্যকি দুর্বার!
রাখো রথে জয়শঙ্খ নির্মলিন,
তীক্ষ্ণ শায়ক, শক্তি গদা মহান্।
শত্রু যেথায় চক্রান্ত-কুটিল
সেথায় আমার দৌত্যের অভিযান,
অন্তর নয় যাহাদের অনাবিল

হেন অরি যদি নাও হয় বলবান্,
তবু যেথা তারা আপন দুর্গে রাজে
আমরা যখন হব সেথা আগুয়ান
প্রখর সজাগ হওয়া আমাদের সাজে '

কৃষ্ণের যত আছিল পরিচারক
করিল যোজন রথে তাঁর শোভমান
চারি তুরঙ্গ ঃ সুগ্রীব, বলাহক,
মেঘপুষ্প ও শৈব্য তেজস্বান্।

অমনি আকাশে মেঘ হ'ল তিরোহিত,
বহিল পবন অনুকূল, কল্যাণ,
ধরণীর ধূলিজাল হ'ল নির্জিত
বিহঙ্গকুল ধরিল পুলকতান।

বাল্মীকি, ব্যাস, ভৃগু, বশিষ্ঠ, গয়
গৌতম, জমদগ্নি, ক্রথ, নারদ—
আরো ঋষি সবে উঠিল গাহিয়া জয়
অনুসরি' বাসুদেবের পুণ্যরথ।

কৃষ্ণের অনুগামী সেনা চতুরঙ্গ
যে-পথে চলিল—ঝঙ্কৃল কলরোল ঃ
প্রতি পথে ধায় জনতামহাতরঙ্গ
নরনারী-শিশু-কণ্ঠের কল্লোল।

গ্রামে গ্রামে প্রতি পন্থে পতাকা জয়,
ছাড়ি' গৃহকাজ নারীগণ দলে দলে
বর্ষিল ফুল। দেখি' আনন্দময়
পঙ্ক লুকালো কুসুমশয্যাতলে।*

"আমার কুটীরে রজনী যাপন করি'
করো প্রভু, গৃহ পুণ্য নির্মলিন,"
কহে জনে জনে। কহিল হাসিয়া হরি :
"ভক্তভবনে রাজি আমি নিশিদিন।"

চতুর্দশ সর্গ

মেঘনিভ ধূম্রবর্ণ কৌরবপ্রাসাদশিরে
আরোহিয়া বাসুদেব দেখিল সভায়
বহু রাজন্যের কেন্দ্রে সুখাসীন দুর্যোধন
গর্বদীপ্ত, অলঙ্কৃত মণিকামালায়।
কুটিল শকুনি, মহাশূর কর্ণ, দুঃশাসন,
পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণ, শতপুত্র সাথে
কৌরব সম্রাট্ অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র সসম্ভ্রমে
করিতে বরণ সর্বজগতের নাথে
যুগপৎ অভ্যর্থিল উঠি' উচ্ছ্বসিত রোলে :
"স্বাগত হে মহামতি জ্ঞানিশিরোমণি !"
দুর্যোধন যথাবিধি বরি' মধুপর্ক মাল্যে
জয়ধ্বনি-সমারোহে শুভশঙ্খ স্বনি'
সাড়ম্বরে নিমন্ত্রিল করিতে স্বীকার কৃষ্ণে
রাজকীয় ভূরিভোজ্য সুগন্ধি অম্লান :

---

* তং কিরন্তি মহাত্মানং বন্যৈঃ পুষ্পৈঃ সুগন্ধিভিঃ।
স্ত্রিয়ঃ পথি সমাগম্য সর্বভূতহিতে রতম্।। (৭৮)

"সর্বরত্ন বিভূষিত আসন 'সর্বতোভদ্র'
হেথা তব তরে আজি—স্বাগত ধীমান্!"

"সেবা তব অঙ্গীকার করিতে শুভাগমন
নহে তো আমার রাজা!"—কহে জনার্দন।

দুর্যোধন কর্ণপানে করি' নেত্রপাত কহে:
"যোগ্য তব নয় প্রভু, হেন দুর্বচন।
নহে কি 'ভুবনবন্ধু' নাম তব? বলে সবে:
পক্ষপাতী নহ তুমি স্বভাব-অমল।*
উভয়পক্ষেরি তুমি শুনেছি কল্যাণকামী,
ধৃতরাষ্ট্র-প্রিয় তব চরণকমল।
তবে কেন পাদ্য অর্ঘ ভোজ্য উপচার আজি
করো তুমি প্রত্যাখ্যান, বিশ্বের বান্ধব?
সর্বধর্মবিৎ তুমি হে শালীন অমায়িক!
হেন আচরণে তব নিরস্ত গৌরব।"
মেঘমন্দ্র স্বরে কহিলেন কৃষ্ণ ব্যঙ্গহাসে:
"গ্রহণীয় নহে কভু দূতের সম্মান,
সমাদর, সমারোহ—যতক্ষণ নাহি হয়
দৌত্য তার চরিতার্থ, সফলপ্রয়াণ।
প্রাণহীন লোকাচার বরিয়া রাজন্, আমি
ধর্মের নির্দেশ করি না তো পরিহার।
অন্নগ্রহণের আছে শুধু দুই বিধি: এক
প্রীতি-নিবেদনে, আর—বিপদে দুর্বার।
নহ তুমি প্রীতিমান্ কৃষ্ণ প্রতি—নহি আমি
বিপদে আপন্ন। বৃথা এ-বাহ্য সম্মান।

---

* উভয়োশ্চ দদৎ সাম্বমুভয়োশ্চ হিতে রতঃ।
সম্বন্ধী দয়িতশ্চাসি ধৃতরাষ্ট্রস্য মাধব॥ (৮৪)

যেথা হৃদয়ের নাই যোগ সেথা নাই সখ্য,
যেথা নাই সখ্য সেথা কেন মৈত্রী-ভান ?*

পাণ্ডববিমুখ তুমি—কে না জানে নরনাথ ?
পাণ্ডব আমাদের প্রাণ—জানো জানো তুমি।
ধর্মপ্রাণ, ধর্মনিত্য তাহাদের চিরদিন
ধর্মই অন্তিম শয্যা, ধর্ম—জন্মভূমি।
পাণ্ডব-বিদ্বেষী যারা—কেশববিদ্বেষী তারা,
পাণ্ডবেব মিত্র কৃষ্ণ-মিত্র, লীলাসাথী।
ধর্মনিত্য ভবে যারা জানিও আমারে তারা
আত্মার আত্মীয়তায় রাখে প্রেমে বাঁধি'।†
কাম ক্রোধ লোভ মোহে বিরোধ যাহারা বহে
গুণিজন-গুণদ্বেষী, কুটিল নির্মম,
শুভাশ্রয়ী তারা নয় : তাহাদের কুলক্ষয়
হয় ধরণীতে—তারা হীন, নরাধম।
"স্বভাব-উদার যারা গুণিগুণমুগ্ধ তারা
প্রীতির বন্ধনে তারা বাঁধে সর্বজনে।
লক্ষ্মী তাহাদেরি ঘরে রহে বাঁধা চিরতরে
কীর্তিযশ তাহাদেরি রটে ত্রিভুবনে।
দুরভিসন্ধির দুষ্ট অন্নে আমি নহি তুষ্ট,
বিদুরের শাকান্নই আমার সুপ্রিয়।"
বলি' কৃষ্ণ প্রত্যাখ্যান করি' রাজাতিথ্য, মান,
করিল প্রয়াণ যেথা বিদুরের গৃহ।

---

* সম্প্রীতিভোজ্যান্যন্নানি আপদ্ভোজ্যানি বা পুনঃ।
ন চ সম্প্রীয়সে রাজন্ ন চৈবাপদ্গতা:বয়ম্ ॥ (৮৪)

† পাণ্ডবান্ দ্বিষসে রাজন্ জন্মপ্রভৃতি পাণ্ডবান্।
প্রিয়ানুবর্তিনো ভ্রাতৃন সর্বৈঃ সমুদিতান্ গুণৈঃ ॥
যস্তান্ দ্বেষ্টি স মাং দ্বেষ্টি যস্তামনু স মামনু।
ঐক্যাত্ম্যং মাং গতং বিদ্ধি পাণ্ডবৈর্ধর্মচারিভিঃ ॥

পঞ্চদশ সর্গ

কহিল বিদুর সাশ্রুনেত্রেঃ "কী দিব তোমারে প্রণয়ে?
রাজগৃহে রাজভোগ ছাড়ি' এলে দীন ভক্তের আলয়ে?
নাহি তো আমার গৃহে আয়োজন, আছে শুধু শাক অন্ন,
সে-অর্ঘ প্রভু করিয়া গ্রহণ আমারে করো হে ধন্য।
বিশ্ব যাহার পল-ইচ্ছারে নমিয়া করে প্রদক্ষিণ,
বস্তু যাহার লভিয়া কণিকা হয় গ্রহরাশি শেষহীন,
মাধুরী ধরিল লাবণ্যরেখা পরশিয়া যার ছন্দ,
নিদ্রা-আঁধার লভি' বর যার হ'ল স্বপ্ন-বসন্ত,
বেদনা চুম্বি' শ্রীচরণ যার চেতনা-পুলকে মুঞ্জে,
যার অঙ্গের সৌরভতরে ফুলে ফুলে অলি গুঞ্জে,
ধূলিকণা হ'তে নীহারিকা যার তনুর পরশ-প্রার্থী,
কোন্ উপচারে করিবে পূজন তাহারে এ-শরণার্থী?
জানিনা জন্মজন্মান্তরে ছিল নাথ, কত পুণ্যঃ
তোমারে লভিনু বারেকো আমার অতিথি, হে চিরপূর্ণ!
সিদ্ধার্থের বাণীর মহিমা জানে শুধু অকৃতার্থ।
হীন পঙ্কই জানে কমলের করুণার পরমার্থ।
মলয়ে যাহার বিহার, নীলের মধুরিমা যার স্বপ্ন,
কেমনে বরণ করে সে কৃপায় তারে—যে ধূলিবিলগ্ন?
কী বলিব নাথ তোমারে?—জানাব কেমনে—আমার হৃদয়ে
কৃতজ্ঞতার ঝংকার যত অঙ্কুরি ওঠে প্রণয়ে? *
রসনার চল-কম্পনে বলো কতটুকু ভাষা ফোটে হায়?
কী আবেশ ছায় মর্মে আমার—অন্তর্যামী, জানো তায়!
তাই শুধু করি এক নিবেদনঃ ভয় বাসি, হে অনিন্দ্য,
তোমার দেখিয়া দূতরূপ—যার মহিমা চির-অচিন্ত্য।

---

* যা মে প্রীতিঃ পুষ্করাক্ষ ত্বদ্দর্শনসমুদ্ভবা।
সা কিমাখ্যায়তে তুভ্যমন্তরাত্মাসি দেহিনাম্॥ (৮৫)

কেন এ-শঙ্কা ?—পাছে তারা করে তোমার শ্রীনাথ, অপমান।
একাকী অরির সভায় গমন নহে শ্রেয়, করো অবধান।*

"শান্তির তরে মহিমময়ের উদ্যম হবে ব্যর্থ
স্থির জানি আমি : দুরাত্মা কবে চেয়েছে ধর্ম, সত্য ?
হীনমতি সূতপুত্র যাহার কর্ণধার এ-জীবনে,
শুনিবে সে কেন মহামতি তব বাণী তার মূঢ় শ্রবণে ?
দম্ভ যাহার ইষ্টদেব—সে করে কি প্রণাম দেবতায় ?
বধিরের কাছে কী বা ফল গানে—ঝংকৃত স্বরগরিমায় ?
"সর্বোপরি, হে মাধব, আসিলে কৌরব মাঝে আজিকে
একাকী বন্ধু—রিপু যবে আছে দুর্মদ সাজে সাজি' হে
গর্বিত মোহদৃপ্ত ঘোষণা করে নিতি যে—দেবেন্দ্র
বিক্রমে নয় স্পর্ধী তাহার—ত্রিভুবনে সে রাজেন্দ্র

"জানি সখা, তুমি মহাশূর, তবু নহ কূটনীতিদক্ষ :
তাই কাঁপে হৃদি : একক তুমি যে বহু কুটিলের লক্ষ্য।
পাণ্ডবদের কত ভালবাসি—জানো অন্তর্যামী হে !
তবু প্রিয়তম তুমি বল্লভ, আমার জীবন স্বামী যে !
"তাই শঙ্কিত প্রাণ—পাছে হয় গৌরবহানি তব আজ :
বিপদ তোমার দেখিয়া আকুল হৃদয় আমার হৃদিরাজ !
শৈশব হ'তে তোমারেই শুধু জেনেছি চির-আরাধ্য,
হেন তুমি কেন যাবে সেথা—শুভসাধনা যেথা অসাধ্য ?"*
কৃষ্ণ সৌম্য হাসি' কহে : "জানি হে বিদুর, আমি জানি হে
কেমন বন্ধুবৎসল তুমি, জানি—তব সম জ্ঞানী কে ?

---

* তেষাং সমুপবিষ্টানাং সর্বেষাং পাপচেতসাম্
তব মধ্যাবতরণং মম কৃষ্ণ ন রোচতে ॥
যা মে প্রীতিঃ পাণ্ডবেষু ভূয়ঃ সা ত্বয়ি মাধব !
প্রেম্ণা চ বহুমানাচ্চ সৌহৃদাচ্চ ব্রবীম্যহম্। (৮৫)

শুভেচ্ছা তব অমূল্য—জানি, উপদেশ তব সত্য।
একাধারে তুমি আমার সুহৃদ্, ভ্রাতা, আচার্য, ভক্ত।
নিন্দনীয়ের সহযোগ জানি করো না তুমি হে কদাপি,
পূজ্যেরে নাহি করো লঙ্ঘন জানি মহাভাগ! তথাপি—
যা বলিলে তুমি সকলি সত্য জানিয়াও আমি এসেছি
কেন কৌরবসভায় আজিকে—সন্ধির বাণী এনেছি?
বলিব তোমারে—করো অবধান। ধর্মের তরে জীবনে
অপরিহার্য হ'লে রণ, বীর যুঝিবে না ডরি' মরণে।
দুর্জন যবে দম্ভের দোহে গর্জন করে অতিকায়
দুষ্কৃতি লভে স্তব উপচার মতিভ্রান্ত বাসনায়,
সাধু তপস্বী সন্ত সুজন যবে হয় উপহসিত,
সদাচার হয় বহুনিন্দিত, কদাচার বহুপূজিত,
সে-দুর্লগনে ধর্মসারথি-রূপে হ'য়ে অবতীর্ণ
মহাকাল সম অধর্মচমূ যদিও করি বিদীর্ণ,
তবু জীবনের পরম লক্ষ্য—প্রগতি-বিকাশ-সুষমায়,
পরমানন্দময়েরে চিনিয়া প্রতি জীবে, প্রীতি-করুণায়
বিশ্বের হিতসাধনারে গণি' বিশ্বপতির বন্দন,
মৈত্রী বরিয়া, প্রাণলীলা করি' কণ্টকহীন নন্দন

"আত্মার জ্যোতিছন্দে জীবনানন্দ-কাব্য রচিয়া,
শিবসাথে জীবমিলনের মহাদীক্ষামন্ত্র জপিয়া
ক্রমোল্লাসের আলোকিত পথে উর্ধ্ব হ'তে সমূর্ধ্বে
সমুত্তরণে ডাকে ত্রিভূবন—অমূর্ত হ'তে মূর্তে।
বিনাশ যদিও নবসৃজনের আরোহণী রচে বারবার,
তবু বরণীয় নহে বহুনাশে আর্ত-রোদন, হাহাকার।
অসূর্যলোকে করিলে প্রয়াণ সূর্যের সুখ শান্তি
করে অনুভব বঞ্চিত—তবু নহে বাঞ্ছিত ভ্রান্তি।

সংহারপথে ভ্রান্তির লীলা, পতনের পরে ব্যুত্থান,
স্খলনেরো আছে নিহিত অর্থ—জানি, তবু প্রাণ-অভিযান
অভ্রান্তিরই চির-অভিসারী স্বভাবে—সহজানন্দে
ধর্মেরি ডাকে মিলে সেই দিশা সুষমার মহামন্ত্রে।
সেই সুষমার হবে আজ সখা ধ্বংস—কুরুক্ষেত্রে,
কালীর করাল তাণ্ডব সবে দেখিবে ত্রস্তনেত্রে।
তাই কৌরবসভায় এসেছি—মুক্ত করিতে ধরণী
মৃত্যুর পাশ হ'তে—ঝঞ্ঝায় বাহিতে তারিণী তরণী।

"প্রগতির পথে করিলে নিয়োগ নিহিত সাধনশক্তি
মহৎ ধর্ম লভে প্রাণ বরি' আলোকের অনুরক্তি।
দুর্গতিপথে চলিলে বিশ্ব—বারণ করে যে-বুদ্ধি
মঙ্গলমুখে হয় সে সহায় দীপি' হৃদে শুভ যুক্তি।
সাধনীয় তাই সর্ব কর্মফলদান শিবচরণে,
নিষ্কামতার ব্রতে শুধু জীব হয় কৃতার্থ জীবনে।
বলিলে ধীমান্ : হেন উদ্যম হবেই আমার নিষ্ফল :
কী বা আসে'যায় ? ফলাফল-মোহে অজ্ঞানই হয় বিহ্বল।

"ইষ্টসাধনা জীবের লক্ষ্য, নহে ফলাফল কদাচন।
ধন্য তারাই—প্রতি শক্তিরে করে যারা শিবে অর্পণ।
ব্যর্থতা নহে বিফল-প্রয়াসে, ব্যর্থতা—তামসিকতায়।
যে-সাধক নহে কীর্তিমহান্ সে-ও লভে ফল সাধনায়।
সাধনীয় বলি' জেনেছি যাহারে সাধনাই তার সিদ্ধি :
সিদ্ধি যে দেখে ফলে শুধু—তার নাই নয়নের দীপ্তি।
আরো, শুধু শুভ ভাবেই ভাবুক লভে এক মহাঋদ্ধি।
সদিচ্ছা তাই স্বয়ংসফল বিনা পরিমেয় কীর্তি।
আত্মঘাতীরে মিনতি করি' যে-বন্ধু না করে নিবারণ
বন্ধু সে নয়, হৃদয়হীন সে—রটে যুগে যুগে মহাজন।

উপদেশে যদি নাহি হয় ফল—বলেরে করি' প্রযুক্ত
করিবে সুহৃৎ উদ্‌ভ্রান্তেরে ভ্রান্তি হ'তে বিমুক্ত।*

"মতিভ্রান্ত কৌরবে আজ শুভ মন্ত্রণা দিতে তাই
এসেছি হেথায়। অচরিতার্থ যদি হই—লাজ সেথা নাই।
সামর্থ্য যার কণিকাপ্রমাণো আছে—বরণীয় নিতি তার
শুভমতিদানসাধনা—না গণি' মান অপমান আপনার।

"উপসংহারে বলি এক কথা: ভয় কেন করো মিত্র?
আমার বিপদ্? জানো না কি আজো—কৃষ্ণলীলা বিচিত্র?
নিত্য-মুক্তে কে করে বন্দী? প্রবুদ্ধে ঘেরে তিমিরে?
বিধি-নিয়ামকে কে শাসিবে? মেঘ কেমনে জিনিবে মিহিরে?
নির্বল ফেরুপাল কোথা কবে করেছে সিংহে বন্দী?
সাগরোচ্ছ্বাসে বাঁধে কোন বালুবাধার দুরভিসন্ধি?
বায়ুফুৎকার অগ্নিগিরির কবে হয় প্রতিবন্ধক?
বিশ্বরাজের প্রতিরোধে কবে দাঁড়ায় নিঃস্ব মাণবক?"†
তারকাদীপালিময়ী শর্বরী শুনিল শ্রবণ পাতিয়া
বিদুর-কৃষ্ণ-সংবাদ—মহা-আনন্দে নিশি জাগিয়া
করিল আলাপ যবে দোঁহে—গুরু যবে সখা হ'য়ে করুণায়
শিষ্যেরে দেয় সমগৌরব অপাপবিদ্ধ শয্যায়, ‡

---

* ব্যসনে ক্লিশ্যমানং হি যো মিত্রং নাভিপদ্যতে।
অনুনীয় যথাশক্তি তং নৃশংসং বিদুর্বুধাঃ॥
আকেশগ্রহণান্মিত্রমকার্যাৎ সংনিবর্তয়ন্।
অবাচ্যঃ কস্যচিদ্ভবতি কৃতযত্নো যথাবলম্॥ (৮৬)

† ন চাপি মম পর্য্যাপ্তাঃ সহিতাঃ সর্বপার্থিবাঃ।
ক্রুদ্ধস্য প্রমুখে স্থাতুং সিংহস্যেবেতরে মৃগাঃ॥ (৮৬)

‡ তথা কথয়তোরেব তয়োর্বুদ্ধিমতোস্তদা।
শিবা নক্ষত্রসম্পন্না সা ব্যতীয়ায় শর্বরী॥
ধর্মার্থকামযুক্তাশ্চ বিচিত্রার্থপদাক্ষরাঃ।
শৃণ্বতো বিবিধা বাচো বিদুরস্য মহাত্মনঃ॥ (৮৭)

ক্ষীণায়ু মানব লভে সেই ক্ষণে চিরন্তনের পদবী
জগৎগুরুর শ্রীকরে পরায়ে রাখীবন্ধন গরবী।
বিন্দুর বুকে সে-লগ্নে নামে অফুরান সুধাসিন্ধু
ছায়াবিষণ্ণ সন্ধ্যারে করে বরণ পূর্ণ ইন্দু।
নিখিলের একনিয়ন্তা প্রেমে মানবের রূপবরণে
নিঃস্ব সখারে দিল মান রাখি' বিশ্বরূপেরে গোপনে।

ষোড়শ সর্গ

বিদুর-ভবনে কুন্তী প্রণমি' চরণে
কহিল ঃ "শ্রীনাথ! দিলে দেখা বহু করুণায়।
কাটে প্রতিদিন হেথা প্রভু, জানো কেমনে ঃ
জননীর প্রাণ প্রতি পদে কত ব্যথা পায়!

"কী বলিব নাথ, তুমি জানো—কেন মাতৃ-প্রাণ
অশ্রু-করুণ। শুধু যবে সঁপি বেদনা
তোমারে সে হয় অঞ্জলি, লভি সন্ধান ঃ
চির-দরদীরে ব্যথা বিনা জানা যেত না।

"জন্ম আমার তোমারি পুণ্য বংশে,
দেখেছি তোমাকে শিশুকাল হ'তে নিত্য।
নমি' গৌরবে যদুকুল-অবতংসে
মিলিল না তবু কেন শান্তির তীর্থ?

"যাদের দিশারি বন্ধু তুমি পরাৎপর!
তাহাদের কেন দুঃখের নাই অন্ত?
না, থাক্ প্রশ্ন দাও আজ শুধু এই বর ঃ
জপি যেন শুধু তব সাধনারি মন্ত্র

"চাই···চাই···চাই···শুধু প্রভু, কেন পাই না ?
খুঁজি নিতি দিশা—শুধু কি হারাতে লক্ষ্য ?
বেসুরের মাঝে তব সুরই কেন গাই না ?—
সন্তান-স্নেহ চাই—ছাড়ি' তব সখ্য ?

"নিয়তিরে কেন করি না হে শিরোধার্য
তোমারি বিধান বলিয়া হে সিদ্ধার্থ ?
পরম মূল্য দিই তারেই—যে বাহ্য
পরমেরে আজো না গণিয়া পরমার্থ !

"কেন কাঁদে প্রাণ পুত্রবিরহে বলো না !
তুমি যবে আছ রক্ষক—কেন ভাবনা ?
আপনার সাথে করিতে কি চাই ছলনা
বলি যবে—তুমি বিনা কারো দিশা চাব না ?

"তনয়েরা কেন রহে আজো প্রভু, উদাসীন ?
মা-র তরে বুঝি দুলালের প্রাণ কাঁদে না ?
স্নেহ করি কেন যারা মনে হয় স্নেহহীন ?
সাধি কেন যারা স্বভাবে কারেও সাধে না ?

"ফিরে ফিরে নাথ, কেন বলো হেন মনে লয় :
করণীয় যাহা বরণীয় নয় তাহাদের ?
ধার্মিক যদি তারা—কেন হায় এত ভয়,
সংশয়, দ্বিধা যুদ্ধের নামে ক্ষত্রের ?

"করিতে কি চায় দয়া তারা যশ লভিতে,
যখন জননী জায়া সহে শুধু দুঃখ ?
'রত্নগর্ভা' নাম ছিল যার মহীতে
গর্ভে তাহার জন্মিল কেন মূর্খ,

"পণ করে যারা বনিতারে—করে বনবাস
রাখিতে মিথ্যা মর্যাদা, হা অদৃষ্ট !
অন্ন অঢেল, তবু করে মূঢ় উপবাস,
শক্তি থাকিতে খলের সহে অনিষ্ট !

"বরষের পরে বরষ ফিরিয়া আসে যায় !
দেখিতে পাই না স্বজনে বারেকো নয়নে
কৃষ্ণার কথা ভাবি' আঁখিজলে ভাসি হায় !
গভীরায় ব্যথা দেখি তারে যবে স্বপনে !
"তার চেয়ে নয় কভু সন্তানো প্রিয় মোর,
ধর্মাশ্রিতা, রূপে গুণে দেবীসমা সে।
তবু কেন চিরসাথী তার শুধু অমা ঘোর—
দীপ্ত পঞ্চ ভর্তার প্রিয়তমা যে ?

"ধর্ম তবে কি নয় ধরাতলে সুখময় ?
কৃষ্ণার ম'ত বরেণ্যা কোন ভামিনী ?
তবু তার ম'ত লাঞ্ছিতা কোন্ নারী হয় ?
নাথ থেকে তবু অনাথা যে চীরধারিণী !*

"পার্থ যেদিন হ'ল ভূমিষ্ঠ, আকাশে
ঘোষিল জলদমন্দ্রে দৈববাণী হে,
পৃথ্বীবিজয়ী হবে সে মহান্ বিকাশে,
তবু মূক সম দুর্গতি নিল মানি' সে !

"কারো নয় দোষ—জানি জানি এই জীবনে।
শুধু অদৃষ্টে দূষি—যে স্বপনহন্তা !

---

* সর্বৈঃ পুত্রৈঃ প্রিয়তরা দ্রৌপদী মে জনার্দন।
কুলীনা রূপসম্পন্না সর্বৈঃ সমুদিতা গুণৈঃ ॥
ন নূনং কর্মভিঃ পুণ্যৈরশ্নুতে পুরুষঃ সুখম্।
দ্রৌপদী চেত্তথাবৃত্তা নাশ্নুতে সুখমব্যয়ম্ ॥ (৮৩)

তাই কাটে কাল মরণ-অধিক বেদনে
ভরসা আমার শুধু তুমি, হে নিয়ন্তা!

"নহিলে কি প্রভু, কৃষ্ণার সম কামিনী
সহে লাঞ্ছনা দুর্বৃত্তের ছলনে?
রক্ষক যার তুমি, যে পঞ্চস্বামিনী,
কাঁদিত কি তারে দেখিয়া লক্ষলোচনে?

"আজো আমি হায়, পারি না ভুলিতে বেদনা!
লজ্জা আমারি: আমার আমার করি নাথ!
তাই ভুলি—বিনা ব্যথাবর জানা যেত না:
যারে সবে ছাড়ে—তুমি থাকো তার ধরি' হাত।

"তনয় থাকিতে তবু যে পায় নি তনয়ে,
রাজ্য থাকিয়া রাজ্ঞীপদবী পায় নি,
ভাসায়ে সদ্যোজাত সুতে দিল যে ভয়ে,
পরিণামে তাই পুত্রও যারে চায় নি—

"সাধিলেও মাতা সন্তান যারে সাধে নি:
ফিরায়ে দিল সে কহিয়া: 'জন্মলগনে
ভাসায়ে যাহারে দিতে মাতৃ-প্রাণ কাঁদে নি
তারে ফিরে চাও স্বার্থের তরে কেমনে?'

"প্রভু তুমি জানো—কী সে-লজ্জা, সে-শঙ্কা
যার ভয়ে হয় জননীরো হিয়া পাষাণী!
'কানীন পুত্র'!—শুনিয়া বজ্র-ডঙ্কা
ছুটিনু কোথা কলঙ্ক লুকাব—না জানি'!

"সেই কর্ণই আজি বাদ সাধে পুনরায়!
পলকের ভুলে করিল যে-পাপ কুমারী,
এ কী নিদারুণ প্রতিফল তার বলো হায়!—
সুত-হাতে সুত-নিধন দেখিতে কি পারি?

"এ-কী অভিশাপ ! পার্থের হাতে সংহার
হ'লে কর্ণের—আমার ভাগ্যে বেদনা।
পার্থ নাশিলে কর্ণে—সেথাও যে আমার
অদৃষ্টলিপি—মরণান্তিক যাতনা !

"জানি প্রভু জানি—কর্মফল অলংঘ্য
ধর্মের গতি গহনা জানি, হে বন্ধু।
প্রতিপদে নব-ঘূর্ণী-কালো তরঙ্গ,
প্রতি সন্ধ্যায় ডাকে নব মায়া-ইন্দু।

"তবু জানি—যবে তুমি আছ কাছে, নাই ভয়।
ভয় কারে বলি ? দুঃখে কোথা কলঙ্ক ?
যার কাণ্ডারী তুমি—তার কোথা পরাজয় ?
সবে ছাড়ে যারে তুমি দাও তারে সঙ্গ।

"শেষ প্রার্থনা তাই আজ ওগো দীননাথ !—
সব যায় যাক্—তুমি থেকো তবু হৃদয়ে।
যুগের তিমিরে কনকোজ্জ্বল হে প্রভাত !
সুধাপ্রবর্ষ অনলক্ষুধার প্রলয়ে।

"গ্লানির ভুবনে চির গ্লানিহীন সত্য,
তমসের বুকে তপসের প্রতিমূর্তি,
আসুর প্রলয়ে অপরাজেয় মহত্ত্ব,
বন্ধনদুখে পরমানন্দ মুক্তি !

"পাপের শ্রান্তি-আঁধারে ধর্মদীপ্তি,
অধর্ম-ভূমিকম্পে জ্যোতিঃস্তম্ভ,
অশুভেও সাধে যে নবীন শুভসিদ্ধি
কল্প-অন্তে অচিন কল্পারম্ভ !

"জপি' নাম যার বিষণ্ণ হিম অম্বর
তারকাঙ্কিত নামাবলি পায় বরদান,
নিশ্বাসে যার মরু হয় ফুলসুন্দর,
কল্লোলে যার নদী পায় নীলসন্ধান !

"সে-তোমার পায়ে পরম প্রণামে প্রার্থি :
আমারে সর্বহারা করি' করো ধন্যা।
হে পরশমণি ! যে তোমারি শরণার্থী
পরশদাহনে করো তারে শিখাবর্ণা।" *

কহিল কৃষ্ণ : "হে জননীসমা। ধন্যা
তোমার সমান কোন্ রমা হে সাবিত্রী।
পাণ্ডুর বধূ, বৃষ্ণির রাজকন্যা,
বীরের দুহিতা, জায়া, বীর-জনয়িত্রী !

"সম্পদে রহি' আজন্ম তবু যে-নারী
ভোলে নি একান্তিকা অর্চনা ভক্তি,
সত্য যাহার চিরদিন প্রাণদিশারি,
রত্নগর্ভা, কে না জানে তব শক্তি ?

"পঞ্চপুত্র যাহার বিশালকীর্তি
কোথা তার গ্লানি, কোথা মলিনতা বেদনায়।
স্বল্পসুখের পসারী স্বল্পসিদ্ধি,
মহিমময়ী যে, প্রার্থে সে ত্যাগ-গরিমায়।

"অল্পে কোথায় সার্থকতা এ-জীবনে ?
বিরাটের বাঁশি পশে নাই যার শ্রবণে
তিলে তিলে করে বরণ সে শুধু মরণে
নহে তার তরে অমৃত জাগরে স্বপনে।

---

* ত্বমেব নঃ কুলে ধর্মস্ত্বং সত্যং ত্বং তপো মহৎ।
ত্বং ত্রাতা ত্বং মহদ্‌ব্রহ্ম সর্বং ত্বয়ি প্রতিষ্ঠিতম্ ॥

"গাঢ় হ'তে গাঢ়তর হয় প্রেম-বেদনা,
গাঢ়তম রূপে ধরে আনন্দমূর্তি,
তাপ যথা গাঢ় হ'য়ে হয় আলোচেতনা,
মহৎ দুঃখে মহিমার মহামুক্তি।" *

সপ্তদশ সর্গ

কৃষ্ণ বলে : "দারুক! রেখো রথ যেখানে বাস করে রাধেয়।"
"কর্ণ!" শুধায় দারুক। হাসেন কৃষ্ণ লীলাময় অপরিমেয়!

"কৃষ্ণ! তুমি আমার ঘরে?" কর্ণ চেয়ে রইল কৃতাঞ্জলি।
"অধম সুতপুত্র যেজন সবাই যারে জানে—দুষ্ট ছলী!
তোমায় শুধু আমরা জানি পুণ্যবানের স্বজন সখা প্রভু।
আমরা পাপী—তোমার মানের মর্যাদা কি রাখতে পারি কভু?

কৃষ্ণ হাসে : "নিপুণ নটের ছলাকলায় তোমার চতুরালি
যাদের ভোলায়—তাদের চেয়ে একটু বেশি দেখে বনমালী :
ছদ্মবেশের শিল্পী প্রবীর! মুখের হাসি দিয়ে কেন ঢাকো
চোখের জল—সে জানি আমি। সাম্‌নে আমার তাই কেন আর রাখো
অভিনয়ের যবনিকা? দৃষ্টি আমার আব্রু মানে না যে
জানে যখন অবোধেরাও—বলতে কি চাও—কর্ণ জানে না হে?
বাইরে দেখে যায় না চেনা। বীরের হৃদয় কঠিন হয়েও কোমল
নিত্যই হয়—জানি। যে-মেঘ বজ্রপাণি নয় কি সে নীলসজল?
পাযাণ চিরেই নির্ঝরিণী সমুচ্ছলা নয় কি যুগে যুগে?
ভোগ যে করে বেপরোয়া ত্যাগের বাণী করে না জপ বুকে?

---

* অন্তং ধীরা নিষেবন্তে মধ্যং গ্রাম্যসুখপ্রিয়াঃ।
উত্তমাংশ্চ পরিক্লেশান্ ভোগাংশ্চাতীব মানুষান্॥
অন্তেষু রেমিরে ধীরা ন তে মধ্যেষু রেমিরে।
অন্তপ্রাপ্তিং সুখং প্রাহুর্দুঃখমন্তরমন্তয়োঃ॥ (৮৩)

বাইরে যখন ঝাপটা মারে লক্ষ ফণী সিন্ধু ঢেউয়ে ঝড়ে,
নীলের কান্তি করে অতল ধ্যান তখনো প্রশান্ত অন্তরে।
তোমার কাছে এসেছি হে বন্ধু, তোমায় জানাতে প্রার্থন :
তোমার সখ্য মিতালি চাই দুর্দিনে আজ—আশঙ্কা যখন
ঘনিয়ে ওঠে পৃথ্বীবুকে, তামসসৈন্য যখন ব্যূহ রচে,
লক্ষ লক্ষ মানুষ যখন রণান্ধ প্রবৃত্তিমোহে মজে।
আকাশ যখন সুনীল, ধরার শ্যামল রূপে যখন প্রসন্নতা
বিছায় প্রীতি বুকে—তখন সহজ জীবন রঙায় রূপকথা।

নামে যখন মরণছায়া, দশদিশি ত্রস্ত কালো ঝড়ে,
দলে দলে নিশাচরের দেয় হানা চর—তখন দুর্গ গড়ে
মহত্ত্বে মহীয়ান্ যারা—সংঘ তখন চাই গড়া সাবধানে :
বৃন্দ অসুর যখন ভয়ের সিন্ধুরোলে মৃত্যু টেনে আনে।
তাই এসেছি তোমার কাছে আজ গোপনে—কৌরবেরা যদি
সন্ধি না চায়—চাই সহযোগ আমরা তোমার, উদার মহামতি !"

বিষাদভরা হাসি হেসে কর্ণ বলে : "পাণ্ডবেরা কেন
চাইবে আমার সখ্য কেশব ? সব জেনেও কিছুই তুমি যেন
জানো না—এ-রঙ্গ বলো আর কেন নাথ ? আমার সহযোগের
সাধ্য-সীমা জেনেও কেন—এ-অভিনয়-ভঙ্গিমা দুর্ভোগের ?
নই তো মহারথী, আমি অর্ধরথও নই—রথীরা বলে।
পার্থ পেল স্বর্গে আদর—অনাদৃত কর্ণ ধরাতলে।
মহাবংশে জন্ম যাদের শ্রীহীনের কি চায় তারা মিতালি ?
জয় কুলীনের ! দেয় মান হায় পৌরুষে কে কোথায়, বনমালী ?

কেশব বলে : "ব্যথা তোমার জানি আমি, সবার অন্তর্যামী।
সান্ত্বনা তাই চাই না দিতে বুদ্ধি যে নয় বুদ্ধ—জানি আমি।
বন্ধু ! বিনা দৃষ্টিপ্রদীপ যায় না কিছুই দেখা আঁধারবুকে
কোটির মাঝে ক্বচিৎ মেলে ধ্যানী জ্ঞানী পাপের অন্ধ যুগে।

যশ অপযশ মায়ার যুগলাশ্ব ঃ   মানুষ নয় তো বিচারপতি।
পুণ্য পাপের পরম নিকষ তাঁর শুধু যাঁর নেই ক্ষয়, নেই ক্ষতি।
শুধু তোমায় চাই জানাতে—কুলে তুমি নও রাধেয় হীন ঃ
মাতা তোমার কুন্তী, পিতা সূর্য—জ্যোতির উৎস অমলিন।
'কানীন পুত্র' ব'লে তোমায় দিয়েছিলেন তিনি বিসর্জন
জন্মদিনে—"

শ্রবণ রুধি' কর্ণ বলে ঃ   "জানি জনার্দন!
সূর্যদেবই জানিয়ে গেছেন পাণ্ডবদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আমি।
কিন্তু কেন করাও স্মরণ—ভুলতে প্রভু চাই যা দিবসযামী?
কুলের কথা আর কেন তার—আবির্ভাবে যার মা লজ্জাভয়ে
সদ্যোজাত তনয়ে তাঁর ভাসিয়ে দিলেন—সে-ধিক্কারে দহে
আজো আমার তনুর প্রতি অণু মাধব!   জানো নাকি তুমি?
মাতা থেকেও নেই মাতা যার—জন্ম থেকেও নাস্তি জন্মভূমি!
অভিশপ্ত আমার সমান কেউ কি আছে?   মহত্তম পিতা—
নামোল্লেখেও যার মা তবু 'অসতী' দুর্নামের ভয়ে ভীতা!—
কুল মান তাঁর তাঁরই থাকুক গৌরবী পাঁচ পুত্র নিয়ে কোলে,
দিগ্বিজয়ী বীর্যে যারা—কীর্তি যাদের ছায় নিখিকল্লোলে।
শুধু ভাবি, হে লীলাময়, অপার অতল তোমার লীলাম্বুধি,
লাঞ্ছিতা মা জন্মে যার, হায়! চরিত্রে যার যায় না গোণা চ্যুতি,
অপযশ ও কলঙ্ক যার সহজাত কবচ কুণ্ডল,
তাকে সহায় চাও তুমি? আর কাদের তরে?—যারা ভূমণ্ডল
করতে পারে জয় পলকে—"

কৃষ্ণ হেসে বলে ঃ "অভিমানী!
পাণ্ডব বীর—মানি আমি, কিন্তু তুমিও নও রণছোড় জানি।
তোমার শৌর্য-সহায় বিনা দুর্যোধনের এ-যুদ্ধে নিধন
হবে যে মুহূর্তে—জানি আমি, জানে সে-ও।   হে মহাজন!
ধর্ম-শিবির হ'তে তোমায় তাই এসেছি করতে নিমন্ত্রণ।
পুণ্য যেথা সেথাই তোমার হোক প্রতিষ্ঠা—আমার আকিঞ্চন।

বৃথা বলক্ষয় আমি চাই আজ নিবারণ করতে সুকৌশলে।
বিজয় যাদের ধ্রুব, যাদের কীর্তি মহৎ—এসো তাদের দলে।
তোমায় জ্যেষ্ঠ জেনে প্রণাম করবে ধর্মপুত্র তোমার পায়।
ধর্ম-বিধান : সবার বড় যে, হবে সে-ই সম্রাট্ এ ধরায়।*
আমিও তোমার অনুগত রবো বন্ধু, করি অঙ্গীকার,
নিভবে তোমার দুঃখ ক্ষোভের তীব্র জ্বালা—যখন প্রতিভার
রটবে তোমার জয়ধ্বনি। মাতা তোমার অনুতাপে আজ
বিষণ্ণা—চান তোমার ক্ষতি করতে পূরণ তিনিও ছেড়ে লাজ।
নারীর বিপদ নিত্যই, চায় কোন্ সুকন্যা দুর্নাম—'অসতী'!
তাই তোমাকে বিসর্জিলেন করতে বারণ মহতী দুর্গতি
কুমারী তো আর তিনি নন—তাই ভয় তাঁর মিলিয়ে গেছে আজ।
মিনতি তাঁর—এসো তুমি পাণ্ডবেরি পক্ষে মহারাজ!
আবার বলি : শপথ আমি করছি—তোমায় দেব সে-মান তোমার
লভ্য যাহা স্বাধিকারে। মহাবীর-যে শক্তি ধরে ক্ষমার।"

অষ্টাদশ সর্গ

বিষণ্ণ গম্ভীর কণ্ঠে কহে কর্ণ : "হে মহিমময়!
যুক্তি তব অপরূপ! নিন্দনীয়ে সাজাও অপার
বন্দনীয় রঙে রাঙি' মহত্ত্বের মিথ্যা প্রসাধনে।
লীলা তব লীলাময়, পারহীন! অভিনয় তব
আশ্চর্য, অতুলনীয়! জানি তুমি হে মায়ামানব,
যুগে যুগে অবতীর্ণ হও লোকসংগ্রহের তরে।
জপেছি তোমার নাম যতবার—পেয়েছি অকূলে
ভরসা, কাণ্ডারী : মিথ্যা ভয়, সর্বনাশ, মিথ্যা এই

* সোঽহংস কর্ণ তথা জাতঃ পাণ্ডোঃ পুত্রোঽসি ধর্মতঃ।
নিশ্চয়াদ্ধর্মশাস্ত্রাণামেহি রাজা ভবিষ্যসি॥ (১৩১)
অহং ত্বামনুযাস্যামি সর্বে চান্ধকবৃষ্ণয়ঃ।
অহঞ্চ ত্বাভিষেক্ষ্যামি রাজানং পৃথিবীপতিম্॥

অলীক আলেয়া-লীলা—যেথা প্রতি পলে কায়া হায়
মিলায় ছায়ার সম আলিঙ্গনে ! তাই তলহীন
বেদনা কি আসে ক্ষণে ক্ষণে কীর্তি-সমারোহ মাঝে ?
তৃষার্ত অধরপুটে তাই বুঝি সুগন্ধি সলিল
মুহূর্তে অঙ্গার হয় ? বিশ্বাতীত আলোক-অম্বুধি
কত গাঢ—দেখাতে কি জ্বলি' বিশ্বে তব অগণন
উল্কা হয় ছাই ?—দেখাতে কালাধীনের ভেদ
কোথা কালাতীত সাথে ? জানি না, বুঝি না কিছু নাথ !
যেথা লভি জন্ম—সেই পরিবেশে হয় দিনে দিনে
সুনীতির বর্ণ-পরিচয় আমাদের। কারে বলে
সাম জানি, কারে—ভেদ, কারে—দণ্ড, কারে—পুণ্য পাপ।
যুগে যুগে বর্ণমালা হয় রূপান্তরিত—অমনি
সুনীতির সাহিত্যেরো আনি' যুগান্তর। ক্ষণলীলা বুঝি
এমনি ছন্দেই তার চলে চিরদিন প্রভু তব
ইচ্ছার ইঙ্গিতে ! আমি বুঝি না তোমার অভিপ্রায়।
শুধু জানি—তুমি চির-দিশারি অকূলে। শ্রীচরণে
তাই নিবেদন : কোরো ক্ষমা—যদি উপদেশ তব
অন্তরে আমার সত্যঝঙ্কারে না ওঠে বেজে আজ।
আমি তো জানি না যোগ দর্শনের রহস্যের কথা।

"বেদ শ্রুতি সংহিতার নিহিতার্থ জানে জ্ঞানী মুনি
আমি নহি জ্ঞানী, ধ্যানী, সুপণ্ডিত, প্রাজ্ঞ, বিচক্ষণ,
বহুপাঠী দার্শনিক। স্বল্প শিক্ষা যেটুকু পেয়েছি
সামান্য পরিধি তার। দৃষ্টি—ক্ষুণ্ণ, সঙ্কীর্ণ সসীম।
যে-পরিবেষ্টনী মাঝে হয়েছি লালিত—সেথা কেহ
শিখায় নি কূটনীতি গূঢ় গ্রন্থি। বীর্য কারে বলে—
জেনেছি রক্তের মাঝে—প্রাণ বীর্যমুখী ছিল বলি'।
বীর্য বিনা কোথা কীর্তি ? তাই আমি চেয়েছি জীবনে

বীর্যবলে কীর্তিসিংহাসন। হীন কুলের ছুর্নাম
সাধিল সেথায় বাদ। রটিল সবার মুখে শুধু ঃ
পার্থ অদ্বিতীয় বীর, মহাকুলোদ্ভব। সে-জ্বালায়
আশৈশব তারে আমি গণিয়াছি পরম অরাতি।
হীনকুল-কুলাঙ্গার চেয়েছে স্পর্ধায় পরাজিতে—
শুধু আপনার বীর্যে—অনিন্দিত সে-পুরুষোত্তমে।
যেথাই গিয়েছি কৃষ্ণ, জনে জনে শুধু উপহাসে
অঙ্গুলি নির্দেশি' কর্ণে চিহ্নিয়াছে সূতপুত্র বলি'।

"স্বভাবে দাম্ভিক আমি জানো তুমি, হে সর্বজ্ঞ নাথ!
পুরুষ পুরুষকারে হয় কৃতী, নয় বংশগুণে।
স্বোপার্জিত নহে যাহা—ভোগে তার পৌরুষ কোথায়?
কুলের বংশের গর্ব? করুক সে-অহঙ্কার তারা
নাই যাহাদের কণাকীর্তির প্রতিভা। জনার্দন!
সাত্বতের কুলে জন্ম লভিয়াছে বহুল যাদব।
কিন্তু সেথা কৃষ্ণ অদ্বিতীয়—নহে বংশের গৌরবে।
দৈবায়ত্ত কুলে জন্ম, পৌরুষ স্বার্জিত পুরুষের।
অন্তর আমার তাই ভুলিয়াও ওঠেনি আকুলি'
কুন্তীর তনয়রূপে লভিতে মর্যাদা বিনায়াসে।
আপনার কীর্তিবলে যাচি আমি প্রতিষ্ঠা ধরায়,
নহে পিতৃমাতৃ নামে। অধিরথ জনক আমার
চিরস্নেহময়, মাতা আশৈশব অনিন্দিতা রাধা।
পালিত তাঁদের স্নেহে—করি আমি গৌরবে ঘোষণ।
উভয়েরি কাছে আমি স্নেহ-ঋণী রবো চিরদিন।
হৃদয় আমার নহে লুব্ধ প্রভু পলকেরো তরে
জননী নহেন যিনি স্নেহগুণে—তাঁর পুত্র বলি'
লভিতে অলীক মান। নাই লজ্জা আমার কেশব,—
অকুলীন দম্পতির পুত্র বলি' দিতে পরিচয়।

চিরদিন তাই আমি ঘোষিব সগর্বে আপনারে
সূতপুত্র বলি'। রবো বদ্ধ চির কৃতজ্ঞতাপাশে
পুত্রের পদবী যেথা করেছি শৈশব হ'তে লাভ।
যেদিন শুনিনু তাই—কুন্তীদেবী জননী আমার,
জানিয়া তনয় আমি তাঁর, শুধু ডেকেছি লজ্জায়
ধরিত্রীরে সীতাসম : 'দ্বিধা হও দেবী!' বাসুদেব!
আমার কীর্তির স্বপ্নসৌধ যত সেই দিন হ'তে
হয়েছে বিচূর্ণ! বলো বর্ণিব কেমনে সে লজ্জার
কশাঘাত-গ্লানি? শুধু তুমি বিনা ওগো অন্তর্যামী,
কে স্পর্শিবে সে-ব্যথার তল? জন্মদাত্রীরে আপন
লজ্জা দিল যে-তনয় শৈশবে সে কেমনে গৌরবে
হবে কীর্তিমান্? দেব! তারপরে জেনেছি ব্যথায় :
তুমি মূর্ত নারায়ণ। সেই তুমি সারথি যাহার
কেমনে জিনিব আমি সে-কৃতার্থ শূরে? তবু আমি
নহি হীন—জানো তুমি। পরাজয় সুনিশ্চিত জানি'
কৌরবের সখ্য তবু চাই নাই করিতে বর্জন।
চাই নাই প্রবলের সাদর বরণ প্রাণভয়ে।
প্রাণ তুচ্ছ : আদর্শের লক্ষ্য স্থির থাকুক নয়নে
তুফানে তারকাসম। পণ ছিল—জিনিব অর্জুনে
পারি যদি আপনার বীর্যবলে। অভীপ্সা আমার :
বীরজয়ী হ'য়ে হব বীরোত্তম, অথবা নিহত
হব তার পরাক্রমে। কোথা তার ভয়, কোথা ক্ষতি
জেনেছে যে—এ-জীবন নহে শেষ, চিনেছে তোমার
নারায়ণ-রূপ তার হৃদিতলে?

জানি হে কেশব,
সকলে আমারে যবে করেছে বিক্ষত উপহাসে
সূতপুত্র বলি'—তুমি দাও নাই যোগ সে-বিদ্রূপে।
তুমি যে মহান বন্ধু নেত্র যার নিত্য সমস্নেহ

সর্বভূতে, বীর্য যার বীর্যের ধারক বসুধায়।
মানবিক শৌর্য তাই তোমারি তো শৌর্যের প্রসাদে
জীবনে প্রতিষ্ঠা লভে, মরণে অমৃত। হেন তুমি,
বীর্যের মর্মজ্ঞ, বলো অস্বীকার করিবে কেমনে
সত্যকীর্তি বীর্য ছাড়ি' মিথ্যাকীর্তি কুলমানে? যেথা
বীর্য সত্য সেথা তব রহে না কি শুভ আশীর্বাদ?
নহিলে কি বীর্যকীর্তি লভিত গৌরব ধরাতলে?

"ভ্রান্তদর্শী ভবে নর চিরদিন, অভ্রান্ত কেবল
সকল জ্ঞানের উৎস দীপদৃষ্টি ঋষি নারায়ণ।
হেন দেব যার চির-আরাধ্য কোথায় ভয় তার
জয়ে পরাজয়ে কিবা জীবনে মরণে? জনার্দন!
আরো এক নিবেদন জানাই তোমার শ্রীচরণে।
রাধেয় কৃতঘ্ন নয় কভু। দুর্যোধন নয় শুধু
অন্নদাতা আমার জীবনে: বন্ধুহীন বসুধায়
শুধু সেই এক বন্ধু আছে প্রভু আমার ভরসা,
আশ্রয়, অবলম্বন। শ্রীমন্তের বহু মিত্র আছে:
নাই শুধু শ্রীহীনের, নিরন্নের। রাজা দুর্যোধন
অঙ্গদেশে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আমারে
দিয়েছিল মহামান দুর্দিনের সে-লগ্নে—যখন
নিঃস্ব বলি' করেছিল অর্জুন আমারে প্রত্যাখ্যান।
সে ঘোর লজ্জার লগ্নে রেখেছিল শুধু সে আমার
লজ্জা—করি' লজ্জা নিবারণ—প্রেমে ললাটে আমার
রাজটিকা আঁকিল সে-বন্ধু বিনিঃশঙ্ক, মহীয়ান্।
"হেন বন্ধু শুধু করি' আমারে অগ্রণী এ-সংগ্রামে
আজি অবতীর্ণ। জানো তুমি তার একান্ত নির্ভর
কেন শুধু কর্ণমুখী। পিপাসার্ত জানে যথা তার
তৃষ্ণাহরা পেয় বারি কারে বলে—তেমনি রাজার

গুণদর্শী মন জানে কোন্ সে-অমাত্য গুণবান্,
কোন্ মন্ত্রী গুণহীন, কোন্ সেনাপতি করি' পণ
যুঝিবে প্রভুর লাগি' রণাঙ্গনে। দুর্যোধন জানে
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য স্নেহবান্ পাণ্ডবের প্রতি ঃ
শুধু আমি চিরশত্রু পাণ্ডবের কুরুক্ষেত্রে—চাই
তাহাদের ধ্বংস—মনেপ্রাণে। শুধু আমি চাই—হোক্
নিষ্পাণ্ডব বসুন্ধরা—দিয়েছি এ-প্রতিশ্রুতি আমি
কৌরবেরে অহর্নিশি জলদনির্ঘোষে—নহিলে সে
স্পর্ধিত না বিশ্বজয়ী পাণ্ডবেরে সম্মুখ-সংগ্রামে।
সম্পদে-আশ্রিত তার আমি আজ পরম আশ্রয়।
এ-ঘোর সঙ্কটে তাই কর্ণনাম জপমালা তার।
এ-হেন নির্ভরে বলো কেমনে হানিব আমি শেল
প্রাগন্তিম লগ্নে তারে করি' পরিহার যদুবীর!
পরাজয়ভয়ে হব কেমনে বিশ্বাসহন্তা তার
আমার নয়নে রাখি' নয়ন যে রণে আগুয়ান্?
সুলভ সম্পদবরমাল্যলোভে কেমনে দুর্লভ
বজ্রমণিবরমালা হারাব বিবেকডোরে-গাঁথা?

"তুমি জানো প্রাণাধিপ—প্রকৃতি আমার একমুখী,
একান্তী স্বভাবে আমি। নহি কূট যোদ্ধা রণে। চিনি
সরল আচার শুধু—রণে, ভোগে, হিংসায়, আক্রোশে।
কীর্তি চাই—বীর বলি'—তাই চাই অর্জুনের সাথে
দ্বৈরথ সমর। তাই মিনতি তোমার শ্রীচরণে ঃ
যুধিষ্ঠিরে কহিও না—আমি তার ভ্রাতা। সে ধার্মিক ঃ
যদি জানে—জ্যেষ্ঠপুত্র আমি জননীর—মহোল্লাসে
দিবে তার রাজ্য ছাড়ি' অগ্রজ আমারে। কিন্তু আমি
সে-সাম্রাজ্য দিব দান দুর্যোধনে—তাই সাবধান!

তারে বরি' রাজপদে রবো আমি পার্শ্বরক্ষী তার।*
কিন্তু হায়," কহে কর্ণ দীর্ঘশ্বাসি', "জানি না কি আমি
পরাজয় নাই তার যাহার সারথি তুমি হরি?
জানি তাই—ঘোর মৃত্যু ভাগ্যলিপি আমার অন্তিমে।
তবু সে-বিনাশই নাথ, আকাঙ্ক্ষিত আমার ভূতলে
যদি সে-নিধন হয় বরিতে প্রতিজ্ঞারক্ষাতরে
প্রতিশ্রুতি-রক্ষা চাই আমি—নহে উৎকোচ রাজ্যের।
ধর্ম যেথা সেথা জয়—জানি। কিন্তু ধর্মের তো নয়
একই রূপ তীর্থপথে। পাণ্ডবের ধর্ম যাহা ভবে
সে আমার পরধর্ম। বিজয়া তাদের অঙ্কলীনা:
তুরন্ত সমরে নাশ রাধেয়ের ললাট-লিখন।
এ-নহে বিষাদক্লৈব্য: দেখেছি তুঃস্বপ্ন আমি প্রভু,
ভয়ঙ্কর। মহাধ্বংস প্রত্যাসন্ন—জানি—" আবরিয়া
নেত্র করে কর্ণ রহে মৌন ক্ষণতরে, কহে পরে:
"চিনি আমি তুর্লক্ষণ বাল্য হ'তে। চিনি তুর্যোগের
অভ্রান্ত সঙ্কেত। আমি দেখেছি অনন্ত রক্তনদী
ধরিত্রীর বুকে রচে আবর্ত করাল। বক্রগতি
মঙ্গলের যাচি' মিত্রদেবের সংযোগ অনুরাধা
নক্ষত্রেরে করেছে প্রার্থনা। মহাতেজা শনিগ্রহ
রোহিণী নক্ষত্র করি' পীড়িত করেছে বিঘোষণ:
তুর্যোধন হবে পরাভূত। রাহু চেয়েছে মিলন
রবিসাথে। ফিরায়েছে কলঙ্কিত মুখ চন্দ্র তার।
দেখেছি কেশব, যুদ্ধ-জয়ান্তে আরূঢ় যুধিষ্ঠিরে
সহস্রস্তম্ভের এক প্রাসাদের শিরে ভ্রাতৃসহ।

---

* যদি জানাতি মাং রাজা ধর্মাত্মা সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
কুন্ত্যাঃ প্রথমজং পুত্রং ন স রাজ্যং গ্রহীষ্যতি॥
প্রাপ্য চাপি মহদ্রাজ্যং তদহং মধুসূদন।
স্ফীতং তুর্যোধনায়ৈব সংপ্রদদ্যামরিন্দম॥ (১৩২)

পৃথিবী রুধিরাবিলা উৎক্ষেপিলে তুমি—পার্থ যবে
তব সাথে আরোহিল পৃষ্ঠে এক শ্বেত মাতঙ্গের। *
"প্রতি চিহ্ন করে প্রভু নিশ্চিত সূচনা : হবে এই
মহারণে ধর্মাশ্রিত পাণ্ডবের জয়—জানি আমি :
হবে মহাকুরুক্ষেত্র প্রেত পিশাচের রঙ্গভূমি,
খেলিবে গেণ্ডুয়া যারা ছিন্ন মুণ্ড ল'য়ে সে-শ্মশানে।
কতিপয় শুধু রবে জীবিত সে-দিনে—জানি জানি
তবু আমি, বাসুদেব, স্বেচ্ছায় করেছি নির্বাচন :

কৌরবের সাথী আমি রব'—মৃত্যুপণে পাণ্ডবের
প্রতিপক্ষ। শুধু এক কথা বলি হে পার্থসারথি !
মরণ আমার ধ্রুব—তবু তারে জিনিতে পাণ্ডবে
হবে বহুমূল্যে। হবে ভয়াল দ্বৈরথ পার্থ সাথে।
দেখিবে বিস্ময়ে চাহি' সে-দ্বৈরথ অন্তরীক্ষ হ'তে
পাণ্ডব-রক্ষক ইন্দ্র সাথে দেবগণ—যবে তারে
বিহ্বল, শোণিতাপ্লুত করিবে আমার ধনুর্বাণ।
নষ্টচন্দ্র আমি—জানি। তবু করি ভবিষ্যদ্বাণী :

"মৃত্যুপূর্বে কর্ণবীর্যে বসুন্ধরা উঠিবে কাঁপিয়া,
চিনিবে বিদ্রূপী দল সূতপুত্র নহে কাপুরুষ—
যবে তুমি নাথ, যার সারথি বান্ধব গুরু সখা
সে গাণ্ডীবী বীরও হবে আকুল আমার ভয়ঙ্কর
ধনুর্বাণে। শৌর্যবলে শুধু তার হবে না আমার
পরাভব সে-দুর্দিনে। দৈব হবে পার্থের সহায়

---

* স্বপ্না হি বহবো ঘোরা দৃশ্যন্তে মধুসূদন।
নিমিত্তানি চ ঘোরাণি তথোৎপাতাঃ সুদারুণাঃ॥
তব চাপি ময়া কৃষ্ণ স্বপ্নান্তে রুধিরাবিলা।
হস্তেন পৃথিবী দৃষ্টা পরিক্ষিপ্তা জনার্দন॥

সাধিতে কর্ণের মৃত্যু। আর এও জানি আমি প্রভু,
সে-দৈবের অঘটন সংঘটিবে চক্রান্তে তোমারি—
যে-তুমি জগৎচক্র করো আবর্তন, হে মায়াবী,
তোমার ইচ্ছার চির-অলক্ষ্য বিদ্যুতে—মুগ্ধ রাখি'
মূঢ় জনে, যারা মনে করে—তারা চলে আপনার
'স্বাধীন' নির্দেশে। এই লীলা তব যুগে যুগে তুমি
সাধো নিত্য নবচ্ছন্দে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া আপনারে।

"এ-গূঢ় ছদ্মবেশের দিশাও অশেষ দুঃখে আমি
পেয়েছি জীবনে—সেও তোমারি ইচ্ছায়। তবু তুমি
রাখিও স্মরণে চক্রী, মহাসিন্ধু উঠিবে উচ্ছলি'
পর্বত উঠিবে কাঁপি'—যবে মহা দুষ্টগ্রহ সম
হবে কর্ণদেহপাত ভূমিকম্প জাগায়ে ধারায়।
হেন পরাজয়ে নাই দুঃখ—যবে বিজেতা আমার
এক মহানর—বীর্যে অদ্বিতীয় যে ধরায়—আর
সারথি স্বয়ং তুমি যার—জগন্নাথ নারায়ণ!

ঊনবিংশ সর্গ

স্বর্ণবুকে মণিসম কৌরবসভায়*
লভিল আসন কৃষ্ণ শান্ত পীতাম্বর
দীপ্তনীলতনু। চারিধারে রাজগণ
রহে চাহি' মুগ্ধ নেত্রে পাণ্ডব-সারথি
মর্ত্যরূপী অমর্ত্যের দূতপানে। রাজে
স্তব্ধতা সে-পরিষদে, রাজে মৌন যথা
নিবাত উপত্যকায়—রাত্রি যবে আসে
বিস্তারি' সেথায় তার নিদ্রার নিথর

* অতসীপুষ্পসঙ্কাশঃ পীতবাসো জনার্দনঃ।
ব্যরাজত সভামধ্যে হেম্নীবোপহিতো মণিঃ॥

গাঢ়চ্ছায়া পাখা। চাহি' সমবেত যত
রাজসভাসদ্‌পানে কহিল কেশব
মঞ্জুল গম্ভীর কণ্ঠধ্বনির ঝঙ্কারে
মুগ্ধ করি' শ্রোতৃবৃন্দে—গ্রীষ্মশেষে যথা
মেদুর জলদমন্দ্র তৃষিতের প্রাণ†
করে মুগ্ধ সুখাবেশে স্নিগ্ধ বর্ষণের
আনি' আশীর্বাদ-ধারা ধরিত্রীর তাপে।
হৃৎস্পন্দন দুরু দুরু কম্পনে উঠিল
জাগি' প্রতি রাজন্যের বুকে। বাসুদেব
কহিল উদাত্তস্বরে অনিন্দ্য ভাষণে:

"মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র! কুরুপাণ্ডবের
তুমি চিরশিরোমণি। উভয় শিবিরে
মান তব অনাহত। গুরুসম গণি
তোমারে আমরা সবে। তোমার নির্দেশ
নিত্য করি শিরোধার্য—তোমারেই মানি'
ন্যায়ের বিচারসনে শেষ বিচারক।
বংশধরগণ তব সাধে আজি হায়
কুলক্ষয়কারী রণ মোহবশে। তুমি
তথাপি কি রবে মৌন ধরি' সর্বাধিপ?
করিবে না কুলরক্ষা হে কুলনায়ক,
অশান্তির ঘোর লগ্নে পুত্রবৃন্দে তব
শান্তির পথনির্দেশে? কোথায় কল্যাণ
সুপ্রতিষ্ঠ, কোথা ধর্ম, কোথা সত্য, ন্যায়,
সে-নির্দেশ তুমি বিনা কে দিবে দারুণ

---

† জীমূতমিব ঘর্মান্তে সর্বাং সংশ্রাবয়ন্ সভাম্।
ধৃতরাষ্ট্রমভিপ্রেক্ষ্য সমভাষত মাধবঃ॥ (৮৮)

এ-দুর্দিনে মহারাজ ? কুরুপক্ষীয়ের
সভাসদ্ যত আজ হেথা সুখাসীন,
আছে শুধু অপেক্ষায় তোমার আজ্ঞার।
"পাণ্ডবের মুখপাত্র আমি আজ তব
সভায় আগত—শুধু করিতে সবার
শুভবুদ্ধি-উদ্বোধন। তাই অবধান
করো মহারাজ। আজ প্রেরিল আমারে
বিনম্র পাণ্ডব। তারা করে নিবেদন
তোমারে মহান্! তুমি দাও নিত্যদিশা
শান্তিপুরোহিত রূপে। আশ্রিত তোমার
আছে যত পরাক্রান্ত রাজন্যকেশরী
হোক আজি সত্য-ন্যায়-শুভ-পথচারী।

"তাই আমি মহারাজ, এসেছি হেথায়
সভাসদ্‌সহ সভা-অধিপ তোমারে
ধর্মের রক্ষকরূপে করিতে স্বীকার :
কৃপা যার বর্ষে নিত্য আর্তের রোদনে
তাপে বারিবর্ষ সম : দয়া যার ঝরে
শরণাগতের শিরে। ক্ষমা সরলতা
বীর্য শালীনতা সদাচার সত্য ন্যায়
বংশে তব রাজে যথা সলিলে স্নিগ্ধতা,
নীলাম্বরে স্বচ্ছ ব্যাপ্তি, শশাঙ্কে মাধুরী,
মধুমাসে শ্যামলতা, কুসুমে সৌরভ।
শুধু মহারাজ, তব পুত্র স্বৈরাচারী
দুর্যোধন, দুঃশাসন আশৈশব ক্রুর,
পরধনলুব্ধ, মতিভ্রান্ত, অসরল,
লভিয়া পরমাত্মীয় পাণ্ডুপুত্রগণে
শ্রীহীন ঈর্ষায় শুধু চায় সে তাদের

করিতে লাঞ্ছনা, লঙ্ঘি' স্বাধিকার চায়
জ্ঞাতিমেধযজ্ঞে রক্ত-যাজ্ঞিক পদবী।
অশান্তির কণ্টকিত পথচারী হ'য়ে
অলীক নন্দনসুখ চায় মন্দমতি।

"দুর্যোগের দুর্লক্ষণে হিতার্থী তোমার
আমরা সকলে তাই বিষণ্ণ, শঙ্কিত।
দুর্বুদ্ধি তনয় তব গর্বী, হঠকারী
প্রমত্ত—জানে না! কার সাথে স্পর্ধাভরে
চায় সে রণঘোষণা। পাণ্ডবের মহা
দিগ্বিজয়ী প্রতাপের জানে না মহিমা
আজিও সে-মূঢ়—তাই চাহে না তাদের
সৌহার্দ্য সাম্রাজ্যভোগে। ধরায় রাজন্!
ভোগ হয় সিদ্ধ—যবে শক্তি তারে করে
রক্ষা বর্মসম। ত্রিভুবনে পাণ্ডবের
মহতী শক্তির বেগ করিতে ধারণ
পারে কোন্ শূর? হেন বীরবৃন্দ যদি
রহে তব পার্শ্বচর, সুহৃদ্, স্বজন,
দেবচমূসহ দেবসেনানী ইন্দ্রও
পারিবে না জিনিতে তোমারে মহারাজ!*

কুরু ও পাণ্ডব যদি হয় সহযোগী,
সংগ্রামে তাদের সাথে কোন্ দুঃসাহসী
হবে বলো আগুয়ান্? গৌরবমেখলা
আনন্দিতা বসুন্ধরা রবে নরনাথ
তব পদানত—শৈলমূলে সিন্ধুসম।

---

* ন হি ত্বাং পাণ্ডবৈর্জেতুং রক্ষ্যমাণং মহাত্মভিঃ।
ইন্দ্রোঽপি দেবৈঃ সহিতঃ প্রসহেত কুতো নৃপাঃ॥ (৮৮)

অন্যথা বাধিবে রণ ঘোর, কালান্তক।
যুদ্ধ হয় দুঃখময় কর্তব্য জীবনে
অধর্মবাহিনী যবে সাধে বাদ। তবু
যুদ্ধ নহে শুভ। যুদ্ধ আনে মহামারী।
রণান্তে জয়ীও দেখে—কাল সমরের
অন্তে নাই সুখ শান্তি সুষমাসুন্দর।*
কর্ম আনে কর্মফল: যুদ্ধ—হাহাকার,
শীলের উচ্ছেদ, দুষ্কৃতির অভ্যুত্থান,
মহত্ত্বের অবনতি। স্বার্থের কুটিল
যুক্তিসমারোহে শুধু শোকের দুঃসহ
সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠা—যেথা মোহ সেনাপতি।
রক্তাক্ত অক্ষরে লেখা রণ-ইতিহাস:
মাতা কাঁদে পুত্রহারা, শিশু—পিতৃহীন,
গৃহলক্ষ্মী—অশ্রুলীনা, বৈধব্যবিধুরা।
পুত্রগণ তব চায় হেন দুঃখময়
কুলক্ষয় রণসাজে। তাই চায় তারা
লাঞ্ছিতে পাণ্ডবে—জানি' চায় পাণ্ডবেরা
শুধু রাজ্যভাগ তাহাদের। নরনাথ!
ভ্রাতুষ্পুত্র তারা আজ আশ্রয়বিহীন
মাতা থেকে নাই মাতা—রাজ্য থেকে হায়
বঞ্চিত সাম্রাজ্যে, দুরদৃষ্ট, পিতৃহীন।

"তোমারে পিতার সম দেয় তারা মান।
পিতারো অধিক তুমি করেছ লালন
শৈশবে তাদের। তব পুত্রগণ ছিল

---

* সংযুগে বৈ মহারাজ দৃশ্যতে সুমহান্ ক্ষয়:।
ক্ষয়ে চোভয়তো রাজন্ কং ধর্মমনুপশ্যসি॥

খেলাসাথী তাহাদের আহারে বিহারে।
ধনুর্বাণ-শিক্ষাদানে একই আচার্যের
শিষ্যরূপে পাণ্ডবেরা হয়েছে লালিত
তব পুত্রগণ সহ গুরুভ্রাতা সম।
"বীরোত্তম হ'য়ে তবু সহিল তাহারা
বহু দুঃখ মূকসম রহি' নির্বিরোধী।
দিগ্বিজয়ী হ'য়ে তবু করেছে পালন
প্রতিজ্ঞা তাদের তারা বিনা প্রতিবাদে,
এ-আশায়—যথাকালে ন্যায়ধর্ম মানি'
ফিরে দিবে দুর্যোধন সত্য রক্ষা করি'—
জন্মস্বত্ব তাহাদের : অর্ধরাজ্যভাগ।

"ধর্মেরে লঙ্ঘন যেথা করে বসুধায়
প্রলুব্ধ দুর্মতি—সেথা যাহারা রাজন্।
না করে প্রতিবিধান হেন দুর্নীতির
তারাও আহত হয় ধর্ম-প্রতিঘাতে।*
যে-বাঁধ নদীর সমুচ্ছল ঋজুগতি
করে রুদ্ধ—সে যেমন পারে না রহিতে
দুর্নিবার বন্যামুখে অচল অটল,
চূর্ণ হয় ধ্বস্ত অবিশ্রান্ত উর্মিঘাতে,
তেমনি চিত্তের ধর্মলক্ষ্যমুখী গতি
যে চায় ফিরাতে দম্ভে, লোভে, পাপমুখে,
সে হয় তেমনি চূর্ণ নিয়তিচক্রের
দুর্বার আঘাতে। প্রভু, তাই অনুরোধ
করি আমি এ-সভায় : দিও না প্রশ্রয়

---

*যত্র ধর্মো হ্যধর্মেণ সত্যং যত্রানৃতেন চ।
হন্যতে প্রেক্ষমাণানাং হতাস্তত্র সভাসদঃ॥ (৮৮)

অধর্মেরে আজি—তব অন্ধ পুত্রস্নেহে :
বিপদ সম্পদ হবে—ধর্ম সত্য মানি'
অন্যায়ের যদি তুমি কর প্রতিকার।
বিপদ নিত্যই আসে ধরি' সম্পদের
ছদ্মবেশ—মোহরাত্রি ঘনায়ে কুটিল
কালের আকাশে। তাই অধর্ম-আশ্রিত
সুখোৎসব—হয় শাপ ঃ অবেলায় আনে
বেলাশেষ—লহমায় হরিষে-বিষাদ,
চূর্ণ মেঘ হ'তে হানি' প্রচ্ছন্ন অশনি।

বিংশ সর্গ

শুনিয়া বাসুদেবের ধীর যুক্তি
কহিল ধৃতরাষ্ট্র ঃ "দেব ! সত্য তব উক্তি,
জানি হে আমি জানি
শুনি' তোমার বাণী
কেন্দ্র করি' তারেই করে ধর্ম চিরদিন
প্রেমে প্রদক্ষিণ।
বচন তব মঞ্জুল, মধুর
ঝঙ্কারিল আমার হৃদিপুর।
শুধু জনার্দন,
আমার বশ নহে পুত্রগণ,
পুরাণ বেদ শাস্ত্রকথা শুনিয়া তারা হাসে
প্রার্থি তাই ঃ আপনি তুমি ফিরাও মতি তাদের তব ভাষে।*
পুনর্ণব হে চিরসনাতন !

---

*ন ত্বহং স্ববশস্তাত ক্রিয়মাণং ন মে প্রিয়ম্।
ন মংস্যন্তে দুরাত্মানঃ পুত্রা মম জনার্দ্দন॥
অঙ্গ দুর্যোধনং কৃষ্ণ মন্দং শাস্ত্রাতিগং মম।
অনুনেতুং মহাবাহো যতস্ব পুরুষোত্তম॥ (১১৫)

যেখানে দেখি বিন্দু আলো তুমিই তো হে বন্ধু জ্বালো
তব চরণনখরাভায় প্রোজ্জ্বল তপন।
আমরা বলি কত বিজ্ঞ কথা
শুধুই ধ্বনি সেথায়, নাই মন্ত্রবাণী শুভদা, সুব্রতা।
তোমারি মাঝে ওঙ্কারের অসীম আহ্বান।
তোমারি মাঝে অশেষ সন্ধান।
দুর্মতিরে সে বিনা কে বা ফিরাতে পারে শুভ তীর্থ পানে ?
দুর্যোধন অন্ধ—তারে দেখাও দিশা আজি চক্ষুদানে।"
কহিল রোষে মহিষী গান্ধারী :
"লক্ষবার তোমারে প্রভু বলেছি আমি—তনয় কভু
শিক্ষা বিনা হয় না শুভবুদ্ধি-অভিসারী।
শিক্ষা তুমি চাহ নি দিতে অন্ধস্নেহে হায় !
মন্দমতি জেনেও তারে মিথ্যা করুণায়
দিয়েছ প্রশ্রয়
কাহারো কথা শোনো নি—তাই আজ
চাহিল মূঢ় দুর্যোধন অধর্ম-স্বরাজ
না মানি' বাধা ভয়।
বৃক্ষে কীট করিলে বাস উদ্যান পালক
দগ্ধ করে নষ্ট লতা—নীতির রক্ষক
চায় যে হ'তে—স্নেহের সাথে দণ্ড করে দান
বলেছি আমি অযুতবার—দাওনি তুমি কান।
কহিলেন শ্রীকৃষ্ণ আজি : 'কর্ম আনে টানি'
কর্মফল বিধিবিধানে।' একথা তুমি মানি'
তবুও হায় পুত্রে তব দাও নি বাধা—মমতাদুর্বল !
সেই মমতা বৈরী হ'ল আজ তোমার। তাই ধরণীতল
কাঁদে তোমারি অঙ্গজের পাপের গুরুভারে।
হিতবাণী না শুনি' সে হায় কাল-অহঙ্কারে

সর্পমালা কণ্ঠে পরি'
আত্মীয়েরে অরাতি করি'
মহৎকুলে জন্ম লভি' স্বভাবে হ'ল ক্রুর, কুলাঙ্গার
লঙ্ঘি' রাজধর্ম, সদাচার।
পাণ্ডবের সুমতি যশ দেখি' আশৈশব
ঈর্ষা জপি' তোমারি প্রশ্রয়ে
মজ্জমান এ-ঘোর মোহদহে
লজ্জাহীন কেমনে তার রাখিবে মহাবংশগৌরব ?"

চাহিয়া পরে পুত্রপানে কহিল গান্ধারী ঃ
"মন্দমতি! এখনো নতি করো কেশবে—ছাড়ি'
কীর্তিনাশা দুরাচরণ ভয়ঙ্কর।
বরণ করো নিরভিমান শুভঙ্কর
ধর্ম নীতি লঙ্ঘি' বৃথা ঘোর আত্মঘাতে
চাহিছ কেন কুলনাশন? কোরো না নিজহাতে
বিষের বীজ বপন, মূঢ়মতি!
যে-পথে দুর্গতি
সর্পিল সে-পথ ত্যজিয়া সরলপথ ধরি'
সফল হও—রাখো মিনতি—শুভবুদ্ধি বরি'।
জিতেন্দ্রিয় নহে যে—মরে অকালে দুর্যোগে,
পাপের দুর্ভোগে।
লালসা ক্রোধ নরকমুখী।
সংযমেরি হও ধানুকী
অসংযত হয় না সুখী
জীবনে কভু হায়!
অমৃত শুধু তাহারি তরে

কৃষ্ণেরে যে বরণ করে
লক্ষ্মী রাজে তাহারি ঘরে
অচলা করুণায় ৷”

বলিয়া গান্ধারী
কেশব পানে চাহি’ কহিল ঃ “হে চিরকাণ্ডারী!
বহু করুণা তব ঃ
আসিলে দিতে ক্ষেমের দিশা ওগো মহানুভব!
মাতার প্রাণ কেমন করে তুমি তো জানো হরি!
অন্তরের আলোক-আঁখি! বঞ্চনারে বরি’
আমার মূঢ় পুত্রগণ
অন্ধ হায় জানো কেমন।
স্বর্গসুখ ছাড়িয়া তাই গর্বভরে হাসে,
রহিতে চায় বদ্ধ কালো মোহের নাগপাশে।
ওগো নির্মলিন!
আকাশে সুখাসীন
তোমাকে যারা জানে না তারা পাতালমুখী, আলোকহারা,
পায় না তারা প্রসাদ বরদার!
বিনা তোমার অপার কৃপা কোথায় নিস্তার?
বহু রজনী নিদ্রাহীন অন্ধকারে
ডেকেছি নাথ, তোমারে বেদনাশ্রুধারে
শুনিয়া যদি সে-প্রার্থন আসিলে আজ দিতে চরণ
যেওনা হয়ে বিমুখ আজ
আশ্রিতার রাখো হে লাজ!
অন্ধ বলি’ মন্দমতি যারা
দাও তাদের জ্ঞানের বর
করুণা করি’ করুণাকর!
দেখিতে যারা শেখেনি আজো—জানে কি কভু তারা

কোন্ সে-পথে কেমনে মিলে অকূলে প্রভু, পার ?
গোষ্পদো যে তাদের কাছে অপার পারাবার।
বন্ধু হ'য়ে আসিলে তুমি
হে শান্তির জন্মভূমি !
বলিব কী বা তোমারে আর—সকলি জানো নাথ !
পুত্রগণ মত্ত ঘোর—নিও না অপরাধ।
ফিরাও মতি শুভের মুখে তাদের করুণায় ঃ
জননী-হিয়া কাঁদিয়া তব চরণে এই প্রার্থনা জানায়।"

কহেন তবে কেশব সুযোধনে ঃ
"আসীন তুমি রাজ-সিংহাসনে।
জন্ম তব মহানুভব
মহৎকুলে—শিক্ষা তুমি লভিলে যথোচিত।
লক্ষ্য হোক তোমার তাই ধর্ম, জনহিত।
প্রাণেরে করো তুরভিসারী,
তুর্লভেরি হও পূজারী,
অর্হণীয় তোমার—নীতি, সত্য সুবচন।

"পাণ্ডবেরা আদরণীয় ভ্রাতা তোমার—রাজ্য-অধিকারী
তোমারি ম'ত। শপথ তব করো স্মরণ ঃ অরণ্যবিহারী
ছিল তাহারা সত্য-ব্রত পালিয়া হে রাজন্ !
বহু বরষ—না চাহি' কুলনাশন মহারণ,
জানিয়া—কাল পূর্ণ হ'লে সত্য তব
পালিবে তুমি, মহানুভব !
তথাপি হেন ভ্রষ্টাচার হেরি' তোমার আজিকে লয় মনে ঃ
মোহের রাহু করেছে তব বুদ্ধিরবি গ্রাস তুর্লগনে
আত্মঘাতী দম্ভমোহে তাই

কুলক্ষয়কারী সমরে উঠিলে মাতি'—যে-পথে সুখ নাই,
নাই ধর্ম সুষমা সুধা শান্তির প্রসাদ।
অধর্মের প্রবর্তনে
ঘোষিলে রণ—ঘোর নিধনে
জানিও তুমি লুটাবে, নরনাথ!
মতিভ্রম হয়েছে তব, জানে সর্বজনে।
তাই তো তুমি দেখনা চেয়ে—আত্মঘাতী রণে
ধার্মিকের সাধিয়া লাঞ্ছনা
ধর্মহীন অর্থ কাম করিয়া প্রার্থনা
চলেছ উন্মার্গ-মুখে জপি' কুমন্ত্রণ,
ভুলিয়া—শুধু অর্থ কাম সাধে যে ত্যজি' ধর্ম সনাতন,
শুভের আলোরাজ্য হ'তে দেয় সে কালো গরলদহে ঝাঁপ,
আনে সে কুলে মৃত্যু-অভিশাপ।

"তাই রাজন্, দেখেও তুমি দেখনা চেয়ে পাণ্ডবের অপরিমিত বল,
ত্রিভুবনে যে-পার্থসম নাই প্রবীর, প্রতাপে যার কাঁপে ভূমণ্ডল,
সারথি সখা ধর্ম যার আমি,
ইন্দ্র শিব যাহার হিতকামী,
জিনিতে তারে শুধু সে পারে বাহুযুগলে যে পারে ধরণীরে
তুলিতে নভে হেলায়—মূঢ়! এ-হেন রণবীরে
দর্পভরে না করি' আহ্বান
দাও ফিরায়ে ধার্মিকেরে স্বত্ব তার—অধর্মের না চাহি' অভিযান।
সন্ধি হোক্—পিতারে তব মানিয়া মহারাজ।
পাণ্ডবেরা তোমারে অতি আদরে মানে বরিবে যুবরাজ!"*

---

* পাতয়েত্রিদিবাদ্দেবান্ যোঽর্জুনং সমরে জয়েৎ।
পশ্য পুত্রাংস্তথা ভ্রাতৃন জ্ঞাতীন্ সম্বন্ধিনস্তথা ॥
ত্বামেব স্থাপয়িষ্যন্তি যৌবরাজ্যে মহারথাঃ।
মহারাজ্যেঽপি পিতরং ধৃতরাষ্ট্রং জনেশ্বরম্ ॥

একবিংশ সর্গ

জ্বলিয়া সুযোধন উঠিল শুনি' হেন তিরস্কার।
কহিল ক্রোধভরে: "বিফল দূত, তব বিজ্ঞ ভাষ।
আমার মন বলে—নহ বিচক্ষণ কর্ণধার
কাহারো তুমি—তব নীতির বাণী শুধু ভাববিলাস।

"কে বলে গভীরের দৃষ্টি তব আছে? বিচারহীন
বিবেকহীন দেখি তোমারে আমি—দেখি পক্ষপাত।
পাণ্ডবেরি শুধু বন্ধু তুমি—তবু সাজি' প্রবীণ
শান্ত দূতভাষে দাও কুমন্ত্রণা দিবসরাত।

"আমারি নিন্দায় চিরমুখর তুমি জানি ধরায়।
পাণ্ডবের দোষ দেখিতে অন্ধ হে, তুমি না পাও।
হারিল তারা দ্যূতে—আমার অপরাধ সেথা কোথায়?
রাখিল পণ যারা রাখিবে না সে-পণ—এই কি চাও?

"কীর্তিমান্ বীর কর্মে আপনার রহে অটল।
রাজ্যে আজ আমি আসীন রাজপদে আপনবলে।
আমারি রক্ষণে রাজ্যে শুভ নীতি অচঞ্চল
ধর্ম যার—রণ, মরণে করে ভয় কবে ভূতলে?

"সুনীতি কারে বলে—জানি হে আমি, শুধু জান না তুমি।
বীর যে চাহিবে কি সে পরবশতার আত্মঘাত?
অকুতোভয় জানে—শৌর্য শুধু তার জন্মভূমি,
স্বর্গে গতি তার—যুদ্ধে হয় যার দেহনিপাত।

"না হোক্ শির কভু কাহারো কাছে নত—মন্ত্র এই
মহারথের জানি—পুরুষকারই মহাপুরুষে চায়। *

---

* উদ্যচ্ছেদেব ন নমেদ্যুদ্যমো হ্যেব পৌরুষম্।
অপ্যপর্বণি ভজ্যেত ন নমেদিহ কর্হিচিৎ॥ (১১৮)

বিনাশো বীরেশের কাম্য—বরণীয় মুক্তি সে-ই।
মানে যে পরাভব অরির পায়ে—সে-ই মান হারায়।

"প্রাপ্ত সম্পদ লক্ষ্মী সম : দিব কেমনে তায়
শ্রীহীন পাণ্ডবে বিলায়ে অকারণ—যারা মলিন,
রণের ভয়ে ভীত—শুধু নিরুদ্যমে বিলাস চায়,
'রাজ্য দাও বিনা যুদ্ধ'—বলি' কাঁদে লজ্জাহীন!

"ছিলাম শিশু যবে, না চিনি' পাণ্ডবে করেছি ভুল,
রাজ্যদান তাই করেছি সেক্ষণে সরলতায়।
আমার পণ—আমি যুদ্ধ বিনা সূচ্যগ্রতুল
দিব না ভূমি ফিরে তাদের কভু আর কারো কথায়।*

"শাস্তি দিব আজ তোমারে দুর্মুখ—" বলিয়া ক্রোধে
কহিল সুযোধন দুঃশাসনে : "ডাকো সৈন্যদলে।
রাখুক বাঁধি' তারা পাণ্ডবের দূত এই অবোধে,
তাহ'লে অরাতির আশার রবি যাবে অস্তাচলে।

দ্বাবিংশ সর্গ

ভ্রূভঙ্গে অচল করি' সৈন্যদল কহিল কেশব ব্যঙ্গহাস্যে :
"মূঢ় তুই, তাই গণিলি আমারে একাকী—চাহিলি বাঁধিতে দাস্যে।
অন্ধ মুগ্ধ ওরে! কেমনে চিনিবি চিনিতে যাহারে পারে না ধর্ম?
সূর্য, চন্দ্র, বায়ু, ইন্দ্র, অগ্নি যার প্রকাশলীলার ক্ষণিক নর্ম?
যার প্রতি রোমে নিহিত অগণ্য বিশ্বপরে নব স্ফুরৎ বিশ্ব
নিশ্বাসে যাহার উচ্ছল তরঙ্গ—গণিলি তাহারে নির্বল, নিঃস্ব?
এসেছি সভায় তোর দূত হ'য়ে নিবেদিতে যে এ-সন্ধির উক্তি
সে শুধু আমার ইচ্ছার বিহার, মর্ত্য অভিনয়—শাস্ত্র ও যুক্তি।

---

*যাবদ্ধি তীক্ষ্ণয়া সূচ্যা বিধ্যেদগ্রেণ মাধব।
তাবদপ্যপরিত্যাজ্যং ভূমের্নঃ পাণ্ডবান্ প্রতি॥ (১:৮)

"এক করে করি যে-বেদ রচনা, অন্য করে করি তারে নিরস্ত।
যে ঘোষে স্পর্ধায় জেনেছে আমারে, যায় তার জ্ঞানগৌরব অস্ত।
সর্ব নীতি সর্ব বিধানের পারে আমি সর্বাতীত—পাপ ও পুণ্য
আমার পলক-ভাবের বিলাস—প্রলয়ে নিলয় বিরচি তূর্ণ।
সর্বত্র যাহার ব্যাপ্ত পাণি পাদ—বাঁধিবি তাহারে তুই নগণ্য ?
প্রতি ইচ্ছাবিন্দু যার রচে সিন্ধু-হিন্দোল কে তারে করে বিষণ্ণ ?
দুর্নিরীক্ষ্য যার কণিকা-উদ্ভাস, নিশ্বাসে যাহার জ্যোতিষ্কবৃষ্টি,
কটাক্ষে যাহার বিদ্যুৎপ্রবাহ, গমকে মেঘের দম্ভোলি-সৃষ্টি,
যার উল্লাসের মুহূর্তহিল্লোলে মঞ্জরে আনন্দ কুসুমকান্তি,
নৃত্যে যার কাটে বন্ধন, ফুৎকারে নিভে যায় জালামুখী অশান্তি,
আকাশের ব্যাপ্তি, কালের প্রবাহ যার চৈতন্যের যুগলভঙ্গি
শৃঙ্খলে বাঁধিবি তারে ?—শিশু চায় স্পর্শিতে তারকা পর্বত লংঘি'!

চেয়ে দেখ্—রহে এই দেহমাঝে বিশ্ব বিশ্বাতীত কেমনে উপ্ত : *
ইঙ্গিতে যাহারে সৃজি আমি তারে নিমেষেই পারি করিতে লুপ্ত।"

বলি' কৃষ্ণ ধরি' কৃতান্ত-করাল কায়া করিলেন অট্টহাস্য।
দেখিল সভায় স্তম্ভিত সকলে অগ্নিগর্ভ তাঁর বিশাল আস্য।
অঙ্গুষ্ঠের ন্যায় বালখিল্যকায় বহ্নিমান্ যত দেবতাবৃন্দ
হ'ল আবির্ভূত পলকে তাঁহার দেহ হ'তে কোটি দেহী অচিন্ত্য :
ললাটে স্বয়ম্ভূ দীপ্যমান, বক্ষে মহামৃত্যুঞ্জয় দুঃসহ রুদ্র,
বাহু হ'তে দিক্‌পাল, প্রতি অঙ্গ হ'তে যক্ষ রক্ষ ব্রাহ্মণ শূদ্র।
সাধ্য মরুদগণ, অশ্বিনীকুমার, অসুর, আদিত্য, বসু, গন্ধর্ব,
খড়্গ-শঙ্খ-চক্রপাণি বৃষ্ণিগণ করিতে অরাতি-দম্ভ-খর্ব।

* এবমুক্ত্বা জহাসোচ্চৈঃ কেশবঃ পরবীরহা।
তস্য সংস্ময়তঃ শৌরের্বিদ্যুদ্রূপা মহাত্মনঃ॥
অঙ্গুষ্ঠমাত্রাস্ত্রিদশা বভূবুঃ পাবকার্চিষঃ।
অস্য ব্রহ্মা ললাটস্থো রুদ্রো বক্ষসি চাভবৎ॥
লোকপালা ভুজেষ্বাসন্নগ্নিরাস্যাদজায়ত।
আদিত্যাশ্চৈব সাধ্যাশ্চ বসবোঽথাশ্বিনাবপি॥

শ্রীচরণতলে অতলান্তিক রসাতল, নেত্রে—সূর্য চন্দ্র,
প্রতি রোমকূপে দ্যুতিমান্ গ্রহসমারোহ ঘূর্ণ্যমান অতন্দ্র।

কৃতাঞ্জলি দেব ঋষি যক্ষ রক্ষ কিন্নর গন্ধর্ব নমি' নিয়ন্তা
কৃষ্ণেরে করিল স্তব ঃ "হে কৃপাল! পালক হবে কি মারক হন্তা?

তোমারে যে করে অপমান দম্ভে, সে আত্মঘাতী উন্মাদ অন্ধ,
মহাকায় দৈত্য যক্ষ রক্ষ-চমূ—চক্রে তব পলে হয় কবন্ধ।

নরতনু তুমি ধরো যুগে যুগে নিত্যনব লীলা সাধিতে বিষ্ণু!
ধর্মের অচিন্ত্য অভ্যুদয় তরে এসেছ ধরায় আবার কৃষ্ণ!

ভক্ত বিদুরের কুটীরে আসিলে ধরি প্রেমঘন অনিন্দ্য কান্তি
সখা বলি' তারে সম্ভাষি' ঝরাতে অশান্ত শঙ্কায় নির্ঝর শান্তি।

দুর্যোধন-আদি দুর্জনের তাপক্লিষ্ট এ-ধরায় পাঞ্চজন্য-
নির্ঘোষে তোমার জাগায়ে ভরসা ভক্তবুকে এলে পাপ-অরণ্য
দহি' তব রুদ্র দাবানলে, নাথ ক্রোধও যে তোমার কৃপা অনন্ত
আনে বহি' মরণের শ্মশানেও—উছলিতে নব প্রাণবসন্ত।

স্থাবর জঙ্গম আছে প্রভু শুধু তুমি আছ বলি' রক্ষাকর্তা।
তুমি না ভরণ করিলে কে বাঁচে মুহূর্তেরো তরে, ভুবনভর্তা?
সম্বর এ-রৌদ্র রূপ তব নাথ! সাধিও না তব সৃষ্টির লুপ্তি।
অসি নয়—বাঁশিসুরে যুগান্তর আনো ধরি' শান্তিশ্যামল মূর্তি।

---

* ঋষয়শ্চ মহাভাগা লোকপালৈঃ সমন্বিতাঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং তুষ্টুবুঃ প্রাঞ্জলিস্থিতাঃ॥
ক্রোধং প্রভো সংহর সংহর স্বং
রূপঞ্চ যদ্দর্শিতমাত্মসংস্থম্।
যাবত্ত্বিমে দেবগণৈঃ সমেতা
লোকাঃ সমস্তাঃ ভুবি নাশমীয়ুঃ॥

বিশ্বরূপ

(অর্জুন—কৃষ্ণকে। গীতা, একাদশ অধ্যায়)

নিরখি তোমার দেহে দেবদেব, নিখিল প্রাণী ও দেবতাগণে,
দিব্য ঋষিবৃন্দ, ভয়াল ভুজঙ্গ, প্রজাপতি ব্রহ্মা কমলাসনে!
অগণ্য আনন, উরস নয়ন, বাহু ও চরণ—যেদিকে চাই
দেখি বিশ্বেশ্বর, তব বিশ্বরূপ—আদি অন্ত মধ্য যাহার নাই!
হে কিরীটি, গদাচক্রধারী! তেজ দুর্বিসহ তব—মার্তণ্ডপ্রভ,
যেদিকেই আঁখি ফিরাই হে দেখি—অমিতাভ বহ্নিবৈভব তব!
তুমি পরব্রহ্ম, চিরবেদিতব্য, অখিলের শেষ আশ্রয় জানি,
সনাতন তুমি, শাশ্বত ধর্মের ধারক মহান-পুরুষ মানি।
অনাদিমধ্যান্ত, অগণিত বাহু, প্রদীপ্ত অনলানন অপার,
তেজ যার দহে বিশ্ব, যে অনন্তবীর্য, চন্দ্রসূর্য লোচন যার,
সে-অদ্বৈত তুমি ব্যাপ্ত জলে স্থলে অন্তরীক্ষে দিকে দিকে অশেষ।
এ-অচিন্ত্য উগ্র আবির্ভাবে তব ক্লিষ্ট ত্রিভুবন, হে ত্রিলোকেশ!
দেবগণ তব মাঝে লীয়মান, কেহ কৃতাঞ্জলি প্রার্থনা করে,
মহর্ষি ও সিদ্ধবৃন্দ শান্তিপাঠ সহ গায় স্তব উদাত্ত স্বরে!
রুদ্রাদিত্য বসু মরুৎ গন্ধর্ব অশ্বিনীকুমার যক্ষ অসুর
সিদ্ধ সাধ্য পিতৃগণ দেখে চেয়ে সবিস্ময়ে তব ব্যাপ্তি সুদূর!
বহুমুখনেত্রবাহু-উরুপাদ, বহূদর, বহুদংষ্ট্রাকরাল
রূপ দেখি' তব ব্যথিত ত্রিলোক, ব্যথিত আমিও হে লোকপাল!
নভঃস্পর্শী দীপ্র বহুবর্ণ তব ব্যাদিত আনন, বিশাল আঁখি
হেরি' আমি কম্প্র উৎকণ্ঠায় কৃষ্ণ, চরণে তোমার শরণ মাগি।
কালাগ্নিসন্নিভ দংষ্ট্রাকরাল মুখ দেখি' তব উপজে ত্রাস,
দিশাহারা আমি অশান্ত আকুল—প্রসীদ, দেবেশ, জগন্নিবাস।
নৃপতিগণের সহ ধৃতরাষ্ট্রসুত, ভীষ্ম, দ্রোণ, রাধেয় আর
আমাদের মহাশূরগণ উল্কাবেগে ঝাঁপ দেয় মুখে তোমার।

ব্যাদিত বদনে তোমার করাল দশনে বিলগ্ন ঝুলিছে দেখি
তাহাদের কারো কারো বিচূর্ণিত শির—ভয়ানক দৃশ্য এ কী।
খর অম্বুবাহী বৃন্দ নদনদী সিন্ধুবুকে যথা নির্বাণ লভে,
ধরিত্রীর বীরবৃন্দ হয় তব প্রোজ্জ্বলন্ত মুখে বিলীন সবে।
প্রদীপ্ত শিখায় মহাবেগে ধায় পতঙ্গ যেমন মরণতরে,
আননে তোমার তেমনিই মৃত্যুমুখী এ-ব্রহ্মাণ্ড প্রবেশ করে।
দীপ্ত গ্রসমান রসনায় বিষ্ণু! চরাচর তুমি করো লেহন,
উগ্রবহ্নিতেজপ্লাবনে তোমার নিখিল ভুবন করো দহন!
করো হে প্রকাশ কে বা তুমি রুদ্র? প্রণাম! প্রসীদ, করুণাময়!
জানাও তোমার আদিম স্বরূপ, জানি না কিছুই, দাও অভয়।

* * * * * *

তোমার কীর্তির স্তবে নাথ, ভক্তিবিমুগ্ধ স্বতঃই তিন ভুবন,
দৈত্যেরা শঙ্কায় দিকে দিকে ধায়, সিদ্ধগণ সবে নমে চরণ।
নমিবে তোমারে কে না মহাত্মন্! স্বয়ম্ভূরো ঊর্ধ্বে যার বিলাস!
সদসৎ-পারে পরাৎপর যে অনন্ত, দেবেশ, জগন্নিবাস!
তুমি আদিদেব, পুরাণ পুরুষ—হে অনন্তরূপ, বিশ্বনিধান!
জ্ঞানী, জ্ঞেয়, নিত্যধাম তুমি—রাজো ব্যাপি' চলাচল নিরবসান।
বায়ু অগ্নি তুমি—বরুণ শশাঙ্ক প্রজাপতি প্রপিতামহ তুমি।
সহস্র প্রণাম নমো নমো—বার বার হে তোমার চরণ চুমি।
প্রণমি সম্মুখে, প্রণমি পিছনে, নমো নমো সর্বদিকে তোমার,
হে অনন্তবীর্য, অমিতবিক্রম, সর্বব্যাপী, বিশ্বভুবনাধার!
সখা ভ্রমে "সখা কৃষ্ণ" বলি' ডাকি'—আহারে বিহারে, এক শয়নে,
একাসনে হাসিপ্রগল্ভতা যত করেছি প্রণয়ে তোমার সনে,
একান্তে কি সভামাঝে ভুলে তব মানের হানি যে করেছি হায়,
না জানি' তোমার মহিমা অপার—ক্ষমিও সে-অপরাধ কৃপায়।
এ-চরাচরের পিতা তুমি—আদিগুরু, গরীয়ান্, পূজ্যতম,
অসমোর্ধ্ব, চির-অমিতপ্রভাব ত্রিভুবনে তুমি, হে নিরুপম!

হে বরণ্যে ! তাই নমি' নতশিরে প্রার্থি—ক্ষমি' দিওতব প্রসাদ,
পিতা, সখা, প্রিয় ক্ষমে যথা পুত্র, সখা ও প্রিয়ার শতাপরাধ।
এ-অদৃষ্টপূর্ব মহাকায় হেরি' হরিষে বিষাদ—জাগিছে ত্রাস
কৃতার্থ এ-প্রাণে : দাও দেখা তাই—প্রসীদ দেবেশ, জগন্নিবাস!
তোমার মুকুটগদাচক্রধারী চতুর্ভুজ মূর্তি দেখিতে সাধ :
হে সহস্রবাহু বিশ্বমূর্তি ! হও আবির্ভূত সেই রূপে শ্রীনাথ !

শরশয্যায় ভীষ্ম

মহাভারত—শান্তি পর্ব

প্রথম সর্গ

মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজ্যলাভ করি' সর্বজনে
করিলেন প্রতিষ্ঠিত নিরুদ্বেগ শান্তির নন্দনে।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চতুর্বর্ণ স্বধর্মের
বৃত্তি অনুসরি' নব ধর্মরাজ্যে অনিন্দ্য কর্মের
করি' প্রবর্তন—প্রতি কর্ম করি' নিত্য নিবেদন
লোকগুরু বাসুদেবে—রচিয়া আনন্দ-নিকেতন
ঘোর কুরুক্ষেত্র-স্মৃতি চাহিলেন ভুলিতে। গৌরবে
পঞ্চভ্রাতা উপজীবী আশ্রিত অতিথিবৃন্দে সবে
তুষিল মধুরবাক্যে আতিথ্যে, শালীনতায়, দানে।
ধর্মরাজ নমি' অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রে কৌলীন্যসম্মানে
মানিলেন তাঁরে নবরাজ্যের সম্রাট্—গান্ধারীরে
বরি' রাজমাতারূপে—গণি' মন্ত্রী বিদুর সুধীরে
বেদবাদী ব্রাহ্মণেরে করিয়া প্রণাম অনুক্ষণ
প্রজার সুখের তরে করিলেন উৎসর্গ জীবন

নিরুপম সত্যাশ্রয়ী আচারে বিনয়ে চ্যুতিহীন
পাণ্ডবে দেখিয়া সবে লভিল অভয় অমলিন। *

দ্বিতীয় সর্গ

নীলমেঘসম শ্যামল সুন্দর বাসুদেব শোভে হেমপর্যঙ্কে ঃ
একাধারে স্নিগ্ধ নবঘনশ্যাম তথা বিবস্বান্ বিদ্যুৎভঙ্গে,
কটিতটে পীতকৌশেয় বসন, শ্রবণে কুণ্ডল, শ্রীকণ্ঠে লগ্ন
দীপ্ত মাল্য দোলে গৌরবে—যাহার কেন্দ্রে ম্লানিহীন কৌস্তুভরত্ন।
বালারুণ-রাগে উদয়কৈলাস সম অনাহত জ্যোতি অবর্ণ্যে
শোভে তিলোত্তম কৃষ্ণের শ্রীতনু যথা নীলমণি খচিত স্বর্ণে। †
হেন রূপে অতিথিরে ধর্মরাজ দেখিয়া প্রভাতে পরমানন্দে
কহিল প্রণমি' উচ্ছ্বসি ঃ "আছ তো সুখাসীন বন্ধু, স্বকীয় ছন্দে ?
যে করে তোমার চরণ-চারণী সেবা নাথ, তার জনম ধন্য ঃ
শুধু জানি না তো—কেমনে বরেণ্যে অর্চিব আমরা—হীন, নগণ্য !
ঘোর কুরুক্ষেত্রে বিজয়ের বর তুমি দিলে তব দেবসারথ্যে ঃ
একাধারে ধর্ম, দিশা, লক্ষ্য কর্ম আমাদের নাথ তুমিই মর্ত্যে।

---

* প্রাপ্য রাজ্যং মহারাজ কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
চাতুর্বর্ণ্যং যথাযোগ্যং স্বে স্বে স্থানে ন্যবেশয়ৎ ॥
ধৃতরাষ্ট্রায় তদ্রাজ্যং গান্ধার্যৈ বিদুরায় চ।
নিবেদ্য সুস্থবদ্রাজা সুখমাস্তে যুধিষ্ঠিরঃ ॥ (৪৫ অধ্যায়)

† ততো মহতি পর্যঙ্কে মণিকাঞ্চনভূষিতে।
দদর্শ কৃষ্ণমাসীনং নীলমেঘসমদ্যুতিম্ ॥
জাজ্বল্যমানং বপুষা দিব্যাভরণভূষিতম্।
পীতকৌশেয়বসনং হেম্নেবোপগতং মণিম্।
কৌস্তুভেনোরসিস্থেন মণিনাভিবিরাজিতম্।
উদ্যতেবোদয়ং শৈলং সূর্যেনাভিবিরাজিতম্।
নৌপম্যং বিদ্যতে তস্য ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন ॥ (৪৫)

১৯

জানি না আমরা যশ অপযশ, জানি শুধু—তুমি চির-আদর্শ :
অলির নলিনী, চকোরের চাঁদ, চাতকের মেঘ সুধা-প্রবর্ষ।
নীতি তপ সেবা আচার কৌলীন্য—প্রতি গুণ বরি' তব সমৃদ্ধি
লভে সফলতা—পাপ হয় পুণ্য স্পর্শিলে তোমার পাবকদীপ্তি।
হেন তুমি দিলে—নহে আশীর্বাদ শুধু পাণ্ডবের ব্যথা ও হর্ষে,
হ'লে সঙ্গী দুরদৃষ্ট আমাদের রূপান্তরি' তব অমৃতস্পর্শে।
সহিলে লাঞ্ছনা, বহিলে ও-দেবতনুতে শত্রুর শায়ক রুক্ষ।
হে অপাপবিদ্ধ! পাপী তাপী তরে করো ভোগ কত দুরন্ত দুঃখ!—"
সহসা থমকি' কহে যুধিষ্ঠির : "মন তব লীন কোথায় মিত্র?
ধ্যানমগ্ন—কিবা বিমনায়মান? আচরণ তব অতি বিচিত্র!
নহিলে স্পন্দন নাই কেন তব দেহে—নেত্রে নাই কেন বা দৃষ্টি?
স্থাণুসম হেরি তোমারে কেন বা? রত কি রচিতে নূতন সৃষ্টি?
নিবাত প্রদেশে অচঞ্চলশিখা দীপিকার সম স্থির প্রশান্ত!
মঙ্গল বারতা চাহি নাথ—বিনা আশ্বাস তোমার মন উদ্‌ভ্রান্ত!*
হেন উদাসীন দেখি নাই কভু তোমারে আলাপে—হে চিরবুদ্ধ!
অপ্রীতির কেহ হয়েছি হেতু কি অজ্ঞাতে আমরা—অবোধ মুগ্ধ?"

কহিল কেশব উন্মীলি' নয়ন গম্ভীর সম্ভাষে : "হে মানবেন্দ্র!
কুরুক্ষেত্রে আজ রয়েছে শয়ান শায়কশয্যায় মহাবীরেন্দ্র
মুমূর্ষু গাঙ্গেয়—মহত্ত্বে মহান্, ঔদার্যে ব্রাহ্মণ, সাহসে ক্ষত্র;
আশ্রিতের তরে অজেয় পার্থেও করিল অরি যে অজাতশত্রু;
যাহার কার্মুকটঙ্কারে উঠিত সভয়ে কাঁপিয়া দেবেন্দ্র স্বর্গে;
সহস্র রথীও পারিত নির্ভীক যে-বীর একাকী বধিতে খড়্গে;
গুরু জামদগ্ন্য সাথে সমতেজে যুঝিল যে অভী বিক্রমাদিত্য;
সে আজ আমারে করিছে স্মরণ জানিয়া জীবন মায়া, অনিত্য।†

---

* যথা দীপো নিবাতস্থো নিরিঙ্গো জ্বলতে পুরঃ।
তথাসি ভগবন্ দেব পাষাণ ইব নিশ্চলঃ॥'

† শরতল্পগতো ভীষ্মঃ শাম্যন্নিব হুতাশনঃ।
মাং ধ্যাতি পুরুষব্যাঘ্রস্ততো মে তদ্গতং মনঃ॥

অন্তর আমার তাই বন্ধু, ছিল আবিষ্ট—যেথায় নিষণ্ণ ভীষ্ম ঃ
গুরু চায় তারে আকুল অন্তরে—ব্যাকুল তাহার তরে যে-শিষ্য।

"করে নাই দ্বেষ কারেও যে-বীর—সত্যাশ্রয়ী ছিল বিবেকধর্মে ;
হীন আচরণ কল্পনায়ো কভু সাধে নাই—কিবা নর্মে কর্মে ;
জ্ঞানে যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী—রণস্থলে যুযুধানমাঝে ছিল রথীন্দ্র ;
জ্যোতিষ্কের মাঝে স্থির ধ্রুবতারা—প্রসূনের মাঝে শ্বেতারবিন্দ ;
গিরিমাঝে হিমালয়, চূড়ামাঝে কৈলাস, ইন্দ্রিয়মাঝে যে নেত্র,
শরশয্যা যার রচি' প্রায়শ্চিত্ত করিল পাপের কুরুক্ষেত্র ;
আসন্ন-মরণ-লগ্নে সর্বহারা —তবু যে অকুতোভয়, প্রশান্ত ঃ
অন্তর আমার ছিল তারি কাছে —ডাকিছে আমারে সে যে একান্ত।

"পিতার বাসনা পুরাতে বিদায় দিল যে কামনা —সুখসাম্রাজ্য ;
পিতারে করিতে গৃহসুখদান যৌবনসুখ যে গণিয়া ত্যাজ্য
আকুমার-ব্রহ্মচারী-ব্রতধারী হ'ল—অসাধ্যেরে করিয়া সাধ্য
শুধু ইচ্ছাবলে স্বার্থসুখ ছাড়ি' পরার্থেরে গণি' যে চিরারাধ্য
আকাশবাণীর প্রসাদে লভিল ইচ্ছামৃত্যু নাম জগৎ-পূজ্য,
যে-নামের যোগ্য ছিল শুধু একা অপরাজেয় সে-প্রতাপসূর্য ;
সমস্নেহ ছিল যে তার জীবনে সর্বজীবে—তাই জানি' অনার্য
দুর্যোধনে—তবু চিরদিন ছিল তারি শুভমতিদাতা আচার্য ঃ
হেন বীর করে আমারে আহ্বান—আমারেই গণি' অন্তিম লক্ষ্য,
অন্তর আমার ছিল তারি কাছে—ডাকে যে আমারে নিখিলাধ্যক্ষ।*

"জানি' কৌরবের ধ্রুব পরাজয়—তবু যে রহিল তারি অমাত্য ;
জানিয়া তাহার কুটিল কামনা—প্রণোদনা দিল তার অবাধ্য
মতিরে ফিরাতে শুভমুখে—তারি তরে সহিল যে-অন্তর্দ্বন্দ্ব
শুধায়ে বিবেকে ঃ—রবে পক্ষে কার? হারায়ে সে-দুঃখে জীবনানন্দ,

* যস্য জ্যাতলনির্ঘোষং বিস্ফূর্জিতমিবাশনেঃ।
ন সেহে দেবরাজোঽপি তস্মিন্মে মনসা গতঃ॥

পরে, অনুতাপে—পারিল না যবে দিতে তারে ধর্ম-মঙ্গলদীক্ষা,
বরিল মরণ তারি তরে হায় গণি' শরতল্পে প্রাণপরীক্ষা।
"দুই বিপরীত সত্য মাঝে কোন্ সত্য পালনীয়—বিচারি' মর্মে
গণিল যে-সত্য বরণীয় শেষে—তাহারেই মানি' আপন ধর্মে
যে-গাঢ় বেদনা সহিল সে-বীর দিনে দিনে—তার অতল স্পর্শ
কেমনে করিবে মানব—যাহার মানস-অতীত নাই আদর্শ?
কেমনে জানিবে স্বল্পদর্শী—কোন্ পথে কৃতার্থতা লভে মহত্ত্ব?
অন্তরের ব্যথা জানে অন্তর্যামী—দৃষ্টি শুধু জানে সৃষ্টির তথ্য।
"মহতী বেদনা করিয়া বরণ সে-বিক্ষোভে ভীষ্ম কী গূঢ় বিত্ত
লভিল কেমনে কোন্ পথে—তার কোথা পাবে দিশা মানবচিত্ত?
হেন ব্যথাব্রতী আমারে ডাকিছে শিয়রে মরণ জানি' অক্লিষ্ট,
ভোগমাঝে কভু করে নি যে ভোগ জানিয়া কেবল আমারে ইষ্ট ঃ

তার শরতল্প-শিয়রে আমার অন্তর তাই তো আছিল লিপ্ত
জীবন-মরণ বাদল-কিরণ ছিল নিত্য যার চরণে ভৃত্য।
ভীষ্মের মহান্ দেহপাতে হবে নির্বাপিত এক মহানক্ষত্র,
জ্ঞানের সঙ্কেতে বীর্যলক্ষ্যবেধে ছিল সব্যসাচী যে-দীপ্ত ক্ষত্র।
ত্রয়োবিংশ দিনরাত্রি যে পরশুরামের সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধে
ক্ষণতরেও যে মানে নাই হার, করে নাই ভয় কেশরী-ক্রুদ্ধে,
চলো যাই তার শিয়রে এক্ষণে ত্বরিত চরণে—ডাকে যে ভক্ত!
চির-অনুগত আমি তার—করে বরণ আমারে যে অনুরক্ত।"*

* ত্রয়োবিংশতিরাত্রং যো যোধয়ামাস ভার্গবম্।
ন চ রামেণ নিস্তীর্ণস্তমস্মি মনসা গতঃ॥
একীকৃত্যেন্দ্রিয়গ্রামং মনঃ সংযম্য মেধয়া।
শরণং মামুপাগচ্ছত্ততো মে তদ্গতং মনঃ॥
তস্মিন্ হি পুরুষব্যাঘ্রে কর্মভিঃ স্বৈর্দিবং গতে।
ভবিষ্যতি মহী পার্থ নষ্টচন্দ্রেব শর্বরী॥
তস্মিন্নস্তমিতে ভীষ্মে কৌরবাণাং ধুরন্ধরে।
জ্ঞানান্যস্তং গমিষ্যন্তি তস্মাত্ত্বাং চোদয়াম্যহম্॥ (৪৫)

উদ্দীপিত অভিমানে যুধিষ্ঠির কহিল ভাষণে বাষ্পরুদ্ধ :
"বলিলে মাধব, যাহা তুমি—সত্য সকলি জানি হে জ্ঞান-প্রবুদ্ধ !
পিতামহ সম জেনেছি তাঁহারে আশৈশব—তাঁরি উদার ধন্য
নিঃস্বার্থমন্ত্রের দীক্ষায় জেনেছি কারে বলে নাথ অকার্পণ্য।
অধর্মের পক্ষে করি' রণ—তবু ধর্মেরেই গণি' আদর্শ নিত্য
পরে দেহপাত করি' পিতামহ সাধিলেন এ কী প্রায়শ্চিত্ত
আমাদের করি শাস্তিদান—যারা চেয়েছি ভারতে ধর্মরাজ্য !
লীলাময় ! শুনি ভাষা তব, শুধু চিনি না তোমার কারণ কায !
এত কাছে তুমি—তবুও তোমার কী বা মনোরথ—দুরধিগম্য
রহিল—রহিবে আমরণ, হায় ! কালের বিধান অনতিক্রম্য—
এই বোধ হয় গভীরায়মান দিনে দিনে শুধ্—সে-গূঢ় যন্ত্রী
আপন নিষ্ঠুর ইচ্ছায় বাজায় যে-সুরে চায় এ-হৃদয়তন্ত্রী।
আমাদের দুঃখসুখ ছায়াবাজি—মিথ্যা এ জীবন, বন্ধ্যা, নিরর্থ ;
তাই ধর্মসিদ্ধি চেয়ে তবু হায় সাধিনু আমরা হিংসা-অনর্থ !
দুর্ভাগ্য আমরা—বাল্যে পিতৃহীন, যৌবনে ভিক্ষুক নৈমিষারণ্যে
পশুরো অধম দৈন্যে করি' বাস রাজ্যতরে শেষে বধিনু ধন্যে।
রহিব না আর পাপের সাম্রাজ্যে। ভোগ নহে ভোগ—সে অভিশপ্ত :
এ-জীবন শুধু নহে মায়া—ঘোর কালের তাণ্ডব জিঘাংসা-মত্ত।
বরি' বনবাসে কৃচ্ছ্র উপবাস আমি পাপী, গুরুস্বজনহন্তা,
প্রায়শ্চিত্তে আজ ত্যজিব এ-তনু—দাও অনুমতি হে অনুমন্তা !"

কহিলেন সান্ত্বভাষে বাসুদেব : "নহে সমীচীন অযথা দুঃখ :
জ্ঞান বিনা শুধু শোকের ইঙ্গিতে লক্ষ্যপথে ধায় – শুধু যে মূর্খ।
আলোকের ছায়া ঢাকে বলি' নহে প্রতিপন্ন—শুধু ছায়াই নিত্য :
অধর্ম-উৎকোচে মন লুব্ধ হয় বলি' ধর্মশক্তি নহে অসিদ্ধ।
ভীষ্মের সমীপে চলো তাই : লভি' আশীর্বাদ তাঁর—জ্ঞানের বিত্ত
করো আহরণ—জ্ঞানাগ্নিতে শুধু হয় অজ্ঞানের প্রায়শ্চিত্ত।

তৃতীয় সর্গ

সূর্য করিলে গমন উত্তরায়ণে কুরুক্ষেত্রে
অজেয় ভীষ্ম শরশয্যায় রহিয়া মুদিতনেত্রে
করিলেন যোগ পুরুষোত্তম বাসুদেবে তাঁর চিত্ত
অনিত্য প্রাণছায়াবাজি মাঝে জানি' শুধু তাঁরে নিত্য।
চারিদিকে রাজে নরকঙ্কাল, কপাল, ভয়াল রক্ত,
তার মাঝে ধ্যানমগ্ন ভীষ্ম—মহারথ, ঋষি, ভক্ত,
শুভ্র অঙ্গে সুনীলক্ষতে শোণিত বহে পবিত্র ঃ
বালারুণে প্রতিভাতে অপরূপ আলেখ্য কী বিচিত্র !—
মরণোম্মুখ চিরপ্রশান্ত আপূর্যমাণ সিন্ধু ঃ
একাধারে খর আদিত্য তথা বাসন্তী সুখ-ইন্দু !
নাই সেথা তপোবনের উদার শ্যামল শোভা প্রশান্তি,
নাই বিহঙ্গকাকলি, সান্দ্র নটিনী তটিনীকান্তি
এ যেন বৈপরীত্যের বুকে সুষমা-সৃজনী চাতুরী
অসম্ভবের পটভূমিকায় ফলি' তোলে নব মাধুরী !
মানবের দীন কল্পনা যার পায় না দিশা অবর্ণ্য
বন্ধ্যা মরুভূবুকে যেন জাগে ফুল পীত নীল স্বর্ণ !
দম্ভোলিমেঘবুকে যেন রাজে থমকি' শীতলবৃষ্টি !
যেন মহামারী-মর্মে আসীন আসন্ন নবসৃষ্টি !

"আসিছে কৃষ্ণ পরমকারণ—দর্শন দিতে ভীষ্মে—"
রটিল পবন গাহিল সিন্ধু, গুঞ্জরে অলি বিশ্বে।
দেখিতে বীরের মহাপ্রয়াণ, করি' সভা সম্পূর্ণ
ত্বরিত চরণে উদিল নন্দি' ঋষিযোগিমুনি তূর্ণ ঃ
জৈমিনি, ব্যাস, দেবল, অসিত, সুমন্ত, তৃণবিন্দু,
বিশ্বামিত্র, হারীত, চ্যবন, নারদ বিশ্ববন্ধু,
সনৎকুমার, বাল্মীকি, সূত, ধৌম্য, ক্রতু, বশিষ্ঠ,
কশ্যপ, কচ, মার্কণ্ডেয়, অঙ্গিরা অক্লিষ্ট ঃ

সবার কণ্ঠে মর্মর ওঠে জাগি' হেরি' পরমেশ্বর
নরতনুধারী অতনুমোহনে—মর্ত্যে যে চিরনির্জর !
ধরণীর ম্লান রঙ্গমঞ্চে স্বপ্নের গর্ভাঙ্ক
ঝলকিল তাঁর নবলীলা এক—মহিমা যাঁর অসাঙ্গ !

কহিল কৃতাঞ্জলি গাঙ্গেয়—অশ্রু-অন্ধ দুনয়ন :
"অন্তিম দিনে এলে নাথ. দিতে বন্ধনহারী দর্শন !
করুণার তব কে পেয়েছে পার—জানে শুধু হৃদিগহনে
সে-ই—যে তোমার অমৃতস্বাদ লভিল গরল-বেদনে।

"ধার্মিক, গুণী গণি' আপনারে যে বলে জানে সে করুণায়,
ধর্মের অভিমানের বন্ধ্যা শিখরে শ্যামলে সে হারায়।
কি বলিব বলো তোমারে শ্রীনাথ, মরু যবে লভে বৃষ্টি
কেমনে জানাবে—হৃদে তার হয় কোন্-সে সজল সৃষ্টি !

"রসাবেশে যার পাষাণ-অধরে জাগে উল্লসি' ফুল তৃণ,
দৈন্য কেমনে প্রকাশিবে সে-আনন্দ-মহিমা অমলিন ?
লভিয়া সূর্যকিরণ-আশিস্ কেমনে জানাবে পল্লব
কৃতজ্ঞতার সে-কোন্ উছাসে ভরে হৃদি তার, বল্লভ ?

"যে-আমি তোমার দেবদেহে বাণ হানিনু হায় নৃশংস,
সে-পাপীরে এলে চরণ দিতে—কে করুণার অবতংস !
শরশয্যার দুঃখও হ'ল সার্থক আজ হে আমার,
মায়াবী কৃপার স্পর্শ তোমার লভি' হে পরশমণিকার !"

কহিল কেশব স্নিগ্ধ কণ্ঠে : "হে আমার প্রিয় ভক্ত !
জানি আমি জানি বেদনা তোমার : সত্যের সাথে সত্য
সংঘাত যবে আনে—জানি ঘটে সে-লগ্নে কী অনর্থ !
পুণ্য পাপের ঘোর দ্বৈরথমুখেই ফোটে মহত্ত্ব।
পাষাণকঠিন বিপরীত দুই আদর্শ-রণঘোষণায়
জ্বলে বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ পথ দেখাতে তামসী নিরাশায় !

প্রজ্ঞাপ্রবীণ, শঙ্কাবিহীন, একাধারে-দ্বিজ-ক্ষত্র !
তোমার মহাপ্রাণ মহেশের অফুরান দানসত্র।
কোন্ সে-দৈবী রশ্মি তোমার অন্তরে চিরদীপ্ত
জানি আমি, তাই জানি—প্রতি কাজে কেমন ছিলে অলিপ্ত।
পাপের কালিমা ম্লানিবে তোমারে কেমনে জন্মধন্য ?
ক্লিন্ন কুবাস পারে কি করিতে পবনে ভারবিষণ্ণ ?
সুনীতি কুনীতি মনের রচনা, মনের অতীত চেতনে
বাঁধিতে বৃথাই ধায়—যথা শিশু ধরিতে চন্দ্র গগনে।
তাই আজ আমি এনেছি তোমার কাছে—যারা অনুতপ্ত ঃ
পঞ্চভ্রাতা—ক্ষমিয়া তাদেরে শুনাও ধর্মতত্ত্ব।
আচার্য আছে কে তব তুল্য ? তুমি হ'লে গত এ-ধরায়
জ্ঞানের একটি বিভূতি-দীপিকা নিভে যাবে চিরতরে হায় !
বিদ্যা মনীষা নহে দুর্লভ ঃ বিরল—গভীর দৃষ্টি,
চিত্ত তব যে উজলিল করি' প্রজ্ঞা-প্রদীপ সৃষ্টি।"

কহিল ভীষ্ম হাসি' ঃ "লীলাময় ! কত তব লীলারঙ্গ !
সারথি যাদের তুমি—তাহাদেরো অনুতাপ ? এ কী ব্যঙ্গ ?
কোথা আমি অবসন্ন, মলিন—কোথা মহীয়ান্ পাণ্ডব—
তব সহযোগে যারা এ-মর্ত্যে লভিল অমর গৌরব,
যাদের দৌত্যে এসে করেছিলে ঘোষণা—নাই কি স্মরণে ঃ
পাণ্ডবে করে দ্বেষ যারা তারা কেশবদ্বেষী জীবনে ?
হেন আশ্রিত—তুমি নারায়ণ, যাহাদের উপলব্ধ,
তোমারে হানিল শর যে—হননে তার হবে অনুতপ্ত ?
তুমি যাহাদের প্রভু, কাণ্ডারী, বন্ধু—হরষে বেদনে,
হেন ধন্যের চিত্তে নামিবে গ্লানি পরিতাপ কেমনে ?
ম্লান ধূলি নাথ, স্পর্শিবে কি গো অম্বরচারী পর্ণে ?
কলঙ্ক কভু লিপ্ত রহিতে পারে নিকষিত স্বর্ণে ?

ধর্মের মহাধারক নায়ক বলি' এ-ভারতবর্ষে
তুমি নির্মাণ করেছ যাদের আপনার মহাদর্শে,
অধর্মসাথী আমার নিধন—সে-ই তো তাদের ধর্ম :
পার্থে কি তুমি দাও নাই পাঠ—সমর নহে বিকর্ম
ফলাফল-ত্যাগে যবে জানি—প্রতি কর্ম তোমারি বন্দন,
এহেন দীক্ষাশিষ্যের তব কোথায় তাপের স্পন্দন ?
সর্বোপরি, হে মহালীলানট, এ কী লীলা তব বলো না ?
তুমি গুরু যার—তারে উপদেশ দিব আমি ? কেন ছলনা ?*
গঙ্গার তীরে করে যে বসতি—করে সে কি কূপজলপান ?
সূর্য যখন আকাশে—চাহে কি গৃহী প্রদীপের বরদান ?
কবি যার সভাপতি—সে কি কভু চায় অছন্দ কাব্য ?
হরি ঘরে যার—তার কি অন্য দিশারি-মন্ত্র জাপ্য ?
শিব লোকনাথ ! তোমার নিধানে কী বলিব বাণীসজ্জায়—
বেদবেদাঙ্গ বর্ণিতে যারে নির্বাক্ হয় লজ্জায় ?
আরো হায়, তুমি কাছে এলে নাথ আপ্লুত মহানন্দে
ভাব রূপ লয় রোমাঞ্চে—যথা প্রেম সমাধির ছন্দে।"

কহিলেন মৃদু হাসি' বাসুদেব : "যা কহিলে সবই সত্য :
তবু চাই আমি তোমার মুখেই শুনিতে আমার তত্ত্ব।
ভক্ত-যে তুমি, কাম্য আমার তাই তব যশ-ঋদ্ধি :
চাই নিরখিতে তোমার বচন-মুকুরে আমার দীপ্তি।

---

* লোকনাথ মহাবাহো শিব নারায়ণাচ্যুত !
তব বাক্যমুপশ্রুত্য হর্ষেণাস্মি পরিপ্লুতঃ ॥
কিঞ্চাহমভিধ্যাস্যামি বাক্‌পতে তব সন্নিধৌ।
যথা বাচোগতং সর্বং তব বাচি সমাহিতম্ ॥
কথং ত্বয়ি স্থিতে কৃষ্ণে শাশ্বতে লোককর্তরি।
প্রব্রূয়ামদ্বিধঃ কশ্চিদ্ গুরৌ শিষ্য ইব স্থিতে ॥ (৫১)

সঙ্গ-লীলাও যাচে অসঙ্গ, সীমামাঝে চায় অসীমা
ফলিতে আপনি ব্যাপ্তি—প্রতিধ্বনি মাঝে ধ্বনিগরিমা
পূর্ণবৃত্ত-সিদ্ধিরে পায়—শিষ্যের মাঝে গুরু চায়
আপনার জ্ঞানবিকাশ হেরিতে আশিস-আলোর সুষমায় !
যে-বাণী কহিতে পারে বাণীনাথ বাণীবাহ তারে বরিয়া
যখন প্রকাশ করে ভাষে—বাণীনাথও ওঠে উচ্ছ্বসিয়া।

আবাল্য তুমি পরমের ধ্যানী—জানি আমি, তাই তোমারে
অভিনন্দিতে এসেছি—আমার প্রজ্ঞা তোমার আধারে
করি' সঞ্চার তোমার মহিমা করিতে প্রচার বিশ্বে ঃ
পূর্ণ আরতি লভে গুরু—যবে পায় সে পরম শিষ্যে।*
মানবই কি শুধু চাহে দেবে ?—দেবতাও চাহে না কি মানবে ?
লীলার বাহন লীলাবিধায়কে সার্থক করে বিভবে।

চতুর্থ সর্গ

অশ্রুগদ্‌গদ কণ্ঠে গাঙ্গেয় নমি' কৃতাঞ্জলি কহিল ঃ "পায়
লীলার তব পার কে কোথা নাথ, তাই জানিতে তোমারে না ভক্ত চায়।
অণুর অণুরূপ কখনো ধরো—কভু বিরাটতম রূপ বিরাট্‌-মাঝে ঃ
মহিমময় কভু মহৎসংসদে—দীনের দীন কভু শ্রীহীন সাজে !
যেমন মণিগণ ডোরে অনুস্যূত রহিয়া মালিকায় কণ্ঠে দোলে,
তেমনি তোমামাঝে ধৃত অনুস্যূত নিখিল প্রাণী এই অবনিতলে।
মানবতনু ধরি' কী নটলীলা হরি, করো তরঙ্গিত যোগমায়ায় !
তোমারে আত্মীয় বন্ধু গণি' প্রিয়, তাই তো ভুলি তব বিশালকায়।

---

* আধেয়স্ত ময়া ভূয়ো যশস্তব মহাত্মতে।
ততো মে বিপুলা বুদ্ধিস্ত্বয়ি ভীষ্ম সমর্পিতা।। (৫৩)

হাসিয়া সেই ক্ষণে বিশ্বরূপ ধরো কোটিমুকুটবাহু কোটিচরণ
তোমার প্রতি প্রত্যঙ্গে ঝলকিয়া দীপ্যমান্ এক মহাভুবন ! *
যা কিছু উজলায় আলোকে তব ভায়—শিশির হ'তে রবিচন্দ্রতারা ঃ
নয়ন যেথা দেখে শূন্য ধূধূ—তুমি সেথাও অরূপের দাও পাহারা।
নমো হে নম ব্রহ্মণ্যদেব ধেনু-ব্রাহ্মণের হিতকারী অপার,
ধরে যে কৃষ্ণ গোবিন্দ নাম—সেই বিশ্বমঙ্গলে নমস্কার।
পরব্রহ্ম হে তুমিই নারায়ণ—সকল সাধনার শেষ সাধন !
তুমিই দেবদেব, নিখিল পারে রাজো, নিখিলবুকে আছ চিরন্তন।
প্রণাম বারেকো যে কৃষ্ণে করে—ফল সে বহুযজ্ঞেরো অধিক লভে ঃ
যে বহু যাজ্ঞিক জনমে পুনরায়—কৃষ্ণ-প্রণামী না জনমে ভবে।
কৃষ্ণ-ব্রত যারা নিয়ত যাপে—জাগি' নিশীথে কৃষ্ণেই শুধু ধেয়ায়
প্রবেশ করে তারা কৃষ্ণ-দেহে—যথা মন্ত্রপূত হবি হোমশিখায় !
চরণে নমোনম হে পুরুষোত্তম ! প্রসাদ দাও, স্তবে গাহিব নাম।
প্রসারে অনাহত মন্ত্রসংহত হোক সে-অন্তিম প্রাণ-প্রণাম।
যাঁহারে বলে বেদ আধার জগতের সর্বপ্রাণী যাঁর মাঝে বিহরে,
যেমন জাল মাঝে বিহরে বিহগেরা চরণে তাঁর নতি এ-চরাচরে।
দৈত্যনাশতরে গর্ভে অদিতির লভিল জন্ম যে দ্বাদশবার,
বর্ণ যার চির-স্বর্ণ-দ্যুতি—সেই সূর্য-স্বরূপেরে নমস্কার। †

---

* অণীয়সামণীয়াংসং স্থবিষ্ঠঞ্চ স্থবীয়সাম্।
গরীয়সাং গরিষ্ঠঞ্চ শ্রেষ্ঠঞ্চ শ্রেয়সামপি ॥
যস্মিন্ বিশ্বানি ভূতানি তিষ্ঠন্তি চ বিশন্তি চ।
গুণভূতানি ভূতেশে সূত্রে মণিগণা ইব ॥
সহস্রবাহুমুকুটং সহস্রবদনোজ্জ্বলম্।
প্রাহুর্নারায়ণং দেবং যং বিশ্বস্য পরায়ণম্ ॥ (৪৬)

† নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ ॥
নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম নারায়ণঃ পরং তপঃ।
নারায়ণঃ পরো দেবঃ সর্বং নারায়ণঃ সদা ॥

শুক্লপক্ষে যে পূজিল দেবতায়—কৃষ্ণে পিতৃগণে অমৃতে তার,
দ্বিজের রাজা বলি' খ্যাত যে—করি সেই চন্দ্র-স্বরূপেরে নমস্কার।
গভীর তমসার পারে যে-অমিতাভ পুরুষ রাজে—জীব জানিলে যার
পরমদিশা হয় মরণজয়ী—সেই জ্ঞানস্বরূপেরে নমস্কার।
অঙ্গ বাণী যার, স্বরব্যঞ্জন—ভূষণ, সন্ধি ও অলঙ্কার
অঙ্গুলিতে—নাম দিব্য অক্ষর—সে-বাক্-স্বরূপেরে নমস্কার।
সাধুর সেতু বাঁধে ঋতের সহায়ে যে, মুক্ত করে ভবে অমৃত-দ্বার
ধর্ম-অর্থের সমন্বয়ে—সেই সত্য-স্বরূপেরে নমস্কার।
বহুধা ধর্মের আচারে বহুফলকামীরা অর্চনা সাধি' যাহার,
ধর্ম বহুমুখী ধারণ করে—সেই ধর্ম-স্বরূপেরে নমস্কার।
অখিল প্রাণের যে অনাদি জনয়িতা—রাজে শ্রীঅঙ্গে অনঙ্গ যার,
করে যে উন্মাদ সর্বজনে—সেই কামস্বরূপেরে নমস্কার।
জিনিয়া নিশ্বাস জিতেন্দ্রিয় যোগী ধ্যানে অতন্দ্রিত জ্যোতি যাহার
শুদ্ধসাত্ত্বিক হৃদয় দেখে—সেই যোগস্বরূপেরে নমস্কার।
পাপ ও পুণ্যের পুনর্জন্মের অতীতলোক জিনি' অভয়ে যার
শান্ত সন্ন্যাসী মুক্তি লভে সেই—মোক্ষ-স্বরূপেরে নমস্কার।*

একোহপি কৃষ্ণস্য কৃতপ্রণামো দশাশ্বমেধাবভৃথেন তুল্যঃ।
দশাশ্বমেধী পুনরেতি জন্ম কৃষ্ণপ্রণামী ন পুনর্ভবায়॥
কৃষ্ণব্রতাঃ কৃষ্ণমনুস্মরন্তো রাত্রৌ চ কৃষ্ণং পুনরুত্থিতা যে।
তে কৃষ্ণদেহাঃ প্রবিশন্তি কৃষ্ণম্ আজ্যং যথা মন্ত্রহুতং হুতাশে॥
আরিরাধয়িষুঃ কৃষ্ণং বাচং জিগদিষামি যান্।
তয়া ব্যাসসমাসিন্যা প্রীয়তাং পুরুষোত্তম॥
যমাহুর্জগতঃ কোশং যস্মিংশ্চ নিহিতাঃ প্রজাঃ।
যস্মিঁল্লোকাঃ স্ফুরন্ত্যেতে জালে শকুনয়ো যথা॥
হিরণ্যবর্ণং যং গর্ভমদিতের্দৈত্যনাশনম্।
একং দ্বাদশধা জজ্ঞে তস্মৈ সূর্যাত্মনে নমঃ॥ (৪৬)

*শুক্লে দেবান্ পিতৄন্ কৃষ্ণে তর্পয়ত্যমৃতেন যাঃ।
যশ্চ রাজা দ্বিজাতীনাং তস্মৈ সোমাত্মনে নমঃ॥

অগ্নি মুখ যার, নীলাম্বর—নাভি, দ্যুলোক—শির, ধরা—চরণ যার
নেত্র—দিনমণি, শ্রবণ—দিক্ঃ সেই লোকস্বরূপেরে নমস্কার।
আবর্তিত মাস ঋতু ও বৎসরে অভ্যুদয় যুগে যুগে যাহার,
সৃজন-স্থিতি-লয়-নিয়ন্তা যে—সেই কালস্বরূপেরে নমস্কার।
কল্প-অন্তে যে দীপ্ত লেলিহান অগ্নিতাণ্ডবে ভস্মসার
করে এ-প্রাণলীলা প্রলয়লীন—সেই ঘোরস্বরূপেরে নমস্কার।
করিয়া গ্রাস লীলা-প্রপঞ্চেরে—পরে বিশ্বে করি' এক মহাপাথার
শয়ান রহে সেথা যে-বালমায়াবী—সে-মায়াস্বরূপেরে নমস্কার।
জন্মাতীত যার নাভিকমল এই বিশাল বিশ্বের মূল-আধার,
পরেশ পুণ্ডরীকাক্ষ—সেই মহাপদ্ম-স্বরূপেরে নমস্কার।
নীরদ কুন্তলে, অন্তহীন নদী অঙ্গসন্ধিতে উছল যার,
জঠরে অফুবান সিন্ধু বহে—সেই তোয়ঃস্বরূপেরে নমস্কার।
অখিল লীলা যত—তাদের কারণের কারণ যে-অচিন সারাৎসার
যাহাতে লয় হয় প্রলয়ে তারা—সেই কারণ-স্বরূপেরে নমস্কার।

মহতস্তমসঃ পারে পুরুষং হ্যতিতেজসম্।
যং জ্ঞাত্বা মৃত্যুমত্যেতি তস্মৈ জ্ঞেয়াত্মনে নমঃ॥
পাদাঙ্গং সন্ধিপর্বাণং স্বরব্যঞ্জনভূষণম্।
যমাহুরক্ষরং দিব্যং তস্মৈ বাগাত্মনে নমঃ॥
যস্তনোতি সতাং সেতুমৃতেনামৃতযোনিনা।
ধর্মার্থব্যবহারাঙ্গৈস্তস্মৈ সত্যাত্মনে নমঃ॥
যং পৃথগ্ধর্মাচরণাঃ পৃথগ্ধর্মফলৈষিণঃ।
পৃথগ্ধর্মৈঃ সমর্চন্তি তস্মৈ ধর্মাত্মনে নমঃ॥
যতঃ সর্বে প্রসূয়ন্তে হ্যনঙ্গাত্মাঙ্গদেহিনঃ।
উন্মাদঃ সর্বভূতানাং তস্মৈ কামাত্মনে নমঃ।
যং বিনিদ্রা জিতশ্বাসাঃ সত্ত্বস্থাঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ।
জ্যোতিঃ পশ্যন্তি যুঞ্জানাস্তস্মৈ যোগাত্মনে নমঃ॥
অপুণ্যপুণ্যোপরমে যং পুনর্ভবনির্ভয়াঃ।
শান্তাঃ সন্ন্যাসিনো যান্তি তস্মৈ মোক্ষাত্মনে নমঃ॥

জাগিয়া অচেতন জীবের শিয়রে যে নিয়ত সচেতন রহি' তাহার
পুণ্যপাপ দেখে সাক্ষিসম—সেই দ্রষ্টা-স্বরূপেরে নমস্কার।*
অন্নপান হ'তে শক্তি-ইন্ধন করে যে আহরণ জীবনাধার,
রসের বিধায়ক, প্রাণের নিয়ামক—সে-প্রাণ-স্বরূপেরে নমস্কার।
অপ্রমেয় যার নিগূঢ় নামরূপ—সর্বগামী আঁখি বুদ্ধি যার,
অপার-পরিমাণ, অলৌকিক—সেই দিব্য-স্বরূপেরে নমস্কার।
আপনি আদিহীন হ'য়ে যে বিশ্বের আদিকারণ—যার পরিধি-পার
পায় নি সদসৎ যজ্ঞ কাল—যেই বিশ্বস্বরূপেরে নমস্কার।
বিদ্যুতের বুকে করে যে বাস—আনে দেহে আনন্দ যে উষ্ণতার,
পাবন দাহনে যে পুণ্য করে—সেই বহ্নি-স্বরূপেরে নমস্কার।

---

*যস্যাগ্নিরাস্যং দ্যৌর্মূর্ধা খং নাভিশ্চরণৌ ক্ষিতিঃ।
সূর্যশ্চক্ষুর্দিশঃ শ্রোত্রে তস্মৈ লোকাত্মনে নমঃ॥
যুগেষ্বাবর্ততে যোগৈর্মাসর্ত্ত্বয়নহায়নৈঃ।
সর্গপ্রলয়য়োঃ কর্তা তস্মৈ কালাত্মনে নমঃ॥
যোঽসৌ যুগসহস্রান্তে প্রদীপ্তার্চির্বিভাবসুঃ।
সংভক্ষয়ন্তি ভূতানি তস্মৈ ঘোরাত্মনে নমঃ॥
সংভক্ষ্য সর্বভূতানি কৃত্বা চৈকার্ণবং জগৎ।
বালঃ স্বপিতি যশ্চৈকস্তস্মৈ মায়াত্মনে নমঃ।
অজস্য নাভ্যাং সম্ভূতং যস্মিন্ বিশ্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
পুষ্করে পুষ্করাক্ষস্য তস্মৈ পদ্মাত্মনে নমঃ॥
যস্য কেশেষু জীমূতা নদ্যঃ সর্বাঙ্গসন্ধিষু।
কুক্ষৌ সমুদ্রশ্চত্বারস্তস্মৈ তোয়াত্মনে নমঃ॥
যস্মাৎ সর্বাঃ প্রসূয়ন্তে সর্গপালনবিক্রিয়াঃ।
যস্মিংশ্চৈব প্রলীয়ন্তে তস্মৈ হেত্বাত্মনে নমঃ।
যো নিষণ্ণো ভবেদ্রাত্রৌ দিবা ভবতি বিষ্ঠিতঃ।
ইষ্টানিষ্টস্য চ দ্রষ্টা তস্মৈ দ্রষ্টাত্মনে নমঃ॥

সূর্যচন্দ্রের অগ্নিতারাদের যে তেজোনিয়ামক তেজে তাহার,
দিব্য দীপ্তির মূর্তিকার—সেই তেজঃস্বরূপেরে নমস্কার।
সর্বজীবে রাখি' মুগ্ধ, বাঁধি' স্নেহনিগড়ে মহীয়ান্ সৃষ্টি তার
করে যে রক্ষণ লালন—সেই চির-মোহস্বরূপেরে নমস্কার।
নিখিল জীবের যে আত্মা সম রাজে, পালক অন্তক প্রাণলীলার,
হিংসা-ক্রোধ-মোহমুক্ত—সে পরম শান্তি-স্বরূপেরে নমস্কার।
চতুঃসিন্ধুও পারে না পরিমাপ করিতে যার সীমাহীন বিথার
যবে সে রাজে যোগনিদ্রালীন—সেই সুপ্তি-স্বরূপেরে নমস্কার।*

---

* অন্নপানেন্ধনময়ো রসপ্রাণবিবর্ধনঃ।
যো ধারয়তি ভূতানি তস্মৈ প্রাণাত্মনে নমঃ॥

অপ্রমেয়শরীরায় সর্বতো বুদ্ধিচক্ষুষে।
অপারপরিমাণায় তস্মৈ দিব্যাত্মনে নমঃ॥

পরঃ কালাৎ পরো যজ্ঞাৎ পরং সদসদশ্চ যঃ।
অনাদিরাদির্বিশ্বস্য তস্মৈ বিশ্বাত্মনে নমঃ॥

বৈদ্যুতো জাঠরশ্চৈব পাবনঃ শুচিরেব চ।
দহনঃ সর্বভক্ষ্যাণাং তস্মৈ বহ্ন্যাত্মনে নমঃ॥

জ্বলনার্কেন্দুতারাণাং জ্যোতিষাং দিব্যমূর্তিনাম্।
যস্তেজয়তি তেজাংসি তস্মৈ তেজাত্মনে নমঃ॥

যো মোহয়তি ভূতানি স্নেহপাশানুবন্ধনৈঃ।
সর্গস্য রক্ষণার্থায় তস্মৈ মোহাত্মনে নমঃ॥

সর্বভূতাত্মভূতায় ভূতাদিনিধনায় চ।
অক্রোধদ্রোহমোহায় তস্মৈ শান্তাত্মনে নমঃ॥

সহস্রশিরসে তস্মৈ পুরুষায়ামিতাত্মনে।
চতুঃসমুদ্রপর্যায় যোগনিদ্রাত্মনে নমঃ॥

জানে না মহাজন, দানব, পিতৃগণ, অমর, আদি-প্রজাপতিও যার
পরাৎপর রূপ গহনতম—সেই সূক্ষ্ম-স্বরূপেরে নমস্কার।

জনক বসুদেব, দেবকী মাতা—গদা, শঙ্খ, পদ্ম শ্রীকরে যাহার,
যাদববংশের নয়নানন্দ—সে-কৃষ্ণ-স্বরূপেরে নমস্কার।

সর্ব মাঝে যার, সর্ব যাহা হ'তে, স্বয়ং সর্ব-যে, সর্বাধার,
সর্বময়, বিভু চিরন্তন—সেই সর্ব-স্বরূপেরে নমস্কার।

প্রাণের কান্তারে পাথেয়—কৃপা যার, সংসারের শোক তাপ ব্যথার
অমোঘ ঔষধ যে-দুটি অক্ষর—"হরি"—নমস্কার চরণে তার।

প্রণাম দেবদেব, ভক্তবৎসল! প্রসীদ পরমেশ্বর অপার!
দিনের শেষে লহ চরণে সুব্রহ্মণ্য! মরণের নমস্কার! *

---

* যং ন দেবা ন গন্ধর্বা ন দৈত্যা ন চ দানবাঃ।
তত্ত্বতো হি বিজানন্তি তস্মৈ সূক্ষ্মাত্মনে নমঃ॥

যো জাতো বসুদেবেন দেবক্যাং যদুনন্দনঃ।
শঙ্খচক্রগদাপাণির্বসুদেবাত্মনে নমঃ॥

যস্মিন্ সর্বং যতঃ সর্বং যঃ সর্বঃ সর্বতশ্চ যঃ।
যশ্চ সর্বময়ো নিত্যং তস্মৈ সর্বাত্মনে নমঃ॥

প্রাণকান্তারপাথেয়ং সংসারোচ্ছেদভেষজম্।
দুঃখশোকপরিত্রাণং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্॥

নমোঽস্তু তে মহাদেব নমস্তে ভক্তবৎসল।
সুব্রহ্মণ্য নমস্তেঽস্তু প্রসীদ পরমেশ্বর॥

শুদ্ধি পত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	১৬	কবি	করিয়া
৩	১	সেই	সে
৩	২৭	তাহে	চাহে
১১	১৯	পথে কী পীড়ন	পথে পীড়ন
২২	১৯	তাই দেখিতে	তাই হায়, দেখিতে
৫৫	৭	ভাঙ্গে	ভাঙে
৮১	৫	তথাপি	রবে তথাপি
৮২	১৩	বিষ্ণু	বিষ্ণুর
১২৫	৩	ত্রিভূবনের	বঁধু ত্রিভুবনের
২৪১	৯	যবে	যবে হয়
২৪৭	৪	আমাদের	আমার
১৬৩	৭	ছাই	ছাই পলে